

আল-কুরআনের
বিষয়ভিত্তিক আয়াত

দ্বিতীয় খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা পরিষদ



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (দ্বিতীয় খণ্ড)

সম্পাদনা পরিষদ

[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা গবেষণা : ৬৪/২

ইফা প্রকাশনা : ২০৬৮/২

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২০৩

ISBN : 984—06—0639—5

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ২০০৩

তৃতীয় প্রকাশ (উন্নয়ন)

আগস্ট ২০১৩

ভদ্র ১৪২০

শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মু. হারুনুর রশিদ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪২০.০০ (চারশত বিশ) টাকা মাত্র।

AL-QURANER BISHAYBHITTIK AYAT (Subjectwise Verses of the Holy quran):

Composed and edited by a group of Scholars and Published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka - 1207. Phone : 8181535 August 2013

E-mail : directorpubif@yahoo.com

Website : www. islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 420.00 ; US Dollar : 17.00

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠতম উপহার ও রহমত হল, আল-কুরআন ও সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)। মহান স্রষ্টার নিদর্শন ও এই মহত্তম মাধ্যম না হলে মানব জাতি ন্যায়-অন্যায়ের সুস্পষ্ট সীমারেখা, সত্য-মিথ্যার পৃথকীকরণের মানদণ্ড, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা লাভ করতে পারত না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অশেষ করুণা ও মেহেরবানীতে বিশ্ববাসীর মঙ্গল ও হেদায়েতের জন্য চিরন্তন জীবন দর্শন আল-কুরআন নাযিল করেছেন।

পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা, জীবন-বিধান হিসেবে এর শ্রেষ্ঠত্ব, মানবতা প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুপম জীবন চরিত মাধ্যমে সহজেই উপলব্ধ হয়। নবী করীম (সা)-এর অনুপম জীবনাদর্শে কুরআন শরীফ সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টিজগতের কাছে উজ্জ্বলতম উদাহরণ পেশ করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ, এমনকি অক্ষরগুলো পর্যন্ত যেমন সংরক্ষিত তেমনই এর আয়াতমালার ক্রমবিন্যাস, সূরার তারতীব সবই সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। এখানে কোন আয়াত কিংবা সূরা অগ্রপশ্চাদ করার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআন নিজস্ব ধারায় গ্রন্থিত। গ্রন্থিত এ ধারাও বস্তুত লাওহে মাহফুযে রক্ষিত কুরআনের মূল কপিই প্রতিবিশ্ব।

আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় আমরা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো এক স্থানে পেতে চাই। কুরআনের বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে এ কাজটি সহজ হলেও সাধারণ পাঠকের জন্য তা নিঃসন্দেহে কঠিন। পাঠকবৃন্দের উপরোক্ত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই “আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত” শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়। আলোচ্য গ্রন্থ সেই গবেষণা কর্মেরই মূল্যবান ফসল।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত এ বিষয় ভিত্তিক আয়াত সম্বলিত গ্রন্থ দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব পেতে অশেষ উপকারে আসবে। এ দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কুরআন গবেষক ও বিশেষজ্ঞের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত হাম্দ ও শুকরিয়া। আমি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত গবেষকগণ এবং অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি জানাই আন্তরিক মবারকবাদ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কুরআন প্রদর্শিত সীরাতে মুস্তাকীমে অবিচল থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ জাফর
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম। মহান আল্লাহর অবিনশ্বর বাণী। এই কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য যেমন চিরন্তন ওহী, তেমন-এর সূরা ও আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস মহান আল্লাহ পাকের মনোনীত, যা নতুন করে সংস্থাপনের কোন অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনের এটি অন্যতম মু'জিযা যে, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে খাতামুন নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে যে তারতীব ও ক্রমবিন্যাসের উপর উম্মাতের সীনায় ও হাতে রেখে গিয়েছেন আজো সেই বিন্যাসের উপর বিদ্যমান। কোথাও কোন যুগে তাতে সামান্যতম পরিবর্তনও হয়নি। আমরা বর্তমানে যে তারতীবের উপর পবিত্র কুরআন হিফয করছি ও তিলাওয়াত করছি সেই তারতীবের উপরই প্রিয়নবী (সা) পবিত্র কুরআন নিজে মুখস্থ করেছেন, প্রতি বছর তিনি হযরত জিব্রীলকে শুনিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরামকে মুখস্থ করিয়েছেন এবং সকলে সেই তারতীবের উপরই নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর সমীপে কুরআন খতম করতেন। এই কুরআন সেই মূলকপিই হবহু অনুলিপি যা 'লাওহে মাহফূযে' সংরক্ষিত। ফকীহগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের এই তারতীব ওহীরই অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুনভাবে কুরআনের বিন্যাস বৈধ নয়।

পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত শীর্ষক গ্রন্থ দ্বারা নতুন কোন বিন্যাস উপস্থাপন করা কিংবা বর্তমান তারতীবের বিকল্প তারতীব পেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল, সাধারণ পাঠকগণ যেন সহজে পবিত্র কুরআন থেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন সে লক্ষ্যে আয়াতগুলোকে এক একটি শিরোনামের আওতায় রেফারেন্স ও অর্থসহ পেশ করা।

বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য চর্চা পূর্বের তুলনায় অনেকগুলো অগ্যসরমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহর রহমত যাঁরা আলিম বা আরবী শিক্ষিত নন তাঁরাও বাঙলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী থেকে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছেন। ইসলামী সাহিত্য চর্চার এই অনুরাগীদের অনেককে দেখা যায় যে, তাঁরা কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে গিয়ে শুধু কোন লেখকের বই থেকেই নয় অধিকন্তু পবিত্র কুরআন তথা স্বয়ং আল্লাহ পাকের কালাম থেকে সরাসরি বিষয়টি জানার অভিলাষ পোষণ করেন। তাঁদের এ অভিলাষ ও অনুসন্ধিৎসাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামান্য কিছু খিদ্মত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল আমাদের “আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত” প্রকল্প। দেশের খ্যাতনামা ও নির্ভরযোগ্য আলিম ও পণ্ডিতগণের শ্রম সাধনায় গ্রন্থটির চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশের পর এর ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে এর মওজুদ শেষ হয়েছে। সম্মানিত পাঠকগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থখানার দ্বারা সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন।

গ্রন্থখানার রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে অনেকে আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত খ্যাতনামা আলিম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বসহ তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ইফা প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক,
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[The page contains several paragraphs of text in Devanagari script, which is heavily obscured by dark, irregular ink smudges and blotches. The text is mostly illegible due to the extent of the obscuring marks.]

সম্পাদকীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلی ونسلم على رسوله الكريم

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। মানুষের রচনারীতি থেকে এর প্রকাশরীতি ও বিষয় বিন্যাস আলাদা। একারণে একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় বের করা সহজ নয়। কেননা একটি বিষয় নানা স্থানে এবং কোন কোন সময় বিভিন্ন বিষয় এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু সহজে চিহ্নিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য “আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত” প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে। পরিষদ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে, প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে এবং বিষয়ভিত্তিক আয়াত চিহ্নিত করে তরজমা প্রদানের আগে, প্রথমে সূরার নাম, সূরার নম্বর, তারপর আয়াত নম্বর দেয়া। যেমন, সূরা বাকারা, ২ : ১০। ইতিপূর্বে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন : মহান আল্লাহ, মালাইকা, কিতাবুল্লাহ, রাসূল, রিসালাত ও অহী, কিয়ামত ও আখিরাত এবং কাযা ও কাদর।

এ খণ্ডে থাকছে ইসলাম ও মুসলিম, ঈমান ও মু'মিন, কুফর ও কাফির, শিরক ও মুশরিক, নিফাক ও মুনাফিক এবং আহকাম সম্বলিত সকল বিষয়াবলী এবং বিশ্ব সৃষ্টি ও ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ডে থাকবে, আখিয়া আলাইহিমুস সালাম, আমসাল, আহাদ ও মীসাক, কসম এবং উলুমুল কুরআন ইত্যাদি।

আল-কুরআন এমন কিতাব যার বর্ণনায় মহান আল্লাহ বিস্তারিত অথবা সংক্ষিপ্ত কোন কিছু বাদ দেন নি। তবে তা মানুষ রচিত গ্রন্থের মত নয়। এখানে মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে, যা থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় দিশা লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত সাজানোর কাজটি খুব সহজ না হলেও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ আন্তরিকভাবে এ মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তবুও কিছু ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কিছু নজরে পড়লে আমরা অনুরোধ করব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য। আমাদের এ কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, সে জন্য তাঁদেরকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সবার কর্ম প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	চেয়ারম্যান
মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুল হক	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক	সদস্য
হাফেয মাওলানা মুখলিছুর রহমান	সদস্য
ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক	সদস্য
অধ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান	সদস্য
মুফ্তী মাওলানা সুলতান মাহমুদ	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হোসাইন খান	সদস্য-সচিব

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও মুসলিম / ১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈমান ও মু'মিন / ২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিরক ও মুশরিক / ১০০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুফর ও কাফির / ১০৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিফাক ও মুনাফিক / ১৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় : আহকাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

সালাত / ১৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাওম / ১৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাকাত / ১৬৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাজ্জ / ১৬৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহরাত-পবিত্রতা / ১৭৯

অম্বু, গোসল ও তায়াম্মুম / ১৮১

হায়েয ও নিফাস / ১৮১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহ / ১৮৩

তালাক / ১৮৭

ইদত / ১৮৯

মাহর / ১৯০

ঈলা / ১৯৩

রাযা'আত বা দুধ পান করান / ১৯৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মদ ও জুয়া / ১৯৫

যিনা-ব্যভিচার / ১৯৬

পর্দা / ১৯৮

কিসাস ও দিয়াত / ১৯৯

[দশ]

কতল-হত্যা / ২০১
চুরির শাস্তি / ২০২
মুরতাদ ও তার শাস্তি/২০২

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচার / ২০৩
আমানত / ২০৫
পোশাক / ২০৫
গণীমাতের মাল ও ফায় / ২০৬
জিহাদ ও যুদ্ধ / ২০৮
যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা / ২১০
ইয়াতীম / ২১৯
মুবাহালা / ২২১
কৃপণতা / ২২১
তাওবা / ২২২
পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা / ২২৩
অপব্যয় না করা / ২২৩
করযে হাসানা / ২২৪
হিজরত / ২২৫

আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ না করা / ২২৬

সত্য গোপন না করা / ২২৭
নিজে না করে অপরকে করতে বলা / ২২৭
সবর ও সালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা করা / ২২৮
হালাল খাওয়া ও হারাম না খাওয়া / ২২৮
অন্যভাবে অন্যের মাল গ্রহণ না করা / ২৩৪
ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ / ২৩৪
অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্ব / ২৩৫
আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু ও অভিভাবক / ২৩৮
পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা / ২৩৮
অপরের উপাস্যকে গালি না দেওয়া / ২৩৯

নবম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করা এবং বিরুদ্ধাচারণ না করা / ২৪০

আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ভালবাসা / ২৪৪

আল্লাহর যিকর ও তাসবীহ / ২৪৫

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন নির্দেশ দিলে সে বিষয়ে
কোন মু'মিনের ভিন্ন সিদ্ধান্তের কোন অধিকার নেই / ২৪৬
যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করা

আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনা ও জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা / ২৪৬

আল্লাহকে ডাকা / ২৪৮

শাফা'আত-সুপারিশ / ২৪৮

তাহিয়া-অভিবাদন / ২৪৯

ওয়াসীলা / ২৪৯

রাসুলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি নির্দেশ / ২৪৯

রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মু'মিনদের আচরণ / ২৮৪

নবী (সা)-এর পত্নীদের সম্পর্কে / ২৮৫

রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ অধিকার / ২৮৭

সিরাতে মুস্তাকীম-সরল সঠিক পথ / ২৮৯

আল্লাহর কতিপয় নির্দেশ / ২৯৪

- কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ / ২৯৬
কাফির ও মুশরিকদের চুক্তি বাতিল সম্পর্কে / ২৯৭
মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ / ৩০০
পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন কুফরী করলে তাদের সাথে আচরণ / ৩০২
পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার / ৩০২
আত্মীয় স্বজনও ইয়াতীম-মিসকীনের হক্ / ৩০৪
হীনবল ও দুঃখিত না হওয়া / ৩০৪
কাফিরদের আনুগত্যের পরিণতি / ৩০৫
নর ও নারী / ৩০৫
সদ্যবহার করা / ৩০৭
মৃত্যু / ৩০৭
অহংকার না করা ও বিনয় প্রকাশ করা / ৩০৯
আল্লাহকে ভয় করা ও শয়তানের ধোঁকায় না পড়া / ৩১০
নিজকে ও নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা / ৩১১
- দশম পরিচ্ছেদ
কারো ঘরে প্রবেশের আদব-শিষ্টাচার / ৩১২
কক্ষে প্রবেশের অনুমতি ও সেখানে আহার করা প্রসঙ্গে / ৩১৩
আহলে কিতাবের সাথে আচরণ / ৩১৪
হারাম শরীফ / ৩১৪
মুশরিকদের মসজিদে হারামে না আসার নির্দেশ / ৩১৬
মাকামে ইব্রাহীম / ৩১৬
মাশ্'আরুল হারাম / ৩১৭
বায়তুল্লাহ, বায়তুল হারাম, বায়তুল মুহাররাম, বায়তুল আতীক, আল-কা'বা / ৩১৭
মসজিদ, আল-মাসজিদুল হারাম, আল-মাসজিদুল আকসা, মসজিদে দিরার / ৩২০
চান্দ্রমাসের হিসাব / ৩২৭
দীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ / ৩২৮
দারিদ্র ভয়ে সন্তান হত্যা না করা / ৩২৮
ওজন ও মাপ সম্পর্কে / ৩২৯
অজানা বিষয়ের অনুসরণ না করা / ৩৩০
কোন সংবাদ যাচাই না করে গ্রহণ না করা / ৩৩০
দষ্টভরে বিচরণ না করা / ৩৩০
ভাল দিয়ে মন্দের প্রতিকার করা / ৩৩০
বিরদমান মু'মিনদের মাঝে মীমাংসা করা / ৩৩১
উপহাস ও দোষারূপ না করা এবং মন্দ নামে না ডাকা / ৩৩১
অধিক অনুমান, অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান ও গীবত না করা / ৩৩২
মানুষের পরিচয় / ৩৩২
মাগফিরাত ও জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করা / ৩৩৩
গোপন পরামর্শ / ৩৩৩
মজলিসের আদব / ৩৩৪
কথা ও কাজে অসঙ্গতি / ৩৩৫
আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়ার নির্দেশ / ৩৩৫
তাওয়াঙ্কুল / ৩৩৫
সন্তান, সম্পদ ও স্ত্রী সম্পর্কে / ৩৩৮
ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা / ৩৩৯
যিহার ও পোষপুত্র / ৩৩৯
রিবা-সুদ / ৩৪১
দায়েন ও ঋণ-দেনা / ৩৪৩
মীরাস / ৩৪৪

[বার]

কসম বা শপথ / ৩৪৭
ওয়াদা ও আহাদ / ৩৪৮
ওসীয়াত / ৩৪৯
ইনফাক-আল্লাহর পথে ব্যয় / ৩৫১
শিকারের জন্তু ও শিকার / ৩৫৭

তৃতীয় অধ্যায় : সৃষ্টি

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিশ্ব সৃষ্টি / ৩৫৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মানুষ ও জিন্ সৃষ্টি / ৩৮৪

চতুর্থ অধ্যায় : ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ
জাতি ও জনগোষ্ঠি / ৩৯৫
বনী ইসরাঈল / ৩৯৫
কাওমে নূহ / ৪৫২
কাওমে আদ / ৪৫৮
কাওমে সামূদ / ৪৬১
কাওমে লূত / ৪৬৬
আয়কাবাসী / ৪৬৮
রানী বিলকীস / ৪৬৯
দাব্বাতুল আরদ / ৪৭৩
মাদইয়ানবাসী / ৪৭৩
রোম জাতি / ৪৭৪
সাবাবাসী / ৪৭৪
ফির'আওন / ৪৭৬
বিভিন্ন কাওম / ৪৮২
ইয়াহূদী / ৪৮২
নূহ, লূত ও ফির'আওনের স্ত্রী এবং মারইয়াম / ৪৮৩
কাওমে আদ, ইরাম ও সামূদ ইত্যাদি / ৪৮৫
কুরাইশ / ৪৮৬
আবু লাহাব ও তার স্ত্রী / ৪৮৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
দেব-দেবী
গো-বৎস / ৪৮৭
লাত, উয্যা ও মানাত / ৪৯১
বা'আল / ৪৯১
ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াওস, ইয়া'উক ও নাস্র / ৪৯২

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

দ্বিতীয় খণ্ড

•

,

প্রথম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলাম ও মুসলিম
ইসলাম

সূরা বাকারা, ২ : ১১২, ১৩১, ২০৮

১১২. হ্যাঁ, যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করল
পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য এবং সে নেক-
কারও তার জন্য রয়েছে এর প্রতিদান
তার রবের কাছে এবং তাদের কোন
ভয় নেই, আর তারা দুঃখও পাবে না।

১৩১. যখন ইব্রাহীমের রব তাকে বলে-
ছিলেন : তুমি ইসলাম কবুল কর। সে
বলেছিল : আমি ইসলাম কবুল করলাম
রাব্বুল আলামীনের জন্য।

২০৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দাখিল
হও ইসলামে পরিপূর্ণভাবে এবং পদাংক
অনুসরণ করো না শয়তানের। সে তো
তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯, ২০, ৮৩, ৮৫

১৯. নিশ্চয় আল্লাহর কাছে ইসলামই
একমাত্র দীন। যাদের কিতাব দেয়া
হয়েছিল, তারা তো মতানৈক্য
ঘটিয়েছিল তাদের কাছে জ্ঞান আসার
পর কেবল পরস্পর বিদ্বেষের কারণে,
আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহর
আয়াতসমূহ, আল্লাহ তো দ্রুত হিসাব-
গ্রহণকারী।

২০. তবে যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে
লিপ্ত হয়, তবে আপনি বলুন : আমি

১১২-بَلَىٰ ۖ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

১৩১-إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

২০৮-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

১৯-إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২০-فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ
لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ

ইসলাম কবুল করেছি পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও, আর বলুন তাদের, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা নিরক্ষর : তোমরাও কি ইসলাম কবুল করেছ ? যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তবে তো তারা হিদায়েত পেল। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ্ সম্যক দৃষ্টি রাখেন বান্দাদের সম্পর্কে।

৮৩. তারা কি চায় আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন ? অথচ তাঁর কাছে আত্মসম্পর্ক করেছে যা কিছু আছে আসমানে এবং যমীনে স্বেচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায়। আর তাঁরই কাছে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৮৫. আর কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না তার থেকে এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা নিসা, ৪ : ১২৫

১২৫. আর কে উত্তম দীনের ব্যাপারে তার চাইতে যে ইসলাম কবুল করে পূর্ণরূপে আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এবং সে নেককারও আর সে অনুসরণ করে মিল্লাতে-ইব্রাহীম একনিষ্ঠভাবে! আর আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৩

৩. আজ আমি পূর্ণ করলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং পরিপূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত আর মনোনীত করলাম

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْأُمِّيِّينَ ءَاسَلَمْتُكُمْ
فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
وَاللَّهُ بِصِغِيرِ الْعِبَادِ ۝

৮৩- أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسَلَمَ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

৮৫- وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

১২৫- وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
مِّمَّنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝

৩-... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَاسْتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

তোমাদের জন্য ইসলাম একমাত্র দীন হিসেবে।

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

সূরা আন'আম ৬ : ১৪, ৭১, ৭২, ১২৫, ১২৬

১৪. বলুন : আমি কি গ্রহণ করবো অভিভাবকরূপে আসমান ও যমীনের সৃষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ? আর তিনিই আহর করান এবং কেউ তাঁকে আহর করান না। বলুন : আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন প্রথম ব্যক্তি হই, যারা ইসলাম কবুল করেছে তাদের মাঝে। আমাকে আরো আদেশ করা হয়েছে, আপনি কখনো মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

۱۴- قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخَذُ وَلِيًّا

قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ

أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

৭১. ... বলুন : নিশ্চয় আল্লাহ্র পথই একমাত্র পথ। আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি ইসলাম কবুল করতে আল্লাহ্ রাকবুল আলামীনের জন্য।

۷۱- ... قُلْ إِنَّ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى

وَأُمِرْنَا لِئَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৭২. এবং আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা কায়ম কর সালাত এবং ভয় কর তাঁকে; আর তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

۷۲- وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَاتَّقُوهُ ۖ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ○

১২৫. আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দান করতে চান, তিনি তার বক্ষ প্রশস্ত করে দেন ইসলামের জন্য এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে অতিকষ্টে আসমানে আরোহণ করে। এভাবেই আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করেন তাদের যারা ঈমান আনে না।

۱۲۵- فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ

يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ

يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

كَأَنَّمَا يَصَّعْدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ

اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১২৬. আর এটাই হলো আপনার রবের তরফ থেকে সরল-সঠিক পথ। আমি তো বিশদভাবে বিবৃত করেছি নিদর্শনসমূহ সে লোকদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

۱۲۶- وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا

○ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ○

সূরা নাম্বল, ২৭ : ৪৪

৪৪. ... সে নারী (বিল্কিস) বললো : হে আমার রব! আমি তো যলুম করেছি নিজের প্রতি। আর আমি ইসলাম কবুল করলাম সুলায়মানের সাথে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের জন্য।

৬৬-...قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

সূরা যুমার, ৩৯ : ২২, ৫৪

২২. আল্লাহ্ যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন ইসলামের জন্য এবং যে রয়েছে তার রবের তরফ থেকে আলোতে, সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ সে সব কঠোর হৃদয় লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ্র স্বরণে বিমুখ! তারা তো রয়েছে স্পষ্টই গুমরাহীতে।

২২-أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۖ قَوْلٌ لِّلْفَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ
أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

৫৪. তোমরা অভিমুখী হও তোমাদের রবের এবং ইসলাম কবুল কর তাঁর জন্য, তোমাদের কাছে আযাব আসার আগে। তারপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

৫৪-وَإِنِّيَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬৬

৬৬. বলুন : আমাকে তো নিষেধ করা হয়েছে ইবাদত করতে তাদের, যাদের তোমরা ডাক এক আল্লাহ্ ছাড়া; যখন এসেছে আমার কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আমার রবের তরফ থেকে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, ইসলাম গ্রহণ করতে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের জন্য।

৬৬-قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي ۚ
وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১৪. মরুবাসীরা বলে : আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন : তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল : আমরা ইসলাম কবুল করেছি। কেননা এখনো প্রবেশ করেনি ঈমান তোমাদের

১৪-قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۚ
قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ

অন্তরে। যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তবে লাঘব করা হবে না তোমাদের কর্মফল বিন্দুমাত্র। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. মু'মিন তো তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, এরপর সন্ধেহে পোষণ করে না এবং জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী।

১৬. বলুন : তোমরা কি জানাতে চাও আল্লাহকে তোমাদের দীন সম্পর্কে ? অথচ আল্লাহ তো জানেন, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আল্লাহ সর্ববিষয় সর্বজ্ঞ।

১৭. তারা আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে। বলুন : তোমরা আমাকে ধন্য করেছে বলে মনে করো না তোমাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে বরং আল্লাহ-ই তোমাদের ধন্য করেছেন ঈমানের দিকে তোমাদের হিদায়াত দিয়ে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ৭

৭. আর কে অধিক যালিম তার চাইতে, যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে আল্লাহ সন্তকে অথচ তাকে ডাকা হয় ইসলামের দিকে ? আর আল্লাহ হিদায়াত দেন না যালিম লোকদের।

সূরা জিন্, ৭২ : ১৪

১৪. আর আমাদের মাঝে কতক মুসলিম, আর কতক সীমালংঘনকারী; তবে যারা ইসলাম কবুল করে, তারা সুচিন্তিত - ভাবে বেছে নেয় সত্যপথ।

وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَا يَكِلْتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১৫- إِنْكُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

১৬- قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১৭- يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا
قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ
بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ
لِلدِّينِ الْإِسْلَامِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৭- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

১৪- وَأَنْتُمْ مِمَّا السُّلُوبُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ○

মুসলিম

সূরা বাকারা, ২ : ১২৮, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬

১২৮. হে আমাদের রব! আপনি করুন আমাদের উভয়কে একান্ত অনুগত মুসলিম এবং আমাদের সন্তানদের থেকেও করুন আপনার এক অনুগত উম্মাত। আর দেখিয়ে দিন আমাদের হজ্জ পালনের পদ্ধতিসমূহ এবং ক্ষমাশীল হন আমাদের প্রতি। আপনি তো অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১৩২. আর ইব্রাহীম ও ইয়াকুব তাদের পুত্রদের মিল্লাতে ইব্রাহীম সম্বন্ধে বলেছিল : হে পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেছেন তোমাদের জন্য দীন-ইসলামকে। অতএব তোমরা কখনো মরো না মুসলিম না হয়ে।

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে ইয়াকূবের কাছে, যখন তার মৃত্যু এসেছিল? যখন সে বলেছিল তার পুত্রদের : তোমরা কিসের ইবাদত করবে আমার পরে? তারা বলেছিল : আমরা ইবাদত করবো আপনার ইলাহ-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ-এর যিনি এক ইলাহ। আর আমরা তো তাঁর প্রতি অনুগত মুসলিম।

১৩৬. তোমরা বল : আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি এবং যা কিছু নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি; আর যা দেয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেয়া হয়েছে অন্যান্য

১২৮- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَأَمْرًا مِنَّا يَسْكَنُوا تَبَّ عَلَيْنَا
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

১৩২- وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ
يُحْيَىٰ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ○

১৩৩- أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ
وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَهُهُمَا وَاحِدًا ۖ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৩৬- قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ

নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে।
আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের
কারোর মাঝে এবং আমরা তাঁরই প্রতি
অনুগত মুসলিম।

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۖ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৫২, ৬৪, ৬৭, ৭৯,
৮০, ৮৪, ১০২

৫২. আর যখন ঈসা অনুভব করলো তাদের
মাঝে কুফরী তখন সে বললো, কারা
আমার সাহায্যকারী আল্লাহর পথে ?
তখন হাওয়ারীরা বললো : আমরাই
আল্লাহর পথে সাহায্যকারী, আমরা তো
ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি আর আপনি
সাক্ষী থাকুন যে, আমরা তো মুসলিম।

৫২- فَأَيُّ أَحْسَ عَيْسَى مِنْهُمْ الْكَفَرُ
قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ
قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ
أَمَّا بِاللَّهِ ۖ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

৬৪. বলুন : হে আহলে কিতাব ! তোমরা
এসো এমন এক কথায়, যা আমাদের ও
তোমাদের মাঝে একই : যেন আমরা
ইবাদত না করি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো
এবং যেন শরীক না করি তাঁর সাথে
অন্য কোন কিছু। আর আমাদের কেউ
যেন কাউকে গ্রহণ না করে রব হিসেবে
আল্লাহর পরিবর্তে। যদি তারা মুখ
ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বল : সাক্ষী
থেক, আমরা তো মুসলিম।

৬৪- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

৬৭. ইব্রাহীম তো ইয়াহুদী ছিল না আর না
নাসারা, বরং সে তো ছিল একনিষ্ঠ
মুসলিম এবং সে মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত
ছিল না।

৬৭- مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا
وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

৭৯. কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিক্মত
ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে
বলবে : “তোমরা আমার বান্দা হয়ে
যাও, আল্লাহকে ছেড়ে” এরূপ বলা তার
জন্য সংগত নয়। বরং সে বলবে :
তোমরা আল্লাহ-ওয়ালা হয়ে যাও
কেননা, তোমরা তো কিতাব শিখাও
এবং নিজেরাও শিখ।

৭৯- مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالتَّوْبَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ○

৮০. আর সে তোমাদের নির্দেশ দিতে পারে না ফিরিশ্বাদের ও নবীদের রবরূপে গ্রহণ করতে। সে কি তোমাদের নির্দেশ দিবে কুফরীর, তোমরা মুসলিম হওয়ার পরে?

৮৪. আপনি বলুন : আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি এবং যা দেয়া হয়েছে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের কারো মাঝে; আর আমরা তাঁরই প্রতি অনুগত মুসলিম।

১০২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যথাযথভাবে এবং তোমরা কখনো মরো না মুসলিম না হয়ে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১১১

১১১. আর যখন আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম হাওয়ারীদের যে, তোমরা ঈমান আনো আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি। তখন তারা বলেছিল : আমরা ঈমান আনলাম। আর তুমি সাক্ষী থেক, আমরা তো মুসলিম।

সূরা আন'আম, ৬ : ১৬২, ১৬৩

১৬২. বলুন : নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই, আর এরই জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে এবং আমি-ই প্রথম মুসলিম।

৮০- وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

৮৪- قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১০২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

১১১- وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ اْمُنُّوا بِي وَبِرَسُولِي ۖ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

১৬২- قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৬৩- لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২৬

১২৬. হে আমাদের রব! আমাদের তাওফিক দিন পূর্ণ সবার করার আর আমাদের মওত দিন মুসলিমরূপে।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৭২, ৮৪, ৯০

৭২. আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমি তো তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় তো রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে।

৮৪. আর মুসা বললো : হে আমার কাওম! যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি, তাহলে তাঁরাই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও।

৯০. আর আমি বনু ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করলাম এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো ফির'আওন ও তার সেনাবাহিনী ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহবশত। অবশেষে যখন সে ডুবতে লাগলো, তখন সে বললো : আমি ঈমান আনলাম যে, নেই কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনু ইসরাঈল এবং আমি মুসলিমদের একজন।

সূরা হূদ, ১১ : ১৪

১৪. আর যদি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রাখ, ইহা তো নাযিল করা হয়েছে আল্লাহর ইল্ম মুতাবিক এবং নেই কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া, তবে কি তোমরা মুসলিম হবে না?

সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০১

১০১. হে আমাদের রব! আপনি আমাকে দান করেছেন রাজ্য এবং শিক্ষা দিয়েছেন

১২৬-... رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوْفِقًا مُسْلِمِينَ ○

৭২- فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتَكُمْ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৮৪- وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ
بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ
تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ○
৯০- وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا
وَعَدَاوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ
قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي
آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

১৪- فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ
أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

১০১- رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ
وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْحَادِيثِ

স্বপ্নের ব্যাখ্যা। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই আমার অভিভাবক দুনিয়া ও আখিরাতে, আপনি আমাকে মওত দিন মুসলিম হিসেবে এবং शामिल করুন নেককারদের মাঝে।

সূরা হিজর, ১৫ : ২

২. কখনো কখনো আকাজক্ষা করবে কাফিররা : যদি তারা মুসলিম হতো!

সূরা নাহল, ১৬ : ৮৯, ১০২

৮৯. আর সেদিন আমি উঠাব প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তাদের ব্যাপারে এক একজন সাক্ষী এবং আমি আপনাকে উপস্থাপন করবো সাক্ষীরূপে তাদের ব্যাপারে। আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যারূপে, হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদরূপে মুসলিমদের জন্য।

১০২. আপনি বলুন : রুহুল-কুদুস জিব্রাইল আপনার রবের তরফ থেকে এ কুরআন নিয়ে এসেছে যথাযথভাবে, যারা ঈমান এনেছে, তাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০৮

১০৮. বলুন : আমার প্রতি তো ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ তো একই ইলাহ। অতএব তোমরা মুসলিম হয়ে যাও।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৮

৭৮. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং আরোপ করেননি তোমাদের

فَاطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ
تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ○

۲- رَبَّنَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ○

۸৯- وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَى هَؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ○

১০২- قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ
مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ○

১০৮- قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا
إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

৭৮- وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ ۖ
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۖ

উপর দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা।
এ হলো তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের
মিল্লাত। তিনি-ই তোমাদের নামকরণ
করেছেন মুসলিম এর আগে এবং এ
কিতাবেও; যাতে রাসূল সাক্ষী হন
তোমাদের জন্য এবং তোমরা সাক্ষী
হও মানব জাতির জন্য। অতএব
তোমরা কায়ম কর সালাত। দাও
যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহকে;
তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত
উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্য-
কারী!

সূরা নামূল, ২৭ : ৩০, ৩১, ৩৮, ৪২, ৮১,
৯১

৩০. সে বললো : এ চিঠি সুলায়মানের কাছ
থেকে এবং তাহলো : পরম দয়াময়,
পরম দয়ালু আল্লাহর নামে,
৩১. তুমি অহমিকাবশে আমাকে অমান্য
করো না এবং এসো আমার কাছে
মুসলিম হয়ে।
৩৮. সুলায়মান বললো : হে পারিষদবর্গ।
তোমাদের মাঝে কে আছে, যে নিয়ে
আসবে আমার কাছে তার সিংহাসন,
তারা আমার কাছে মুসলিম হয়ে আসার
আগে ?
৪২. তারপর যখন সে এলো, তখন তাকে
বলা হলো : এরূপই কি তোমার
সিংহাসন ? সে বললো : মনে হয়
এটাই সেটা। আর আমাদের তো দেয়া
হয়েছে জ্ঞান ইতিপূর্বেই এবং আমরা
তো হয়েছি মুসলিম।
৮১. আর আপনি তো হিদায়েত দান করতে
পারে না অন্ধদের তাদের গুমরাহী
থেকে। আপনি তো শোনাতে পারেন

مِلَّةَ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ
هُوَ سَمَّيَكُمُ الْمُسْلِمِينَ لَا مِنْ قَبْلُ
وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ○

৩- إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

৩১- أَلَا تَعْلَمُونَ

وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ○

৩৮- قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيَسْكُمُ الْيَتِيمَ

بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ○

৪২- فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ

قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ

مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ○

৮১- وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ

عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۚ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

কেবল তাদের যারা ঈমান রাখে আমার নিদর্শনাবলীতে। আর তারাই তো মুসলিম।

৯১. আমি তো আদিষ্ট হয়েছি ইবাদত করতে এ নগরীর রবের, যিনি সম্মানিত করেছেন একে আর তাঁরই সমস্ত কিছু। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৩

৫৩. আর যখন তিলাওয়াত করা হয় এ কুরআন তাদের কাছে, তখন তারা বলে : আমরা তো এতে ঈমান রাখি। ইহা তো সত্য আমাদের রবের তরফ থেকে আগত। আমরা তো ছিলাম এর আগেও মুসলিম।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৬

৪৬. আর তোমরা বিতর্ক করো না আহলে-কিতাবের সাথে উত্তম পন্থা ব্যতিরেকে; তবে পার তাদের সাথে যারা যুলুম করেছে তাদের মাঝে। আর বল : আমরা তো ঈমান এনেছি তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি। আর আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই এবং আমরা তো তাঁরই প্রতি অনুগত মুসলিম।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৫

৩৫. নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, যৌন

بِأَيَّتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ○

৯১- إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ اعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ
الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৫৩- وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا
أَمَّا بِنَبِيٍّ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّآ كُنَّا
مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ○

৪৬- وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ
إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
وَقُولُوا أَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
وَالْهَؤُلَاءِ وَالْهُكُمُ وَاحِدٌ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

৩৫- إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِعِينَ

অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, রেখেছেন আল্লাহ এদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

সূরা যুমার, ৩৯ : ১১, ১২

১১. বলুন : আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন ইবাদত করি আল্লাহর তাঁরই আনুগত্য একনিষ্ঠ হয়ে।
১২. আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন হই প্রথম মুসলিম।

সূরা হা-মীম আস সাজ্জাদা, ৪১ : ৩৩

৩৩. আর কে উত্তম কথায় তার চাইতে, যে ডাকে আল্লাহর দিকে, নেককাজ করে এবং বলে : আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৬৮, ৭০

৬৮. হে আমার বান্দারা! কোন ভয় নেই আজ তোমাদের আর তোমরা দুঃখিতও হবে না যারা ঈমান এনেছিল আমার আয়াত-সমূহের প্রতি এবং ছিল মুসলিম।
৭০. প্রবেশ কর জান্নাতে তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা আনন্দ সহকারে।

সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১৫

১৫. আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে। তাকে গর্ভেধারণ করে তার মা কষ্টের সাথে এবং সে প্রসব করে তাকে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভেধারণ করতে এবং তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। ক্রমে সে যখন তার পূর্ণ শক্তি লাভ করে এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে তখন সে বলে : হে আমার রব! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যেন আমি শোকর করতে

وَالصَّامِتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۚ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

১১- قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝

১২- وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝

৩৩- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

৬৮- يُعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ
تَحْزَنُونَ ۝

৭০- ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
تُحَبَّرُونَ ۝

১৫- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

পারি তোমার সে নিয়ামতের যা তুমি দান করেছ আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে, আর যেন আমি নেককাজ করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর এবং নেক্কার বানাও আমার জন্য আমার সম্মান-সম্মতিদের। আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৩৫, ৩৬

৩৫. তারপর আমি সরিয়ে নিলাম সেখানে যে সব মু'মিন লোক ছিল তাদের;
৩৬. আর আমি পাইনি সেখানে একটি পারিবার ছাড়া কোন মুসলিম।

সূরা কালাম, ৬৮ : ৩৫

৩৫. আমি কি গণ্য করবো মুসলিমদের অপরাধীদের মত ?

সূরা জিন্, ৭২ : ১৪

১৪. আর আমাদের মাঝে তো কতক মুসলিম এবং কতক সীমালংঘনকারী; তবে যারা ইসলাম কবুল করে, তারা তো চিন্তা-ভাবনা করেই সৎপথ বেছে নেয়।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ
إِنِّي تَتَّبِعُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৩৫- فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○
৩৬- فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ
مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৩৫- أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

১৪- وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَمِنَ الْقَاسِطُونَ ۚ
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ○

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈমান ও মু'মিন

সূরা বাকারা, ২ : ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯,
১৩, ১৪, ২৫, ২৬, ৪১, ৬২, ৭৫,
৭৬, ৮২, ৯১, ৯৭, ৯৮, ১০৪, ১০৯,
১২১, ১২৬, ১৩৬, ১৩৭, ১৫৩, ১৬৫,
১৭২, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩,
২০৮, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৮,
২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৪, ২৬৭,
২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩

২. আল-কুরআন সে কিতাব, যাতে নেই
কোন সন্দেহ, যা মুত্তাকীদের জন্য
হিদায়েত।

৩. যারা ঈমান রাখে গায়েবের প্রতি,
কায়েম করে সালাত এবং যে রিয়ক
আমি তাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয়
করে,

৪. আর যারা ঈমান রাখে তাতে যা নাযিল
করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং যা
নাযিল করা হয়েছে আপনার আগে, আর
যায় আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন রাখে,

৫. তারাই রয়েছে হিদায়েতের উপর
তাদের রবের তরফ থেকে এবং তারাই
সফলকাম।

৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তাদের
জন্য সমান আপনি তাদের সতর্ক
করুন অথবা সতর্ক না-ই করুন, তারা
ঈমান আনবে না।

৮. আর মানুষের মাঝে এমন লোকও
আছে, যারা বলে : আমরা আল্লাহ ও

২- ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ ۚ
هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

৩- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

৪- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

৫- أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৮- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ

আখিরাতে ঈমান এনেছি অথচ তারা মু'মিন নয়।

৯. তারা ধোঁকা দেয় আল্লাহ্ এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। আর তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না, তা তারা বুঝতে পারে না।

১৩. আর যখন তাদের বলা হয় : তোমরা ঈমান আন যেমন ঈমান এনেছে অন্য লোকেরা। তারা বলে : আমরাও কি ঈমান আনব যেরূপ নির্বোধরা ঈমান এনেছে ? জেনে রেখ ! প্রকৃতপক্ষে তারাই তো নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।

১৪. আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে : আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয় তাদের শয়তানদের সাথে, তখন তারা বলে : আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, আমরা তো শুধু তাদের সাথেই ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।

২৫. আর আপনি সুসংবাদ দিন তাদের, যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে যে, নিশ্চয় রয়েছে তাদের জন্য জান্নাত, প্রবাহিত যার পাদদেশে নহরসমূহ। যখনই তাদের খেতে দেয়া হবে তা থেকে কোন ফল-মূল, তখনই তারা বলবে : এতো তা-ই, যা রিয়ক হিসেবে আমাদের দেয়া হয়েছিল এর আগে। বস্তুত তাদের দেয়া হবে অনুরূপ ফল-ফলাদি। আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন না কোন উপমা দিতে মশা-ই হোক অথবা

وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ○

৯- يُخَذُّ عُنَ الْوَالِدِينَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْذُ عُنَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৩- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْكُمْآ اَمِنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنْتُمْ مِّنْ كَمَا اَمِنَ السُّفَهَاءُ ○ اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৪- وَاِذَا قَالُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا حَلَّوْا اِلَى شَيْطٰنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ ○ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○

২৫- وَيَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا اَنْهٰرٌ كُلّٰمًا رَّزَقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَّرَزَقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ○ وَاتُّوْا بِهِ مُتَشٰبِهًا ○ وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ○ وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৬- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ اَنْ يُّضْرَبَ مِثْلًا مَّا

তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কিছুর। আর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এ উপমা সত্য তাদের রবের তরফ থেকে। আর যারা কুফরী করে তারা বলে : কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ এ উপমা পেশ করেছেন ? তিনি এ দিয়ে অনেককে গুম্রাহ এবং এ দিয়ে অনেককে হিদায়েত দান করেন। বস্তুত আল্লাহ এ দিয়ে বিপথগামী করেন কেবল ফাসিকদের।

৪১. আর তোমরা ঈমান আন তাতে যা আমি নাযিল করেছি প্রত্যয়নকারীরূপে তোমাদের কাছে যা আছে তার, আর তোমরা এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না এবং তোমরা আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করো না। আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে আর ইয়াহুদী, নাসারা ও সাবীঈনদের যারাই ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার তাদের রবের কাছে। আর নেই তাদের কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৭৫. তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে ? যখন তাদের মাঝে এমন একদল আছে যারা আল্লাহর কালাম শোনে এরপর তা বিকৃত করে বুঝার পরে, অথচ তারা জানে।

৭৬. আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে : আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে একে অপরের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, তোমরা কি তাদের কাছে তা ব্যক্ত

بَعُوضَةٍ فَمَا تُوقِّضَاهَا فَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ
بِهٰذَا امَثَلًا مَّ يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا
وَيَهْدِيْ بِهِ كَثِيْرًا وَّمَا يُضِلُّ بِهِ
اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ

৬১- وَاٰمِنُوْا بِمَا اُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْهِمْ سُوْلًا تَشْتَرُوْا
بِآيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا
وَآيٰى فَاَتَّقُوْنَ

৬২- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا
وَالنَّصٰرٰى وَالصَّبِيْئِيْنَ مِنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

৭৫- اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا كُمْ وَقَدْ كَانَ
فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ

৭৬- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا
وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ اِلَىۢ بَعْضٍ قَالُوْا اتَّخَذْتُمُ
بِمَآفَتْهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيَّجَاجُوكُمۡ بِهِۦ عِنْدَ

করছ, যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন? এ দিয়ে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের রবের সামনে তর্ক করবে। তবুও কি তোমরা বুঝ না?

৮২. আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

৯১. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা ঈমান আন, যা নাযিল করেছেন আল্লাহ তাতে। তারা বলে : আমরা ঈমান এনেছি তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি অথচ তা ব্যতীত সব কিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য আর তাদের কাছে যা আছে এর সমর্থক। আপনি বলুন : তবে কেন তোমরা হত্যা করেছিলে আল্লাহর নবীদের এর আগে যদি তোমরা মু'মিন হতে?

৯৭. বলুন, যে কেউ শত্রুতা রাখে জিব্রীলের সাথে এ জন্য যে, সে নাযিল করে কুরআন আপনার হৃদয়ে আল্লাহর নির্দেশে, যা সমর্থক পূর্ববর্তী কিতাবের এবং যা হিদায়েত ও শুভসংবাদ মু'মিনদের জন্য।

৯৮. যে কেউ শত্রুতা রাখে আল্লাহর সাথে, তাঁর ফিরিশতাদের সাথে, তাঁর রাসূলগণের সাথে এবং জিব্রীল ও মীকায়ীলের সাথে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো শত্রুতা রাখেন কাফিরদের সাথে।

১০৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বলবে না 'রাইনা', বরং বলবে : 'উন্যুরনা' এবং মনোযোগ সহকারে শোনবে। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণা-দায়ক আযাব।

رَبِّكُمْ ۝

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৮২- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

৯১- وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ

قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا

وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۝

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ

مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

৯৭- قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ

نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

৯৮- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ

عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

১০৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

وَتَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۝

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১০৯. আহ্লে কিতাবের অনেকেই আকাজক্ষা করে, যদি তারা তোমাদের ফিরিয়ে নিতে পারত, তোমাদের ঈমান আনার পর কাফিররূপে; এরূপ তারা করে নিছক ঈর্ষাবশত তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও। অতএব তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর, আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

১০৯- وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১২১. তাদের মাঝে যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তাদের যারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে, তারাই এতে ঈমান রাখে। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১২১- الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

১২৬. আর যখন বলেছিল ইব্রাহীম : হে আমার রব! আপনি করুন এ মক্কাকে নিরাপদ নগরী এবং রিযিক দেন এর সে সব অধিবাসীদের, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও আখিরাতে ফল-ফলাদি দিয়ে। তখন আল্লাহ বলেন : যে কেউ কুফরী করবে, তাকেও আমি জীবন উপভোগ করতে দিব কিছুকালের জন্য; তারপর তাকে বাধ্য করব জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে। আর কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

১২৬- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

১৩৬. তোমরা বল : আমরা ঈমান রাখি আল্লাহতে এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি ও যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি; আর যা দেয়া হয়েছে মুসা ও ইসাকে এবং যা দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে তাতে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাঁদের মাঝে এবং আমরা তাঁর নিকট মুসলিম।

১৩৬- قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

১৩৭. আর যদি তারা ঈমান আনে, যেমন তোমরা ঈমান এনেছ যার প্রতি, তবে নিশ্চয় তারা হিদায়েত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তো তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আর তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৫৩. ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের দ্বারা। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবরকারীদের সংগে আছেন।

১৬৫. আর মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে, যে গ্রহণ করে আল্লাহ্‌ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে এবং তাদের ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার মত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, তারা অধিক ভালবাসে আল্লাহকে। আর কতই না উত্তম হত, যদি এ যালিমরা কোন আযাব দেখে বুঝত যে, নিশ্চয় সমস্ত ক্ষমতা তো আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর।

১৭২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খাও, সে সব পবিত্র বস্তু হতে যা আমি তোমাদের রিয্ক হিসেবে দিয়েছি এবং তোমরা শোকর কর আল্লাহ্র, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।

১৭৭. নেই কোন পুণ্য তোমাদের মুখ ফিরানোতে পূর্ব এবং পশ্চিমে, কিন্তু পুণ্য আছে তাতে, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্‌, আখিরাত, ফিরিশ্তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি আর দান করে সম্পদ আল্লাহ্র মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন, পথচারী, সাহায্য - প্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য, আর কায়ম করে সালাত ও দেয় যাকাত

১৩৭- فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১৫৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

১৬৫- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۚ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ ۙ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۙ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ○

১৭২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

১৭৭- لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ

এবং তারা পূর্ণ করে ওয়াদা, যখন তারা ওয়াদা করে, আর সবর করে অভাব-অভিযোগে, অসুখ-বিসুখে এবং যুদ্ধে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।

১৭৮. ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে নিহতদের ব্যাপারে। আযাদ ব্যক্তির বিনিময়ে আযাদ ব্যক্তি, দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, যথাযথ বিধির অনুসরণ করা এবং উত্তমভাবে তার দেয় আদায় করা উচিত। এ হলো সহজ ব্যবস্থা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি।

১৭৯. আর তোমাদের জন্য রয়েছে কিসাসে জীবন, হে জ্ঞানীগণ যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

১৮০. বিধান দেওয়া হয়েছে তোমাদের জন্য, যখন উপস্থিত হবে তোমাদের কারো মৃত্যুকাল। যদি সে রেখে যায় ধনসম্পত্তি, তবে সে যেন ওসিয়াত করে তার মাতাপিতার জন্য এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায্যানুগ প্রথা মত। এ হলো মুত্তাকীর জন্য একটি কর্তব্য।

১৮৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য বিধান দেওয়া হয়েছে সিয়ামের, যেমন বিধান দেওয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

২০৮. ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দাখিল হও ইসলামে পূর্ণরূপে,

الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ○

১৭৮-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১৭৯-وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

১৮০-كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ○

১৮৩-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

২০৮-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا

আর তোমরা অনুসরণ করো না শয়তানের পদাঙ্ক। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২১২. সুশোভিত করা হয়েছে তাদের কাছে যারা কুফরী করে দুনিয়ার যিন্দেগী, আর তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের, যারা ঈমান এনেছে। কিন্তু যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তারা কিয়ামতের দিন কাফিরদের চেয়ে উঁচু মর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ্ রিযিক দান করেন যাকে চান বিনা হিসাবে।

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মাত। এরপর আল্লাহ্ প্রেরণ করেন নবীদের সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং নাযিল করেন তাদের সাথে কিতাব সত্যসহ ফয়সালা করার জন্য মানুষের মাঝে, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো তাতে। আর এ কিতাবে কেউ মতভেদ করেনি, তবে তারাই যাদের এ কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর তাদের পরস্পর বিদ্বেষের দরুণ। এরপর যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ্ তাদের হিদায়েত দেন সে সব সত্য বিষয়ে যাতে তারা মতভেদ করেছিল স্বীয় অনুগ্রহে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন যাকে চান সিরাতুল মুস্তাকীমের।

২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনো আসেনি তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা? স্পর্শ করেছিল তাদের অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ এবং তারা ভীত ও প্রকম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারাও বলেছিল: কখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য?

فِي السَّلَامِ كَافَّةً ۖ
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

২১২- زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ
وَاللَّهُ يَزِرُّقَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

২১৩- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ ۖ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ
إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

২১৪- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ
مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ

জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী।

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে আর জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে, তারাই আশা করতে পারে আল্লাহ্র রহমত। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর তা থেকে, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, সে দিন আমার পূর্বে যে দিন থাকবে না কোন ক্রয়-বিক্রয় আর না কোন বন্ধুত্ব ও সুপারিশ। আর কাফিররাই হলো যালিম।

২৫৬. কোন জবরদস্তী নেই দীনের মধ্যে। স্পষ্ট হয়ে গেছে সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে। আর যে কেউ প্রত্যাখ্যান করবে তাগূতকে এবং ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি, সে তো ধারণ করবে এমন মজবুত হাতল, যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ্ সব শোনে সব জানেন।

২৫৭. আল্লাহ্ বন্ধু তাদের যারা ঈমান আনে, তিনি তাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে। আর যারা কুফরী করে, তাদের বন্ধু হলো তাগূত, এরা তাদের নিয়ে যায় আলো থেকে আঁধারে। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

২৬৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিষ্ফল করো না তোমাদের সাদাকা দানের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে সে ব্যক্তির মত, যে ব্যয় করে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য এবং ঈমান রাখে না আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি। তার উদাহরণ একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর রয়েছে কিছু মাটি, তারপর প্রবল

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

২১৮- إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

২৫৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

২৫৬- لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ شَيْئًا قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২৫৭- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ ۖ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২৬৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ

বৃষ্টিপাত হয় সেখানে, ফলে তাকে পরিস্কার করে রেখে দেয়। তারা সক্ষম হয় না কাজে লাগাতে কোন কিছুই, যা তারা উপার্জন করেছিল তা থেকে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না কাফির লোকদের।

২৬৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর সে সব উত্তম জিনিস থেকে, যা তোমরা উপার্জন কর এবং তা থেকে যা আমি উৎপন্ন করি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে আর তোমরা সংকল্প করো না তার নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করার নও, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাব-মুক্ত, প্রশংসিত।

২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেককাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের রবের কাছে। আর নেই কোন ভয় তাদের এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

২৭৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং ছেড়ে দাও যা বকেয়া আছে সুদের তা, যদি তোমরা মু'মিন হও,

২৭৯. আর যদি তোমরা এরূপ না কর। তাহলে প্রস্তুত হও যুদ্ধের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন। তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।

২৮২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে লেনদেন করবে নির্ধারিত সময়ের জন্য, তখন তোমরা

فَأَصَابَهُ وَاِبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ
لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

২৬৭-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَيِّدٌ ○

২৭৭-إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

২৭৮-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

২৭৯-فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ○

২৮২-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ

তা লিখে রেখ, আর তা যেন লিখে দেয় তোমাদের মাঝে কোন লেখক ন্যায্যভাবে এবং কোন লেখক যেন অস্বীকার না করে লিখে দিতে, যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং সে যেন ভয় করে তার রব আল্লাহকে তার কিছু যেন সে না কমায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে সক্ষম না হয়, তবে তার অভিযাবক যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় ন্যায্যভাবে। তোমরা সাক্ষী রাখবে দু'জন সাক্ষী পুরুষদের থেকে; তবে যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে, সাক্ষীদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে তোমরা রাজী তাদের থেকে। যদি স্ত্রী লোকদের থেকে একজন ভুল করে, তাহলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর অস্বীকার করে না যেন সাক্ষীরা, যখন তাদের ডাকা হবে আর তোমরা বিরক্তবোধ করবে না লিখে রাখতে ঋণ, তা ছোট হোক বা বড় হোক মিয়াদসহ। এটা হলো ন্যায্যতর আল্লাহর কাছে এবং দৃঢ়তর সাক্ষ্যের জন্য এবং নিকটতর তোমাদের মাঝে সন্দেহ উদ্বেগ না করার ব্যাপারে। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান প্রদান কর, তা লিখে না রাখলেও কোন গুনাহ নেই। আর তোমরা সাক্ষী রেখ, যখন তোমরা পরস্পরের মাঝে বেচাকেনা কর এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যেন লেখক, আর না সাক্ষী। কিন্তু যদি তোমরা একরূপ কর। তবে তা হবে

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذِكُّكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةٍ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا
إِنَّا لَفُتُونَا بِكُمْ ۚ

وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَ يَعْلَمِكُمُ اللَّهُ ۖ
وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

২৮৩- وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ
وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۖ
وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

২৮- لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ
فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً ۖ
وَ يَحْذَرِكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ
وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

৫৭- وَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ۖ

وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

৮৫- قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে; আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে এবং আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসম্পর্ককারী।

৯০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে ঈমান আনার পরে, তারপর তাদের কুফরী বৃদ্ধি পেতে থাকে, কখনো কবুল করা হবে না তাদের তাওবা এরাই তো গুমরাহ।

১০০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আনুগত্য কর, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কোন দলের; তবে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ছাড়বে।

১০২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে ভয় করার মত এবং কখনো মরো না মুসলিম না হয়ে।

১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, যাদের আবির্ভাব হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা নির্দেশ দাও ভাল কাজের এবং নিষেধ কর মন্দ কাজের আর ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি। যদি ঈমান আনত কিতাবীরা, তবে তা হত কল্যাণকর তাদের জন্য। তাদের মাঝে আছে কতক মু'মিন কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

১১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, তোমাদের আপন জন ছাড়া কাউকে; তারা ক্রটি করবে না তোমাদের অনিষ্ট করতে। তারা ভালবাসে তাদের মুখে এবং তাদের অন্তর যা গোপন রাখে, তা আরো গুরুতর। আমি তো

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أَوْتَيْنَا مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيِّينَ
مِنْ رَبِّهِمْ إِلَّا نَفَرًا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

৯০- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ
ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ○

১০০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا
فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ○

১০২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

১১০- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ○

১১৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ
لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ
قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

বিশদভাবে বিবৃত করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ, যদি তোমরা বুঝ।

১১৯. দেখ, তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না, অথচ তোমরা ঈমান রাখ সমস্ত কিতাবে। আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে : আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তারা একান্তে মিলিত হয়। তখন তারা নিজেদের আংগুলের অগ্রভাগ কাটতে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে। বলুন : তোমরা মর তোমাদের আক্রোশ নিয়ে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে, যা রয়েছে অন্তরে।

১৩০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সুদ খেয়ে না চক্রবৃদ্ধি হারে, আর ভয় কর আল্লাহকে, যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

১৩১. আর তোমরা ভয় কর সে আগুনকে, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

১৩২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

১৩৩. আর তোমরা ধাবমান হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

১৩৯. আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও।

১৪৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা আনুগত্য কর কাফিরদের, তবে তারা

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ

الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ○

۱۱۹- هَآنَتُمْ أَوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ

وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ۚ

وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا

عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ

قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

۱۳۰- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

۱۳۱- وَاتَّقُوا النَّارَ

الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○

۱۳২- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ○

۱৩৩- وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۚ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ○

۱৩৯- وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○

۱৪৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا

তোমাদের ফিরিয়ে দিবে তোমাদের পেছনের দিকে, ফলে তোমরা হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত।

১৫০. কিন্তু আল্লাহ্-ই তোমাদের বন্ধু এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

১৫৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরী করে এবং বলে তাদের ভাইদের সম্পর্কে, যখন তারা সফর করে পৃথিবীতে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যদি তারা থাকত আমাদের কাছে, তবে তারা মরত না এবং নিহতও হত না, ফলে আল্লাহ্ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন, আর আল্লাহ্‌ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

১৬৪. আল্লাহ্ তো অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন মু'মিনদের প্রতি, যখন তিনি পাঠিয়েছেন তাদের কাছে একজন রাসূল তাদের মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করে শোনান তাদের তাঁর আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিক্মত যদিও তারা ছিল এর আগে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

১৭৭. নিশ্চয় যারা খরিদ করে কুফরী ঈমানের বিনিময়ে, তারা কখনো কোন ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ্র আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২০০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সবর কর, সবরের উপর দৃঢ় থাক এবং সদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক। আর ভয় কর আল্লাহ্কে যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

সূরা নিসা, ৪ : ১৯, ২৯, ৪৩, ৫৭, ৫৯, ৬৫, ৭১, ৭৬, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১২২,

الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ

فَتَقْلَبُوا وَخَسِرِينَ ○

১৫০-بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ ۖ

وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ○

১৫৬-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا

كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ

إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى

لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۚ

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۚ

وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

১৬৪-لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَعْنَىٰ ضَالِّينَ ○

১৭৭-إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

২০০-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا

وَرَابِطُوا ۚ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ○

১২৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৪, ১৫২,
১৭৩, ১৭৫

১৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় মারীদের যবরদস্তিমূলক-ভাবে উত্তরাধিকার গণ্য করা। আর তোমরা তাদের যা দিয়েছে তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্টই ব্যতিচার করে। আর তোমরা সৎভাবে জীবন যাপন করবে তাদের সাথে, কিন্তু তোমরা যদি তাদের অপসন্দ কর, তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা যা অপসন্দ করছ এমন কিছু যাতে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।

২৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রাস করো না পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে, কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ, আর তোমরা হত্যা করোনা একে অপরকে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

৪৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিকটবর্তী হয়ো না সালাতের নেশাঘস্ত অবস্থায়, যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল, আর যদি তোমরা মুসাফির না হও, তবে অপবিত্র অবস্থাতেও সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও, অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমরা নারী-সঙ্গোগ কর। আর পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, আর মাসেহ করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত।

১৯-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

২৯-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

৪৩-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَسْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۚ فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপমোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

৫৭. আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, অবশ্যই আমি তাদের দাখিল করব জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র স্ত্রী, আর আমি দাখিল করব তাদের স্নিগ্ধ ছায়ায়।

৫৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ করলে তা উপস্থাপিত করবে আল্লাহ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং আখিরাতে। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণামে উত্তম।

৬৫. কখনো নয়, আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর ন্যাস্ত করে। তারপর তাদের মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ না থাকে আপনি যে ফয়সালা দিয়েছেন তাতে এবং তারা তা মেনে নেয় সর্বাস্তবকরণে।

৭১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর, তারপর বেরিয়ে পড় হয় দলেদলে বিভক্ত হয়ে অথবা এক সংগে।

৭৬. যারা মু'মিন, তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে; আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ۝

৫৭- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ

لَهُمْ فِيهَا أَنْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ۝

৫৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

৬৫- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

৭১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

فَإِنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ إِنْفِرُوا جَمِيعًا ۝

৭৬- الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

৯২. আর কোন মু'মিনের জন্য উচিত নয় যে, কোন মু'মিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র এবং যে কেউ হত্যা করবে কোন মু'মিনকে ভুলবশত তাকে মুক্ত করতে হবে এক মু'মিন দাস এবং রক্তপণ যা দিতে হবে তার পরিজনবর্গকে, কিন্তু যদি তারা মাফ করে দেয় তা ভিন্ন কথা আর যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয়, তবে তাকে মুক্ত করতে হবে এক মু'মিন দাস। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ের লোক হয় যে, তোমাদের ও তাদের তাঝে সন্ধিচুক্তি থাকে, তবে রক্তপণ দিতে হবে তার পরিজনবর্গকে এবং মুক্ত করতে হবে এক মু'মিন দাস। তবে যার সামর্থ না থাকে সে সিয়াম পালন করবে লাগাতার দু'মাস। তাওবা স্বরূপ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিকমত-ওয়ালা।

৯৩. আর যে হত্যা করবে কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে, তবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ রুষ্ট হবেন তার প্রতি এবং লানত করবেন তাকে এবং প্রস্তুত রাখবেন তার জন্য মহাশাস্তি।

৯৪. ওহে যারা ঈমান এনছ! যখন তোমরা বের হবে আল্লাহর পথে, তখন তোমরা যাচাই করে নিবে এবং তোমরা বলবে না তাকে, যে তোমাদের সালাম দেয়, তুমি মু'মিন নও। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, এরপর অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ তোমাদের প্রতি, সুতরাং তোমরা যাচাই করে নেবে। নিশ্চয় আল্লাহ যা তোমরা কর সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৯২- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

৯৩- وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدًّا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَاعْدَلَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝

৯৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১১- لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقَعْدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكَذَلِكَ وَعَدَ
اللَّهُ الْحَسَنَى ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
عَلَى الْقَعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

১২- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعَدَ اللَّهُ
حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝

১২- وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝
১৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

যে কিতাব তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে আর যে কিতাব তিনি এর আগে নাযিল করেছেন তাতে আর যে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশ্বাদের, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলদের এবং আখিরাতকে, সে তো গুম্‌রাহ হবে ভীষণভাবে।

১৩৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, তারপর কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে আবার কুফরী করে, তারপর তাদের কুফরী বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন না।
১৪৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবে না কাফিরদের বন্ধুরূপে-মু'মিনদের পরিবর্তে। তোমরা কি চাও যে, তোমরা স্পষ্ট প্রমাণ দিবে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে?
১৫২. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি এবং পার্থক্য করে না তাদের একের সাথে অপরের তাদের তিনি অচিরেই পুরস্কার দিবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১৭৩. আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আল্লাহ তাদের পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং তাদের আরো বেশী দিবেন স্বীয় অনুগ্রহে। কিন্তু যারা অবজ্ঞা করেও অহংকার করে, তাদের তিনি শাস্তি দিবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, আর তারা পাবে না নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী।
১৭৫. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তাঁকে,

অবশ্যই তিনি তাদের দাখিল করবেন স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে আর তিনি তাদের পরিচালিত করবেন তাঁর দিকে সরল সঠিক পথে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১, ২, ৬, ৮, ৯, ৩৫, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৮৮, ৯০, ৯৪, ৯৫, ১০১, ১০৫, ১০৬

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করবে। হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু, তা ছাড়া যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হচ্ছে, তবে শিকার করাকে বৈধ মনে করবেন না ইহরাম অবস্থায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ করেন যা তিনি চান।

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবমাননা করবেন না আল্লাহর নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর, এ কা'বা অভিযুক্ত যাত্রীদের যারা তাদের রবের অনুগ্রহ ও সন্তোষের আশা রাখে। আর যখন তোমরা ইহরাম মুক্ত হবে, তখন তোমরা শিকার করতে পার। আর তোমাদের যেন প্ররোচিত না করে সীমালংঘন করতে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ এ কারণে যে তারা তোমাদের বাধা দিয়েছিল মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে। আর তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে নেককাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে এবং একে অন্যের সাহায্য করবে না পাপকাজ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও, তখন

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৭

فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِيلٍ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۱-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ
أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

۲-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا
شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

۶-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى

তোমরা ধৌত করবে তোমাদের মুখমন্ডল এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত এবং মাসেহ করবে তোমাদের মাথা এবং ধৌত করবে পা-গিরা পর্যন্ত। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সম্প্রোগ কর। আর পানি না পাও, তাহলে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে এবং মাসেহ করবে তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত। আল্লাহ্ চান না যে তিনি তোমাদের কষ্টে ফেলবেন, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তিনি চান তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা শোকর কর।

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবিচল থাকবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য হিসেবে। আর তোমাদের যেন কখনো প্ররোচিত না করে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ, সুবিচার বর্জন করতে। তোমরা সুবিচার করবে, তা হলো নিকটতর তাকওয়া, আর ভয় কর আল্লাহকে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবহিত যা তোমরা কর।

৯. আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন তাদের যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, অন্বেষণ কর তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় এবং জিহাদ কর তাঁর পথে যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

۸- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

۹- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ○

۳۵- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৫১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবেন না ইয়াহুদী ও নাসারাকে বন্ধুরূপে, তারা পরস্পর বন্ধু আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে হবে তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ হিদায়েত দান করেন না যালিম কাওমকে।

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ দীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয় আল্লাহ নিয়ে আসবেন এমন এক কাওম, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা জিহাদ করবে আল্লাহর পথে এবং ভয় করবে না নিন্দুকের নিন্দাকে, এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনরা—যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় আর তারাই বিনত।

৫৬. কেউ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের, তবে তো আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।

৫৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না তাদের যারা তোমাদের দীনকে গ্রহণ করে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে, তাদের মধ্য থেকে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে এবং কাফিরদের। তোমরা ভয়কর আল্লাহকে, যদি মু'মিন হও।

৮৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হারাম করবে না সে সব উৎকৃষ্ট বস্তুকে

৫১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

৫৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

৫৫- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ○

৫৬- وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

৫৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○

৮৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا

যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন। আর তোমরা সীমালংঘন করবে না। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না সীমালংঘনকারীদের।

৮৮. আর তোমরা ভক্ষণ করবে আল্লাহ্ তোমাদের যে হালাল ও উৎকৃষ্ট রিয়ক দিয়েছেন তা থেকে। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে, যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।

৯০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণয়কারী তীর ঘণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

৯৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন সে বিষয় যা তোমাদের হাত ও বর্শা শিকার করে, যাতে আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন, কে তাকে না দেখে ভয় করে। অতএব যে কেউ সীমালংঘন করবে এরপরও তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৯৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হত্যা করবে না শিকারের জন্তু হইরাম অবস্থায়। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার বিনিময়ে হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। যার সম্পর্কে ফয়সালা দিবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক, কা'বাতে প্রেরিত কুরবানীর জন্তুরূপে অথবা এর কাফফারা হবে দরিদ্রকে আহাৰ্য দান করা, অথবা এর সম পরিমাণ সিয়াম পালন করা, যাতে সে ভোগ করে স্বীয় কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন, যা গত হয়েছে তা, কিন্তু কেউ পুনরায় করলে

طَبِيتَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ○

৮৮- وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ○

৯০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৯৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَكُمُ اللَّهُ
بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ
وَأَرْمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৯৫- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعِدًّا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ
الْكُفَّةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامَ مَسْكِينٍ
أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ
أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا سَلَفُ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ

আল্লাহ তার শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ তো পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

১০১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রশ্ন করবে না সে সব বিষয়, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ হলে তোমরা কষ্ট পাবে। তোমরা যদি সে সব বিষয় প্রশ্ন কর কুরআন নাযিলের কালে তবে তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ সে সব ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।

১০৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না সে যে গুমরাহ হয়েছে, যদি তোমরা সৎপথে চল। আল্লাহরই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। তারপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন সে সঙ্কে যা তোমরা করবে।

১০৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসীম্যত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; যদি তোমরা সফরে থাক, আর তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপনীত নয়। যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে তোমরা তাদের উভয়কে সালাতের পর অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে : আমরা গ্রহণ করব না এর বিনিময়ে কোন কিছু যদিও সে আত্মীয়ও হয় আর আমরা গোপন করব না আল্লাহর সাক্ষ্য, যদি করি তবে অবশ্যই আমরা হব গুনাহগারদের শামিল।

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

১০১-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ۖ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ ۖ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

১০৫-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۖ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

১০৬-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ ۖ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ ۖ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمُن بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَيْنَ الْأُثْمِينَ ۝

সূরা আন'আম, ৬ : ৫৪, ৮২

৫৪. আর যখন আসে আপনার কাছে তারা, যারা ঈমান আনে আমার আয়াতসমূহে, তখন বলুন সালাম তোমাদের প্রতি, তোমাদের রব স্থির করে নিয়েছেন নিজের উপর দয়া করা, যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ অবজ্ঞাবশত মন্দকাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং কলুষিত করেনি তাদের ঈমান শিরক দিয়ে, তাদেরই জন্য নিরাপত্তা এবং তারাি হিদায়েতপ্রাপ্ত।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪২

৪২. যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, আমি তো কাউকে বোঝা বইতে দেই না তার সাধ্যের অতীত, তারাি জান্নাতের অধিবাসী, তারাি সেখানে চিরদিন থাকবে।

সূরা আনফাল, ৮ : ১৫, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৪৫, ৪৬, ৬০, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

১৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন মুকাবিলা করবে কাফির বাহিনীর, তখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না।

২০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের এবং তোমরা মুখ ফিরাবে না তাঁর থেকে যখন তোমরা তাঁর কথা শুনছ।

২১. আর তোমরা হবে না তাদের মত যারা বলে : আমরা শুনলাম আসলে তারা শোনে না।

৫৪- وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا إِيْجَاهَالَةً ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৮২- الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ○

৪২- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

১৫- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ○

২০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ○

২১- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ○

২৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দিবে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য, যখন তিনি তোমাদের ডাকবেন এমন কিছু দিকে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে, আর জেনে রাখ, আল্লাহ তো আছেন মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

২৫. আর তোমরা ভয় কর সে ফিতনাকে, যা আপতিত হবে না আমাদের মধ্যে কেবল তাদের উপর যারা যালিম এবং জেনে রাখ আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।

২৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা স্থিয়ানত করবে না আল্লাহ ও রাসূলের সাথে এবং স্থিয়ানত করবে না তোমাদের আমানতেও জেনেগুন।

২৮. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্ভান-সম্ভতি তো পরীক্ষার বস্তু, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা-পুরস্কার।

২৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা ভয় কর আল্লাহকে তবে তিনি তোমাদের দান করবেন হক ও বাতিল পার্থক্য করার যুক্তি, বিদূরিত করবেন তোমাদের থেকে তোমাদের পাপ এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের আর আল্লাহ মহা-অনুগ্রহশীল।

৪৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা মুকাবিলা করবে কোন বাহিনীর, তখন তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে এবং যিকির করবে আল্লাহর বেশীবেশী যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

৪৬. আর তোমরা আনুগত্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং নিজেদের মাঝে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস

২৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

২৫- وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

২৬- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

২৮- وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

২৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

৪৫- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৪৬- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا

হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

৬০. আর তোমরা প্রস্তুত রাখবে কাফিরদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি এবং অশ্ববাহিনী, যা দিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যান্যদের, যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদের জানেন। যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর পথে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে তোমাদের এবং তোমাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিয়রত করেছে, জিহাদ করেছে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা একে অপরের বন্ধু আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের অবিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই, যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে, তবে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে দীন সম্পর্কে, তা হলে তোমাদের উপর তাদের সাহায্য করা কর্তব্য, সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।

৭৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর বন্ধু। যদি তোমরা পরস্পর বন্ধুত্ব না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে।

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিয়রত করেছে, জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে

وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

৬০- وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ
لَا تَعْلَمُونَهُمْ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ
وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤْتِكُمْ إِيَّيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَذْكُرُونَ ○

৭২- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنْ
اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ
إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

৭৩- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ○

৭৪- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

এবং যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের-ই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

৭৫. আর যারা ঈমান এনেছ, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে তোমাদের সাথে থেকে তারাও তোমাদের-ই অন্তর্ভুক্ত। তবে আত্মীয়রা একে অন্যের চাইতে অধিক হক্‌দার আল্লাহর বিধানে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় সর্বজ্ঞ।

সূরা তাওবা, ৯ : ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৭১, ৭২, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৯, ১২২, ১২৩

১৮. আল্লাহর মসজিদের রক্ষণা-বেক্ষণ করবে কেবল তারাই যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং কায়ম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং ভয় করে না কাউকে আল্লাহ-ছাড়া, আশা করা যায়, তারাই হবে হিদায়েতপ্রাপ্তদের শামিল।

১৯. তোমরা কি হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা এবং মসজিদের হারাম রক্ষণা-বেক্ষণ করাকে তাদের পুণ্যের সমান মনে করছ, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে? তারা সমান নয় আল্লাহর কাছে আর আল্লাহ হিদায়েত দান করেন না যালিম লোকদের।

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, এবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে, তারাই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আল্লাহর কাছে এবং তারাই কামিয়াব।

২১. তাদের রব তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্থায়ী রহমতের ও সন্তুষ্টির এবং

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড) — ৮

وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أَوْوَا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

৭৫- وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا
وَجُهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۖ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ يَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১৮- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى
أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○

১৯- أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجُهِدَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

২০- الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهِدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ ۚ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

২১- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ
بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَتْ لَهُمْ

জান্নাতের, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী সুখ শান্তি।

২২. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার।

২৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করো না বন্ধুরূপে তোমাদের পিতা ও তোমাদের ভাইদের, যদি তারা ভালবাসে কুফরীকে ঈমানের মুকাবিলায়। তবে তোমাদের মধ্যে যারা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তারা হবে যালিম।

২৪. বলুন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠি এবং সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন কর আর তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং সে সব ব্যবস্থাপনা যা তোমরা ভালবাস তা যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথ জিহাদ অপেক্ষা তা হলে অপেক্ষা কর আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ হিদায়েত দান করেন না ফাসিক লোকদের।

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন নিকটে না আসে মসজিদুল হারামের এ বছরের পর। যদি তোমরা আশংকা কর দারিদ্রের, তবে আল্লাহ চাইলে তিনি তোমাদের অবশ্যই অভাবমুক্ত করবেন নিজ অনুগ্রহে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

২৯. তোমরা যুদ্ধ করবে আহলে কিতাবদের থেকে তাদের সাথে যারা ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি আর না আখিরাতের

فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ○

২২- خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

○ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

২৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

২৪- قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

২৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنِ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

২৯- قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ

প্রতি এবং হারাম মনে করে না যা হারাম করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আর অনুসরণ করে না সত্য দীনের যতক্ষণ না তারা নিজ হাতে জিয্যা দেয় অধীনতা স্বীকার করে।

৩৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় অনেক পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীরা অন্যায়ভাবে ভোগ করে মানুষের সম্পদ এবং নিবৃত্ত রাখে আল্লাহর পথ থেকে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ পথে ব্যয় করে না, আপনি তাদের সংবাদ দিন মর্মভেদ শাস্তির।

৩৫. যেদিন উত্তপ্ত করা হবে তা জাহান্নামের আগুনে এবং তা দিয়ে দাগ দেয়া হবে তাদের কপালে, পাশে ও পিঠে সেদিন তাদের বলা হবে : এই তা, যা তোমরা পুঞ্জীভূত করত তোমাদের নিজেদের জন্য। সুতরাং তোমরা স্বাদগ্রহণ কর তার, যা তোমরা মওজুত করত।

৩৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের বলা হয়, অভিযানে বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে পড়ে থাক ? তোমরা কি পরিতুষ্ট হয়েছে দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের পরিবর্তে ? দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো আখিরাতের তুলনায় খুবই নগণ্য।

৪৪. অব্যাহতি চাইবে না তারা আপনার কাছে যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে জিহাদ করতে তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আর আল্লাহ সবিশেষ অবহিত মুত্তাকীদের সম্বন্ধে।

৪৫. আপনার কাছে অব্যাহতি চাইবে কেবল তারাই, যারা ঈমান আনে না আল্লাহ ও আখিরাতে এবং সংশয়যুক্ত যাদের

مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٤-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُفُّونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٣٥-
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٨-
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٨-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ هَارِضِيكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٤٤-
لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ٤٥-
إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ

অন্তর। তারা তো তাদের সংশয়
দ্বিধাশ্রুত।

৭১. আর মু'মিন নর ও মু'মিন নারী
পরস্পরের বন্ধু, তারা আদেশ করে
নেককাজের এবং নিষেধ করে গর্হিত
কাজ থেকে, কায়েম করে সালাত, দেয়
যাকাত এবং আনুগত্য করে আল্লাহ ও
তাঁর রাসূলের। এদেরই রহম করবেন
আল্লাহ। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী,
হিকমতওয়ালা।

৭২. ওয়াদা দিয়েছেন আল্লাহ মু'মিন নর ও
মু'মিন নারীকে জান্নাতের, প্রবাহিত হয়
যার পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা
চিরকাল থাকবে এবং স্থায়ী জান্নাতের
উত্তম বাসস্থানের আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই
সর্বশ্রেষ্ঠ। তা-ই মহাসাফল্য।

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন
মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল।
এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে
জান্নাত; তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর
পথে, ফলে তারা হত্যা করে ও নিহত
হয়। এ সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি
রয়েছে তাওরাত ইনজীল ও
কুরআনে। কে শ্রেষ্ঠতর নিজ প্রতিজ্ঞা
পালনে আল্লাহর চাইতে? তোমরা
আনন্দিত হও যে সওদা তোমরা করেছ
আল্লাহর সাথে সে জন্য। এ হল
মহাসাফল্য।

১১২. তারা হলো তাওবাকারী, ইবাদতকারী,
আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালন-
কারী, রুকু'কারী, সিজ্দাকারী, নেক-
কাজের আদেশ দানকারী, গর্হিত কাজ
থেকে নিষেধকারী এবং আল্লাহর
নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী।
আপনি সুসংবাদ দিন মু'মিনদের।

فَهُمْ فِي رَإْيِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ
٧١- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مَّيَّامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٧٢- وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ
عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ
ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

١١١- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ ۖ وَوَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي
بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ

١١٢- النَّبَاتِيُّونَ الْعِيدُونَ وَالْحَمِيدُونَ
السَّابِّحُونَ الزَّكَّاعُونَ السَّجِدُونَ
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۚ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

১১৩. নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা ক্ষমা চাইবে মুশরিকদের জন্য যদিও তারা হয় আত্মীয়-স্বজন, যখন তাদের কাছে এ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা তো নিশ্চিত জাহান্নামী।

১১৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং হয়ে যাও সত্যবাদীদের সাথে।

১২২. আর সংগত নয় মু'মিনদের জন্য যে, তারা সবাই এক সংগে অভিযানে বের হবে। তবে কেন তাদের প্রত্যেক দল থেকে এক অংশ বের হয় না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং সতর্ক করতে পারে তাদের লোকদের যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে যেন তারা সতর্ক হয়।

১২৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যুদ্ধ কর কাফিরদের মধ্যে তাদের সাথে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী এবং তারা যেন দেখতে পায় তোমাদের মাঝে কঠোরতা। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তো আছেন মুত্তাকীদের সাথে।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৯, ১০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৯৯, ১০০

৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেকআমল করেছে, তাদের হিদায়েত দিবেন তাদের রব তাদের ঈমানের কারণে, প্রবাহিত হবে তাদের পাদদেশে নহর-সমূহ জান্নাতু নাদ্বিমে।

১০. তাদের ধ্বনি হবে সেখানে, হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র! এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে, আল-হাম্দু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

১১৩- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

১১৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ○

১২২- وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ○

১২৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

৯- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○

১০- دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ

أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৬২. জেনে রাখ! আল্লাহর বন্ধুদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না,
৬৩. যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া করতে থাকে।
৬৪. তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে, কোম পরিবর্তন নেই আল্লাহর বাণীতে, এটাই মহাসাফল্য।
৯৯. আর যদি চাইতেন আপনার রব, তাহলে অবশ্যই ঈমান আনত যারা পৃথিবীতে আছে তারা সবাই। তবে কি আপনি জবরদস্তি করবেন মানুষের উপর মু'মিন হওয়ার জন্য?
১০০. আর কোন ব্যক্তির সাধ্য নেই ঈমান আনার আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এবং তিনি কলুষলিপ্ত করেন তাদের যারা অনুধাবন করে না।

সূরা হূদ, ১১ : ২৩

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেকআমল করে এবং বিনয়াবনত হয় তাদের রবের প্রতি তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

সূরা রা'দ, ১৩ : ২৭, ২৮, ২৯

২৭. আপনি বলুন : নিশ্চয় আল্লাহ গুমরাহ করেন যাকে চান এবং হিদায়েত দান করেন তাঁর দিকে তাকে, যে তাঁর অভিমুখী।
২৮. যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর প্রশান্ত আল্লাহর যিকিরে, জেনে রাখ, আল্লাহর যিকিরেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।
২৯. যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে তাদেরই জন্য রয়েছে পরম আনন্দ ও শুভ পরিণাম।

৬২- أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৬৩- الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

৬৪- لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

৯৯- وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ○

১০০- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ○

২৩- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

২৭- ... قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ ○

২৮- الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ○

২৯- الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ○

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ২৩, ২৭, ৩১

২৩. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, তাদের দাখিল করা হবে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যায় পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে তাদের রবের হুকুমে, সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।

২৭. যারা ঈমান রাখে 'কালিমা-তাইয়্যেবায়' আল্লাহ তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন আর আল্লাহ করেন যা তিনি চান।

৩১. আপনি বলুন : আমার বান্দাদের যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং ব্যয় করে তা থেকে যা আমি তাদের দিয়েছি—গোপনেও প্রকাশ্যে, সেদিন আসার আগে যেদিন থাকবে না কোন বেচাকেনা, আর না কোন বন্ধুত্ব।

সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭, ১০৬

৯৭. যে নেক আমল করে পুরুষ অথবা নারীর মধ্য থেকে আর সে মু'মিনও, আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই আমি পুরস্কার দিব তারা যে উত্তম কাজ করত তার জন্য।

১০৬. যে কেউ কুফরী করে আল্লাহর সাথে ঈমান আনার পর, তবে সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় কুফরীর জন্য, আর তার অন্তর অবিচলিত ঈমানে, কিন্তু যার অন্তর কুফরীর জন্য উন্মুখ তার উপর আপত্তি হবে আল্লাহর তরফ থেকে গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

২৩- وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝

২৭- يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

৩১- قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ۝

৯৭- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১০৬- مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مِّنْ شَرٍّ أَلْكَفَرِ صَدْرًا فَعَلِيَهُمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৯, ১০, ১৯

৯. নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়েত দান করে সে পথের দিকে, যা সুদৃঢ় এবং সুসংবাদ দেয় মু'মিনদের যারা নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১০. আর যারা ঈমান রাখে না আখিরাতের প্রতি আমি প্রস্তুত রেখেছি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৯. যে কেউ চায় আখিরাত এবং এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে আর সে মু'মিনও তাদের চেষ্টা তো পুরস্কারযোগ্য।

সূরা কাহফ, ১৮ : ৩০, ৩১, ১০৭, ১০৮

৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আমি তো নষ্ট করি না কর্মফল তার যে ভাল কাজ করে।

৩১. তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তাদের অলংকৃত করা হবে সোনার কাকনে, তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ পোশাক, তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত পালংএ, কত উত্তম পুরস্কার, আর কত সুন্দর আশ্রয়স্থল।

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে তাদের মেহমানদারীর জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস।

১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তারা সেখানে থেকে অন্যত্র যেতে চাইবে না।

সূরা মারইয়ান, ১৯ : ৯৬

৯৬. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, অবশ্যই দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।

১- إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي

هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ○

১০- وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○

১৯- وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ○

৩০- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ○

৩১- أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ

فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا

خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ

وَحَسَنَتُ مَرْتَفَعًا ○

১০৭- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ○

১০৮- خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغَوْنَ عَنْهَا

حَوْلًا ○

৯৬- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ○

সূরা তোহা, ২০ : ৭৫, ৭৬, ৮২, ১১২

৭৫. আর যারা উপস্থিত হবে আল্লাহর কাছে মু'মিন অবস্থায় নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে মহান মর্যাদা—

৭৬. স্থায়ী জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এ পুরস্কার তাদের জন্য যারা পরিশুদ্ধ হয়।

৮২. আর আমি তো পরম ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবা করে, ঈমান আনে, নেকআমল করে ও হিদায়েতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

১১২. বস্তুত যে ব্যক্তি নেকআমল করে, আর সে মু'মিনও, তার কোন ভয় নেই অবিচারের এবং না কোন ক্ষতির।

সূরা আশিয়া, ২১ : ৯৪

৯৪. আর যে কেউ নেক আমল করবে এবং সে মু'মিনও প্রত্যাখ্যান করা হবে না তার প্রচেষ্টা এবং আমি তো তা লিখে রাখি।

সূরা হায্জ, ২২ : ১৪, ১৭, ২৩, ৩৮, ৫০, ৭৭, ৭৮

১৪. নিশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। নিশ্চয় আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি চান।

১৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে যারা সাবীয়ী, নাসারা অগ্নিপূজক এবং মুশরিক, অবশ্যই আল্লাহ ফয়সালা করে দিবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

২৩. নিশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন তাদের যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৯

৭৫- وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ

الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۝

৭৬- جَنَّاتٌ عِدْنُ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۝

وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝

৮২- وَإِنِّي لَغَفَّارٌ

لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ

وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝

১১২- وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا ۝

৯৪- فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۝

وَأَنَا لَهُ كَاتِبُونَ ۝

১৪- إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

১৭- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

وَالصَّبِيَّانَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ

أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

২৩- إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا

করেছে জান্নাতে প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তাদের অলংকৃত করা হবে সোনার কাকন ও মুক্তা দিয়ে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিরক্ষা করেন তাদের যারা ঈমান এনেছে, অবশ্যই আল্লাহ ভালবাসেন না কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে।

৫০. আর যারা ঈমান এনেছ এবং নেক-আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

৭৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রুকু কর, সিজ্দা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও কল্যাণের কাজ কর, যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

৭৮. আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং তিনি আরোপ করেননি তোমাদের উপর দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা। এ হলো তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত। তিনি নামকরণ করেছেন তোমাদের মুসলিম এর পূর্বে এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানুষের জন্য। অতএব তোমরা কায়ম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহকে, তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত উত্তম বন্ধু, আর কত উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

১. অবশ্যই কামিয়াব হয়েছে মু'মিনগণ,

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَحْكُمُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ○

৩৮- إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ○

৫০- فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

৭৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৭৮- وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

فَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ○

১- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○

২. যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র,
৩. যারা বাজে কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে,
৪. যারা যাকাত দানে সক্রিয়,
৫. যারা নিজেদের যৌন অংগকে হিফায়ত করে,
৬. নিজেদের স্ত্রীদের, অথবা নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না,
৭. তবে কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী,
৮. এবং যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে,
৯. এবং যারা নিজেদের সালাতের হিফায়ত করে,
১০. তারাই হবে অধিকারী,
১১. তারা অধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের, যেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।

সূরা নূর, ২৪ : ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৫১, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬২

১৯. নিশ্চয় যারা চায় অশ্লীলতার প্রসার মু'মিনদের মাঝে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।
২০. আর যদি না থাকত আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি, তবে কেউই অব্যাহতি পেত না এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।
২১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অনুসরণ করবে না শয়তানের পদাংক।

- ২-الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
- ৩-وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
- ৪-وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
- ৫-وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
- ৬-إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
- ৭-فَمَن ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
- ৮-وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ
- ৯-وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
- ১০-أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
- ১১-الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

- ১৯-إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
- ২০-وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَّحِيمٌ
- ২১-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

আর কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে, তবে জেনে রাখ! শয়তান তো নির্দেশ দেয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজের। আর যদি না থাকত আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি, তবে তোমাদের কেউ কখনো পরিশুদ্ধ হতে পারত না; তবে আল্লাহ পরিশুদ্ধ করেন যাকে চান। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ করবে না, তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে, সে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না করে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ-কর যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

২৮. তবে যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না, তোমাদের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত। আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

২৯. তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা প্রবেশ কর এমন ঘরে, যেখানে কেউ বাস করে না, যেখানে রয়েছে তোমাদের মাল-সামান। আর আল্লাহ জানেন, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

৩০. আপনি বলুন মু'মিনদের, তারা যেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি এবং হিফায়ত করে তাদের যৌন-অংগ; এটাই তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক অবহিত সে সম্বন্ধে যা তারা করে।

৩১. আপনি বলুন মু'মিন নারীদের, তারা যেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি, হিফায়ত করে

الشَّيْطَانُ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

২৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

২৮- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○

২৯- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

৩০- قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضَعُونَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُونَ أَرْوَاجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ○

৩১- قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضَعْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَرْوَاجَهُنَّ ○

তাদের যৌন অংগ এবং প্রকাশ না করে নিজেদের সৌন্দর্য তা ছাড়া যা সাধারণত প্রকাশ থাকে; তারা যেন ঢেকে রাখে ওড়না দিয়ে তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ, আর তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারী, নিজেদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মাঝে যৌন-কামনা রহিত পুরুষ, অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যদের কাছে। আর তারা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে। আর তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে এসো হে মু'মিনগণ! যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

৩২. আর তোমরা বিবাহের ব্যবস্থা কর তাদের, যারা তোমাদের মাঝে অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মাঝে যারা এর যোগ্য তাদেরও। কিন্তু তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ তাদের অভাবমুক্ত করবেন নিজ অনুগ্রহে, আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৩৩. আর তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যারা বিবাহের সামর্থ রাখে না, আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করা পর্যন্ত এবং তোমাদের মালিকানা-ধীন দাস-দাসীদের মাঝে যারা তাদের মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইবে, তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করবে যদি তোমরা তাদের মাঝে কল্যাণের সন্ধান পাও। আর তোমরা তাদের দান করবে, আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে এবং তোমরা বাধ্য করবে না তোমাদের

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلِيَضْرِبَنَّ بِخِمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا ۖ إِنَّهُ السَّمُوعُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِدُونَ ○

৩২- وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَّا يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

৩৩- وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ ۚ
وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبَيْعِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِّبِتْنَعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ

বাদীদের ব্যভিচার করতে যদি তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদের লালসায়। আর কেউ যদি তাদের উপর যবরদস্তি করে, তবে জেনে রাখ তাদের উপর যবরদস্তির পরও আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫১. মু'মিনদের কথা তো এই, যখন তাদের ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য, তখন তারা বলে : আমরা শোনলাম ও মানলাম। আর এরাই তো সফলকাম।

৫৫. আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন তাদের যারা তোমাদের মাঝে ঈমান আনে এবং নেকআমল করে যে, তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন পৃথিবীতে, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের; আর অবশ্যই তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের জন্য তাদের দীনকে, যা তিনি পছন্দ করেছেন তাদের জন্য এবং তিনি অবশ্যই তাদের এ ভয় ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না। আর যারা না-শোকরী করবে এরপরও তারা তো ফাসিক।

৫৬. তোমরা কয়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর রাসূলের, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

৫৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! অনুমতি চায় যেন তোমাদের কাছে আসতে তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মাঝে যারা বালিগ হয়নি তারা, তিন সময়ে ফজরের সালাতের আগে, দুপুরে

وَمَنْ يُكَرِّهَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৫১- إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَإُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

৫৫- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونََنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

৫৬- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

৫৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার সালাতের পর, এ হলো তোমাদের তিনটি গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে এলে কোন দোষ নেই তোমাদের জন্য আর না তাদের জন্য। তোমাদের পরস্পরকে তো একে অপরের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের কাছে আয়াতসমূহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬২. মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যখন তারা একত্রিত হয় তাঁর সাথে কোন সমষ্টিগত ব্যাপারে, তখন তারা চলে যায় না তাঁর অনুমতি ছাড়া। নিশ্চয় যারা আপনার অনুমতি চায়, তারাই ঈমান রাখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। অতএব তারা অনুমতি চাইলে আপনার কাছে, তাদের কোন ব্যাপারে আপনি তাদের মাঝে যাকে চান অনুমতি দিবেন এবং ক্ষমা চাইবেন তাদের জন্য আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

সূরা নাম্বল, ২৭ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭৭, ৮১

১. তা-সীন, এ সব হলো আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের;
২. যা হিদায়াত ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য।
৩. যারা কয়েম করে সালাত এবং দেয় যাকাত, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিষ্ট বিশ্বাস করে।
৪. নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে না আখিরাতে প্রতি, আমি শোভন করে রেখেছি

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۖ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ۖ
طَوَفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۖ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৬২- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ۚ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ
فَاِذَا اسْتَاْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَاْئِهِمْ
فَاَذْنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهُ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১- طس
تِلْكَ اٰیَاتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝
২- هٰدِیْ وَبُشْرٰی لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝
৩- الَّذِيْنَ يَّقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝

৪- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

তাদের জন্য তাদের কাজকে, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।

৫. এদেরই জন্য রয়েছে কঠিন আযাব এবং এরাই হবে আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

৭৭. আর নিশ্চয় এ কুরআন হলো হিদায়েত ও রহমত মু'মিনদের জন্য।

৮১. আর আপনি হিদায়েত দিতে পারেন না অন্ধদের তাদের গুমরাহী থেকে। আপনি তো শুনাতে পারেন না কাউকে তাদের ছাড়া, যারা ঈমান রাখে আমার আয়াতের প্রতি আর তারাই মুসলিম।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৬৭

৬৭. আর যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আশা করা যায় সে হবে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৭, ৯, ৫৮, ৫৯

৭. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে অবশ্যই আমি বিদূরিত করব তাদের থেকে, তাদের ক্রটি-বিচ্ছ্যতিসমূহ এবং অবশ্যই আমি তাদের প্রতিদান দেব, তারা যে উত্তম কাজ করত তার।

৯. আর যারা ঈমান আনে ও ভালকাজ করে, অবশ্যই আমি তাদের দাখিল করব নেকবান্দাদের মাঝে।

৫৮. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, অবশ্যই আমি তাদের বসবাস করাব জান্নাতের সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, কত উত্তম প্রতিদান সে সব নেক আমল-কারীদের জন্য।

زَيَّاتٌ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

৫- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ

৭৭- وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

৮১- وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ
عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ

৬৭- فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

৭- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

৯- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

৫৮- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

৫৯. যারা সবার করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

সূরা রুম, ৩০ : ১৫, ৪৭, ৫৩

১৫. অবশ্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তারা তো থাকবে জান্নাতে উল্লসিত।

৪৭. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার আগে অনেক রাসূল তাদের নিজনিজ কাওমের কাছে। আর তারা এসেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তারপর আমি প্রতিশোধ নিয়েছিলাম তাদের থেকে, যারা অপরাধ করেছিল। আর আমার দায়িত্ব তো মু'মিনদের সাহায্য করা।

৫৩. আর আপনি হিদায়েত দান করতে পারেন না অন্ধদের তাদের গুম্রাহী থেকে। আপনি তো শুনাতে পারেন না তাদের ছাড়া কাউকে, যারা ঈমান আনে আমার আয়াতসমূহে আর তারাই মুসলিম।

সূরা লুকমান, ৩১ : ৮, ৯

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে-নাঈম।

৯. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ হলো আল্লাহর সত্য ওয়াদা। আর তিনি পম্পাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

সূরা সাজ্দা, ৩২ : ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১৫. আমার নিদর্শনাবলীতে তো কেবল তারাই ঈমান রাখে, যখন তা দিয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়। তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তাদের প্রতি-পালকের, আর তারা অহংকার করে না।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—১০

৫৭-الَّذِينَ صَبَرُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

১৫-فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ○

৪৭-وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا
مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ○

৫৩-وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ مُسْلِمُونَ ○

৮-إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ○

৯-خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১৫-إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○

১৬. তারা শয্যাভ্যাগ করে, তাদের রবকে ডাকে ভয় ও আশায় এবং যা আমি তাদের দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।
১৭. কেউ-ই জানে না চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, পুরস্কারস্বরূপ তাদের কৃতকর্মের।
১৮. তবে যে ব্যক্তি মু'মিন, সে কি ফাসিকের মত? না, তারা সমান নয়।
১৯. তবে যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে মাওয়া, তারা যা করত তার মেহমানদারীস্বরূপ।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬, ২৩, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৯, ৫৩, ৫৬, ৬৯, ৭০, ৭১

৬. নবী তো ঘনিষ্ঠতর মু'মিনদের কাছে, তাদের নিজেদের চাইতে এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা। আর আত্মীয় স্বজনরা পরস্পর ঘনিষ্ঠতর আল্লাহর বিধানে অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরদের চাইতে, তবে যদি তোমরা আনুকূল্য প্রদর্শন করতে চাও তোমাদের বন্ধু বান্ধবের প্রতি তা স্বতন্ত্র। এ হল কিতাবে লিপিবদ্ধ।
২৩. মু'মিনদের মাঝে কতক বাস্তবায়িত করেছে আল্লাহর সাথে কৃত তাদের ওয়াদা, তাদের মধ্যে কেউ শাহাদাত লাভ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় আছে। আর তারা কোন পরিবর্তন করেনি তাদের অঙ্গীকারে।
৩৫. নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ

১৬- تَتَجَاوَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○

১৭- فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۖ جَزَاءً لِّبِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৮- أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ○

১৯- أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْوَىٰ ۖ نُزْلًا لِّبِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

৬- النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ○

২৩- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ○

৩৫- إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ

ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, যৌন অংগ হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ ঠিক করে রেখে দিয়েছেন এদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

৩৬. কোন মু'মিন পুরুষ কিম্বা কোন মু'মিন নারীর নেই কোন অধিকার ভিন্ন সিদ্ধান্তের, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দেন। কেউ অমান্য করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, সে তো গুমরাহ হবে স্পষ্টভাবে।

৪১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যিকির কর আল্লাহর বেশী বেশী।

৪২. এবং তাসবীহ পাঠ কর তাঁর সকাল ও সন্ধ্যায়।

৪৩. তিনি তোমাদের প্রতি রহম করেন এবং তাঁর ফিরিশতারাও দু'আ করেন, যাতে তিনি তোমাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে, আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

৪৭. আর আপনি সুসংবাদ দিন মু'মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে মহা-অনুগ্রহ।

৪৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন বিবাহ করবে মু'মিন নারীদের, তারপর তাদের তালাক দিবে স্পর্শ করার আগে, তখন তোমাদের জন্য তাদের কোন পালনীয় ইদ্দত নেই, যা তোমরা গণনা করবে। তবে তোমরা তাদের দেবে কিছু সামগ্রী এবং বিদায় করবে তাদের সৌজন্যের সাথে।

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِعِينَ
وَالصَّامِعَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۝

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

৩৬- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ
إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝

৪১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ
ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

৪২- وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

৪৩- هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

৪৭- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ
مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝

৪৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
فَتَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

৫৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ করবে না নবীর ঘরে, তোমাদের খানার জন্য অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত এমতাবস্থায় যে, খানা প্রস্তুতির জন্য তোমাদের অপেক্ষা করতে হয়, তবে যখন তোমাদের ডাকা হবে, তখন তোমরা প্রবেশ করবে; তারপর যখন তোমাদের খাওয়া শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা চলে যাবে। তোমরা যেন মশগুল না হয়ে পড় কথাবার্তায়। নিশ্চয় তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তিনি লজ্জাবোধ করেন তোমাদের উঠিয়ে দিতে। আর আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না সত্য বলতে। যখন তোমরা কোন কিছু চাইবে নবীর স্ত্রীদের কাছে, তখন তোমরা তা চাইবে পর্দার আড়াল থেকে। এ বিধান অধিক পবিত্র রাখবে তোমাদের ও তাদের অন্তর। আর তোমাদের কারো উচিত নয় আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তোমরা কখনো বিবাহ করবে না তাঁর স্ত্রীদের তাঁর পরে। নিশ্চয় এ হলো ঘোরতর অপরাধ আল্লাহর দৃষ্টিতে।

৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহ করেন নবীর প্রতি এবং তাঁর ফিরিশতাগণও রহমতের দু'আ করেন তার প্রতি। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও দরুদ পাঠ কর নবীর প্রতি এবং বেশীবেশী সালাম পেশ কর।

৬৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হয়ো না তাদের মত যারা কষ্ট দিয়েছিল মুসাকে; এরপর আল্লাহ নির্দোষ প্রমাণ করেন তাঁকে তা থেকে যা তারা বলেছিল। আর সে ছিল আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান।

৫৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظَرٍ إِنَّهُ خَالِفٌ لَكُمْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا
وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِخَدِيعَةٍ
إِنْ ذِكْرُكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَعِجِ مِنْكُمْ
وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِ مِنَ الْحَقِّ
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذِكْرُكُمْ أَظْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا
إِنْ ذِكْرُكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ○

৫৬- إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

৬৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ أُذُوا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ
مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجْهًا ○

৭০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্-কে ভয় কর এবং বল সত্য-সঠিক কথা,
৭১. তাহলে তিনি সংশোধন করবেন তোমাদের আমল এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের পাপ। আর যে আনুগত্য করবে আল্লাহ্ এবং রাসূলের সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৭

৭. যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

সূরা যুমা, ৩৯ : ১০

১০. আপনি আমার এ কথা বলে দিন : হে আমার বান্দারা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে। যারা ভাল কাজ করে এ দুনিয়াতে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহ্র যমীন প্রশস্ত। বস্তুত সবরকারীদের পূর্ণ পুরস্কার দেওয়া হবে অগণিত।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪০, ৫১

৪০. কেউ মন্দকাজ করলে, তাকে তো দেয়া হবে তার কাজের অনুরূপ শাস্তি, আর যারা নেকআমল করবে হোক পুরুষ বা নারী, আর তারা মু'মিনও তারা তো দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদের দেয়া হবে অপরিমিত রিয্ক।
৫১. নিশ্চয় আমি সাহায্য করব আমার রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দাঁড়াবে সেদিন।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জাদা, ৪১ : ৮, ৪৪

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

۷۰- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝

۷۱- يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ
وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

۷- الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
وَاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

۱۰- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ
جَمِيْعًا ۗ اِلَيْهِ يُّصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصّٰلِحُ يَرْفَعُهُ ۗ
وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئٰتِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ

۴- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلُوْكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ
يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝
۵- اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُوْمُ الرّٰشِقُوْنَ ۝

۸- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

৪৪. আর আমি যদি নাযিল করতাম এ কুরআন অনারবী ভাষায় তা হলে তারা অবশ্যই বলত, কেন বিশদভাবে বিবৃত করা হয়নি এর আয়াতসমূহ? কি আশ্চর্য, এর ভাষা আজমী অথচ রাসূল আরবীয়, বলুন, কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও শিক্ষা। কিন্তু যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে রয়েছে বধিরতা আর এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। আর তারা এমন যে, যেন তাদের ডাকা হয় বহু দূর থেকে।

সূরা শূরা, ৪২ : ১৮, ২২, ২৩, ২৬

১৮. তারাই কিয়ামতকে ত্বরান্বিত করতে চায়, যারা তাতে ঈমান রাখে না। আর যারা ঈমানদার, তারা তাকে ভয় করে এবং তারা জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, নিশ্চয় যারা বিতর্ক করে কিয়ামত সম্পর্কে, তারা তো রয়েছে ঘোর বিভ্রান্তিতে।
২২. আপনি দেখবেন যালিমদের ভীত-সন্ত্রস্ত, তারা যা করত সে জন্য, আর তা আপত্তিত হবে তাদের উপর। আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু চাইবে তাদের রবের কাছে, তারা তাই পাবে। এ হলো মহাঅনুগ্রহ।
২৩. এ সুসংবাদ আল্লাহ্ দেন তাঁর সে বান্দাদের যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে। বলুন, আমি তোমাদের কাছে চাই না এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ছাড়া। আর যে উত্তম কাজ করে, আমি বাড়িয়ে দেই তার জন্য তাতে কল্যাণ। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

১১- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا
لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ
ءَأَعْجَبِيَّ وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۚ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
فِي آذَانِهِمْ وَقُرْوَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ
أُولَٰئِكَ يَنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

১৮- يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۚ
أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ
فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

২২- تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا
كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضِ الْجَنَّةِ ۚ
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝

২৩- ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
الْقُرْبَىٰ ۚ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

২৬. আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং বাড়িয়ে দেন তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ৩, ১৪, ২১, ৩০

৩. নিশ্চয় আসমান ও যমীনে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।
১৪. আপনি বলুন, তাদের যারা ঈমান এনেছে : তারা যেন ক্ষমা করে দেয় তাদের যারা প্রত্যাশা করে না আল্লাহর দিনগুলোর, তা এজন্য যে, তিনি প্রতিদান দেবেন প্রত্যেক কাওমকে তার কৃতকর্মের।
২১. যারা দুষ্কর্ম করে, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের সমান গণ্য করব জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদের সাথে, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে? নিকৃষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত।
৩০. অবশ্য যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের রব তাদের দাখিল করবেন নিজ রহমতের মাঝে। এটাই স্পষ্ট সাফল্য।

সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১১

১১. আর কাফিররা মু'মিনদের সম্পর্কে বলে : যদি এ কুরআন ভালই হত, তবে তারা আমাদের অতিক্রম করে যেতে পারত না এর দিকে। আর যখন তারা হিদায়েত-প্রাপ্ত হয়নি এ দিয়ে, তখন তারা অবশ্যই বলবে : এতো এক পুরাতন মিথ্যা!

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ২, ৩, ৭, ১১, ১২, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৬

২. আর যারা ঈমান আনে, নেকআমল করে এবং ঈমান আনে তাতে যা নাযিল

২৬- وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ○

৩- إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ○
১৪- قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

২১- أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○
৩০- فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

১১- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ ○

২- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

করা হয়েছে মুহাম্মদের প্রতি; আর তা-ই সত্য তাদের রবের তরফ থেকে। তিনি বিদূরিত করেন তাদের ত্রুটি-বিচ্ছাদিসমূহ এবং ভাল করে দিবেন তাদের অবস্থা।

৩. ইহা এ জন্য যে, যারা কুফরী করে, তারা তো অনুসরণ করে মিথ্যার আর যারা ঈমান আনে, তারা তো অনুসরণ করে তাদের রবের তরফ থেকে প্রেরিত সত্যের। এভাবেই আল্লাহর দৃষ্টান্ত দেন মানুষের জন্য।

৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি সাহায্য কর আল্লাহকে তবে তিনি সাহায্য করবেন তোমাদের এবং দৃঢ়পদ রাখবেন তোমাদের।

১১. ইহা এজন্য যে, আল্লাহ তো বন্ধু মু'মিনদের আর কাফিরদের তো নেই কোন বন্ধু।

১২. নিশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন তাদের, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। আর যারা কুফরী করে, তারা ক্ষণিকের তরে উপদেশ করে এবং খায় যেমন খায় জন্তু-জানোয়ার, আর জাহান্নামই তাদের ঠিকানা।

১৯. আর জেনে রাখুন আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটির জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্য। আর আল্লাহ জানেন তোমাদের অস্থায়ী ও স্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে।

২০. আর যারা ঈমান এনেছ, তারা বলে : কেন নাযিল করা হয় না একটা সূরা? তারপর যখন নাযিল করা হয় কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা এবং তাতে উল্লেখ করা

وَأْمَنُوا بَمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ كَفَرَ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝

২- ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ
وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ
كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۝

৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ
يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

১১- ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۝

১২- إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝

১৯- فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذُنُوبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَكُمْ ۝

২০- وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا
نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ
مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۚ رَأَيْتَ

হয় যুদ্ধের কথা, তখন আপনি দেখবেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা আপনার দিকে তাকায় মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষের মত। কত শোচনীয় পরিণাম তাদের।

৩৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং অনুসরণ কর রাসূলের এবং বিনষ্ট করো না তোমাদের আমল।

৩৬. দুনিয়ার যিন্দেগী তো ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র। আর যদি তোমরা ঈমান আন ও তাকওয়া কর, তবে আল্লাহ তোমাদের দেবেন তোমাদের পুরস্কার, আর তিনি চান না তোমাদের ধন-সম্পদ।

সূরা ফাতহ, ৪৮ : ৪, ৫, ৮, ৯, ১৮, ১৯, ২৯

৪. তিনিই নাযিল করেন প্রশান্তি মু'মিনদের অন্তরে, যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরো দৃঢ় করে নেয়। আর আল্লাহরই আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ হিক্মতওয়ালা,

৫. ইহা এজন্য যে, তিনি দাখিল করবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর তিনি বিদূরিত করবেন তাদের থেকে তাদের ক্রটি-বিচ্ছৃতি-সমূহ। আর এটাই আল্লাহর কাছে মহাসাফল্য।

৮. আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী-রূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ক-কারীরূপে।

৯. যাতে তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং শক্তি যোগাও তাঁর রাসূলকে এবং সম্মান কর

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ
مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

۳۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

۳۶- إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ
وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ
وَلَا يَسْأَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ

۴- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ
الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

۵- لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْبُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ
عِنْدَ اللَّهِ قَوْلًا عَظِيمًا

۸- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

۹- لِيَتَّوَمَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلِتُعَزِّرُوهُ وَتُقِرُّوهُ ۖ

وَتَسِيحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

১৮- لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

১৯- وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۝
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

২৯- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۝
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۝
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۝
ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۝
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۝
كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا

রাসূলের সামনে এবং ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ সব শোনে, সব জানেন।

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা উচ্চ করো না তোমাদের কণ্ঠস্বর রাসূলের কণ্ঠস্বরের উপর, আর তোমরা সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না তাঁর সাথে, যে রূপ তোমরা উচ্চস্বরে কথা বল নিজেদের মাঝে, কারণ এতে তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা জানবেও না।

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি আসে তোমাদের কাছে কোন ফাসিক কোন খবর নিয়ে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। পাছে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলো কোন কাওমকে অজ্ঞতা-বশত, ফলে তোমরা যা করেছে সে জন্য তোমাদের অনুতাপ হতে হয়।

৭. আর জেনে রাখ, অবশ্যই তোমাদের মাঝে আছেন আল্লাহর রাসূল, অনেক বিষয় এমন আছে, যাতে তিনি তোমাদের অনুসরণ করলে, তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে ঈমানকে এবং তা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন ও অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফরী, ফাসিকী ও অবাধ্যতাকে। এরাই সৎপথপ্রাপ্ত,

৮. আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

৯. আর যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবে। তবে যদি তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে। তাহলে তোমরা যুদ্ধ করবে

بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْتَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

৬-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝

৭-وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ۝

৮-فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৯-مَوَٰنٍ طَآئِفَتَيْنِ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

তাদের বিরুদ্ধে যারা বাড়াবাড়ি করে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে মীমাংসা করে দিবে তাদের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন সুবিচারকারীদের।

১০. মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা মীমাংসা করে দেবে তোমাদের ভাইদের মাঝে আর ভয় কর আল্লাহকে, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! উপহাস করে না যেন কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষকে; হতে পারে যাদের উপহাস করা হয়, তারা হবে উত্তম উপহাসকারীদের চাইতে। আর কোন নারী ও যেন উপহাস না করে কোন নারীকে, হতে পারে যাদের উপহাস করা হয় তারা হবে উত্তম উপহাসকারীদের চাইতে। আর তোমরা দোষারূপ করবে না পরস্পরকে এবং মন্দনামে ডাকবে না একে অপরকে। কত নিকৃষ্ট পাপাচার মন্দনামে ডাকা ঈমানের পর। আর যারা তাওবা করে না, তারাই যালিম।

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পরিহার করবে বেশীবেশী অনুমান করা, কেননা কোন কোন অনুমান তো গুনাহ এবং তোমরা গোয়েন্দাগিরী করবে না এবং গীবত করবে না একে অপরের। পছন্দ করে কি কেউ তোমাদের মাঝে তার মরা ভাইয়ের গোশত খেতে? অবশ্যই তোমরা তা অপসন্দ কর। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○

১০. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

১১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ
مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ
وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ ۚ
بُئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ○

১২. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ
يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكْرِهُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ○

১৪. মরুবাসীরা বলে : আমরা ঈমান এনেছি । আপনি বলুন : তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল : আমরা ইসলাম কবুল করেছি । কেননা এখনো প্রবেশ করেনি ঈমান তোমাদের অন্তরে । যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের । তবে তিনি লাঘব করবেন না তোমাদের কর্মফল বিন্দুমাত্রও । নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

১৫. মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তারপর তারা সন্দেহপোষণ করে না এবং জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে, তারাই সত্যবাদী ।

১৬. বলুন : তোমরা কি অবহিত করছ আল্লাহকে তোমাদের দীন সম্পর্কে ? অথচ আল্লাহ তো জানেন, যা কিছু আছে আসমায়ে এবং যা কিছু আছে যমীনে । আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ ।

১৭. তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনার প্রতি - অনুগ্রহ করেছে বলে মনে করে । আপনি বলুন : তোমাদের ইসলাম কবুল করাকে আমার প্রতি অনুগ্রহ করা মনে করো না, বরং আল্লাহ-ই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ঈমানের দিকে তোমাদের পরিচালিত করে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৫

৫৫. আর আপনি উপদেশ দিন, কেননা উপদেশ তো উপকারে আসে মু'মিনদের ।

সূরা ত্বর, ৫২ : ২১

২১. আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের অনুসরণ করে তাদের সন্তান সন্ততিরা

১৪- قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৫- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

১৬- قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

১৭- يَسْتُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۚ قُلْ لَا تَسْتُوا عَلَيَّ إِسْلَامُكُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يَنْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

৫৫- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

২১- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

ঈমানে, আমি মিলিত করব তাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিদের এবং লাঘব করব না তাদের কর্মফল বিন্দু, মাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কাজের জন্য দায়ী।

সূরা নাজম ৫৩ : ২৭

২৭. নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে না আখিরাতে তারাই নামকরণ করে ফিরিশ্তাদের নারীবাচক নামে।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২১, ২৮

৭. তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর তা থেকে, যার উত্তরাধিকারী করেছেন আল্লাহ তোমাদের। যারা ঈমান আনে তোমাদের মধ্য থেকে এবং ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

৮. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা ঈমান আনছ না আল্লাহর প্রতি? অথচ রাসূল তোমাদের ডাকছেন ঈমান আনতে তোমাদের রবের প্রতি, আর আল্লাহ তো অংগীকার গ্রহণ করেছেন তোমাদের থেকে যদি তোমরা মু'মিন হও।

১২. স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন তুমি দেখবে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের পাশে; তাদের বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এহল মহাসাফল্য।

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা বলবে মু'মিনদের, আমাদের

بِأَيِّكَانَ الْحَقُّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا أَتَيْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
كُلُّ أَمْرٍ يُبَاكَسِبُ رَهِيْنٌ ○

২৭- إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
لَيَسْئَلُنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى ○

৭- أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَانْفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ○

৮- وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِيَتُؤْمِنُوا
بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

১২- يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
بُشْرَى الْيَوْمِ جَنَّتُ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

১৩- يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ

জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারি। তাদের বলা হবে, ফিরে যাও তোমাদের পেছনে এবং তাল্লাশ কর নূর। তারপর স্থাপন করা হবে তাদের মাঝে একটা প্রাচীর, যাতে থাকবে একটা দরজা, যার ভেতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।

১৪. মুনাফিকরা ডেকে বলবে মু'মিনদের, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে: হ্যাঁ, ছিলে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজের বিপদগ্রস্ত করেছ। তোমরা আমাদের জন্য অমংগলের প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং তোমাদের প্রতারণা করেছিল অলীক আকাজ্জা আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত। আর তোমাদের প্রতারণা করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে মহা প্রতারক শয়তান।

১৫. সুতরাং আজ গ্রহণ করা হবে না তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ এবং তাদের থেকেও নয়, যারা কুফরী করেছিল, তোমাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, আর তা-ই তোমাদের জন্য উপযুক্ত, কত নিকৃষ্ট পরিণাম।

১৬. আসেনি কি সময় যারা ঈমান এনেছে, তাদের হৃদয় বিগলিত হওয়া আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তাতে? আর তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল আগে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে, হয়ে পড়েছিল তাদের অন্তর কঠিন। আর তাদের মাঝে অনেকেই ছিল ফাসিক।

لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ
مِنْ نُّورِكُمْ ؕ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ
فَالْتَبِسُوا نُورًا ؕ

فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ سُورًا لَّهُ بَابٌ
بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ
وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ○

۱۴- يُنَادُوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ ؕ

قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ
وَعَزَّيْتُمْ إِلَّا مَا نِي

حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

وَعَزَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ○

۱۵- قَالِيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ
وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ؕ
مَاؤُكُمْ النَّارُ

هِيَ مَوْلَاكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

۱۶- أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا

أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَلَا يَكُونُوا

كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ؕ

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ○

১৯. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি তারা ইন্দীক ও শহীদ তাদের রবের কাছে। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার এবং তাদের নূর। আর যারা কুফরী করেছে এবং অস্বীকার করেছে আমার আয়াতসমূহ, তারা ই জাহান্নামের অধিবাসী।

২১. তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য। যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের বিস্তৃতির মত। যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং ঈমান আন তাঁর রাসূলের প্রতি; তিনি তোমাদের দ্বিগুণ দেবেন স্বীয় রহমতের এবং তিনি তোমাদের দেবেন নূর যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৯, ১০, ১১, ১২, ২২

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করবে, তখন তোমরা পরামর্শ করবে না গুনাহ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে বরং তোমরা পরামর্শ করবে নেককাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যার কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

১০. এরূপ গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের প্ররোচনায় হয়, মু'মিনদের কষ্ট দেয়ার জন্য; তবে শয়তান

১৭- وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۖ وَالشَّهَدَاءُ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۚ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

২১- سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ۚ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

২৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَأْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا
تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا
تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ
الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

১০- إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ
لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا

মু'মিনদের সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে। আর মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা।

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের বলা হয়, স্থান প্রশস্ত করে দাও মজলিসে, তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে, আল্লাহ্ স্থান প্রশস্ত করে দেবেন তোমাদের জন্য। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাবে, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন চুপেচুপে কথা বলতে চাইবে রাসূলের সাথে, তখন তোমাদের কথা বলার আগে সাদাকা দিবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র থাকার শ্রেষ্ঠ উপায়। তবে যদি তোমরা সাদাকা দিতে অক্ষম হও, তবে তো আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২২. তুমি পাবে না এমন লোক, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি যে, তারা ভালবাসে তাদের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, হোক না তারা তাদের পিতা পুত্র ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোত্র। এদেরই অন্তরে আল্লাহ্ দৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন স্বীয় রহমতে। তিনি তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট

وَلَيْسَ بِضَارٍّ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا يَأْذِنَ اللَّهُ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

১১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ اسْزُكُّوا فَاسْزُكُّوا ۚ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

১২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَاسَّعْتُمْ الرُّسُلَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

২২- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۚ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۖ
أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

১০- وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا

اغْفِرْ لَنَا وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا
لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

১৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْبُودَةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۖ
يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ
أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۖ
إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي
وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ
تَسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْبُودَةِ ۚ
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۖ

কর। আর যে কেউ এরূপ করে তোমাদের থেকে, সে তো গুমরাহ স্রষ্টা সরল পথ থেকে।

১০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন আসবে তোমাদের কাছে মু'মিন নারীরা হিজরত করে তখন তোমরা তাদের পরীক্ষা করবে। আল্লাহ্ সম্যক অবগত তাদের ঈমান সম্বন্ধে। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিন তবে তাদের ফেরৎ পাঠাবে না কাফিরদের কাছে। তারা হালাল নয় কাফিরদের জন্য এবং কাফিরাও হালাল নয় মুসলিমদের জন্য আর তোমরা ফিরিয়ে দিবে কাফিরদের যা তারা ব্যয় করেছে। তোমাদের কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তাদের বিয়ে কর, যখন তোমরা তাদের দিবে তাদের মহর আর তোমরা দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে না কাফির নারীদের সাথে। তোমরা ফেরৎ চাইবে, যা তোমরা ব্যয় করেছ তা, আর তারাও যেন ফেরৎ চায়, তারা যা ব্যয় করেছে তা। এ হলো আল্লাহ্র বিধান, তিনি ফয়সালা করেন তোমাদের মাঝে আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

১১. আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে কেউ তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে থেকে যায়, তবে তোমরা দিবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া স্ত্রীদের স্বামীদের যা তারা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ যখন তোমাদের সুযোগ আসবে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।

১২. হে নবী! যখন মু'মিন নারীরা আপনার কাছে এসে এমর্মে বায়'আত করে যে,

وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

১০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ
وَأَتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا اتَّيَمْتُمُوهُنَّ ۚ أُجُورُهُنَّ ۚ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ
وَسْأَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا
ذِكْرٌ حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১১- وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ
إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ
فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ
مِّثْلَ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ○

১২- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ

তারা শরীক করবে না আল্লাহর সাথে, কোন কিছু চুরি করবে না, যিনা করবে না, হত্যা করবে না নিজেদের সন্তানদের, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রটনা করে বেড়াবে না এবং অমান্য করবে না আপনাকে কোন নেককাজে, তখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন। আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুত্ব করবে না এমন কাওমের সাথে, যাদের প্রতি আল্লাহ রুষ্ট হয়েছেন, তারা তো হতাশ হয়ে পড়েছে আখিরাত সম্পর্কে, যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা কবর-বাসীদের ব্যাপারে।

সূরা সাফ্ফ ৬১ : ২, ৩, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না ?
৩. অতিশয় অসন্তোষজনক আল্লাহর কাছে তা, যা তোমরা বল কিন্তু কর না।
১০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদের সন্ধান দেব এমন এক বাণিজ্যের, যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে ?
১১. তা হলো, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। যদি তোমরা জানতে।
১২. আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের গুনাহ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে

يُبَايِعُنكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ
يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَدْرُسُوا
مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبْسُ الْكُفَّارُ
مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۝

২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

৩- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ

أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

১০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ

تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

১১- تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১২- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

নহরসমূহ এবং উত্তম বাসগৃহ জান্নাতে-
আদন, এ হলো মহাসাফল্য।

১৩. আর তিনি আরো দিবেন, যা তোমরা
আকাঙ্ক্ষা কর, আল্লাহর তরফ থেকে
সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। আর আপনি
সুসংবাদ দেন মু'মিনদের।

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হয়ে
যাও আল্লাহর সাহায্যকারী, যেমন
বলেছিল ঈসা ইব্ন মারইয়াম তাঁর
হাওয়ারীদের : আল্লাহর পথে কে
আমার সাহায্যকারী হবে ? হাওয়ারীরা
বলেছিল : আমরাই আল্লাহর সাহায্য-
কারী। তারপর ঈমান আনল বনু
ইসরাঈলের একদল এবং কুফরী
করলো আরেক দল। অবশেষে আমি
শক্তিশালী করি তাদের যারা ঈমান
এনেছিল তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়,
ফলে তারাই হলো বিজয়ী।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৯, ১০

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন আহ্বান
করা হয় সালাতের জন্য জুমু'আর দিনে,
তখন তোমরা ধাবিত হও আল্লাহর
স্মরণে এবং ত্যাগ কর বেচাকেনা,
এটাই শ্রেয় তোমাদের জন্য যদি
তোমরা জান।
১০. আর যখন সালাত শেষ হয়ে যাবে
তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে যমীনে
এবং অন্বেষণ করবে আল্লাহর অনুগ্রহ
এবং স্মরণ করবে আল্লাহকে বেশী
বেশী, যাতে সফলকাম হও।

সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৮, ৯

৮. মুনাফিকরা বলে : যদি আমরা মদীনায
ফিরে আসি তবে অবশ্যই সেখান
থেকে বহিষ্কার করবে সম্মানীরা হীন

وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ۚ
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

১৩- وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ
وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۚ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا

أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ ۚ

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ

فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ۝

৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ

لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১০- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا

فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৮- يَقُولُونَ لِمَنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ

লোকদের। বস্তৃত সম্মান তো আল্লাহরই
এবং তাঁর রাসূলের ও মু'মিনদের।
কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের
যেন উদাসীন না করে তোমাদের ধন-
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর স্মরণ
থেকে, যারা এরূপ করবে তারাই হবে
ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ২, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩,
১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

২. আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের
তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয়
কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয়
মু'মিন। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর,
সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

৮. অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহর
প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যে নূর
আমি নাযিল করেছি তাতে। আর
আল্লাহ্। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে
সম্যক অবহিত।

৯. স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদের
একত্র করবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন
হবে লাভ লোকসানের দিন। আর যে
ব্যক্তি বিশ্বাস করে আল্লাহে ও নেক
আমল করে, তিনি বিদূরিত করবেন
তার ঞ্চটি-বিচ্ছুতিসমূহ এবং তাকে
দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয়
যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা
চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই
মহাসাফল্য।

১১. আপতিত হয় না কোন মুসবিত আল্লাহর
হুকুম ছাড়া, যে কেউ ঈমান রাখে
আল্লাহর প্রতি, আল্লাহ্ তার অন্তরকে
হিদায়েত দান করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়
সর্বজ্ঞ।

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

১- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ
اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

২- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

৪- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

وَالنُّوْرِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

৯- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صٰلِحًا
يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهٖ

وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

১১- مَّا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ

اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ قَلْبَهٗ ؕ

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

১২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের, কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।
১৩. আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; সুতরাং আল্লাহরই উপর যেন ভরসা করে মু'মিনরা।
১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিতের মাঝে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেক। যদি তোমরা তাদের মাফ করে দাও, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদের ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১৫. তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আর আল্লাহ্ তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।
১৬. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী এবং মনোযোগ দিয়ে শোন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর এ সব হলো কল্যাণ তোমাদের জন্য। আর যারা হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।
১৭. যদি তোমরা করষ দাও আল্লাহ্কে করযে-হাসানা, তা হলে তিনি তা বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের জন্য বহুগুণ এবং তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহনশীল।
১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

১২- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَأِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

১৩- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

১৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ

أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدَاؤَ لَكُمْ

فَاخْذَرُوهُمْ ۚ

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১৫- إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

১৬- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا

خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شَحْ

نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

১৭- إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ○

১৮- عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১০- اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
فَاتَّقُوا اللهَ يَا اُولِيَ الْاَلْبَابِ ۗ
الَّذِينَ اٰمَنُوا
قَدْ اَنْزَلَ اللهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝
১১- رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ اللهِ
مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ اٰمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ
اِلَى النُّورِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا اَبَدًا ۗ قَدْ اَحْسَنَ
اللهُ لَهُ رِزْقًا ۝

৬- يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا
قُتِلَ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَآ يُوْمَرُوْنَ ۝

৮- يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا
تَوْبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۗ
عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۚ

এবং তাঁর মু'মিন সংগীদের। তাদের নূর ধাবিত হবে তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশে, তারা বলবে : হে আমাদের রব! আপনি পূর্ণতা দান করুন আমাদের নূরকে এবং ক্ষমা করুন আমাদের। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা জিন, ৭২ : ১৩

১৩. আর যখন আমরা শুনেছি হিদায়েতের বাণী, তখন আমরা ঈমান এনেছি তাতে। অতএব যে কেউ ঈমান আনে তার রবের প্রতি, তার আশংকা থাকবে না কোন ক্ষতির আর না কোন অন্যায়ের।

সূরা মুদাসসির ৭৪ : ৩১

৩১. আমি করিনি দোযখের প্রহরী ফিরিশতা ছাড়া অন্য কাউকে এবং তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছি কেবল কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপ, যাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে কিতাবীদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর সন্দেহপোষণ না করে কিতাবীরা ও মু'মিনরা এবং বলবে তারা যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি এবং কাফিররা : কি বুঝাতে চান আল্লাহ এ অভিনু উক্তি দিয়ে? এভাবেই আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করেন এবং যাকে চান হিদায়েত দান করেন। আর কেউ জানে না তোমরা রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া। আর জাহান্নামের এ বর্ণনা তো এক স্মারকবাণী মানুষের জন্য।

সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৫০

৫০. আর এ কুরআনের পরিবর্তে কোন কথায় তারা ঈমান আনবে?

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—১৩

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
تُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا
تُورَنَا وَاعْفُرْ لَنَا
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

১৩- وَأَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْهُدَىٰ
أَمَّا بِهٖ ۖ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهٖ
فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝

৩১- وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً
وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ
الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا
إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ
وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم
مَّرَضٌ ۖ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَٰذَا مَثَلًا ۖ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ
وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۝

৫০- فَيَا أَيُّهَا حَدِيثُ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ : ২৯, ৩০, ৩১, ৩২,
৩৩, ৩৪, ৩৫

২৯. নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছিল, তারা তো উপহাস করত যারা ঈমান এনেছে তাদের।
৩০. আর যখন তারা মু'মিনদের কাছ দিয়ে যেত, তখন তারা চোখ টিপে ইশারা করত।
৩১. আর যখন তারা নিজেদের আপন জনদের কাছে ফিরত তখন তারা ফিরত উল্লসিত হয়ে।
৩২. আর যখন তাদের দেখত তখন তাদের বলত : এরাই তো গুমরাহ।
৩৩. আর মু'মিনদের তো পাঠান হয়নি অপরাধীদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে।
৩৪. এবং আজ মু'মিনরা উপহাস করছে কাফিরদের—
৩৫. সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করে ওদের দিকে তাকিয়ে।

সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ২৫

২৫. তবে যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১০-১১

১০. নিশ্চয় যারা বিপদাপন্ন করেছে মু'মিন-পুরুষ ও মু'মিন নারীদের। তারপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জ্বলনের শাস্তি।
১১. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; এটা হলো মহাসাফল্য।

২৯- إِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

○ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

৩০- وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ○

৩১- وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ

○ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ

৩২- وَإِذَا رَأَوْهُمْ

○ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ

৩৩- وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ○

৩৪- فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا

○ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

৩৫- عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ○

২৫- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

○ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

১০- إِنْ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

○ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ

○ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ○

১১- إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

○ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

○ ذَلِكَ الْقَوْزُ الْكَبِيرُ ○

সূরা তীন, ৯৫ : ৪, ৫, ৬

৪. আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।
৫. তারপর আমি তাকে পরিণত করি হীনতাগ্রস্তদের হীনতামে।
৬. তবে তাদের নয়, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

সূরা বায়্যিনা, ৯৮ : ৭, ৮

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তারাই সৃষ্টির মাঝে উত্তম।
৮. তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার জান্নাতু-আদন, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি ইহা তার জন্য যে, সে ভয় করে তার রবকে।

সূরা আস্র, ১০৩ : ১, ২, ৩

১. কসম মহাকালের,
২. নিশ্চয় মানুষ রয়েছে ক্ষতির মাঝে,
৩. তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, নেকআমল করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের ও পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যের।

১-لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ○

২-ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ○

৩-إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ○

৪-إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ○

৫-جَزَاءُ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ○

১-وَالْعَصْرِ ○

২-إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ○

৩-إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ○

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিরক ও মুশরিক

সূরা বাকারা, ২ : ২২১

২২১. আর তোমরা বিয়ে করবে না মুশরিক নারীদের যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে। আর অবশ্যই মু'মিন কৃতদাসী উত্তম মুশরিক নারীর চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুঞ্চ করে। আর তোমরা বিয়ে দিবে না, মুশরিক পুরুষদের সাথে, যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে, আর অবশ্যই মু'মিন কৃতদাস উত্তম মুশরিক পুরুষের চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুঞ্চ করে, তারা তো ডাকে দোযখের দিকে, আল্লাহ্ ডাকেন তাঁর অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

২২১- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۖ
وَلَا مَهْ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِآيَاتِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

সূরা নিসা, ৪ : ৪৮, ১১৬

৪৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শিরক করাকে, তবে তিনি ক্ষমা করবেন এ ছাড়া অন্য সব কিছু যাকে চান। আর যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে সে তো উদ্ভাবন করে এক মহাপাপ।

৪৮- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না, তাঁর সাথে শিরক করাকে, তবে তিনি ক্ষমা করবেন এছাড়া অন্য সব কিছু যাকে

১১৬- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ

চান। আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

সূরা মাযিদা, ৫ : ৭২

৭২. জেনে রাখ, যে শিরক করবে আল্লাহর সাথে অবশ্যই আল্লাহ হারাম করবেন তার জন্য জান্নাত। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যালিমদের জন্য নেই কোন সাহায্যকারী।

সূরা আন'আম, ৬ : ২২, ২৩, ১০০, ১৪৮

২২. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি একত্র করবো তাদের সবাইকে, তারপর যারা শিরক করেছিল তাদের বলবো, কোথায় তারা যাদের তোমরা আমার শরীক মনে করতে ?

২৩. তারপর থাকবে না তাদের এছাড়া বলবার আর কোন অজুহাত, কসম আল্লাহর! হে আমাদের রব! আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।

১০০. আর তারা জিনকে আল্লাহর শরীক স্থির করে, অথচ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন আর তারা আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে, না জেনে। পবিত্র মহান তিনি, আর তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

১৪৮. যারা শিরক করেছে, তারা অবশ্যই বলবে : যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমরা শিরক করতাম না আর না আমাদের বাপ-দাদারা এবং আমরা হারাম করতাম না কোন কিছুই। এভাবেই অস্বীকার করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও পরিণামে তারা শাস্তি আশ্বাদন করেছিল। আপনি বলুন : আছে কি তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ ? থাকলে তা নিয়ে এসো

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

৭২-... إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ
النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

২২- وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
أَشْرَكُوا آيُنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

২৩- ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فَتْنَتُهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ
رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

১০০- وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ
وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ
وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ

১৪৮- سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

আমাদের কাছে। তোমরা তো অনুসরণ
কর কেবল কল্লনার আর তোমরা তো
শুধু মনগড়া কথা বল।

সূরা তাওবা, ৯ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮,
৯, ১০, ১৭, ২৮, ১১৩

১. ইহা দায়মুক্তির ঘোষণা আল্লাহ ও তাঁর
রাসূলের পক্ষ থেকে, সে সব
মুশরিকদের সম্পর্কে, যাদের সাথে
তোমরা সন্ধিচুক্তি করেছিলে,

২. তারপর তোমরা এ দেশে চারমাস পর্যন্ত
ঘুরে বেড়াও আর জেনে রাখ, তোমরা
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না
এবং আল্লাহ অবশ্যই কাফিরদের
অপদস্থ করে থাকেন।

৩. আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ
থেকে মহান হজ্জের দিনে মানুষের প্রতি
ঘোষণা করা হচ্ছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ
দায়মুক্ত মুশরিকদের থেকে এবং তাঁর
রাসূলও দায়মুক্ত। তবে যদি তোমরা
তাওবা কর, তাহলে তা হত তোমাদের
জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা মুখ
ফিরাও, তবে জেনে রাখ, তোমরা
কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে
না। আর সুসংবাদ দিন কাফিরদের
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির!

৪. এ ঘোষণার বাইরে সে সব মুশরিকরা,
যাদের সাথে তোমরা সন্ধি চুক্তিতে
আবদ্ধ, পরে তারা তোমাদের প্রতি
চুক্তি রক্ষায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি প্রদর্শন
করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে
কাউকে সাহায্যও করেনি। অতএব
তোমরা পূর্ণ করবে তাদের সাথে কৃত-
চুক্তি তাদের মেয়াদ পর্যন্ত। নিশ্চয়ই
আল্লাহ ভালবাসেন মুক্তাকীদের।

وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ○

১- بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى
الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

২- فَسَيَحْوَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةٌ
أَشْهُرٌ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ
وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ○

৩- وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ
بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ
تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ
وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○

৪- إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَتْهُمْ إِلَيْهِمْ عٰهَدُهُمْ
إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○

৫. তারপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন চুক্তি ভংগকারী মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরুদ্ধ করে রাখবে তাদের এবং প্রত্যেক গোপন ঘাটিতে তাদের সন্ধানে অবস্থান করবে। তারপর যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়ম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. আর মুশরিকদের থেকে কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আপনি তাকে আশ্রয় দিবেন, যাতে সে আল্লাহ্র কলাম শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবেন। এ আদেশ এ জন্য যে, এরা নিতান্ত অজ্ঞলোক।

৭. কেমন করে আল্লাহ্র কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কার্যকর থাকবে? তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে চুক্তিতে স্থির থাকবে, তোমরাও তাদের সাথে চুক্তিতে স্থির থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভালবাসেন মুক্তাকীদের।

৮. কেমন করে তাদের চুক্তি কার্যকর থাকবে? কেননা, যদি তারা তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদা দিবে না, আর না অঙ্গীকারের মর্যাদা দিবে। তারা কেবল নিজেদের মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে, আসলে তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

৫- فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواْ وَهْمَهُمْ وَأَحْصُواْ وَهْمَهُمْ وَأَقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৬- وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৭- كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَ عِندَ رَسُولِهِ ۖ إِلَّا الَّذِينَ إِذْ هُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

৮- كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ۚ وَآكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ۝

৯. তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে নিতান্ত নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে এবং লোকদের তাঁর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে তা অতি নিকৃষ্ট।
১০. তারা মর্যাদা দেয় না কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার আর না অংগীকারের, তারা তো সীমালংঘনকারী।
১৭. এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, কেননা তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দেয়। ওরা এমন যে, তাদের সব আমল ব্যর্থ হয়েছে আর তারা চিরকাল দোযখে থাকবে।
২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! জেনে রাখ, মুশরিকরা তো অপবিত্র, অতএব তারা মসজিদে হারামের কাছে আসবে না এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে অচিরেই আল্লাহ তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন স্বীয় অনুগ্রহে যদি তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহা-হিকমতওয়ালা।
১১৩. নবী এবং মু'মিনদের জন্য শোভন নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য, যদিও তারা হয় নিকট আত্মীয়, ইহা স্পষ্ট হয়ে হওয়ার পর যে তারা তো জাহান্নামী।

সূরা ইউনুস, ১০ : ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৬৬

২৮. আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, তারপর যারা শিরক করেছিল তাদের বলব : তোমরা এবং যারা আমার সাথে শরীক করেছিলে, তোমরা নিজনিজ স্থানে অবস্থান কর। তারপর যাদের শরীক করেছিল তারা বলবে, তোমরা তো কখনো আমাদের ইবাদত করতে না।

৭- اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ إِنَّهُمْ
سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১০- لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ

إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ○

১৭- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا

مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ

وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ○

২৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ

نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ

عَامِهِمْ هَٰذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ

يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ

اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১১৩- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ

يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ

أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

২৮- وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ

لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ

أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ

مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ○

২৯. আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে যে, আমরা তো জানতামই না তোমরা আমাদের ইবাদত করেছিলে, সে বিষয়ে।

৩৪. আপনি বলুন : তোমরা যাদের শরীক কর, তাদের মাঝে কি কেউ এমন আছে যে, প্রথম সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনে, পরে তা পুনরাবৃত্তি ঘটায় ? বলুন : আল্লাহ্‌-ই আদিত্তে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন, পরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটান। অতএব তোমরা কিরূপে বিভ্রান্ত হচ্ছে ?

৩৫. বলুন : তোমরা যাদের শরীক স্থির কর, তাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে হকের দিশা দিতে পারে ? বলুন : আল্লাহ্‌-ই সত্যের পথপ্রদর্শন করেন। যিনি সত্যের পথ প্রদর্শন করে, তিনিই আনুগত্যের অধিক হকদার না সে, যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না ? তোমাদের কী হয়েছে ? কিরূপ তোমরা ফয়সালা করে থাক ?

৬৬. জেনে রাখ! যারা আছে আসমানে এবং যারা আছে যমীনে তারা তো আল্লাহ্‌রই। আর যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যদের তাঁর শরীকরূপে ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে ? তারা তো অনুসরণ করে কেবল অনুমানের আর তারা তো লিপ্ত রয়েছে ভিত্তিহীন আলোচনায়।

সূরা নাহল, ১৬ : ৩৫

৩৫. আর যারা শিরক করেছে তারা বলে : যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন, তাহলে ইবাদত করতাম না তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর আমরা, আর না আমাদের

২৯- فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝

৩৪- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّبْدُوْا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۚ
قُلِ اللّٰهُ يَّبْدُوْا الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَتٰى تَوَفٰكُوْنَ ۝

৩৫- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ
يُّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُّهْدِيْ لِلْحَقِّ
اَمَّنْ يُّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ
اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لَا يُّهْدِيْ
اِلَّا اَنْ يُّهْدٰى فَمَا لَكُمْ تَكِيْفٌ تَحْكُمُوْنَ ۝

৬৬- اَرَآٰ اِنْ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ ۚ
اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ
اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝

৩৫- وَ قَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شَآءَ اللّٰهُ
مَا عِبَدْنٰ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ
وَاٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ

বাপ-দাদারা এবং আমরা হারাম করতাম না কোন কিছু তাঁর অনুমতি ছাড়া। এরূপই করেছিল তাদের পূর্ববতীরাও। আর রাসূলদের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।

৮৬. আর মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যাদের শরীক করেছিল তাদের যখন দেখবে, তখন বলবে : হে আমাদের রব! এরাই তারা যাদের আমরা তোমার সাথে শরীক করেছিলাম, যাদের আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম। তারপর শরীকরা এদের কথার উত্তরে বলবে : অবশ্যই তোমরা মিথ্যাবাদী।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪০

৪০. আপনি বলুন : তোমরা ভেবে দেখবে কি, তোমাদের সে সব শরীকদের সম্বন্ধে, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহর পরিবর্তে? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে, অথবা আছে কি তাদের কোন অংশ আসমানে? অথবা আমি কি তাদের এমন কোন কিতাব দিয়েছি, যার দলীলের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত? বস্তুত যালিমরা তো একে অপরকে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ
إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

৪৬- وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ
كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ
فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّا
كَاذِبُونَ ○

৪- قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ
بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
إِلَّا غُرُورًا ○

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুফর ও কাফির

সূরা বাকারা, ২ : ৬, ৭, ৩৯, ১০৫, ১৬১,
১৬২, ১৭১, ২১২, ২৫৭

৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, আপনি তাদের সতর্ক করুন কিংবা না করুন উভয় তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না,
৭. আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অন্তরের উপর এবং তাদের কানের উপর এবং তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ আর তাদের রয়েছে মহাশাস্তি।
৩৯. আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তারাই দোষখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
১০৫. যারা কুফরী করেছে হোক আহলে কিতাব কিংবা মুশরিক তারা চায় না তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ থেকে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক, অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের জন্য খাস করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।
১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং মারা গেছে কাফিররূপে, তাদের উপর আল্লাহর, ফিরিশতাদের ও সব মানুষের লানত-অভিশাপ।

৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৭- خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ○

৩৯- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

১০৫- مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

১৬১- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○

১৬২. তাতে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের শাস্তি হাল্কা করা হবে না, আর না তাদের অবকাশ দেওয়া হবে।
১৭১. আর যারা কুফরী করে, তাদের উদাহরণ যেমন কোন ব্যক্তি ডাকে এমন কিছুকে, যা শুনে না হাঁকডাক ছাড়া আর কিছু, বধির, বোবা, অন্ধ, অতএব তারা বুঝবে না।
২১২. যারা কুফরী করেছে, তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আর তারা হাঁসি-ঠাট্টা করে তাদের, যারা ঈমান এনেছে। কিন্তু যারা তাকওয়া করছে তারা থাকবে ওদের উপর মর্যাদায় কিয়ামতের দিন। আর আল্লাহ্ রিয়ক দান করেন যাকে চান বে-হিসাব।
২৫৭. আর যারা কুফরী করে তাদের বন্ধু তাগুত, এরা তাদের বের করে নিয়ে যায় আলো থেকে আঁধারে, তারাই দোযখের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০, ১১, ১২, ২১, ২২, ৫৬, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ১১৬

১০. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, কোন কাজে আসবে না তাদের ধন-সম্পদ আর না তাদের সম্ভান-সম্মতি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে। তারা তো দোযখের ইন্ধন।
১১. তাদের অভ্যাস ফির'আওনদের ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত, তারা তো অস্বীকার করেছিল আমার আয়াতসমূহ ফলে আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করে-ছিলেন তাদের গুনাহের জন্য, আল্লাহ্ অতিশয় কঠিন শাস্তি দানে।

১২. বলুন তাদের, যারা কুফরী করেছে :
অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং
তোমাদের একত্রিত করে জাহান্নামের
দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তা কত
নিকৃষ্ট আবাসস্থল।
২১. নিশ্চয়ই যারা প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহর
আয়াতসমূহ এবং হত্যা করে নবীদের
অন্যায়রূপে, আর হত্যা করে তাদের
যারা নির্দেশ দেয় মানুষের মাঝে
ইনসাফের, আপনি তাদের সংবাদ দিন
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।
২২. এরাই তারা যাদের আমল ব্যর্থ হবে
দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নেই তাদের
জন্য কোন সাহায্যকারী।
৫৬. আর যারা কুফরী করে, আমি তাদের
শাস্তি দেব কঠোর শাস্তি দুনিয়া ও
আখিরাতে। আর নেই তাদের জন্য
কোন সাহায্যকারী।
৮৫. আর যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন
দীন গ্রহণ করতে চায় তবে তা কখনও
কবুল করা হবে না তার থেকে আর সে
হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।
৮৬. আল্লাহ্ কিরূপে হিদায়েত দান করবেন
সেই কাওমকে যারা কুফরী করে
তাদের ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে
সত্য বলে সাক্ষ্য দান করার পর। আর
তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর।
আর আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না
যালিম লোকদের।
৮৭. এরাই তারা যাদের শাস্তি এই যে,
তাদের উপর লানত আল্লাহর ফিরিশ্তা
ও সমস্ত মানুষের।
৮৮. তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, তাদের
শাস্তি হালকা করা হবে না, আর না
তাদের অবকাশ দেয়া হবে।

- ১২- قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغَلِبُونَ
وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ
وَيُسَّسَ الْمِهَادُ ○
- ২১- إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۖ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○
- ২২- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرٍ ○
- ৫৬- فَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ
وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرٍ ○
- ৮৫- وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ○
- ৮৬- كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا
كَفَرُوا وَابْعَدُوا إيمَانَهُمْ وَشَهِدُوا
أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۖ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○
- ৮৭- أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○
- ৮৮- خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ○

৮৯. তবে তারা নয় যারা এর পরে তাওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, জেনে রাখ আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯০. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে তাদের ঈমান আনার পর এবং তারা বেড়ে যেতে থাকে কুফরীতে, তাদের তাওবা কখনও কবুল করা হবে না আর ওরাই গুমরাহ।

৯১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায় মারা যায় কখনও তাদের কারো থেকে কবুল করা হবে না, পৃথিবীপূর্ণ স্বর্গও যদি তা বিনিময় স্বরূপ দেয়, তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আর এদের কোন সাহায্যকারী নেই।

১১৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, কোন কাজে আসবে না তাদের ধন-সম্পদ, আর না তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মুকাবিলায় আর তারাই দোষখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা নিসা, ৪ : ৫৬, ৭৬, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৪, ১৫০, ১৫১, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯

৫৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, অচিরেই আমি তাদের জ্বালাব দোষখের আগুনে। যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, তখনই তা আমি তাদের ঢেকে দেব নতুন চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আশ্বাদন করে আযাব। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

৭৬. যারা মু'মিন তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। অতএব তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। জেনে রাখ, শয়তানের কৌশল তো দুর্বল।

৮৯- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৯০- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ○

৯১- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ○

১১৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

৫৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

৭৬- الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّالِمِينَ فَفَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ○

১৩৬. আর যে কুফরী করে, আল্লাহ তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের সাথে, সে তো গুমরাহ হয় ভীষণভাবে।

১৩৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে তারপর কুফরী করে, আবার ঈমান আনে এবং পরে কুফরী করে, তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে যায়, আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদের হিদায়েতের পথ প্রদর্শন করবেন না।

১৪৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না কাফিরদের, মু'মিনদের পরিবর্তে। তোমরা কি চাও যে, তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর জন্য স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করবে?

১৫০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের সাথে এবং পার্থক্য করতে চায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে, আর বলে : আমরা ঈমান আনি কতকের প্রতি এবং অস্বীকার করি কতককে, আর তারা কোন মধ্যপথ অবলম্বন করতে চায়,

১৫১. ওরাই কাফির আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১৬৭. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা গুমরাহ হয়েছে ভীষণভাবে।

১৬৮. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং যুলুম করেছে, আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না আর না তিনি তাদের কোন পথ দেখাবেন—

১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

১৩৬-..... وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

১৩৭-إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ○

১৪৪-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ○

১৫০-إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۖ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ○

১৫১-أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ○

১৬৭-إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ○

১৬৮-إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ○

১৬৯-إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ : ৫, ১০, ১৭, ৩৬, ৭২,
৭৩. ৮৬

৫. আর যে কেউ প্রত্যাখ্যান করবে
ঈমান, অবশ্যই তার আমল বরবাদ
হয়ে যাবে এবং সে হবে আখিরাতে
ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

১০. আর যারা কুফরী করে এবং আমার
আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তারা
দোষখের অধিবাসী।

১৭. যারা বলে : মারইয়ামের পুত্র মাসীহ-ই
আল্লাহ, তারা তো অবশ্যই কুফরী
করেছে।

৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, যদি তাদের
থাকে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই
এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ
আরো, তা যদি তারা কিয়ামতের দিন
শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পণ-স্বরূপ
দিতে চায়, তবুও তা গ্রহণ করা হবে না
তাদের থেকে, আর তাদের জন্য
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭২. যারা বলে : আল্লাহ তো মারইয়ামের
পুত্র মাসীহ, তারা তো কুফরী করেছে।
অথচ মাসীহ বলেছিল : হে বনী
ইসরাঈল! তোমরা ইবাদত এক
আল্লাহর। যিনি রব আমার এবং রব
তোমাদেরও। জেনে রাখ! যে শিরক
করবে আল্লাহর সাথে অবশ্যই আল্লাহ
তার জন্য হারাম করবেন জান্নাত। আর
তার ঠিকানা হবে দোষখ। যালিমদের
জন্য নেই কোন সাহায্যকারী।

৭৩. যারা বলে : আল্লাহ তো তিনের মধ্যে
তৃতীয়, তারা তো কুফরী করেছে ;
যদিও এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন
ইলাহ নেই। আর তারা যদি নিবৃত্ত না
হয় তা থেকে যা তারা বলে, তাহলে

৫-.... وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ○

১০- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

১৭- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ

৩৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ أَنَّ لَهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ مَعَهُ
لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ
○ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৭২- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ
الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ
النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○

৭৩- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۚ وَمِمَّنْ إِلَٰهٌ
إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا

অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর আপতিত হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৮৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তারা তো জাহান্নামের অধিবাসী।

সূরা আন'আম, ৬ : ৭

৭. আর আমি যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম এবং তারা তা তাদের হাত দিয়ে স্পর্শও করত, তবুও কান্দিরা বলতো : এটা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূরা আনফাল, ৮ : ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫৫, ৭৩

৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তারা ব্যয় করে তাদের সম্পদ আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত করার জন্য। আর তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, তারপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, অবশেষে তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করেছে তাদের একত্র করা হবে জাহান্নামে।

৩৮. বলুন তাদের, যারা কুফরী করেছে যে, তারা যদি বিরত হয় তবে যা গত হয়েছে তা তাদের মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা পুনরাবৃত্তি করে, তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে।

৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয়, তাহলে আল্লাহ তো তারা যা করে সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৮৬- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ○ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

৭- وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

৩৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ○ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ○ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ○

৩৮- قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ○ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ○

৩৯- وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ○ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

৬০- وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ آثَانُ اللَّهِ
مَوْلَاكُمْ ۖ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

৫৫- إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
৭৩- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَصْمِهِمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٌ ۖ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

৩২- وَلَقَدْ اسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَآمَلْتُمْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا تُمْ أَخَذْتُهُمْ ۖ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

৬২- وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۖ
قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

১২- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا
أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا
فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
لَنُهْدِيَنَّ الظَّالِمِينَ ۝

১৮- مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ۖ

اَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ
لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۝
ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

২- رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝

৪৪- الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيْلِ
اللهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ
العَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ۝
১০৬- مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ
اِلَّا مِنْۢ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ
بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مِّنۡ شَرٍّ اِلَّا كُفْرًا
صَدَرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۝
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝
১০৭- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوْا الْحَيٰوةَ

الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۝
وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝
১০৮- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمِعَتْهُمْ اَبْصَارُهُمْ ۝
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝
১০৯- لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১০২- اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّتَّخِذُوْا

বান্দাদের আমার পরিবর্তে বন্ধুরূপে?
নিশ্চয় আমি প্রস্তুত করে রেখেছি
জাহান্নাম কাফিরদের জন্য আপ্যায়নের
বন্ধুরূপে।

১০৩. বলুন : আমি কি তোমাদের খবর দেব
কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে?

১০৪. ওরা তারা, যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়
দুনিয়ার যিন্দেগীতে, যদিও তারা
মনে করে যে, তারা তো ভালকাজ
করছে।

১০৫. ওরাই তারা, যারা প্রত্যাখ্যান করে
তাদের রবের নিদর্শনাবলী এবং তাঁর
সাথে সাক্ষাৎকে, ফলে তাদের কর্ম
নিষ্ফল হয়ে যায়। অতএব আমি তাদের
কিয়ামতের দিন ওয়নের কোন ব্যবস্থা
রাখব না।

১০৬. তাদের প্রতিফল তো জাহান্নাম, কেন
না তারা কুফরী করেছে এবং ঠাট্টা-
বিদ্রোপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে
আমার নিদর্শনাবলী ও আমার রাসূল-
গণকে।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৩০, ৩৬, ৩৯, ৪০

৩০. যারা কুফরী করেছে, তারা কি ভেবে
দেখেনি যে, আসমান ও যমীন তো
ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, তারপর
আমি এদের উভয়কে পৃথক করে
দিলাম। আর আমি সৃষ্টি করেছি পানি
থেকে সমস্ত প্রাণবান বস্তু। তবুও কি
তারা ঈমান আনবে না?

৩৬. আর যারা কুফরী করেছে, তারা
যখন আপনাকে দেখে, তখন তারা
আপনাকে গ্রহণ করে কেবল ঠাট্টা-
বিদ্রোপের পাত্ররূপে। তারা বলে :
একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের

عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءُ ط

إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝

১০৩. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ

أَعْمَالًا ۝

১০৪. الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

صُنْعًا ۝

১০৫. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝

১০৬. ذَٰلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا

كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝

৩. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ط

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط

أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

৩৬. وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا

إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ط

أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ ط

দেব-দেবীদের সমালোচনা করে?
অথচ তারাই 'রাহমান'-এর উল্লেখের
বিরোধিতা করে।

৩৯. হায় ! যারা কুফরী করেছে তারা যদি
জানত সে সময়ের কথা, যখন তারা
প্রতিরোধ করতে পারবে না আগুন
তাদের সামনে থেকে আর না তাদের
পেছন থেকে এবং তাদের সাহায্যও
করা হবে না।
৪০. বরং তা আপত্তিত হবে তাদের উপর
অকস্মাৎ এবং হতভম্ব করে দেবে
তাদের; ফলে তারা তা রোধ করতে
সক্ষম হবে না এবং তাদের অবকাশও
দেয়া হবে না।

সূরা হায্জ, ২২ : ২৫, ৫৭, ৭২

২৫. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং নিবৃত্ত
করে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে
এবং মসজিদে হারাম থেকে, যা আমি
করেছি সমান মানুষের জন্য, হোক সে
সেখানকার অধিবাসী অথবা বহিরাগত।
আর যে কেউ সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে
সীমালংঘন করে পাপ কাজ করে, আমি
তাকে আশ্বাদন করাব যন্ত্রণাদায়ক
শাস্তি।
৫৭. আর যারা কুফরী করে এবং অস্বীকার
করে আমার আয়াতসমূহকে, তাদেরই
জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।
৭২. আর যখন তিলাওয়াত করা হয় তাদের
কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ,
তখন আপনি দেখবেন কাফিরদের
চেহারা অসন্তোষ। তারা উদ্যত হয়
আক্রমণ করতে তাদের, যারা তাদের
কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত
করে। বলুন : তবে কি আমি
তোমাদের এর চাইতে মন্দ কিছুর

وَهُمْ يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُونَ ○

৩৭- لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ
لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ
وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

৪০- بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا
وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ○

২৫- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً
الْعَاقِفُ فِيهِ وَالْبَادِ
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاكِمِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ ○

৫৭- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ○

৭২- وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ
كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ
بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِنْ دُونِ النَّارِ

وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

২৭- وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّنُّ مَاءً ۖ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا
وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوُكِّلَهُ حِسَابَهُ ۖ
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২৮- أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لَّيِّ يَخْشَىٰ مَوْجٌ
مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ
ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ
يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا ۖ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ
لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ۝

২৯- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ
فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَهُمْ فِيهَا
وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

৩০- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ
وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ
فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا ۝

৩২. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে : কেন নাযিল করা হয় না তার প্রতি এ কুরআন একবারে একত্রে ? এভাবেই আমি নাযিল করেছি আপনার হৃদয় এ দিয়ে মজবুত করার জন্য এবং তা আমি স্পষ্টভাবে ধীরেধীরে ক্রমেক্রমে আবৃত্তি করেছি।

সূরা নামল, ২৭ : ৬৭, ৬৮

৬৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে : যখন আমরা ও আমাদের বাপ দাদারা মাটিতে পরিণত হয়ে যাব, তখনো কি আমাদের বের করে আনা হবে ?

৬৮. এ বিষয়ে তো আমাদের ও আমাদের বাপ-দাদাদের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ১২, ১৩, ২৩

১২. আর যারা কুফরী করেছে, যারা ঈমান এনেছে তাদের বলে : তোমরা অনুসরণ কর আমাদের পথ; তাহলে আমরা বহন করব তোমাদের পাপের বোঝা। বস্তুত ওরা তো তাদের পাপের বোঝা মোটেও বহন করবে না। তারা তো ডাঙ্গা মিথ্যাবাদী।

১৩. অবশ্যই তারা বহন করবে নিজেদের পাপের বোঝা এবং তাদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা, আর কিয়ামতের দিন অবশ্যই কাফিরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যে মিথ্যা তারা উদ্ভাবন করে সে সম্বন্ধে।

২৩. আর যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাকে, তারা নিরাশ হয় আমার রহমত থেকে। আর তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৩২- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ○

৬৭- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا
وَأَبَاؤُنَا أَهْلًا لَّخُرْجُونَ ○

৬৮- لَقَدْ وَعَدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ
إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○

১২- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ
وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِن خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

১৩- وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ
وَأَنْتُمْ لَا مَعَهُمْ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

২৩- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ
أُولَٰئِكَ يَكْسِبُوا مِنْ رَّحْمَتِي
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

সূরা রুম, ৩০ : ১৬, ৪৪

১৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং অস্বীকার করেছে আমার নির্দশনাবলী এবং আখিরাতের সাক্ষাৎকে, তারা ভোগ করতে থাকবে শাস্তি।

৪৪. যে কুফরী করে, কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য, যারা সৎকর্ম করে তারা নিজেদেরই জন্য আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে।

সূরা লুক্‌মান ৩১ : ২৩

২৩. আর কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেন আপনাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তাদের অবহিত করব তারা যা করত তা। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশেষ অবহিত অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ১, ৪৮

১. হে নবী ! ভয় করুন আল্লাহকে এবং আনুগত্য করবেন না কাফির ও মুনাফিকদের। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

৪৮. আর আপনি আনুগত্য করবেন না কাফির ও মুনাফিকদের এবং উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতন আর ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর। আর আল্লাহ্-ই যথেষ্ট কার্যনির্বাহকরূপে।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৩, ৩১

৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে : আমাদের কাছে কিয়ামত আসবে না। আপনি বলুন : হ্যাঁ, কসম আমার রবের! অবশ্যই তা আসবে তোমাদের কাছে। আমার রব গায়েব সম্পর্কে সম্যক অবগত, আসমান ও যমীনে তাঁর অগোচরে বিন্দুমাত্র কোন কিছু কিম্বা

১৬- وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَلِقَائِي الْآخِرَةِ

فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ○

৪৪- مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَهْدُون ○

২৩- وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ
إِنَّا مَرْجِعُهُمْ
فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

১- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ ○ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

৪৮- وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَدَعِ أَذْهَبَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

৩- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ
قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ
لَا يُعْزَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ

তার চাইতে ছোট অথবা তার চাইতে বড়, কিন্তু এর প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

৩১. যারা কুফরী করেছে তারা বলে : আমরা কখনো ঈমান আনব না এ কুরআনের প্রতি, আর না এর পূর্ববর্তী কিতাব-সমূহেও। হায়! আপনি যদি দেখতেন যালিমদের যখন তাদের দাঁড় করান হবে তাদের প্রতিপালকের কাছে তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে। যাদের দুর্বল মনে করা হত, তারা শক্তি-ধরদের বলবেঃ তোমরা যদি না থাকতে তবে অবশ্যই আমরা মু'মিন হতাম।

সূরা স্ফাতির, ৩৫ : ৭, ৩৬, ৩৭

৭. যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি, আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।
৩৬. আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে আর না লাঘব করা হবে জাহান্নামের আযাব তাদের থেকে। এভাবেই আমি শাস্তি দিয়ে থাকি সব কাফিরদের।
৩৭. আর তারা সেখানে আতর্জনাদ করে বলবে : হে আমাদের রব! আমাদের এখান থেকে বের করে নিন, আমরা ভাল কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা ছাড়া। আল্লাহ্ বলবেন : আমি কি তোমাদের এতো দীর্ঘ জীবন দেইনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত ? আর এসেছিল তো তোমাদের কাছে সতর্ককারী। অতএব তোমরা

وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

۳۱- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنُوا بِهِذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ۖ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝

۷- الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

۳۶- وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ۝

۳۷- وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ

শান্তি আশ্বাদন কর, আর যালিমদের জন্য নেই কোন সাহায্যকারী।

সূরা সাদ, ৩৮ : ৪, ৫, ২৭

৪. আর কাফিররা বিশ্বয়বোধ করছে যে, তাদের কাছে এসেছে এক সতর্ককারী তাদেরই মধ্য থেকে এবং তারা বলে : এতো এক যাদুকর মিথ্যাবাদী—

৫. সে কি বানিয়ে নিয়েছে সব ইলাহকে এক ইলাহ ? এতো এক বিশ্বয়কর ব্যাপার!

২৭. আর আমি সৃষ্টি করিনি আসমান ও যমীন, আর এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক। এরূপ ধারণা তো তাদের যারা কুফরী করে। অতএব দোষখের দুর্ভোগ রয়েছে কাফিরদের জন্য।

সূরা যুমা, ৩৯ : ৭, ৭১, ৭২

৭. যদি তোমরা কুফরী কর, তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি পছন্দ করেন না তাঁর বান্দাদের কুফরী। আর যদি তোমরা শোক্র কর, তবে তাই তিনি তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। আর তোমাদের কেউ একে অন্যের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের রবের কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন তোমরা যা করতে তা, নিশ্চয় তিনি সম্যক অবহিত অন্তরে যা সে সম্পর্কে।

৭১. তাড়িয়ে নেয়া হবে কাফিরদের জাহান্নামের দিকে দলেদলে এমনকি যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌছবে, তখন এর দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের

○ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

৪- وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ○

৫- أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۗ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ○

২৭- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ○

৭- إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

৭১- وَسَيُقِى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

বলবে : তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাতেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের এ দিনের সম্পর্কে সতর্ক করতেন ? তারা বলবে : হ্যাঁ, অবশ্যই এসেছিলেন। কিন্তু কাফিরদের উপর আযাবের কথা সাব্যস্ত হয়ে আছে।

৭২. তাদের বলা হবে : তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর সেথায় চিরকাল অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬, ১০, ১১, ১২

৬. আর অনুরূপভাবে সাব্যস্ত হয়ে আছে আপনার রবের বাণী কাফিরদের সম্পর্কে যে, তারা তো দোষখের অধিবাসী।
১০. নিশ্চয় যারা কাফির তাদের ডেকে বলা হবে : তোমাদের নিজেদের প্রতি আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর ক্ষোভ অধিক ছিল। যখন তোমাদের ঈমানের দিকে ডাকা হয়েছিল, আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে।
১১. তারা বলবে : হে আমাদের রব! আপনি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার আমাদের জীবন দিয়েছেন। সুতরাং আমরা আমাদের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব এখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ আছে কি ?
১২. ইহা এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো, তখন তোমরা প্রত্যাখ্যান করত। আর যদি তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা হতো, তখন তোমরা তা বিশ্বাস করত। বস্তুত ফয়সালা আল্লাহর যিনি মহিমাম্বিত শ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীল।

مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوكُم
لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْكَافِرِينَ

۷۲- قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا
فَبُئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ

۶- وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ
۱۰- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُنَادُونَ لَبِئْسَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ
أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ
فَتَكْفُرُونَ

۱۱- قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ
وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

۱۲- ذِكْرُكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ
وَحَدَّهُ كَفَرْتُمْ
وَأِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জদা, ৪১ : ২৬, ২৭,
২৮, ২৯

২৬. আর কাফিররা বলে : তোমরা এ কুরআন শুনবে না এবং পাঠ করার সময় শোরগোল সৃষ্টি করবে, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।

২৭. সুতরাং আমি অবশ্যই কাফিরদের কঠিন শাস্তি আশ্বাদন করাব এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দেব।

২৮. এটাই আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি দোষখ। সেখানে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী আবাস, আমার আয়তসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফল স্বরূপ।

২৯. আর কাফিররা বলবে : হে আমাদের রব ! জিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের উভয়কে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্চিত হয়।

সূরা আহ্কাফ ৪৬ : ১১, ২০, ৩৪

১১. আর কাফিররা মু'মিনদের সম্পর্কে বলে : যদি এ কুরআন ভাল হতো, তবে এসব লোক এর প্রতি আমাদের আগে যেতে পারত না। আর যখন তারা এ দিয়ে হিদায়েত পায়নি তখন তারা অবশ্যই বলবে : এত এক পুরাতন মিথ্যা।

২০. যেদিন কাফিরদের দোষখের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে : তোমরা তো তোমাদের পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার অর্জন করেছ এবং তা উপভোগ করেছ। অতএব আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি

২৬- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ
وَالْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ○

২৭- فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
عَذَابًا شَدِيدًا ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي
كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

২৮- ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ
لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ
جَزَاءُ ۖ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ○

২৯- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا
الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا
مِنَ الْأَسْفَلِينَ ○

১১- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۖ
وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ
هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ○

২০- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا
عَلَى النَّارِ ۖ أَذْهَبَتْكُمْ طَبِيبَتُكُمْ
فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

দেয়া হবে, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতে এবং জেঁমরা পাপাচার করতে।

৩৪. যেদিন কাফিরদের দোযখের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদের বলা হবে : এটা কি সত্য নয় ? তারা বলবে : হ্যাঁ সত্য, আমাদের রবের কসম ! আল্লাহ্ বলবেন : তবে তোমরা যে কুফরী করতে সে জন্য শাস্তি আশ্বাদন কর।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ১, ৮, ৯, ১১, ১২, ৩২, ৩৪

১. যারা কুফরী করে এবং অন্যকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন।
৮. আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেবেন।
৯. ইহা এজন্য যে, তারা অস্বীকার করে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন।
১১. ইহা এ জন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু, আর কাফিরদের জন্য তো কোন অভিাবক নেই।
১২. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ দাখিল করবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে জান্নাতে, যার পাদদেশে প্রবাহিত নহরসমূহ। আর যারা কুফরী করে তারা ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকে, আর খায় জতু জানোয়ারের মত; দোযখই তাদের ঠিকানা।
৩২. নিশ্চয় কুফরী করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং

بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ○
۳۴- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا
عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۖ
قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

১- الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

৮- وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ
وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

৯- ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ
فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ○

১১- ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ○

১২- إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمْتَعُونَ
وَيَاكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
وَالنَّارُ مَشْهُودَةٌ لَهُمْ ○

৩২- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ

রাসূলের বিরোধিতা করে তাদের কাছে সৎপথ প্রদর্শিত হওয়ার পর, তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তাদের যাবতীয় কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন।

৩৪. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, এরপর তারা কাফির অবস্থায় মারা যায়, তাদেরকে আল্লাহ কখনও ক্ষমা করবেন না।

সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১৩

১৩. আর যারা ঈমান আনেনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আমি তো প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য দোযখ।

সূরা কাফ ৫০ : ১, ২, ২৪, ২৫, ২৬

১. কাফ, কসম সম্মানিত কুরআনের, অবশ্যই আপনি একজন সতর্ককারী।
২. কিন্তু কাফিররা এতে বিস্মিতবোধ করে যে, তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, অতঃপর কাফিররা বলে : এতো এক বিশ্বয়কর ব্যাপার।
২৪. ফিরিশতাদ্বয়কে হুকুম করা হবে : তোমরা উভয়েই নিষ্ক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক হঠকারী কাফিরকে।
২৫. যে নেককাজে বাধাপ্রদানকারী, সীমা-লংঘনকারী, সন্দেহ সৃষ্টিকারী।
২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য স্থির করেছিল। এতএব তোমরা উভয়ে তাকে কঠিন শাস্তিতে নিষ্ক্ষেপ কর।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৬০

৬০. অতএব দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছে।

سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۚ لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ ○

۳۴- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ○

۱۳- وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ○

۱- قُلْ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ○

۲- بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ

۲৪- أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ ○

۲৫- مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ○

২৬- الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

فَأَلْقِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ○

৬০- فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ○

সূরা তাগবুন, ৬৪ : ৫, ৬, ৭, ১০

৫. পৌছেনি কি তোমাদের কাছে পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত? তারা তো আত্মদান করবে তাদের কর্মের মন্দফল। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
৬. ইহা এজন্য যে, তাদের কাছে আসতো তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু তারা বলতো : মানুষই কি আমাদের হিদায়াত দান করবে? তারপর দারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। আর আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।
৭. কাফিররা মনে করে যে, কখন তাদের পুনরায় জীবিত করে উঠান হবে না। আপনি বলুন : হ্যাঁ, অবশ্যই। কসম আমার রবের! নিশ্চয় তোমাদের পুনরায় জীবিত করে উঠান হবে। তারপর অবশ্যই তোমাদের অবহিত করা হবে, যা তোমরা করতে তা আর একরূপ করা আল্লাহর পক্ষে সহজ।
১০. আর যারা কুফরী করে এবং অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহ তারাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর কত নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৭, ৯

৭. ওহে যারা কুফরী করেছ! তোমরা আজ ওয়র পেশ করো না, তোমাদের তো প্রতিফল দেয়া হবে তারই যা তোমরা করতে।
৯. হে নবী! আপনি জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হন তাদের প্রতি। আর তাদের ঠিকানা

৫- اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ
فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৬- ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا ابَشِّرْهُمْ بِمَا هُمْ
فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنٰى اللّٰهُ
وَاللّٰهُ غَنِىُّ حَمِيْدٌ ۝

৭- زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُبْعَثُوْا
قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبَّوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ ۝
وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

১০- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৭- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَا تَعْتَدُوْا الْيَوْمَ ۚ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৯- يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاَعْلَظْ عَلَيْهِمْ ۝

তো জাহান্নাম। কত নিকৃষ্ট সে
প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৬

৬. আর যারা কুফরী করে তাদের রবের
সাথে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের
আযাব। নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা কালাম, ৬৮ : ৫১

৫১. আর যখন কাফিররা কুরআন শোনে,
তখন তারা তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে যেন
আপনাকে আছড়িয়ে ফেলতে চায়, আর
তারা বলে, এতো এক বন্ধপাগল।

সূরা দাহর, ৭৬ : ৪

৪. আমি তো প্রস্তুত করে রেখেছি কাফির-
দের জন্য বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।

সূরা নাবা, ৭৮ : ৪০

৪১. আমি তো সতর্ক করেছি তোমাদের
আসন্ন আযাব সম্পর্কে, সেদিন মানুষ
প্রত্যক্ষ করবে তার কৃতকর্ম, আর
কাফির বলবে : হায়! আমি যদি মাটি
হতাম।

সূরা তারিক, ৮৬ : ১৫, ১৬, ১৭

১৫. তারা তো ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,
১৬. আর আমিও নানা রকম কৌশল করছি।
১৭. অতএব আপনি অবকাশ দিন কাফিরদের,
অবকাশ দিন তাদেরকে কিছু কালের
জন্য।

সূরা বালাদ, ৯০ : ১৯, ২০

১৯. আর যারা কুফরী করে আমার আয়াতের
সাথে তারাই হতভাগ্য।

২০. তারা হবে অগ্নি পরিবেষ্টিত বন্দী।

সূরা রাযিয়ানা, ৯৮ : ১, ৬

১. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে
থেকে যারা কুফরী করেছিল, তারা

وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ، وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ○

১- وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ○

৫১- وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ○

৪- إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ○

৪০- إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا
يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ
لَيْسَتْ بِي كُنْتُ تُرَبًّا ○

১৫- إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ○

১৬- وَأَكِيدُ كَيْدًا ○

১৭- فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رَوْيْدًا ○

১৯- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَةِ ○

২০- عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ○

১- لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

কিছুতেই কুফরী ত্যাগ করে সুপথে
ফিরে আসার ছিল না। যে পর্যন্ত না
তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত।

৬. নিশ্চয় যারা আহলে কিতাবদের মধ্য
থেকে কুফরী করেছে এবং মুশরিকরা
এরা জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল
থাকবে। এরাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম।

সূরা কাফিরুন, ১০৯ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

১. আপনি বলুন : হে কাফিররা!
২. আমি ইবাদত করি না তার, যার ইবাদত
তোমরা কর।
৩. আর তোমরাও ইবাদতকারী নও তাঁর,
যাঁর ইবাদত আমি করি।
৪. আর আমিও ইবাদতকারী নই তার, যার
ইবাদত তোমরা করে আসছ।
৫. আর তোমরাও ইবাদতকারী নও তাঁর,
যাঁর ইবাদত আমি করি।
৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং
আমার জন্য আমার দীন।

وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ
حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

۶- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

۱- قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝

۲- إِنَّا عِبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝

۳- وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

۴- وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝

۵- وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

۶- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

मुनाफिक

- ۸- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ
وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ○
- ۹- يُخَذُّ عُنَ الْوَنَ اللّٰهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا
يَخَذُّ عُنَ الْوَنَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○
- ۱۰- فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۚ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ○
- ۱۱- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ○
- ۱۲- إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا
يَشْعُرُونَ ○
- ۱۳- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوكُمَا أَمِنَ النَّاسُ
قَالُوا أَنْتُمْ مِّنْ كَمَا أَمِنَ السَّفَهَاءُ
إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১৪. আর যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয় তাদের শয়তান নেতাদের সাথে, তখন তারা বলে আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা তো তাদের সাথে কেবল ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।

১৫. আল্লাহ্ দেবেন তাদের ঠাট্টা-তামাশার পরিণাম এবং তাদের অবকাশ দেবেন বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াবার জন্য।

১৬. ওরাই তারা যারা ক্রয় করে গুমরাহীকে-হিদায়েতের বিনিময়ে। এতএব লাভ-জনক হবে না তাদের তিজারত আর তারা হিদায়াতপ্রাপ্তও ছিল না।

১৭. তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালাল, তারপর যখন তা তার চারদিক আলোকিত করল। তখন আল্লাহ্ তাদের নূর অপসারিত করলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন আঁধারে তারা কিছুই দেখতে পায় না।

১৮. তারা বধির, বোবা ও অন্ধ অতএব তারা ফিরে আসবে না।

১৯. অথবা তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যেমন আকাশের বর্ষণ মুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক, তারা তাদের কানে নিজেদের আংগুল প্রবেশ করায় বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে। আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে আছেন কাফিরদের।

২০. বিদ্যুৎ চমক যেন কেড়ে নেয় তাদের দৃষ্টিশক্তি। যখনই তাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকায়, তখনই তারা তাতে পথ চলতে থাকে। আর যখন অন্ধকার তাদের আচ্ছন্ন করে, তখন তারা থমকে

১৪-وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۖ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ۚ

১৫-اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۚ

১৬-أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۚ

১৭-مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ ۖ لَّا يَبْصُرُونَ ۚ

১৮-صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ ۖ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۚ

১৯-أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ ۖ وَرَعْدٌ ۖ وَبَرْقٌ ۚ

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۚ

২০-يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ

দাঁড়ায়। আর আল্লাহ্ চাইলে অবশ্যই তিনি অপসারিত করতেন তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৭, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮

১৬৭. আর যাতে তিনি প্রকাশ করে দেন কারা মুনাফিক আর তাদেরকে বলা হয়েছিল : এসো যুদ্ধ করো আল্লাহ্র পথে অথবা প্রতিরোধ করো, তখন তারা বলেছিল : যদি আমরা জানতাম যুদ্ধ তবে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম। সে দিন তারা ঈমানের চাইতে কুফরীর নিকটতর ছিল। তারা তাদের মুখে বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে বিষয়ে যা তারা গোপন করে।

১৬৮. তারা ঘরে বসে থেকে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল যে, তারা যদি আমাদের কথা মত চলত, তাহলে তারা নিহত হত না। বলুন : তোমরা বাঁচাও নিজেদের মৃত্যুর হাত থেকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৭৭. নিশ্চয়ই যারা কুফরীকে ক্রয় করে ঈমানের বিনিময়ে, তারা কখনও কোন ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ্র, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৮. আর যারা কুফরী করেছে, তারা কখনও মনে না করে যে, আমি তাদের অবকাশ দেই তাদের কল্যাণের জন্য, বস্তুত আমি তো তাদের অবকাশ দিয়ে থাকি, যাতে তারা পাপে আরো বেড়ে যায় আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

وَأَبْصَارِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৬৭- وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْعُوا ۚ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۚ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمٍ ۖ اقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝

১৬৮- الَّذِينَ قَالُوا لِلْإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۚ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৭৭- إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكَفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৭৮- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لَّا تُفْسِدُهُمْ ۚ إِنَّمَا نُمِلِّي لَهُمْ لِيُزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

সূরা নিসা, ৪ : ৪২, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৮৮,
১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১,
১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬

৪২. আর যারা কুফরী করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে রাসূলের, কিয়ামতের দিন তারা একান্তভাবে চাইবে যদি তাদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হত! আর তারা গোপন করতে পারবে না আল্লাহর থেকে কোন কথা।

৬০. আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে, অথচ তারা চায় তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে, যদিও তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করতে?

৬১. আর যখন তাদের বলা হয় : তোমরা এসো সেদিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং রাসূলের দিকে, তখন আপনি দেখবেন মুনাফিকদের, আপনার থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে।

৬২. ওদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তাদের উপর আপত্তি হবে কোন মুসীবত তাদের কৃতকর্মের জন্য? তারপর তারা আপনার কাছে এসে শপথ করে বলবে আল্লাহর কসম! আমরা চাইনি কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই।

৬৩. এরা তো তারা, যাদের অন্তরে কি আছে, আল্লাহ তা জানেন। অতএব আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং তাদের সদুপদেশ দিন আর তাদের বলুন এমন কথা, যা তাদের মর্মস্পর্শ করে।

৮৮. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা দু'দল হয়ে গেলে মুনাফিকদের ব্যাপারে, যখন আল্লাহ তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে

৬২-يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ
وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝

৬০-أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۝

৬১-وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ
اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝

৬২-فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
ثُمَّ جَاءَهُمْ أَنْ يَخْلِفُونَ
بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدُنَا إِلَّا إِلَٰهًا حَسْبًا وَتَوْفِيقًا ۝
৬৩-أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ
فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝

৮৮-فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً
وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۝

দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের জন্য! তোমরা কি চাও সৎপথে পরিচালিত করতে তাকে যাকে আল্লাহ্ গুমরাহ করেছেন? বস্তুত কাউকে আল্লাহ্ গুমরাহ করলে কখনো তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না।

১৩৬. ... আর যে কুফরী করে আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল ও আখিরাতেস সাথে, সে তো গুমরাহ হয় ভীষণভাবে।

১৩৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, তারপর কুফরী করে আবার ঈমান আনে এবং পরে কুফরী করে, তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে যায়। আল্লাহ্ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদের হিদায়েতের পথপ্রদর্শন করবেন না।

১৩৮. মুনাফিকদের সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৩৯. তারা তো গ্রহণ করে কাফিরদের বন্ধুরূপে মু'মিনদের পরিবর্তে। তারা কি তাদের কাছে ইয্যত চায়? বস্তুত সমস্ত ইয্যত তো আল্লাহ্রই জন্য।

১৪০. আর তিনি তো নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাবে যে, যখন তোমরা শুনে আল্লাহ্র আয়াতের সাথে কুফরী করা হচ্ছে এবং তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্‌বন্দ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। বসলে অবশ্যই তোমরা তাদেরই মত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুনাফিক ও কাফিরদের একত্র করবেন জাহান্নামে।

১৪১. যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাদের বিজয় হলে বলে : আমরা

أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ
وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ○

১৩৬-... وَمَنْ يُكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

১৩৭-إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا
لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ○

১৩৮-بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

১৩৯-الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيبْتَغُونَ
عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

১৪০-وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ
فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ○

১৪১-الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ

কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? আর যদি কাফিরদের বিজয়ের পালা আসে তখন বলে : আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হচ্ছিলাম না ? এবং আমরা কি তোমাদের মু'মিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি ? আল্লাহ্ ফয়সালা করে দেবেন তোমাদের মাঝে কিয়ামতের দিন। আর আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য মু'মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না।

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ ۖ
وَإِنْ كَانِ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ۖ
قَالُوا لَئِنْ لَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিকরা ধোঁকাবাজী করে আল্লাহ্র সাথে, বস্তুত তিনিই তাদের ধোঁকার শাস্তি দেন। আর যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন তারা দাঁড়ায় শৈথিল্যের সাথে, কেবল লোক দেখাবার জন্য আর তারা স্মরণ করে আল্লাহকে খুবই কম।

۱۴۲- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ
وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا
إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى ۖ
يُرَاءُونَ النَّاسَ
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৪৩. তারা দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে! আর আল্লাহ্ যাকে গুমরাহীতে রেখে দেন, তুমি কখনো তার জন্য পাবে না কোন পথ।

۱۴۳- مَذْذَبَيْنِ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ
لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ۖ
وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَئِنْ تَجَدَّ لَهُ سَبِيلًا ۝

১৪৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না কাফিরদের মু'মিনদের পরিবর্তে। তোমরা কি চাও যে, তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র জন্য স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করবে ?

۱۴۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
مُّبِينًا ۝

১৪৫. নিশ্চয় মুনাফিকরা থাকবে দোষখের নিম্নতম স্তরে, আর তুমি কখনো পাবে না তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

۱۴۵- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ
مِنَ النَّارِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

১৪৬. তবে যারা তাওবা করবে, নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধরবে এবং তাদের দীনকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে খালিস করবে। তারা হবে মু'মিনদের সাথী। আর

۱۴۶- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
وَاصْلَحُوا ۖ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ
وَاخْلَصُوا ۖ دِينَهُمْ لِلَّهِ
قَالُوا لَكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ

অবশ্যই আল্লাহ্ মু'মিনদের দেবেন
মহাপুরস্কার।

সূরা তাওবা, ৯: ৬৪, ৬৭, ৬৮, ৭৩, ৮০, ৮৪

৬৪. মুনাফিকরা ভয় করে যে, পাছে এমন
কোন সূরা নাযিল হয়, যা তাদের অন্তরে
যা আছে তা ব্যক্ত করে দেয়।

বলুন : তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে
থাক, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রকাশ করে
দেবেন, তোমরা যা ভয় কর তা।

৬৭. মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে
অপরের অনুরূপ, তারা নির্দেশ দেয়
মন্দকাজের এবং নিবৃত্ত করে ভাল কাজ
থেকে এবং তারা ব্যয়ের ব্যাপারে
নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে।
তারা ভুলে গেছে আল্লাহকে, ফলে
তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয়
মুনাফিকরা তো ফাসিক।

৬৮. আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন মুনাফিক
নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদের
জাহান্নামের আগুনের, সেখানে তারা
চিরকাল থাকবে। এটাই তাদের জন্য
যথেষ্ট, আর আল্লাহ্ তাদের লানত
করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে
স্থায়ী শাস্তি।

৭৩. হে নবী ! জিহাদ করুন কাফির ও
মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হন
তাদের প্রতি। তাদের ঠিকানা তো
জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট
প্রত্যাবর্তনস্থল।

৮০. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন,
অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না
করেন উভয়ই সমান। আপনি তাদের
জন্য সন্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও
আল্লাহ্ কখন তাদের ক্ষমা করবেন না।

○ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

৬৬- يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ
سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
قُلِ اسْتَهِزُّوْا

○ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ

৬৭- الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ
مِنْ بَعْضٍ يَمْشُونَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ
أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ
○ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

৬৮- وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ
اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ○

৭৩- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

৮০- اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا

কেননা, তারা কুফরী করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে। আর আল্লাহ হিদায়েত দান করেন না ফাসিক লোকদের।

৮৪. আর আপনি কখনো জানায়ার নামায পড়বেন না, তাদের কারো মৃত্যু হলে এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। কেননা তারা তো কুফরী করেছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তারা মারা গেছে ফাসিক অবস্থায়।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭৩

৭৩. পরিণামে আল্লাহ শাস্তি দিবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের এবং আল্লাহ ক্ষমা করবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১৩, ১৪, ১৫

১৩. সেদিন বলবে, মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা তাদের যারা ঈমান এনেছিল : তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর যাতে আমরা গ্রহণ করতে পারি তোমাদের নূর থেকে কিছু। বলা হবে : তোমরা ফিরে যাও তোমাদের পেছনে, আর তালাশ কর নূর। তারপর স্থাপন করা হবে তাদের মাঝে একটি প্রাচীর, যাতে থাকবে একটি দরজা। যার ভেতরের দিকে থাকবে রহমত এবং তার বাইরের দিকে থাকবে আযাব।

১৪. মুনাফিকরা মু'মিনদের ডেকে বলবে : আমরা কি ছিলাম না তোমাদের সাথে ? তারা বলবে : হ্যাঁ ছিলে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই বিপদে ফেলেছে তোমাদের, আর তোমার আমাদের অমঙ্গলের

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

৮৪- وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ؕ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ○

৭৩- لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؕ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

১৩- يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَسِبْ مِنْ ثَوْرِكُمْ ؕ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ○

১৪- يَنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ؕ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ

প্রতীক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে, আর তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল অলীক আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্র ফয়সালা আসা পর্যন্ত। আর প্রতারণা করেছিল তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে মহাপ্রতারক শয়তান।

১৫. তাই আজ গ্রহণ করা হবে না তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ, আর না তাদের থেকে যারা কুফরী করেছিল। তোমাদের ঠিকানা তো দোষখ, সেটাই তোমাদের সাথী। আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা হাশ্ব, ৫৯ : ১১, ১২, ১৩, ১৪

১১. আপনি কি দেখেননি মুনাফিকদের ? আর আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের সঙ্গিদের বলে, “তোমাদের যদি বের করে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে যাব। এবং আমরা কখনও তোমাদের ব্যাপারে কারও কথা মানব না। আর যদি তোমাদের সাথে কেউ যুদ্ধ করে তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাহায্য করব। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা তো অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১২. যদি তাদের বের করে দেওয়া হয় তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে বের হবে না, আর যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তবে তারা তাদের সাহায্য করবে না। আর যদি তারা তাদের সাহায্য করতে আসেও, তবু তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অবশেষে তারা কোন সাহায্য পাবে না।

১৩. প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে তোমাদের ভয়ই অধিকতর আল্লাহ্র চাইতে, আর

وَعَزَّيْتُمْ إِلَّا مَا نِي
حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
وَعَزَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ○

১৫- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ
وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مَا وَكُمُ النَّارُ
هِيَ مَوْلَاكُمْ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১১- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ
لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ
وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا
وَإِنْ قُوتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

১২- لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ
وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ
وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَنَّ الْأُذُنَ
ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ○

১৩- لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً
فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ

তা এই জন্য যে, তারা এমন লোক যারা বুঝে না।

১৪. তারা যুদ্ধ করতে পারে না, তোমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে, কিন্তু তবে কেবল সুরক্ষিত জনপদের ভিতরে অথবা প্রাচীরের অন্তরালে থেকে, প্রকৃতপক্ষে তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি তাদের মনে কর ঐক্যবদ্ধ, আসলে তাদের অন্তর বিভক্ত। তা এজন্য সে তারা এমন লোক, যারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি কাজে লাগায় না।

সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

১. যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলেন : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তো আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি তো অবশ্যই তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা তো অবশ্যই মিথ্যাবাদী।
২. তারা তাদের কসমকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। আর নিবৃত্ত করে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে। অবশ্য কত মন্দ যা তারা করছে।
৩. ইহা এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, ফলে মোহর করে দেওয়া হয়েছে তাদের হৃদয়, অতএব তারা বুঝে না।
৪. আর যখন আপনি তাদের দিকে তাকান, তখন আপনাকে মুগ্ধ করবে তাদের চেহারা। আর যদি তারা কথা বলে, আপনি, শুনবেন তাদের কথা। তারা তো দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভের মত। তারা যে কোন শোরগোলকে

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ○

۱- لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بِأَسْمِهِمْ بَيْنَهُمْ شِدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ○ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ○

۱- إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ○ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ○

۲- اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ○ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

۳- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ○

۴- وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ○ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ○ كَانَتْهُمْ حَشَبٌ مُسْتَدَةً ○ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ○

তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হন, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে।

৫. আর যখন তাদের বলা হয় এসো আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয়। আর আপনি তাদের দেখতে পান, তারা ফিরে যায় গর্বভরে।
৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা না করেন, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ হিদায়েত দান করেন না ফাসিক লোকদের।
৭. তারাই ওরা যারা বলে : তোমরা ব্যয় করো না আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য, যে পর্যন্ত না তারা সরে পড়ে। আর আসমান ও যমীনের ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।
৮. তারা বলে : আমরা যদি মদীনাতে ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দেবে প্রবল দুর্বলকে। কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের, তবে মুনাফিকরা তা জানে না।

هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ ۚ
فَتَلَاهُمُ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝

۵- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ
لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُؤُوسَهُمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝

۬- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

ۭ- هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝

ۮ- يَقُولُونَ لَبِئْسَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ
لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ۚ
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

দ্বিতীয় অধ্যায় : আহকাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

সালাত

সূরা বাকারা, ২ : ১, ২, ৩, ৪৩, ৪৫, ৮৩,
১১০, ১১৫, ১২৫, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪,
১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ১৭৭,
২৩৮, ২৩৯, ২৭৭

১. আলিফ-লাম-মীম।
২. আল-কুরআন সেই কিতাব, যাতে নেই কোন সন্দেহ, যাতে রয়েছে হিদায়েত মুত্তাকীদের জন্য ;
৩. যারা ঈমান রাখে গায়েবের প্রতি, কায়েম করে সালাত এবং আমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।
৪৩. তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং রুকু' কর রুকু'কারীদের সাথে।
৪৫. তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে, নিশ্চয় ইহা তো অত্যন্ত কঠিন বিনীতদের ছাড়া সবার কাছে।
৮৩. আর স্মরণ কর, আমি অংগীকার নিয়েছিলাম বনু ইসরাঈল থেকে যে, তোমরা ইবাদত করবে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো। সদয় ব্যবহার করবে মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম, মিস্কিনের প্রতি এবং সদালাপ করবে মানুষের সাথে, আর কায়েম করবে

১- اَلَمْ

৩- اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

২- ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

৪৩- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

৪৫- وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

৮৩- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِأَنۢبِيَآئِهِ خَاسِرُونَ
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَأَتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ○

১১০- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ
وَمَا تَقْدِرُوا مَوْلَا أَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۖ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

১১১- وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ
فَأَيُّمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

১২০- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَأَمْنًا ۚ

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ
وَعَهْدًا نَّآ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ
أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ○

১৪২- سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا
عَلَيْهَا ۖ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۖ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

১৪৩- وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا

উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে আমি প্রকাশ করে দেই, কে অনুসরণ করে রাসূলের, আর কে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়? ইহা ছিল অত্যন্ত কঠিন, যাদের আল্লাহ হিদায়েত দান করেছেন, তাদের ছাড়া অন্যদের কাছে। আর আল্লাহ তো এমন নন, যিনি বিনষ্ট করে দেবেন তোমাদের ঈমান। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

১৪৪. আমি তো লক্ষ্য করি আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে। অতএব আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি আপনাকে এমন কিব্লার দিকে, যা আপনি পসন্দ করেন। তাই আপনি ফিরান আপনার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, ফিরাবে তোমাদের চেহারা সেদিকে। আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা তো নিশ্চিতভাবে জানে যে, ইহা সত্য তাদের রবের তরফ থেকে। আর আল্লাহ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তারা করে।

১৪৫. আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, যদি আপনি উপস্থিত করেন তাদের কাছে সমস্ত দলীল-প্রমাণ তবুও তারা অনুসরণ করবে না আপনার কিব্লার, আর আপনিও নন অনুসারী তাদের কিব্লার এবং তারাও অনুসারী নয় পরস্পরের কিব্লার। কিন্তু যদি আপনি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল-খুশীর, আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, তবে নিশ্চয় আপনি তখন হয়ে পড়বেন যালিমদের শামিল।

১৪৮. আর প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে মুখ করে। অতএব

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۖ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى
اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَيْمَانَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

১৪৪- قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ
فَلَنُؤَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

১৪৫- وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ
وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ
بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ
إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

১৪৮- وَلِكُلٍّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاتَّبِعُوا
الْخَيْرَاتِ ۚ إِنَّ مَّا تَكُونُوا

তোমরা অগ্রগামী হও কল্যাণকর কাজে। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৪৯. আর যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, ফিরাবে তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে। আর এটাই নিশ্চিত সত্য তোমার রবের তরফ থেকে। আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

১৫০. আর যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, ফিরাবে তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে। আর যেখানেই তোমরা থাক না কেন, ফিরাবে তোমাদের চেহারা সেদিকে, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের কোন বিতর্কের কিছু না থাকে, তবে তাদের ছাড়া যারা যালিম। অতএব তোমরা তাদের ভয় করো না, ভয় কর আমাকে; যাতে আমি পরিপূর্ণ করি আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য এবং যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।

১৫৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ্ আছেন সবরকারীদের সাথে।

১৭৭. কোন পুণ্য নেই তোমাদের মুখ ফিলানোতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে; তবে, পুণ্য আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহ্, আখিরাত, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং অর্থদান করলে আল্লাহ্র মহব্বতে ও আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য; আর সালাত কায়েম

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

১৪৯- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ
مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

১৫০- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِلَّا لِمَا يَكُونُ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلَا تَمْنَعَتْكُمْ تَهْنُدُونَ

১৫৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

১৭৭- لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ

করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়ানা করে তা পূর্ণ করলে। আর সবার করলে অর্থ সংকটে, দুঃখ ক্রেশে ও যুদ্ধকালে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।

২৩৮. তোমরা যত্নবান হবে সালাতের প্রতি, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের এবং তোমরা দাঁড়াবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে;

২৩৯. যদি তোমরা ভয় কর, তবে সালাত আদায় করবে পদচরী অথবা আরোহী অবস্থায়। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ করবে, তখন তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহকে যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেকআমল করে, সালাত কায়ম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে, আর তাদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

সূরা নিসা, ৪ : ৪৩, ১০১, ১০২, ১০৩, ১৪২, ১৬২

৪৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সালাতের কাছেও যাবে না নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝতে পার, যা তোমরা বল আর যদি তোমরা মুসাফির না হও, তবে অপবিত্র অবস্থায়ও নয়, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও, কিম্বা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও এবং পানি না পাও, তবে

الصَّلَاةِ وَإِاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

২৩৮-حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ

وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

২৩৯-فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ

كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

২৭৭-إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

৪৩-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا

الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا

مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي

سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى

أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ

أَوْ لِمَسْتَمِ الْبَسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ۝

১০১- وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝

১০২- وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ
الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَافِئَةً مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۚ وَلْتَأْتِ طَافِئَةُ
آخَرَى لَمْ يَصَلُّوا فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ
عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ
أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ
وَأَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝

১০৩- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا

তোমরা নিরাপদবোধ করবে, তখন যথাযথভাবে সালাত কায়েম করবে। যথাসময় সালাত কায়েম করা তো মু'মিনদের অবশ্য কর্তব্য।

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিকরা ধোঁকাবাজি করে আল্লাহর সাথে। আর তিনি তাদের ধোঁকার প্রতিফল দেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় শৈথিল্যের সাথে, লোক দেখানোর জন্য। বস্তুত তারা স্মরণ করে আল্লাহকে খুব কমই।

১৬২. কিন্তু তাদের মাঝে যারা জ্ঞানে পরিপক্ব তারা এবং মু'মিনরা ঈমান আনে যা নাখিল করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং যা নাখিল করা হয়েছে আপনার আগে তাতে; আর যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তাদেরই আমি দেব মহা-পুরস্কার।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৬, ৫৫, ৯১

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা ধুইবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই সহ এবং মাসেহ করবে তোমাদের মাথা এবং ধুইবে তোমাদের পা টাখনুসহ। যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও, আর পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, তা দিয়ে তোমরা মাসেহ করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হাত। আল্লাহ চান না তোমাদের কষ্ট দিতে, বরং তিনি

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۖ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۝

১৫২- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৬২- لَكِنَّ الرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

৬- يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۚ فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৫৫- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ○

৯১- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ○

৭১- قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ
هُوَ الْهُدَى
وَأَمْرًا لِنُسْلِمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৭২- وَأَنْ أَتَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّقُوا ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

৯২- وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ○

১১২- قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৬৩. নেই কোন শরীক তাঁর, আর এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৭০

১৭০. আর যারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে কিতাবকে এবং কয়েম করে সালাত, আমি তো বিনষ্ট করি না শ্রমফল নেককারদের।

সূরা আনফাল, ৮ : ৩, ৪, ৩৫

৩. যারা সালাত কয়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে,

৪. তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

৩৫. বায়তুল্লাহর কাছে তাদের সালাত শিস্ ও করতালি ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা আশ্বাদন কর আযাব, যে কুফরী তোমরা করতে, তার জন্য।

সূরা তাওবা, ৯ : ১১, ১৮, ৫৪, ৭১, ৮৪, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১২

১১. আর তারা যদি তাওবা করে, সালাত কয়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তো তারা তোমাদের দীনী ভাই। আমি বিশদভাবে বিবৃত করি নিদর্শনসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

১৮. আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ তো করবে তারাই, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং কয়েম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং ভয় করে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে। অতএব আশা করা যায়, তারাই হবে হিদায়েতপ্রাপ্তদের শামিল।

৫৪. আর মুনাফিকদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ ও তাঁর

১৬৩- لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

১৭০- وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ○

৩- الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ رَازِقُهُمْ يُنْفِقُونَ ○

৪- أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

৩৫- وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

১১- فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَا نَكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَفُصِّلَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

১৮- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○

৫৪- وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى
وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرْهُونَ ○

৭১- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَا مَرْوَنَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

৮৬- وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ
أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۝
إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ○

১০৭- وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ
قَبْلُ ۝ وَلَيَخْلُقَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى ۝
وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

১০৮- لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۝
لَمَسْجِدٍ أُسَسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ
يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۝
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۝
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ○

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ খরীদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে, তখন হত্যা করে ও নিহত হয়। এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। কে শ্রেষ্ঠতর আল্লাহ্র চাইতে প্রতিজ্ঞা পালনে? অতএব তোমরা আনন্দিত হও সে সওদার জন্য, যে সওদা তোমরা করেছে। আর ইহাই মহাসাফল্য।

১১২. তারা হলো তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু'কারী, সিজ্দাকারী, ভালকাজে আদেশকারী, মন্দকাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী, আপনি সুসংবাদ দিন এসব মু'মিনদের।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৮৭

৮৭. আর আমি ওহী করেছিলাম মূসা ও তাঁর ভাই-এর কাছে যে, তোমরা ঘর বানাও তোমাদের কাওমের জন্যে মিসরে এবং কর তোমাদের ঘরগুলোকে ইবাদতের স্থান এবং সালাত কায়েম কর, আর সুসংবাদ দাও মু'মিনদের।

সূরা হূদ, ১১ : ৮৭, ১১৪

৮৭. তারা বলেছিল : হে ও'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমরা যেন বর্জন করি আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদত করতো তার, অথবা যা আমাদের ধন-সম্পদে করতে চাই তাও? তুমি তো একজন সহনশীল, ভাল মানুষ।

১১৪. আর আপনি কায়েম করুন সালাত দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের

১১১- إِنْ اللّٰهُ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۚ وَاَرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلِيَخْلُقْنَ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْخُسْفٰى ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ ۝

১২- وَاِنْ تَاْكُثُوْا اَيُّمَانَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَيُّمَةً اَلْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝

৮৭- وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُّوْسٰى وَاٰخِيْهِ اَنْ تَبَوُّاْ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بَيُّوْتًا وَّاَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮৭- قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصْلٰوَتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاَنْ تَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ ۚ اِنَّكَ لَآَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

১১৪- وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفِىْ النَّهَارِ

প্রথমাংশে। নিশ্চয় নেককাজ মিটিয়ে
দেয় বদকাজকে। এ হলো উপদেশ
যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য।

সূরা রা'দ, ১৩ : ২২, ২৩, ২৪

২২. আর যারা সবার করে তাদের রবের
সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, সালাত কায়েম করে,
ব্যয় করে তা থেকে গোপনে ও
প্রকাশ্যে, যা আমি তাদের দিয়েছি এবং
বিদূরিত করে ভাল দিয়ে মন্দকে;
এদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম—
২৩. জান্নাতে আদন। সেখানে তারা প্রবেশ
করবে এবং তাদের পিতামাতা, স্বামী-
স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা
নেককার তারাও আর ফিরিশ্তারা
দাখিল হবে তাদের কাছে প্রত্যেক
দরজা দিয়ে,
২৪. তারা বলবে : তোমাদের প্রতি সালাম,
তোমরা যে সবার করেছিলে তার জন্য,
কত শুভ পরিণতি!

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩১, ৩৭, ৪০

৩১. আপনি বলুন, আমার সে সব বান্দাদের
যারা ঈমান এনেছে : তারা যেন সালাত
কায়েম করে এবং আমি তাদের যা
দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে
ব্যয় করে, সেদিন আসার আগে, যেদিন
থাকবে না কোন বেচাকেনা, আর না
কোন বন্ধুত্ব।
৩৭. হে আমার রব! আমি তো বসবাস
করিয়েছি আমার বংশধরদের কতককে
অনুর্বর উপত্যকায়, আপনার পবিত্র ঘরের
কাছে। হে আমাদের রব! ইহা এ জন্য
যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে।
অতএব আপনি করে দিন কিছু মানুষের
অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী এবং

وَزُلْفًا مِّنَ الْيَلِّ ۝
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۝
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ ۝

২২- وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝
২৩- جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝
২৪- سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ ۝

৩১- قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ۝

৩৭- رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بُؤَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۝
رَبَّنَا لِيقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ

তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন ফল-ফলাদি দিয়ে, যাতে তারা শোকর করে।

৪০. হে আমার রব! আমাকে করুন সালাত কায়েমকারী এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব আর কবুল করুন আমার দু'আ।

সূরা হিজর, ১৫ : ৯৮, ৯৯

৯৮. অতএব আপনি সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন আপনার রবের এবং হয়ে যান সিজদাকারীদের শামিল।

৯৯. আর ইবাদত করতে থাকুন আপনার রবের, আপনার কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৮, ৭৯, ১১০

৭৮. আপনি সালাত কায়েম করবেন সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন আঁধার পর্যন্ত এবং ফজরের সালাতও। নিশ্চয় ফজরের সালাত ফিরিশ্তাদের উপস্থিতির সময়।

৭৯. এবং কায়েম করবেন রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ, এ হলো অতিরিক্ত আপনার জন্য। আশা করা যায়, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আপনার রব 'মাকামে মাহমূদে'।

১১০. আপনি বলুন : তোমরা ডাকো আল্লাহ নামে, অথবা ডাকো রাহমান নামে, যে নামেই ডাকো না কেন, তাঁর তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। আর আপনি অতি উঁচু করবেন না কণ্ঠস্বর সালাতে এবং খুব নিচুও করবেন না বরং অবলম্বন করবেন এ দু'য়ের মধ্যপথ।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩১, ৫৫

৩১. ঈসা বললো : আর তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, যেখানেই আমি

تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْتُزِمَهُمْ
مِنَ الشَّجَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
- ৫০. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝

৭৮- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

৭৯- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى
يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

৭৮- اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إِلَى غَسَقِ الْآيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝

৭৯- وَمِنَ الْآيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

১১০- قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ
أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا
وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

৩১- وَجَعَلْنِي مُبْرَكًا آمِينَ مَا كُنْتُ

থাকি না কেন এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাত ও যাকাতের যতদিন আমি জীবিত থাকি।

৫৫. আর ইসমাঈল নির্দেশ দিত তার পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাতের এবং সে ছিল তার রবের কাছে সন্তোষ-ভাজন।

সূরা তো-হা, ২০ : ১৪, ১৩২

১৪. আমিই আল্লাহ, নেই কোন ইলাহ আমি ছাড়া। অতএব আমার ইবাদত কর এবং কায়েম কর সালাত আমার স্মরণ।
১৩২. আর আপনি আদেশ দিন আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের এবং এতে অবিচলিত থাকুন। আমি চাই না আপনার কাছে কোন রিযিক, আমিই রিযিক দেব আপনাকে। আর শুভ-পরিণাম তো তাকওয়ারই জন্য।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৭৩

৭৩. আর আমি সে সব নবীদের করেছিলাম নেতা, তারা হিদায়েত করত আমার নির্দেশে, আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে নেককাজ করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে, আর তারা আমারই ইবাদত করত।

সূরা হায্জ, ২২ : ২৬, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৭৭, ৭৮

২৬. আর স্মরণ কর, যখন আমি নির্ধারণ করেছিলাম ইব্রাহীমের জন্য সেই ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম : শরীক করো না আমার সাথে কোন কিছু এবং পবিত্র রাখ আমার ঘরকে, যারা তাওয়াফ করে, সালাতে দাঁড়ায়

وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا

৫৫- يَأْتِيَنِي إِتْيَ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ
مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا

১৪- إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

১৩২- وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

৭৩- وَجَعَلْنَاهُمْ إِبْرَاهِيمَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

২৬- وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا
وَأَطْهَرُ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ

এবং রুকু' ও সিজ্দা করে তাদের জন্য।

৩৪. আর আপনি সুসংবাদ দিন বিনীতদের—

৩৫. যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে আল্লাহর নাম স্মরণে, যারা সবর করে তাদের উপর বিপদ-আপদ আপতিত হলে এবং সালাত কায়েম করে, আর যা আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

৪১. আমি যদি তাদের প্রতিষ্ঠা দান করি পৃথিবীতে, তবে তারা কায়েম করবে সালাত, দেবে যাকাত, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দকাজ থেকে। আর আল্লাহরই ইচ্ছায় সব কিছু পরিণাম।

৭৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রুকু' কর, সিজ্দা কর এবং ইবাদত কর তোমাদের রবের, আর কর কল্যাণকর কাজ, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

৭৮. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং আরোপ করেননি তোমাদের উপর দীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা। এ হলো তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত। তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম-এর পূর্বে এবং এ কিতাবেও; যাতে রাসূল হন সাক্ষী তোমাদের জন্য এবং তোমরা হও সাক্ষী মানব জাতির জন্য, অতএব তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহকে। তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত উত্তম বন্ধু ও কত উত্তম সাহায্যকারী।

○ وَالْقَائِمِينَ وَالزَّكَّاءِ السَّجُودِ

○ ২৫-..... وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

২৫- الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○

৪১- الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ○

৭৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৭৮- وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ○ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ○ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ○

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ ○ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا

عَلَيْكُمْ ○ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ○

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ○ هُوَ مَوْلَاكُمْ ○ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ○

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১, ২, ৯, ১০, ১২

১. অবশ্যই কামিয়াব হয়েছে মু'মিনরা,
২. যারা নিজেদের সালাতের বিনয়-নম্র,
৯. আর যারা নিজেদের সালাতে হিফাযত করে,
১০. তারাই অধিকারী—
১১. তারা অধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা নূর, ২৪ : ৩৬, ৩৭, ৫৬, ৫৮,

৩৬. সে সব ঘরে, যা সমুন্নত করতে এবং যেখানে তাঁর নাম যিকির করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে সকাল-সন্ধ্যায়—
৩৭. সে সব লোক, যাদের বিরত রাখে না ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকির থেকে এবং সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে অনেক অন্তর ও অনেক দৃষ্টি।
৫৬. আর তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর রাসূলের। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।
৫৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে তিন সময়—ফজরের সালাতের আগে, দুপুরে, যখন তোমরা পোষাক খুলে রাখ তখন এবং এশার সালাতের পরে। এ তিনটি হলো তোমাদের জন্য

- ১- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○
- ২- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ○
- ৩- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ ○
- ৪- أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ○
- ৫- الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ○
- ৬- هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

- ৩৬- فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۖ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ○
- ৩৭- رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ○
- ৩৮- وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ○
- ৫৬- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ○
- ৫৭- وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○
- ৫৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ○
- ৫৯- مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ○

গোপনীয়তার সময়। তোমাদের জন্য
এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই এ
তিন সময় ছাড়া বিনা অনুমতিতে প্রবেশ
করলে। তোমাদের একে অপরের
কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়।
এভাবেই আল্লাহ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত
করেন তোমাদের কাছে নিদর্শনসমূহ।
আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১৭, ২১৮, ২১৯

২১৭. আর আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী,
পরম দয়ালু আল্লাহর উপর,
২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি
সালাতে দাঁড়ান,
২১৯. আর তিনি দেখেন আপনার উঠা-বসা
সিজ্দাকারীদের সাথে।

সূরা নামূল, ২৭ : ১, ২, ৩

১. তোয়া-সীন্, এগুলো আয়াত আল-
কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের,
২. হিদায়েত ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য-
৩. যারা কায়েম করে সালাত এবং দেয়
যাকাত, আর তারাই আখিরাতের প্রতি
নিশ্চিত ঈমান রাখে।

সূরা কাসাস, ২৯ : ৪৫

৪৫. আপনি পাঠ করে শোনান, যা কিছু ওহী
করা হয় আপনার প্রতি কুরআন থেকে
এবং কায়েম করুন সালাত। নিশ্চয়
সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ
থেকে। আর আল্লাহর যিকির তো
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ জানেন যা
তোমরা কর।

সূরা রুম, ৩০ : ৩১

৩১. নিষ্ঠার সাথে তাঁর অভিযুক্ত হয়ে তাঁকে
ভয় কর এবং সালাত কায়েম কর, আর
হয়ো না মুশরিকদের শামিল।

ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۖ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ۖ
طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۖ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

২১৭- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

২১৮- الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ۝

২১৯- وَتَقْلَبُكَ فِي السَّجْدِ ۝

۱- طَسَّ ۝
تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝
ۨ- هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
۩- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

৪৫- أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

৩১- مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

সূরা লুকমান, ৩১ : ৪, ৫, ১৭

৪. যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, আর তারা আখিরাতের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাসী,
৫. তারাই রয়েছে হিদায়েতের উপর তাদের রবের তরফ থেকে, আর তারাই সফলকাম।
১৭. হে বৎস! তুমি সালাত কায়েম কর, ভাল কাজের আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং সবার কর বিপদ আপদে। নিশ্চয় এ গুলো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৩

৩৩. হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অবস্থান করবে তোমাদের ঘরে এবং নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না পূর্ববর্তী জাহিলী যুগের মত। আর তোমরা কায়েম করবে সালাত, দেবে যাকাত এবং আনুগত্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান বিদূরিত করতে তোমাদের থেকে অপবিত্রতা এবং তিনি চান তোমাদের পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৮, ২৯, ৩০

১৮. আর বহন করবে না কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা, যদি কোন বোঝা ভারাক্রান্ত ব্যক্তি কাউকে সে বোঝা বহন করতে ডাকে, তবে তার কিছুই বহন করা হবে না যদিও সে হয় নিকট আত্মীয়। আপনি তো কেবল সতর্ক করতে পারেন তাদের, যারা ভয় করে তাদের রবকে না দেখে এবং কায়েম করে সালাত। আর যে কেউ পরিশুদ্ধ করে নিজেকে, সে তো

১- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ○

২- أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

১৭- يَبْنَئِ أَقِيمِ الصَّلَاةَ
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ۝

৩৩- وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَاقْنِ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ○

১৮- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۝
وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا
لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۝

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۝

পরিশুদ্ধ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য।
আর আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

২৯. নিশ্চয় যারা তিলাওয়াত করে আল্লাহর
কিতাব, কয়েম করে সালাত এবং
আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে
গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই
আশা করে এমন ব্যবসার যার ক্ষয়
নেই,

৩০. কেননা, আল্লাহ পূর্ণ প্রতিফল দেবেন
তাদের কাজের এবং তিনি আরো
অধিক দেবেন স্বীয় অনুগ্রহে। নিশ্চয়
তিনি পরম ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।

সূরা শূরা, ৪২ : ৩৮

৩৮. আর যারা সাড়া দেয় তাদের রবের
ডাকে, কয়েম করে সালাত, পরামর্শের
মাধ্যমে নিজেদের কর্ম-সম্পাদন করে
এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে
ব্যয় করে। আল্লাহর কাছে যা আছে,
তা-ই তাদের জন্য উত্তম ও স্থায়ী।

সূরা কাফ, ৫০ : ৩৯, ৪০

৩৯. আর আপনি সবর করুন, তারা যা বলে
তাতে এবং সপ্রশংস তাস্বীহ পাঠ
করুন আপনার রবের সূর্যোদয়ের পূর্বে
ও সূর্যাস্তের পূর্বে,

৪০. আর রাতের এক অংশেও তাঁর তাস্বীহ
পাঠ করুন এবং সালাতের পরেও।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ১৩

১৩. তোমরা কি কষ্টকর মনে কর চুপেচুপে
তোমাদের কথা বলার পূর্বে সাদাকা
প্রদান করাকে, যখন তোমরা পারলে না
সাদাকা দিতে, আর আল্লাহ ক্ষমা করে
দিলেন তোমাদের; তখন তোমরা
কয়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

২৯- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً
لَّنْ تَبْوَءَ ۝

৩০- لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ
وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ۖ
إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

৩৮- وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ ۖ
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

৩৯- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝

৪০- وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَادْبَارَ السُّجُودِ ۝

১৩- مَا أَشْفَقْتُمْ أَنِ تُقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।
আর আল্লাহ সম্যক অবহিত তোমরা যা
কর তা।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৯, ১০

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন আহ্বান
করা হয় সালাতের জন্য জুমু'আর দিনে,
তখন তোমরা ধাবিত হও আল্লাহর
যিকিরের জন্য এবং পরিত্যাগ কর
বেচাকেনা, এটাই উত্তম তোমাদের
জন্য, যদি তোমরা জানতে।
১০. তারপর যখন সালাত শেষ হয়ে যাবে,
তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে
এবং তালাশ করবে আল্লাহর অনুগ্রহ
(জীবিকা) আর স্মরণ করবে আল্লাহকে
বেশিবেশি। আশা করা যায় তোমরা
কামিয়াব হবে।

সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে
অতিশয় দুর্বল-চিহ্নরূপে,
২০. যখন তাকে স্পর্শ করে দুঃখ-কষ্ট, তখন
সে হয় হা হতাশকারী।
২১. আর যখন তাকে স্পর্শ করে কল্যাণ,
তখন সে হয় অতিশয় কৃপণ,
২২. তবে সালাত আদায়কারীরা ছাড়া,
২৩. যারা নিজেদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।
৩৪. আর যারা নিজেদের সালাতের হিফায়ত
করে,
৩৫. তারাই হবে জান্নাতে সম্মানিত।

সূরা জিন, ৭২ : ১৯

১৯. আর জিনরা বললো : যখন আল্লাহর
বান্দা দাঁড়ালো আল্লাহর ইবাদতের জন্য
তখন তারা তার কাছে ভিড় করার
উপক্রম করল।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ

لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

১০- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا

فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

১৯- إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ○

২০- إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ○

২১- وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ○

২২- إِلَّا الْمَصْلِينَ ○

২৩- الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ○

৩৪- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

يَحَافِظُونَ ○

৩৫- أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ○

১৯- وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ

يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ○

٢- قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ○

٣- نِصْفَةٌ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ○

۴- اَوْزِدْ عَلَيْهِ

وَمَرَّتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ○

۲۰۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنْتَكَ تَقُوْمُ اَدْنٰی

مِنْ ثُلُثِي الْيَلِّ وَنِصْفَهُ

وَتَلْتُمُوهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

عَلِمَ أَنَّ كُنْ تَحْصُوهُ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ

فَاَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَى ۝

وَأَخْرُوجُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ

يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

وَاٰخَرُونَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

فَاَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا

নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা দাহর, ৭৬ : ২৫, ২৬

২৫. আর আপনি যিকির করুন আপনার রবের নাম সকাল-সন্ধ্যায়,
২৬. আর রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজদায় অবনত হন এবং তাঁর তাস্বীহ পাঠ করুন রাতের দীর্ঘ সময় ধরে।

সূরা আ'লা, ৮৭ : ১৪, ১৫

১৪. নিশ্চয় সফলতা লাভ করে সে, যে পরিশুদ্ধ হয়;
১৫. এবং যিকির করে তার রবের নাম এবং কায়েম করে সালাত।

সূরা বায়্যিনা, ৯৮ : ৫

৫. তারা তো আদিষ্ট হয়েছে আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এটাই সঠিক দীন।

সূরা মাউন, ১০৭ : ৪, ৫, ৬, ৭

৪. আর দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়-কারীদের জন্য,
৫. যারা নিজেদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,
৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে;
৭. এবং বিরত থাকে নিত্য-প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে।

সূরা কাউসার, ১০৮ : ১, ২, ৩

১. আমি তো দান করেছি আপনাকে কাউসার,
২. অতএব আপনি সালাত আদায় করুন আপনার রবের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী করুন।
৩. নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদেষপোষণা-কারীই লেজকাটা নির্বংশ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাপ্তম

সূরা বাকারা, ২ : ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭

১৮৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর ফরয করা হলো সিয়াম, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার,

১৮৪. এ সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে অন্য সময়। আর এ সিয়াম যাদের জন্য অতিশয় কষ্টকর, তাদের এর পরিবর্তে ফিদ্যা দিতে হবে- একজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াতে হবে। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেক কাজ করে, তা হলে তা হবে তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

১৮৫. রামাযান মাস, এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে কুরআন মানুষের জন্য হিদায়েত, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে, এ সংখ্যা অন্য সময় পূরণ করবে। আল্লাহ্ চান তোমাদের জন্য যা

১৮৩-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

১৮৪-أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

১৮৫-شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ

সহজ তা, আর তিনি চান না তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা, যেন তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর, তোমাদের সংপথে পরিচালিত করার জন্য এবং যেন তোমরা শুকর করতে পার।

১৮৬. আর যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে, আমি তো কাছেই। আমি সাড়া দেই আহবানকারীর ডাকে, যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব তারাও যেন সাড়া দেয় আমার ডাকে এবং ঈমান আনে আমার প্রতি। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।

১৮৭. হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য সিয়ামের রাতে স্ত্রী-সম্বোগ করা। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরাও তাদের পোষাক। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তো অবিচার করছিলে নিজেদের প্রতি। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন এবং তোমাদের মাফ করে দিলেন। অতএব এখন থেকে তোমরা তাদের সংগে মিলিত হতে পার এবং কামনা কর তা, যা আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তোমাদের জন্য আর তোমরা খাও ও পান কর, যতক্ষণ না স্পষ্ট হয়ে যায় তোমাদের কাছে ভোরের সাদারেখা রাতের কালরেখা থেকে। তারপর তোমরা পূর্ণ কর সিয়াম রাত পর্যন্ত। আর তোমরা মিলিত হবে না তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মসজিদে ই'tিকাহ রত অবস্থায়। এ সব আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তোমরা এর কাছেও যাবে না। এভাবেই আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।

بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْحَدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

১৮৬- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

১৮৭- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى
نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ
فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
ثُمَّ ارْتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْكَوِيلِ ۚ
وَلَا تَبَاشَرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۚ
فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাকাত

সূরা বাকারা, ২ : ১, ২, ৩, ৪৩, ৮৩, ১১০,
২৭৭

১. আলিফ-লাম-মীম,
২. আল কুরআন সেই কিতাব, যাতে নেই কোন সন্দেহ, যাতে রয়েছে হিদায়েত মুত্তাকীদের জন্য,
৩. যারা ঈমান রাখে গায়েবের প্রতি, কায়েম করে সালাত এবং আমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।
৪৩. তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং রুকু' কর রুকু'কারীদের সাথে।
৮৩. আর স্মরণ কর, আমি অংগীকার নিয়েছিলাম বনু ইসরাঈল থেকে যে, তোমরা ইবাদত করবে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো। সদয় ব্যবহার করবে মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম মিস্কীনের প্রতি এবং সদালাপ করবে মানুষের সাথে, আর কায়েম করবে সালাত ও দেবে যাকাত। কিন্তু তোমাদের মাঝে অল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে এবং বিরুদ্ধবাদী হয়েছিলে।
১১০. তোমরা কায়েম কর সালাত এবং দাও যাকাত, আর যা কিছু তোমরা অগ্রিম পাঠাবে তোমাদের জন্য উত্তম কাজের

- ১-الْم ০
- ২-ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ০
- ৩-الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ০
- ৪৩-وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ০
- ৮৩-وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ০
- ১১০-وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

থেকে, তা তোমরা পাবে আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা তোমরা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেক আমল করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্য রয়েছে, তাদের পুরস্কার, তাদের রবের কাছে, আর তাদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

সূরা তাওবা, ৯ : ১১

১১. আর যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তবে তো তারা তোমাদের দীনি-ভাই। আর আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি নিদর্শনসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

১৮. আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ তো তারাই করবে, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং কায়েম করে সালাত ও দেয় যাকাত এবং ভয় করে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে। অতএব আশা করা যায় যে, তারাই হবে হিদায়েতপ্রাপ্তদের শামিল।

৬০. যাকাত তো কেবল ফকীর ও মিস্কীন-দের জন্য, এ সম্পর্কে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের চিন্তা-আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও সফরে থাকাকালীন অবস্থায় অভাবগ্রস্তদের জন্য, এ হলো আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মত-ওয়ালা।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩১, ৫৫

৩১. ঈসা বললো : আর তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, যেখানেই আমি

عِنْدَ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

২৭৭-إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

১১- فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَاكُمْ فِي الَّذِينَ
وَنُقِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

১৮- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى
أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

৬০- إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

৩১- وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ

থাকি না কেন এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাত ও যাকাতের যতদিন আমি জীবিত থাকি।

৫৫. আর ইসমাইল নির্দেশ দিত তার পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাতের এবং সে ছিল তার রবের কাছে সন্তোষভাজন।

সূরা হায্জ, ২২ : ৪১

৪১. আমি যদি তাদের প্রতিষ্ঠা দান করি পৃথিবীতে, তবে তারা কায়ম করবে সালাত, দেবে যাকাত, নির্দেশ দেবে ভালকাজের এবং নিষেধ করবে মন্দ-কাজ থেকে। আর আল্লাহরই ইচ্ছায় সব কিছুর পরিণাম।

৭৮. অতএব তোমরা কায়ম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহকে। তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত উত্তম বন্ধু ও কত উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১, ৪

১. অবশ্যই কামিয়াব হয়েছে মু'মিনরা,.....

৪. যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়।

সূরা নামল, ২৭ : ১, ২, ৩

১. তোয়া-সীন্, এগুলো আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের,
২. হিদায়েত ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য-
৩. যারা কায়ম করে সালাত এবং দেয় যাকাত আর তারাই আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত ঈমান রাখে।

সূরা রুম, ৩০ : ৩৯

৩৯. আর তোমরা যা দিয়ে থাক সুদ হিসেবে এ জন্য যে, তা বৃদ্ধি পাবে মানুষের সম্পদে, বস্তুত তা সম্পদ বৃদ্ধি করে না আল্লাহর দৃষ্টিতে। আর তোমরা যে

وَأَوْصَيْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا

৫৫-وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

৪১-الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ
أَفَاءُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

৭৮-..... فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ

১-قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

৪-وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
طس

تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ

২-هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

৩-الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

৩৯-وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُؤْا فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤْا عِنْدَ اللَّهِ

যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, এরূপ লোকদেরই সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ৪, ৫

৪. যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, আর তারা আখিরাতের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাসী,
৫. তারাই রয়েছে হিদায়েতের উপর তাদের রবের তরফ থেকে, আর তারাই সফলকাম।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৩

৩৩. হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অবস্থান করবে তোমাদের ঘরে এবং নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না পূর্ববর্তী জাহিলী যুগের মত। আর তোমরা কায়েম করবে সালাত, দেবে যাকাত এবং আনুগত্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান বিদূরিত করতে তোমাদের থেকে অপবিত্রতা এবং তিনি চান তোমাদের পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জদা, ৪১ : ৬, ৭

৬. আর দুর্ভোগ মুশ্রিকদের জন্য
৭. যারা যাকাত দেয় না এবং তারা আখিরাতের প্রতিও অবিশ্বাসী।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ১৩

১৩. তোমরা কি কষ্টকর মনে কর চুপেচুপে তোমাদের কথা বলার পূর্বে সাদাকা দিতে, আর আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেন তোমাদের, তখন তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আর আল্লাহ সম্যক অবহিত তোমরা যা কর তা।

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ○

۴- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ○

۵- أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

۳۳- وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ○

۶- وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ○

۷- الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ ○

۱۳- ۝ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ ۝
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাজ্জ

সূরা বাকারা, ২ : ১৫৮, ১৮৯, ১৯৬, ১৯৭,
১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পাহাড়দয় আল্লাহর নির্দশনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে কেউ আল্লাহর ঘরের হাজ্জ করবে, অথবা উমরা করবে, তার কোন গুনাহ নেই, এ দু'য়ের মাঝে সাযী করলে। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেককাজ করলে, আল্লাহ তো পুরস্কার দাতা সর্বজ্ঞ।

১৮৯. তারা আপনার কাছে জানতে চায় নতুন চাঁদ সম্পর্কে। আপনি বলুন : তা হলো সময় নির্দেশক মানুষ ও হজ্জের জন্য। আর পুণ্য নেই তোমাদের ঘরে প্রবেশ করাতে তার পেছনের দিক দিয়ে। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া করলে। তোমরা প্রবেশ করবে ঘরে তার দরজা দিয়ে, ভয় করবে আল্লাহকে, আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হবে।

১৯৬. আর তোমরা পূর্ণ কর হাজ্জ ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে। আর তোমরা তোমাদের মাথা কামাবে না, যে পর্যন্ত না কুরবানীর পশু পৌছে তার স্থানে। তোমাদের মাঝে যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয়, অথবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে, তবে সে এর

১৫৮- إِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

১৮৯- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى ۚ
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

১৯৬- وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ

ফিদ্যা আদায় করবে সিয়াম বা সাদাকা অথবা কুরবানী দিয়ে। আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যদি কেউ উপকৃত হতে চায় হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে, তবে সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে সিয়াম পালন করতে হবে হজ্জের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফেরার পর সাত দিন — এই পূর্ণ দশ দিন। এ নিয়ম তার জন্য, যার পরিবার-পরিজন মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং জেনে রাখ, আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর।

১৯৭. হজ্জের জন্য রয়েছে সুবিদিত মাসসমূহ। অতএব কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে নিলে, তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী-সম্বোগ করা, পাপাচার করা এবং ঝগড়া-বিবাদ করা বৈধ নয়। আর তোমরা যা কিছু কর কল্যাণকর কাজ থেকে, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে, কেননা উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। আর ভয় কর আমাকে, হে বোধসম্পন্ন লোকেরা।

১৯৮. তোমাদের কোন পাপ নেই, তোমাদের রবের অনুগ্রহ অনুসন্ধান। আর যখন তোমরা ফিরবে আরাফাত থেকে, তখন তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহকে মাশ - 'আরুল হারামের' কাছে। আর স্মরণ করবে তাঁকে, যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে। যদিও তোমরা ছিলে এর আগে গুম্রাহদের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৯. তারপর তোমরা ফিরবে সেখান থেকে, যেখান থেকে অন্যান্য লোকেরা ফিরে

أَذَىٰ مِّن رَّأْسِهِ ۚ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ
تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ
أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

১৯৭- الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۚ
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ ۚ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝

১৯৮- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ
فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۝
১৯৯- ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২০০. আর যখন তোমরা শেষ করবে হজ্জের কাজ-কর্ম, তখন তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহকে, যেভাবে তোমরা স্মরণ কর তোমাদের বাপ-দাদাদের, বরং তার চাইতেও অধিক স্মরণ। আর মানুষের মাঝে যে বলে, হে আমাদের রব! দিন আমাদের এ দুনিয়ায়, নেই তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ।

২০১. আর মানুষের মাঝে যারা বলে, হে আমাদের রব! দিন আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং বাঁচান আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে।

২০২. তাদের জন্য রয়েছে তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

২০৩. আর তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহকে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে, তবে তার কোন গুনাহ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে, তবে তারও কোন গুনাহ নেই। ইহা তার জন্য, যে তাকওয়া করে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং জেনে রাখ, অবশ্যই তোমাদের তাঁর কাছে একত্র করা হবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৬, ৯৭

৯৬. নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা প্রতিষ্ঠিত মানুষের জন্য, তা তো মক্কায়, তা বরকতময় ও হিদায়েত বিশ্ববাসীর জন্য,

৯৭. সেখানে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন-মাকামে ইব্রাহীম, যে কেউ

النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

২০০- فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ
فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنْيَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝

২০১- وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

২০২- أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا
كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২০৩- وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اثْقَلُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

৯৬- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا
وَهَدًى لِلْعَالَمِينَ ۝

৯৭- فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।
আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মানুষের জন্য ঐ
ঘরের হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য, যে
সামর্থ্য রাখে সেখানে যাতায়াতের। আর
কেউ কুফরী করলে, সে জেনে রাখুক,
আল্লাহ্ তো বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১, ২, ৯৫, ৯৬, ৯৭

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পূর্ণ
করবে অঙ্গীকার। হালাল করা হলো
তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু, তা ছাড়া
যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হচ্ছে,
তবে হালাল মনে করবে না শিকার
করাকে ইহ্রাম অবস্থায়। নিশ্চয় আল্লাহ্
আদেশ করেন, যা তিনি চান।

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা
অবমাননা করবে না আল্লাহ্র নিদর্শনের,
পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায়
প্রেরিত পশুর গলায় মালা পরান
চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ
ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র কা'বা
গৃহের অভিমুখে যাত্রীদের। আর যখন
তোমরা ইহ্রামমুক্ত হবে, তখন শিকার
করতে পার। তোমাদের যেন
সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে কোন
সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ, এ কারণে যে,
তারা তোমাদের বাধা দিয়েছিল মসজিদে
হারামে প্রবেশে। তোমরা পরস্পর
সহায়তা করবে নেক্কাজ ও তাকওয়ার
ব্যাপারে আর একে অন্যের সাহায্য
করবে না পাপকাজ ও সীমালংঘনের
ব্যাপারে। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে
নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

৯৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হত্যা
করবে না শিকার জন্তু ইহ্রামে
থাকাবস্থায়। আর যে কেউ হত্যা করলে

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○

۱- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ
اُحْلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُجْلِى الصَّيْدِ
وَ اَنْتُمْ حُرْمٌ
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ○

۲- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحِلُّوْا
شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدٰى وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ
وَلَا اَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

۹۵- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَ اَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا

তা তোমাদের মধ্য থেকে ইচ্ছাকৃত-
ভাবে, তার বিনিময় হবে অনুরূপ সে
জন্তুর যা সে হত্যা করেছে, এ সম্পর্কে
ফয়সালা দেবে তোমাদের মধ্য থেকে
দু'জন ন্যায্যবান ব্যক্তি, যা কা'বাত্তে
পৌছে দেবে কুরবানীরূপে অথবা তার
কাফফারা হবে মিস্কীনকে খাবার দান,
অথবা সমসংখ্যক রোযা, যাতে সে তার
কৃতকর্মের মন্দ পরিণামের স্বাদগ্রহণ
করে। আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন যা
গত হয়েছে। আর কেউ তা পুনরায়
করলে আল্লাহ্ প্রতিশোধ নেবেন
তার থেকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী,
প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

৯৬. হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য
সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া,
তোমাদের ও মুসাফিরদের উপভোগের
জন্য আর হারাম করা হয়েছে
তোমাদের জন্য স্থলের শিকার, যতক্ষণ
তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে।
তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁর কাছে
তোমাদের একত্রিত করা হবে।

৯৭. আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন সম্মানিত ঘর
কা'বাকে মানুষের স্থিতিকরণরূপে এবং
পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায়
প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত
পশুকেও। তা এ জন্য যে, তোমরা যেন
জানতে পার, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন যা
কিছু রয়েছে আসমানে এবং যা কিছু
রয়েছে যমীনে। আর আল্লাহ্ তো সর্ব-
বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা তাওবা, ৯ : ৩, ৪, ৫, ১৯, ২৮

৩. এ সব ঘোষণা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের
তরফ থেকে মানুষের প্রতি মহান
হজ্জের দিনে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ দায়মুক্ত

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بِلِغَةِ
الْكُعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ
أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُ صِيَامًا لِّیَذُوقُوا وَبِالْ
أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

৯৬- أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَيَّاسَةِ
وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرَمًا
وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

৯৭- جَعَلَ اللَّهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

৩- وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ

মুশরিকদের থেকে এবং তাঁর রাসূলও। তোমরা যদি তাওবা কর, তবে তা হবে কল্যাণকর তোমাদের জন্য, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে জেনে রাখ, তোমরা তো হীনবল করতে পারবে না আল্লাহকে। আর আপনি সুসংবাদ দিন কাফিরদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে থেকে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং সাহায্য করেনি তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে, তাদের সাথে পূর্ণ করবে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত কৃত চুক্তি। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন মুত্তাকীদে!

৫. তারপর যখন অতিবাহিত হবে নিষিদ্ধ মাসসমূহ, তখন তোমরা হত্যা করবে মুশরিকদের, যেখানেই তাদের তোমরা পাবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং ওৎপতে থাকবে তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাটিতে। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯. তোমরা কি হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা ও মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের পুণ্যের সমান মনে কর, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে? না, তারা সমান নয় আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহ হিদায়েত দান করেন না যালিম লোকদের।

بَرِيٍّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

۴- إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَيْتُمُ الْيَهُمَ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

۵- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۱۹- أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন মসজিদে হারামের কাছে না আসে এ বছরের পর। আর যদি তোমরা ভয় কর দারিদ্রের, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত করবেন তোমাদের নিজ অনুগ্রহে যদি তিনি চান। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

সূরা কাসাস, ২২ : ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

২৬. আর স্মরণ কর, যখন আমি নির্ধারণ করেছিলাম ইব্রাহীমের জন্য সেই ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম : শরীক করো না আমার সাথে কোন কিছুর এবং পবিত্র রাখ আমার ঘরকে তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে, সালাতে দাঁড়ায় এবং রুকু ও সিজদা করে।

২৭. আর তুমি ঘোষণা করে দাও মানুষের কাছে হজ্জের, তারা আসবে তোমার কাছে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে, যা আসবে প্রত্যেক দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।

২৮. যাতে তারা উপস্থিত হতে পারে তাদের কল্যাণের জন্য এবং উচ্চারণ করতে পারে আল্লাহ্র নাম নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, তিনি তাদের যে সব চতুষ্পদ জন্তু দান করেছেন তার উপর। আর তোমরা খাও তা থেকে এবং আহার করাও দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে।

২৯. তারপর তারা যেন বিদূরিত করে তাদের অপরিস্ফুটনতা এবং পূর্ণ করে তাদের মানত, আর তাওয়াফ করে কা'বা ঘরের।

৩০. ইহাই বিধান, আর যে কেউ সম্মান করবে আল্লাহ্র সম্মানিত নির্দেশাবলীর

২৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ○

২৬- وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ○

২৭- وَإِذْ قَالَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكُّعًا رِّجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ○

২৮- لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ○

২৯- ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○

৩০- ذَلِكَ ۚ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ

তার জন্য রয়েছে কল্যাণ তার রবের কাছে। আর হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু, তা ছাড়া যা তোমাদের জানানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথা থেকে।

৩২. এ হলো আল্লাহর বিধান; আর কেউ সম্মান করলে আল্লাহর নির্দেশনাবলীকে, তা তো হয় তার অন্তরের তাকওয়ার কারণে।

৩৩. তোমাদের জন্য রয়েছে সে সব চতুষ্পদ জন্তুতে নানাবিধ উপকার এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, তারপর এদের কুরবানীর স্থান কা'বা ঘরের কাছে।

৩৪. আর আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে তারা উচ্চারণ করতে পারে আল্লাহর নাম, সে সব চতুষ্পদ জন্তুর উপর, যা তিনি তাঁদের দান করেছেন। তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ, অতএব তাঁরই কাছে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। আর আপনি সুসংবাদ দিন বিনীতদের-

৩৫. যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে আল্লাহর নাম স্মরণে, যারা সবার করে তাদের উপর বিপদ-আপদ আপতিত হলে এবং সালাত কায়েম করে, আর যা আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

৩৬. আর আমি উটকে করেছি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম, তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে কল্যাণ। তোমরা উচ্চারণ করবে আল্লাহর নাম এদের উপর সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায়। তারপর যখন এরা কাত হয়ে পড়ে যাবে, তখন তোমরা তা থেকে

فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ ۝

وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْبُحَايَاطُ

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝

۩- ۩۩ ذٰلِكَ ۩ وَمَنْ يُعَظِّمْ

شَعَائِرَ اللَّهِ

فَاتَّخَذَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

۩- ۩۩ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

۩- ۩۩ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ

مِّنْ بَهِيمَةٍ ۩ الْبُحَايَاطُ

فَالْهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَا أَسْلُومَ ۩

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝

۩- ۩۩ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ

عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۩

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

۩- ۩۩ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ

مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۩

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۩

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا

আহার করবে এবং আহার করাবে
ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে এবং যাচনাকারী
অভাবগ্রস্তকে। এভাবেই আমি বশীভূত
করে দিয়েছি এসব তোমাদের, যাতে
তোমরা শোকর কর।

৩৭. কখনো পৌছায় না আল্লাহর কাছে এ
সবের গোশত, আর না এ সবের রক্ত,
বরং তাঁর কাছে তো পৌছায় তোমাদের
তাকওয়া। এভাবেই তিনি এ সব
বশীভূত করে দিয়েছেন তোমাদের,
যাতে তোমরা শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর
আল্লাহ, এ জন্য যে তিনি তোমাদের
হিদায়েত দান করেছেন। অতএব
আপনি সুসংবাদ দিন নেককারদের।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১০২, ১০৩, ১০৪,
১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮

১০২. তারপর যখন ইসমাইল তার পিতা
ইব্রাহীমের সাথে কাজ করার মত
বয়সে উপনীত হলো, তখন ইব্রাহীম
বললো : হে বৎস! আমি তো স্বপ্নে
দেখি যে, আমি তোমাকে যবাই করছি,
এখন বল, তোমার অভিমত কি? সে
বললো : হে আমার পিতা! আপনি
করুন যা আপনি আদিষ্ট হয়েছেন তা।
অবশ্যই আপনি আমাকে পাবেন ইনশা-
আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের মাঝে।

১০৩. তারপর তারা উভয়ে যখন হুকুম
পালনের জন্য নিজেদের সমর্পণ করলো
এবং ইব্রাহীম তাঁর পুত্রকে উপুড় করে
শোয়াল,

১০৪. তখন আমি তাকে ডেকে বললাম : হে
ইব্রাহীম!

১০৫. তুমি তো বাস্তবায়িত করে দেখালে
স্বপ্নটি; আমি তো এভাবেই পুরস্কার
দেই নেককারদের।

وَ أَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالسُّعْتَ
كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৩৭- لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا
وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ
التَّقْوَى مِنْكُمْ
كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ○

১০২- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ
إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي
أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى
قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ○

১০৩- فَلَمَّا أَسْلَمَا
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ○

১০৪- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ○

১০৫- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

১০৬. নিশ্চয় এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।
 ১০৭. আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক
 মহা-কুরবানীর বিনিময়ে,
 ১০৮. আর রেখে দিলাম আমি ইহা
 পরবর্তীদের স্মরণে।

সূরা ফাত্হ, ৪৮ : ২৭

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রকৃতই সত্য দেখিয়েছেন
 তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি, অবশ্যই তোমরা
 প্রবেশ করবে মসজিদে হারামে
 নিরাপদে ইনশা আল্লাহ্। তোমাদের
 কতক মাথা মুগাবে এবং কতক মাথার
 চুল ছোট করবে। তোমাদের কোন ভয়
 থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা
 জান না। তিনি এ ছাড়াও তোমাদের
 দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।

১০৬- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْبَيْنُ ○

১০৭- وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ○

১০৮- وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ ○

২৭- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ
 لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 آمِنِينَ ۖ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
 لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا
 فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ○

পবিত্রতা

১২৫- وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
أَنْ طَهَّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

২২২- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ
قُلْ هُوَ أَذًى ۝

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ
فَإِذَا طَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

১২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِظِ
أَوْ لِمَسَمَّ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

মিলিত হও এবং পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে মাসেহ করবে তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাত। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় পাপ-মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৬

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা ধুইবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুইসহ এবং মাসেহ করবে তোমাদের মাথা এবং ধুইবে তোমাদের পা টাখনুসহ। যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও, আর পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, তা দিয়ে তোমরা মাসেহ করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হাত। আল্লাহ্ চান না তোমাদের কষ্ট দিতে, বরং তিনি তো চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং পরিপূর্ণ করতে স্বীয় নিয়ামত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা শোকর কর।

সূরা আনফাল, ৮ : ১১

১১. স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন স্বস্তির জন্য তাঁর পক্ষ হতে এবং বর্ষণ করেন তোমাদের উপর আসমান থেকে পানি, যাতে পবিত্র করেন তোমাদের তা দিয়ে এবং দূর করেন তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা, আর যাতে তিনি দৃঢ় করেন তোমাদের অন্তর এবং স্থির রাখেন তা দিয়ে তোমাদের পা।

অযু-গোসল ও তায়াম্মুম

সূরা নিসা, ৪ : ৪৩

৪৩. আর যদি তোমরা পীড়িত হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমরা নারী সন্তোগ কর, আর পানি না পাও, তাহলে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, মাসেহ করে তোমাদের মুখ ও হাত। নিশ্চয় আল্লাহ পাপমোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৬

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা ধৌত করবে তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত, আর মাসেহ করবে তোমাদের মাথা এবং ধৌত করবে তোমাদের পায়ের গিট পর্যন্ত, আর যদি তোমরা জানাবতের অবস্থায় থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। কিন্তু যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রী সন্তোগ কর এবং পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, তা দিয়ে মাসেহ করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হাত। আল্লাহ চান না তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা শোকর কর।

৬২-..... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

۱-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى

الصَّلَاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

হায়েয ও নিফাস

সূরা বাকারা, ২ : ২২২

২২২. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। আপনি বলুন : তা

۲২২-وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ

কষ্টদায়ক অশুচি। অতএব তোমরা স্ত্রীগমন বর্জন করবে হায়েযের সময় এবং তাদের সাথে সংগত হবে না, তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত। আর তারা যখন উত্তমরূপে পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হবে, যেভাবে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন তাওবাকারীকে এবং ভালবাসেন উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে।

قُلْ هُوَ أَذَىٰ
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহ

সূরা বাকারা, ২ : ২২১

২২১. তোমরা বিয়ে করবে না মুশরিক নারীদের ঈমান না আনা পর্যন্ত। আর মু'মিন ক্রীতদাসী অবশ্যই উত্তম মুশরিক নারীর চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুঞ্চ করে। আর তোমরা বিবাহ দেবে না মুশরিক পুরুষদের সাথে, তারা ঈমান না আনা পর্যন্ত। মু'মিন দাস অবশ্যই উত্তম মুশরিক পুরুষের চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুঞ্চ করে। তারা তো ডাকে জাহান্নামের দিকে এবং আল্লাহ্ ডাকেন স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাত ও মাগফিরাতের দিকে। এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

সূরা নিসা, ৪ : ৩, ৪, ২০

৩. আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুইজন, তিনজন অথবা চার জনকে। আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে মাত্র একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এটাই পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী।

২২১- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۚ
وَلَا مَهْرٌ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ
اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ
وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِاٰذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنْ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৩- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُوا ۝

৪. আর তোমরা দেবে নারীদের তাদের মাহ্র সন্তুষ্টিতে, তবে তারা খুশী হয়ে মাহ্রের কিছু ছেড়ে দিলে তা তোমরা ভোগ করবে স্বচ্ছন্দে।
২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থ দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না, তোমরা কি তা গ্রহণ করবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও প্রকাশ্য পাপাচরণ করে ?
২১. আর কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সঙ্গত হয়েছ এবং তারা তোমাদের থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে ?
২২. আর তোমরা বিয়ে করবে না নারীদের মধ্যে যাদের বিয়ে করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষরা, তবে পূর্বে যা হয়েছে তা হয়েছে। তাতে ছিল অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।
২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইঝি, বোনঝি, দুধ-মা, দুধবোন, শাশুড়ী এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সংগত হয়েছ তাদের পূর্বস্বামীর উরসে গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে; তবে যদি তোমরা তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আর আরো হারাম করা হয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীদের এবং হারাম করা হয়েছে দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা, তবে

- ১- وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝
- ২০- وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ
مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
اتَّأْخُذُوهُنَّ بِهُنَّ ۚ وَإِنَّمَا مَيْبِنَا ۝
- ২১- وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝
- ২২- وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝
- ২৩- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ الَّتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

পূর্বে যা হয়েছে তা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৪. তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া সকল সাধবী নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, ইহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধান করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, এ ছাড়া অন্য নারীদের, অর্থ ব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়াকে, তবে অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সন্তোগ করেছ, তাদের দেবে নির্ধারিত মাহর। তোমাদের জন্য কোন দোষ নেই মাহর নির্ধারণের পর কোন বিষয় পরস্পর রাযী হলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ নেই কোন ঈমানদার স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার, সে বিয়ে করবে অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসীকে। আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত তোমাদের ঈমান সম্পর্কে। তোমরা পরস্পর একই, অতএব তোমরা দাসীদের বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদের দেবে তাদের মাহর ন্যায়সংগতভাবে। তারা হবে সৎচরিত্রের অধিকারী, ব্যভিচারী নয় এবং উপপতি গ্রহণকারীও নয়। তবে যদি তারা বিবাহিতা হওয়ার পর ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর শাস্তির অর্ধেক। ইহা তার জন্য যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারকে ভয় করে, আর সবার করা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা নূর ২৪ : ৩২, ৩৩

৩২. আর তোমরা বিবাহ করাও তোমাদের মধ্যে যে পুরুষের স্ত্রী নেই এবং যে

سَلَفَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

২৪- وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

مِنْهُنَّ فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ

فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

২৫- وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ

طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

مِنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ

مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ

نِصْفُ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ

تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৩২- وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

নারীর স্বামী নেই তাদের এবং তোমাদের দাসদাসীদের মাঝে যারা সক্ষম তাদেরও, যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ্ তো তাদের অভাবমুক্ত করবেন স্বীয় অনুগ্রহে। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৩৩. আর যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে না, তারা যেন নিজেদের পবিত্র রাখে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাদের অভাবমুক্ত করেন স্বীয় অনুগ্রহে। আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা নিজেদের মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইবে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, যদি তোমরা তাদের মাঝে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আর তোমরা তাদের দেবে আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে। আর পার্থিব জীবনের ধনসম্পদের লালসায়, তোমরা বাধ্য করবে না তোমাদের দাসীদের ব্যভিচারের জন্য, যদি তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, আর যে তাদের বাধ্য করবে, জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো তাদের উপর যবরদস্তি করার পর-পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ১০, ১১

১০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের কাছে আসে ঈমানদার মুহাজির নারীরা, তখন তোমরা তাদের পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ ভাল জানেন তাদের ঈমান সম্পর্কে। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদের তোমরা ফেরত পাঠাবে না কাফিরদের কাছে। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য বৈধ নয়। আর কাফিররা যা ব্যয়

مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২২- وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَنَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ

করেছে, তোমরা তা তাদের ফিরিয়ে দিও। তারপর তোমাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা তাদের বিয়ে কর এবং তাদের দাও তাদের মোহর, আর তোমরা দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে না কাফির নারীদের সাথে এবং তোমরা ফেরত চাইবে যা তোমরা ব্যয় করেছ, আর তারাও যেন ফেরত চায় যা তারা ব্যয় করেছে। এ হলো আল্লাহর বিধান, তিনি ফয়সালা করে দেন তোমাদের মাঝে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিক্মত-ওয়ালা।

১১. আর যদি তোমাদের হাত ছাড়া হয় কোন কিছু তোমাদের স্ত্রীদের কাফিরদের কাছে থেকে যাওয়ার কারণে, তারপর যদি তোমাদের সুযোগ আসে; তখন যাদের স্ত্রীরা রয়ে গেছে, তারা যা ব্যয় করেছে তাদের তার সমতুল্য অর্থ দেবে। আর ভয় কর আল্লাহকে, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।

وَأَتَوْهُمْ مَّا أَنْفَقُوا
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسْأَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا
ذِكْرُكُمْ حُكْمُ اللَّهِ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১১- وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ
فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ
مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ○

তালাক

সূরা বাকারা, ২ : ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২

২২৮. আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা অপেক্ষা করবে তিন হায়েয কাল পর্যন্ত। আর তাদের জন্য বৈধ নয় গোপন করা, আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তাদের গর্ভাশয়ে, যদি তারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও আখিরাতে। আর তাদের স্বামীরা অধিক হকদার এ সময় তাদের পুনরায় গ্রহণে, যদি তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায়। আর নারীদের জন্য রয়েছে তেমন ন্যায়সংগত অধিকার, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের অধিকার। আর

২২৮- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

পুরুষদের জন্য রয়েছে নারীদের উপর মর্যাদা। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্মত-ওয়ালা।

২২৯. এ তালাক দু'বার। তারপর স্ত্রীকে বিধানমত রেখে দেবে অথবা তাকে মুক্ত করে দেবে সদয়ভাবে। তোমাদের জন্য বৈধ নয়, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা দিয়েছে, তা থেকে কিছু গ্রহণ করা, তবে যদি তারা উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরাও যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই, যদি স্ত্রী কোন কিছু বিনিময়ে মুক্তি পেতে চায়, এসব আল্লাহ্‌র সীমারেখা, তোমরা তা লংঘন করবে না আর যারা লংঘন করে আল্লাহ্‌র সীমারেখা তারাই যালিম।

২৩০. তারপর যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী ঐ স্বামীর জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্যকে স্বামীরূপে বিবাহ করে নেবে; তারপর যদি ঐ স্বামী তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের কারো কোন অপরাধ হবে না; তারা পুনরায় মিলিত হতে চাইলে, যদি তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে। এসব আল্লাহ্‌র সীমারেখা, তিনি তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানী লোকদের জন্য।

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয়, তখন হয় তোমরা তাদের রেখে দেবে বিধি মোতাবেক, নয় তাদের মুক্ত করে

দিবে বিধি মোতাবেক। আর তোমরা তাদের আটকিয়ে রাখবে না তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে। যে এরূপ করবে, সে তো যুলুম করবে নিজের প্রতি। আর তোমরা গ্রহণ করো না আল্লাহর বিধানকে ঠাট্টা তামাশার বস্তুরূপে এবং স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে এবং যা তিনি নাযিল করেছেন, তোমাদের প্রতি কিতাব ও হিক্মত থেকে, যা দিয়ে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৩২. যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদতকাল পূর্ণ করে, তবে তোমরা তাদের বাধা দেবে না, যদি তারা নিজেদের স্বামীদের বিবাহ করতে চায় বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়ে। এ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয় তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈমান রাখে আল্লাহ ও আখিরাতে। ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ জানেন, কিন্তু তোমরা জান না।

أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۖ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يُعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

২৩২- وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

ইদত

সূরা বাকারা, ২ : ২৩৪, ২৩৫

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় স্ত্রীদের রেখে, তাদের স্ত্রীরা ইদত পালন করবে চারমাস দশদিন। তারপর তারা যখন ইদতকাল পূর্ণ করবে, তখন তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তারা নিজেদের জন্য যা যথাবিধি করবে তাতে। আর আল্লাহ, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

২৩৪- وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ شُهُورٍ
وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

২৩৫. আর তোমাদের কোন গুনাহ নেই ইদত পালনরতা স্ত্রী লোকদের কাছে ইংগিতে বিবাহের প্রস্তাব করলে, অথবা তোমাদের মনে গোপন রাখলে। আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে, তবে বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া তাদের কাছে গোপনে কোন অংগীকার করো না এবং বিবাহ কার্য সম্পাদনের সংকল্প করো না ইদতের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, যা কিছু আছে তোমাদের অন্তরে, অতএব তোমরা তাঁকে ভয় কর। আরো জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।

২৩৫- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

মাহর

সূরা বাকারা, ২ : ২৩৬, ২৩৭, ২৪১, ২৪২

২৩৬. তোমাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা তালাক দাও তোমাদের স্ত্রীদের এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদের স্পর্শ করনি এবং তাদের জন্য মাহরও নির্ধারণ করনি। তোমরা তাদের দেবে কিছু উপহারের বস্তু বিধিসম্মতভাবে, স্বচ্ছল ব্যক্তি তার সংগতি অনুযায়ী এবং অস্বচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত। এ হলো নেক্কারদের জন্য কর্তব্য।

২৩৬- لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَ مِمَّا عَشْتُمْ ۚ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝

২৩৭. আর যদি তোমরা তালাক দাও তোমাদের স্ত্রীদের, তাদের স্পর্শ করার আগে, এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদের জন্য মাহর ধার্য করেছ, তবে তোমরা যে মাহর ধার্য করেছ তার অর্ধেক দেবে, যদি না স্ত্রী মাফ করে দেয়, অথবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে সে যদি মাফ করে দেয়, আর মাফ করে দেয়াই

২৩৭- وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ

তাকওয়ার নিকটতর। আর তোমরা ভুলে যাবে না নিজেদের মাঝে উদারতার কথা। নিশ্চয় আল্লাহ, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

২৪১. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের বিধি-মুতাবিক ইদত পূর্তি পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া মুত্তাকীদের কর্তব্য।

২৪২. এভাবেই আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর বিধান, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৯

৪৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন বিয়ে করবে মু'মিন নারীদের, তারপর তাদের তালাক দেবে তাদের স্পর্শ করার আগে, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন পালনীয় ইদত নেই, যা তোমরা গণনা করবে। তবে তোমরা তাদের কিছু সামগ্রী দেবে এবং সৌজন্যের সাথে বিদায় করবে।

সূরা তালাক, ৬৫ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

১. হে নবী! আপনি বলে দিন : যখন তোমরা তালাক দেবে তোমাদের স্ত্রীদের, তখন তাদের তালাক দিও তাদের ইদতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তোমরা হিসাব রেখ ইদত আর ভয় কর তোমাদের রব আল্লাহকে। তোমরা তাদের বের করে দেবে না তাদের ঘর থেকে, আর তারাও যেন বের হয়ে না যায়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, আর যে লংঘন করে আল্লাহর সীমা, সে তো যুল্ম করে নিজেরই উপর। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দেবেন।

لِلتَّقْوَى ۖ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

২৪১-وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۙ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

২৪২-كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

৪৯-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ
فَتَعَوَّوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

১-يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلَّقُوهُنَّ عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرُجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

২. আর যখন তারা উপনীত হবে তাদের ইদ্দত পূরণে, তখন হয় তোমরা তাদের রেখে দেবে যথাবিধি, না হয় তাদের পরিত্যাগ করবে যথাবিধি এবং সাক্ষী রাখবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে। আর তোমরা সঠিক সাক্ষ্য দেবে আল্লাহর জন্য। ইহা দিয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তোমাদের মাঝে যে কেউ ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি তাকে। আর যে কেউ ভয় করে আল্লাহকে, আল্লাহ তার জন্য পথ করে দেবেন,
৩. এবং তাকে রিয়ক দেবেন এমন উম্মত থেকে, যা তার ধারণাতীত। আর যে কেউ ভরসা করে আল্লাহর উপর, আল্লাহ-ই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ পূরণ করবেন তাঁর ইচ্ছা। আল্লাহ তো স্থির করে রেখেছেন সব কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা।
৪. আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা আর ঋতুমতী হওয়ার আশা রাখে না, যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর তাদের ইদ্দত সম্পর্কে, তবে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুমতী হয়নি তাদেরও আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যে কেউ ভয় করে আল্লাহকে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেন।
৫. এ হলো আল্লাহর বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। আর যে কেউ ভয় করে আল্লাহকে, তিনি মোচন করে দেন তার পাপ এবং দেবেন তাকে মহাপুরস্কার।
৬. আর তোমরা তোমাদের তালাক প্রদত্ত স্ত্রীদের বাস করতে দেবে তোমাদের

۲- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝

۳- وَ يَرْزُقْهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

۴- وَالَّذِي يَمْسُكُ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۚ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

۵- ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

۶- أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

সামর্থ অনুযায়ী, যেরূপ ঘরে বাস কর
সেরূপ ঘরে এবং তাদের কষ্ট দিবে না
উত্থাপন করার উদ্দেশ্যে, আর যদি তারা
গর্ভবতী হয়, তবে তাদের জন্য ব্যয়
করবে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।
তারা যদি তোমাদের সন্তানদের দুধ পান
করায়, তবে তাদেরকে দিবে তাদের
বিনিময় এবং তোমরা নিজেদের মাঝে
পরামর্শ করবে ন্যায়সংগতভাবে। আর
যদি তোমরা নিজনিজ দাবীতে অনড়
হও, তা হলে অন্য নারী তাকে দুধ পান
করাবে।

৭. বিত্তবান যেন ব্যয় করে তার সামর্থ
অনুযায়ী, আর যার জীবনোপকরণ
সীমিত, সে যেন ব্যয় করে, আল্লাহ
তাকে যা দিয়েছে তা থেকে। আল্লাহ
কারো উপর বোঝা চাপান না, তাকে যে
সামর্থ দিয়েছেন তার বেশী। অবশ্যই
আল্লাহ দেবেন কষ্টের পরে স্বস্তি।

مَنْ وَجَدَكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلْيُفْقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم
فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَى ۝

৭- لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْزِعْ
نَفْسَهُ ۚ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

ঈলা

সূরা বাকারা, ২ : ২২৬, ২২৭

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সংগত না
হওয়ার শপথ করে, তারা অপেক্ষা
করবে চারমাস, তারপর যদি তারা ফিরে
আসে, তবে আল্লাহ তো পরম
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২২৭. আর যদি তারা সংকল্প করে তালাক
দেওয়ার, তবে তো আল্লাহ সব
শোনেন, সব জানেন।

۲۲۶- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ
تَرْبِصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

২২৭- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ
فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

রাযা'আত বা দুধপান করান

সূরা বাকারা, ২ : ২৩৩

২৩৩. আর মায়েরা দুধপান করাবে তাদের
সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর, যে পিতা পূর্ণ
বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—২৫

۲۳۳- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

শাভাউক আয়াত

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

জুয়া

২১৭- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

৪৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

৯০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৯১- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

৯২- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব শুধু স্পষ্ট প্রচার করা।

৯৩. যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের কোন গুনাহ নেই, পূর্বে তারা যা খেয়েছে তার জন্য, যখন তারা সাবধান হয়, ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তারপর সাবধান হয় ও ঈমান আনে, পুনরায় সাবধান হয় ও ভালকাজ করে। আর আল্লাহ্ ভালবাসেন নেককারদের।

وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا
أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

৯৩- لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

যিনা-ব্যভিচার

সূরা নিসা, ৪ : ১৫, ১৬

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তোমরা সাক্ষী তলব করবে তাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের মধ্য থেকে চার জনকে এবং তারা যদি সাক্ষী দেয়, তবে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখবে ঘরে, যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।

১৬. আর তোমাদের মাঝে যে দু'জন ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাদের শাস্তি দেবে। যদি তারা তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে বিরত থাকবে তাদের থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১৫- وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝

১৬- وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩২

৩২. আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যাবে না, তা তো হলো অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

৩২- وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

সূরা নূর, ২৪ : ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯,
২৩, ২৬

২. ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে এক'শ দোহরা মারবে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান পালনে দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে ও আখিরাতে। আর প্রত্যক্ষ করে যেন তাদের শাস্তি মু'মিনদের একটি দল।
৩. ব্যভিচারী বিবাহ করে না ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া এবং ব্যভিচারিণী বিবাহ করে না ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া, আর ইহা হারাম করা হয়েছে মু'মিনদের জন্য।
৪. আর যারা অপবাদ আরোপ করে সতী নারীদের প্রতি, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের দোহরা মারবে আশি দোহরা, আর কখনো কবুল করবে না তাদের সাক্ষ্য, এরাই তো ফাসিক।
৫. তবে এরা যদি এরপর তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৬. আর যারা অপবাদ আরোপ করে নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি, আর তাদের নেই কোন সাক্ষী নিজেদের ছাড়া, এমতাবস্থায় তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে এরূপ যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে : সে তো অবশ্যই সত্যবাদী।
৭. আর পঞ্চমবারে সে বলবে : যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর লান'ত তার উপর।

- ২-الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ○
- ৩-الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَةَ أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ○
- ৪-وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○
- ৫-إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○
- ৬-وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ○
- ৭-وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ○

৮. আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে, যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, 'তার স্বামীই মিথ্যাবাদী',
৯. এবং পঞ্চমবারে বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর গযব তার নিজের উপর আপতিত হবে।
২৩. নিশ্চয় যারা অপবাদ আরোপ করে সতী, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনবহিত মু'মিন নারীদের প্রতি, তাদের উপর লা'নত দুনিয়া ও আখিরাতে আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।
২৬. দুষ্চরিত্রা নারী দুষ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং দুষ্চরিত্র পুরুষ দুষ্চরিত্রা নারীর জন্য, আর সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। তারা পবিত্র লোকেরা যা বলে তা থেকে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয়ক।

৭

সূরা নূর, ২৪ : ৩০, ৩১

৩০. বলুন মু'মিনদের তারা যেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি এবং হিফায়ত করে তাদের যৌনাঙ্গ। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার বিষয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে যা তারা করে।
৩১. আর আপনি বলুন মু'মিনদের তারা যেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি এবং হিফায়ত করে তাদের যৌনাঙ্গ। আর যেন প্রদর্শন না করে তাদের সৌন্দর্য ও অলংকার, তা'ছাড়া যা সাধারণত প্রকাশ থাকে।

আর তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে নিজেদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ ঢেকে রাখে। আর তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য ও অলংকার তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র, তাদের স্বামীদের পুত্র, তাদের ভ্রাতা, তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাদের ভগ্নিপুত্র, তাদের আপন নারী, তাদের মালিকানাধীন দাস দাসী, এমন পুরুষ যাদের যৌন কামনা রহিত এবং এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ এদের ছাড়া অন্য কারো কাছে। আর তারা যেন সজোরে পদচারণা না করে তাদের গোপন সৌন্দর্য ও অলংকার প্রদর্শন লক্ষ্যে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৯

৫৯. হে নবী! আপনি বলুন আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের এবং মু'মিন নারীদের, তারা যেন নিজেদের উপর টেনে দেয় তাদের চাদরের অংশ। ইহা সহজতর তাদের চেনার ব্যাপারে। ফলে, তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ هُنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
أَوْ نِسَاءِيَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ الشَّبَعِ غَيْرِ أُولِيَ الْمَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ
النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৫৯- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ رَزَاكَ وَبَلَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

কিসাস ও দিয়াত

সূরা বাকারা, ২ : ১৭৮, ১৭৯

১৭৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে নিহতদের ব্যাপারে কিসাস। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তবে নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের পক্ষ থেকে

১৭৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحَرُّ بِالْحَرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ

কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা এবং সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এ হলো তোমাদের রবের তরফ থেকে ভার লাঘব ও রহমত। এরপরও যে সীমালংঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৯. আর তোমাদের জন্য রয়েছে কিসাসের মধ্যে জীবন হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির! আশা করা যায় তোমরা সাবধান হবে।

সূরা নিসা, ৪ : ৯২, ৯৩

৯২. আর কোন মু'মিনের জন্য সংগত নয় কোন মু'মিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র এবং কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে তার জন্য এক মু'মিন দাস মুক্ত করা ও নিহতের পরিবার পরিজনকে দিয়াত দেয়া বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। আর যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং সে মু'মিন হয়, তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করতে হবে। আর যদি সে হয় এমন এক কাওমের থেকে যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার রয়েছে, তবে দিয়াত প্রদান করতে হবে তার পরিবার পরিজনকে এবং মুক্ত করতে হবে এক মু'মিন দাস, কিন্তু যার সংগতি নেই, সে রোযা রাখবে একাদিক্রমে দুই মাস। তাওবার জন্য ইহাই আল্লাহর ব্যবস্থা। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

৯৩. আর কেউ কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহর গযব ও লা'নত তার প্রতি, তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন তার জন্য মহাশাস্তি।

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّى إِلَيْهِ بِأَحْسَنِ ۝
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۝
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ ۝
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৭৭- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

৯২- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا
إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۝
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۝
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۝
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۝

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

৯৩- وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعِدًّا
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَاعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا ۝

সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৫

৪৫. আর আমি বিধান দিয়েছিলাম তাদের তাওরাতে যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তবে কেউ তা মাফ করে দিলে, তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা। আর যে বিচার করে না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী, তারা তো যালিম।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৩

৩৩. আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে হত্যা করবে না যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে। আর কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে আমি তো তার উত্তরাধিকারীকে প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি, তবে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে হত্যার ব্যাপারে। কারণ সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।

٤٥- وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ لَا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

٣٣- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ○

কতল-হত্যা

সূরা মায়িদা, ৫ : ৩২

৩২. আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি বিধান দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে নরহত্যা কিংবা দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করলো। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে, সে যেন সব মানুষেরই প্রাণ রক্ষা করলো। তাদের কাছে তো এসেছিল আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে, তারপর ও তাদের মধ্যে অনেকেই দুনিয়ায় সীমালংঘনকারী রয়ে গেল।

٣٢- مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
كُتِبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
نَفْسًا يَغْيِرْ نَفْسٍ أَوْ فْسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ○

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—২৬

চুরির শাস্তি

সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৮

৩৮. চোর পুরুষ হোক ও নারী হোক, কেটে ফেলবে তাদের হাত, এ হলো তাদের কৃতকর্মের ফল, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

২৮- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَأَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

মুরতাদ ও তার শাস্তি

সূরা বাকারা, ২ : ২১৭

২১৭. আর তোমাদের মাঝে যে কেউ ফিরে যাবে স্বীয় দীন থেকে এবং মারা যায় কাফিররূপে, নিষ্ফল হয়ে যাবে তার আমল দুনিয়া ও আখিরাতে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

২১৭- وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ ○

সূরা মায়িদা, ৫ : ৫৪

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ স্বীয় দীন থেকে ফিরে গেলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ এমন এক কাওমকে নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালবাসেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসে। যারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর, যারা জিহাদ করবে আল্লাহর পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্দকের নিন্দাকে। এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।

৫৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ
أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচার

সূরা নিসা, ৪ : ৫৮, ৬০, ৬৫, ১৩৫

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা ফিরিয়ে দেবে আমানত তার হক্‌দারকে, আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করবে, তখন বিচার করবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন, তা কত উত্তম! আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব দেখেন।

৬০. আপনি কি দেখেন নি তাদের, যারা মনে করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, অথচ তারা বিচারপ্রার্থী হতে চায় তাগূতের কাছে, যদিও তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করতে? আর শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করতে চায় ভীষণভাবে।

৬৫. আর শপথ আপনার রবের! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না তারা আপনার উপর তাদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার অর্পন করে, অবশেষে আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে দ্বিধাসংকোচ না থাকে এবং তারা তা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।

১৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকবে ন্যায়বিচারে

৫৮- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

৬০- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

৬৫- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

১৩৫- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

আল্লাহর সাক্ষীরূপে, যদিও তা হয় তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, অথবা মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে, যদিও সে বিভবান হয় অথবা বিভূহীন হয় আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। অতএব তোমরা খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবে না ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ তো পূর্ণ খবর রাখেন।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৮, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৯

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবিচল থাকবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানকারীরূপে, আর তোমাদের যেন প্ররোচিত না করে সুবিচার বর্জনে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ। সুবিচার করবে, আর এটাই তাক্ওয়ার নিকটতর। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর, তার পূর্ণ খবর রাখেন।
৪৪. আর যে বিচার করে না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী, তারা তো কাফির।
৪৫. আর যে বিচার করে না, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী, তারা তো যালিম।
৪৭. আর যে বিচার করে না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী, তারা তো ফাসিক।
৪৯. আর আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি তাদের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি করেন, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকেন,

أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ○

২৭- قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ
وَأَقِمْ وَجْهَكَ
عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ
كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ○

১৩

৫৮- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْلَمُوا بِالْعَدْلِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

১৪

৩১- يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ○

৩২. বলুন : কে হারাম করেছে সে সব শোভার বস্তু ও বিস্তৃত জীবিকা যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর বান্দাদের জন্য? বলুন : এসব পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে তাদের জন্য, যারা ঈমান এনেছে। এভাবেই আমি বিশদভাবে বিবৃত করি আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

৩৩. বলুন : নিশ্চয় হারাম করেছেন আমার রব অশ্লীলতা প্রকাশ্য ও গোপন আর পাপ ও অসংগত বিরুদ্ধচারিতা, আরো হারাম করেছেন যে, তোমরা শরীক করবে আল্লাহর সাথে এমন কিছু, যার প্রমাণ তিনি পাঠান নি এবং তোমরা বলবে, আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু যা তোমরা জান না।

২২- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

২৩- قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَأْيَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

গনীমতের মাল ও ফায়

সূরা আনফাল, ৮ : ১, ৪১, ৬৯

১. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে গনীমত সম্পর্কে। বলুন, গনীমত আল্লাহ ও রাসূলের। অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং নিজেদের মাঝে সদ্ভাব স্থাপন কর, আর আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, যদি তোমরা মু'মিন হও।

৪১. আর জেনে রাখ, তোমরা যে গনীমত লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর স্বজনদের, ইয়াতীম, মিসকীন ও পর্যটকদের জন্য; যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং তাতে যা আমি নাযিল করেছি আমার বান্দার উপর, হক ও বাতিলের পার্থক্যের দিনে, যেদিন দু'দল পরস্পরের মুকাবিলা করেছিল। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

৪১- وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৬৯. তোমরা ভোগ কর, যে গনীমত তোমরা লাভ কর তা, হালাল ও উত্তম মনে করে, আর ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হাশর, ৫৯ : ৬, ৭, ৮, ৯

৬. আর যে 'ফায়' আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর রাসূলকে ইয়াহুদীদের কাছ থেকে, তার জন্য তোমরা যুদ্ধ করনি, ঘোড়ায় অথবা উটে আরোহণ করনি। বস্তুত আল্লাহ্ কর্তৃত্ব দান করেন তাঁর রাসূলকে, যার উপর চান। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭. যে 'ফায়' আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর রাসূলকে জনপদবাসীদের কাছ থেকে, তা আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের, যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মাঝেই আবর্তিত না হয়। আর যা কিছু তোমাদের দেন রাসূল, তা থেকে গ্রহণ কর, আর যা থেকে তোমাদের বারণ কর, তা থেকে বিরত থাক, আর ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

৮. 'ফায়' অভাববস্ত মুহাজিরদের জন্যও, যারা বহিস্কৃত হয়েছে নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ থেকে, তারা চায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি এবং তারা সাহায্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে। তারাই তো সত্যবাদী।

৯. আর 'ফায়' তাদের জন্যও, যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা ভালবাসে মুহাজিরদের এবং তারা মুহাজিরদের যা দেওয়া

৬৭- فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৬- وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ
فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْلُطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৭- مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
مِنْ أَهْلِ الْقُرَى
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ
كُنْ لَا يَكُنْ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ
وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

৮- لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ قَضًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصَرُونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ
أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

৯- وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ
وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ

হয়েছে, তার জন্য নিজেদের অন্তরে
আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা
মুহাজিরকে অগ্রাধিকার দেয় নিজেদের
উপর, যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত।
যাদের মুক্ত রাখা হয়েছে অন্তরের
কার্পণ্য থেকে, তাইই সফলকাম।

فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مِّمَّا
أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْثِقْ شَيْئًا نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

জিহাদ ও যুদ্ধ

সূরা বাকারা, ২ : ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩,
১৯৪, ২১৬, ২১৭, ২১৮

১৯০. আর তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহর পথে
তাদের বিরুদ্ধে যারা' যুদ্ধ করে
তোমাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু সীমালংঘন
করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না
সীমালংঘনকারীদের।

১৯০- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

১৯১. আর তোমরা তাদের হত্যা করবে,
যেখানেই তাদের পাবে এবং তাদের
বহিস্কৃত করবে সেখান থেকে, যেখান
থেকে তারা তোমাদের বহিস্কৃত
করেছে। আর ফিতনা হত্যার চাইতে
গুরুতর। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ
করবে না মসজিদে হারামের কাছে, যে
পর্যন্ত না তারা যুদ্ধ করে তোমাদের
সাথে সেখানে। যদি তারা যুদ্ধ করে
তোমাদের সাথে তবে তোমরা তাদের
হত্যা করবে। এটাই হলো পরিণাম
কাফিরদের।

১৯১- وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
وَآخِرْجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ
فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ
كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○

১৯২. তবে যদি তারা বিরত হয়, তাহলে
আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।

১৯২- فَإِنْ أَنْتَهُوْا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৯৩. আর তোমরা যুদ্ধ করবে তাদের
বিরুদ্ধে যে পর্যন্ত না ফিতনা দূরীভূত হয়
এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে
যদি তারা বিরত হয়, তাহলে আক্রমণ

১৯৩- وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ
فَإِنْ أَنْتَهُوْا

করা চলবে না যালিমদের ছাড়া অন্য কাউকে।

১৯৪. পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে এবং যার পবিত্রতা অলংঘনীয়, তার অবমাননা ও সবার জন্য সমান। অতএব যে কেউ তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো আছেন মুত্তাকীদের সাথে।

২১৬. তোমাদের জন্য বিধান দেয়া হলো যুদ্ধের, যদি ও তা তোমাদের কাছে অপ্রিয়; আর সম্ভবত যা তোমরা অপসন্দ কর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং সম্ভবত যা তোমরা ভালবাস, তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

২১৭. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে, আপনি বলুন, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহ্র সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিস্কার করা আল্লাহ্র কাছে অধিক অন্যায়। আর ফিতনা হত্যার চাইতেও গুরুতর। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয় যদি তারা পারে। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্থায়ী দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির অবস্থায় মারা যাবে, তাদের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হবে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহ্র

فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ○

১৭৪- الشُّهُرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ،

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ،

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

২১৬- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ،

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ

خَيْرٌ لَّكُمْ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا

وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ ○

২১৭- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشُّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ،

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ،

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ،

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ،

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ

عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا،

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتْ

وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

২১৮- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا

পথে, তারাই আশা করে আল্লাহর
রহমত। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।

সূরা আনফাল, ৮ : ১৫, ১৬

১৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন
মুকাবিলা করবে কাফিরদের ব্যুহবদ্ধ
হয়ে, তখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন
করবে না।

১৬. আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন
করবে, যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন
করা অথবা দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত,
সে তো অবশ্যই বিরাগভাজন হবে
আল্লাহর এবং তার ঠিকানা হবে
জাহান্নাম। আর নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তন!

وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

۱۵- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ
الْأَدْبَارَ ○

۱۶- وَمَنْ يُولِهِمْ يُومِضْ دُبْرَهُ إِلَّا
مُتَحَرِّقًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ
فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ
جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২০০

২০০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা
ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর
এবং সদা প্রস্তুত থাক যুদ্ধের জন্য এবং
আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায়
তোমরা সফলকাম হবে।

সূরা নিসা, ৪ : ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮৪,
৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১

৭১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা
নিজেদের জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর,
তারপর অগ্রসর হও দলেদলে বিভক্ত
হয়ে অথবা অগ্রসর হও একত্রে।

৭৪. আর যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে তারা,
যারা বিক্রি করে দুনিয়ার জীবনকে
আখিরাতের বিনিময়ে। আর যে কেউ
যুদ্ধ করবে আল্লাহর পথে, সে নিহত
হোক বা বিজয়ী হোক, অবশ্যই আমি
তাকে দেব মহাপুরস্কার।

۲۰۰- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا
وَرَأْبُطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

۷۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ
فَإِنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ إِنْفِرُوا جَمِيعًا ○

۷۴- فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ
أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ○

৭৫. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ কর না আল্লাহর পথে, অথচ অসহায় নর-নারী ও শিশুরা বলছে : হে আমাদের রব! আপনি বের করে নি। আমাদের এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম, আর করুন আমাদের জন্য আপনার তরফ থেকে একজন অভিভাবক এবং করুন আমাদের জন্য আপনার তরফ থেকে একজন সাহায্যকারী :

৭৬. যারা ঈমান আনে, তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, আর যারা কুফরী করে, তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। অতএব তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল হলো দুর্বল।

৮৪. আর যুদ্ধ করুন আল্লাহর পথে, আপনাকে দায়ী করা হবে শুধু আপনার নিজের জন্য এবং উদ্বুদ্ধ করুন মু'মিনদের, আশা করা যায় আল্লাহ প্রতিহত করবেন কাফিরদের শক্তি। আর আল্লাহ প্রবলতর শক্তিতে এবং কঠোরতর শাস্তিদানে।

৮৮. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের পূর্বাবস্থায় তাদের কৃতকর্মের জন্য। তোমরা কি চাও তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে, যাকে আল্লাহ গুম্রাহ করেছেন? আর আল্লাহ যাকে গুম্রাহ করেন, তুমি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবে না।

৮৯. তারা তো কামনা করে যে, তোমরা যেন কুফরী কর, যে রূপ তারা কুফরী করেছে, যাতে তোমরা তাদের সমান

৭৫- وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

৭৬- الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّالِمِينَ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

৮৪- فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُلْفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۝

৮৮- فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ ۚ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

৮৯- وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

হয়ে যাও। অতএব তোমরা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে আল্লাহর পথে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের পাকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানে পাবে। আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে গ্রহণ করবে না বন্ধুরূপে, আর না সাহায্যকারীরূপে,

৯০. কিন্তু তাদের নয়, যারা মিলিত হয় এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে। যাদের সাথে তোমাদের রয়েছে অংগীকার অথবা যারা আসে তোমাদের কাছে এমন অবস্থায়, যখন তাদের মন সংকুচিত যুদ্ধ করতে তোমাদের সাথে অথবা তাদের কাওমের সাথে। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তিনি অবশ্যই তাদের ক্ষমতা দিতেন তোমাদের উপর, ফলে তারা নিশ্চয় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পথ রাখেন নি।

৯১. অবশ্যই তোমরা পাবে এমন কতক লোক, যারা চাইবে শান্তি তোমাদের সাথে এবং তাদের কাওমের সাথে। যখনই তাদের আহবান করা হয় ফিতনার দিকে, তখনই তারা আগের অবস্থায় ফিরে যায়। আর যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব না করে ও তাদের হস্তসম্বরণ না করে, তবে তাদের পাকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানে পাবে সেখানেই।

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

৯০- إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ
وَكُلُّ شَاءِ اللَّهِ لَسَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوهُمْ
فَإِنْ اعْتَزَلُواكُمْ
فَلَمْ يُقَاتِلُواكُمْ
وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ۚ
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

৯১- سَتَجِدُونَ آخَرِينَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَايِعُوكُمْ وَيَخْلُفُوا
قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا رُزِّقُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا
فِيهَا ۚ فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُواكُمْ
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ
فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ

আর তাদের ব্যাপারে আমি তোমাদের দিয়েছি স্পষ্ট অধিকার।

সূরা আনফাল, ৮ : ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৭

৩৮. আপনি বলুন তাদের, যারা কুফরী করে : যদি তারা বিরত হয়, তবে যা অতীত হয়ে গেছে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। কিন্তু যদি তারা পুনরাবৃত্তি করে, তবে তো পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

৩৯. আর তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে তাদের বিরুদ্ধে, যতক্ষণ না ফিত্না শেষ হয়ে যায় এবং হয়ে যায় দীন সবই আল্লাহর জন্য। আর যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে, আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

৪০. কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

৪৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন মুকাবিলা করবে কোন দলের, তখন তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে এবং স্মরণ করবে আল্লাহকে বেশীবেশী, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

৫৭. আর যদি আপনি যুদ্ধে তাদের কাবু করতে পারেন, তবে তাদের এমনভাবে বিধ্বস্ত করবেন, যাতে তাদের পেছনে যারা রয়েছে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

৫৮. আর যদি আপনি নিশ্চিতভাবে কোন কাওমের চুক্তিভংগের আশংকা করেন, তবে আপনিও বাতিল করে দেবেন তাদের সাথে কৃত চুক্তি অনুরূপভাবে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না চুক্তি ভংগকারীদের।

عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝

৩৮- قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝

৩৯- وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

৪০- وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

৪৫- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৫৭- فَإِمَّا تَثْقَفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهِمْ يَدْكُرُونَ ۝

৫৮- وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

৬০. আর তোমরা প্রস্তুত রাখবে তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সাধ্যানুসারে শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী, যা দিয়ে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যাদের যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ তাদের জানেন। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর পথে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

৬১. কিন্তু যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও ঝুঁকে পড়বেন সেদিকে এবং ভরসা করবেন আল্লাহর উপর। নিশ্চয় তিনি সব শোনে, সব জানেন।

৬২. আর যদি তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আল্লাহই তো আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তো আপনাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মু'মিনদের দিয়ে।

৬৫. হে নবী! আপনি উদ্বুদ্ধ করুন মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য, যদি তোমাদের মাঝে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা বিজয়ী হবে দু'শ জনের উপর, আর যদি তোমাদের মাঝে একশ' জন থাকে, তবে তারা বিজয়ী হবে এক হাজার কাফিরের উপর। কেননা, তারা এমন এক কাওম, যারা বুঝে না।

৬৬. এখন আল্লাহ হাল্কা করে দিয়েছেন বোঝা। আর তিনি তো জানেন যে তোমাদের মাঝে রয়েছে দুর্বলতা। অতএব তোমাদের মাঝে একশ' জন ধৈর্যশীল থাকলে, তারা বিজয়ী হবে দুশ' জনের উপর। আর যদি তোমাদের মাঝে এক হাজার থাকে, তবে তারা

৬০- وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ
وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ
لَا تَعْلَمُونَهُم ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤْتِ الْيُكُفَّ وَ أَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ○

৬১- وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ
فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৬২- وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ
حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي آتَاكَ
بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ○

৬৫- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى
الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَ إِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ○

৬৬- أَلَمْ نَخَفْ اللَّهَ عَنْكُمْ
وَ عَلِمْنَا أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ

বিজয়ী হবে দু'হাযারের উপর আল্লাহ্র হুকুমে। আর আল্লাহ্ আছেন ধৈর্য-শীলদের সাথে।

৬৭. নবীর জন্য সমীচীন নয় যে, তিনি বন্দী রাখবেন দেশে শত্রুকে ব্যাপকভাবে পরাভূত না করা পর্যন্ত, তোমরা তো চাও দুনিয়ার সম্পদ, আর আল্লাহ্ চান আখিরাতের কল্যাণ। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

সূরা তাওবা ৯ : ২০, ২১, ২২, ২৯, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৭৩, ১২২, ১২৩

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে নিজেদের সম্পদে ও জীবন দিয়ে, তারা অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আল্লাহ্র কাছে, তারাই সফলকাম।
২১. তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের রব স্বীয় রহমতের ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী সুখশান্তি।
২২. তারা সেখানে চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।
২৯. তোমরা যুদ্ধ করবে তাদের সাথে, যারা ঈমান আনে না আল্লাহ্র প্রতি, আর না আখিরাতের প্রতি এবং তারা হারাম গণ্য করে না, যা হারাম করেছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তা এবং যারা অনুসরণ করে না সত্য দীনের তাদের মধ্য থেকে, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয়্যা দেয়।
৩৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের বলা হয়

يُغْلِبُوا الْفَرِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

৬৭- مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى
حَتَّى يَتَخَنَ فِي الْأَرْضِ ۖ تُرِيدُونَ عَرَصَ
الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

২০- الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ ۖ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۖ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

২১- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ
بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ
فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ○

২২- خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

২৯- قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

৩৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ

বেরিয়ে পড় আল্লাহর পথে, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ঝুঁকে পড় মাটির দিকে? তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের পরিবর্তে? বস্তুত দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ আখিরাতের তুলনায় অতি অল্প!

৩৯. যদি তোমরা বের না হও, তাহলে তিনি তোমাদের মর্মভুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন অপর এক জাতিকে, আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে, সর্বশক্তিমান।

৪১. তোমরা যুদ্ধে বেরিয়ে পড় হালকা বা ভারী অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে!

৭৩. হে নবী! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হোন তাদের প্রতি, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

১২২. আর মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সবাই একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। মু'মিনদের প্রত্যেক দল থেকে কেন এক অংশ বের হয় না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সতর্ক করতে পারে তাদের লোকদের, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, আশা করা যায় তারা সাবধান হবে।

১২৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যুদ্ধ কর কাফিরদের মাঝে তাদের সাথে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী, আর তারা যেন দেখতে পায় তোমাদের মাঝে

إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ ۖ أَرْضِيْتُمْ
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۖ فَمَا مَتَّامُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

৩৯- إِنْ تَنَفَرُوا يَعْذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَصْرِفُهُ شَيْئًا ۖ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪১- اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا
بِمَاؤَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৭৩- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ ۖ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝
১২২- وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۖ
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ۝

১২৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ
يَكُونُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۖ

কঠোরতা। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো আছেন মুত্তাকীদের সাথে।

সূরা হায্জ, ২২ : ৩৯, ৪০, ৪১, ৭৮

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তো তাদের সাহায্য করতে সম্যক শক্তিশালী।

৪০. যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে : আমাদের রব আল্লাহ্। আর আল্লাহ্ যদি প্রতিহত না করতেন মানুষের এক দলকে অন্য দল দিয়ে, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা, সিনাগগ্ এবং মসজিদসমূহ, যেখানে আল্লাহ্র নাম বেশী বেশী স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহ্কে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৪১. এদের আমি যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তবে তারা কায়ম করবে সালাত, দেবে যাকাত ও আদেশ করবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে খারাপ কাজ থেকে। আর আল্লাহ্রই ইচ্ছায় সাকল কাজের পরিণাম।

৭৮. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং আরোপ করেন নি তোমাদের উপর দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা, আর তিনি পসন্দ করেছেন তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতকে। তিনি নামকরণ করেছেন তোমাদের 'মুসলিম' এর পূর্বে এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

৩৭- اَذِنَ لِلَّذِينَ

يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ○

৪০- الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۚ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ

وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ

يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ

وَلَيَنْصَرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

৪১- الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ○

৭৮- وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلُ

وَفِي هَذَا لَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ شَهِيدًا ۚ

তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির জন্য। অতএব তোমরা কয়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহকে। তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত উত্তম বন্ধু আর কত উত্তম সাহায্যকারী!

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ৪, ৩৫, ৩৬

৪. আর যখন তোমরা যুদ্ধে মুকাবিলা করবে কাফিরদের, তখন আঘাত করবে তাদের গর্দানে, অবশেষে যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদের বাঁধবে শক্ত করে; তারপর অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ যতক্ষণ না নামিয়ে ফেলে তারা যুদ্ধ অস্ত্র, ইহাই বিধান। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতেন। কিন্তু তিনি চান, তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে। আর যারা নিহত হয় আল্লাহর পথে, তিনি কখনো বিনষ্ট করেন না, তাদের আমল।

৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হীনবল হয়ে না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, আর তোমরাই প্রবল, কেননা আল্লাহ আছেন তোমাদের সাথে এবং তিনি কখনো হ্রাস করবেন না তোমাদের আমল।

৩৬. দুনিয়ার যিন্দেগী তো খেল তামাশা মাত্র, আর যদি তোমরা ঈমান আন ও তাকওয়া কর, আল্লাহ নিজ থেকে তোমাদের দেবেন তোমাদের প্রতিদান, আর তিনি চান না তোমাদের থেকে তোমাদের ধন-সম্পদ।

সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১৬, ১৭

১৬. আপনি বলুন : সে সব মরুভাসীদের যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল : শিগ্গীরই

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ
فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ ۚ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

৫- فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَضْرِبَ الرِّقَابَ ۚ حَتَّى إِذَا أَثْنَمْتُمُوهُمْ
فَشُدُّوا الوثَاقَ ۚ فَمَا مَتًا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءُ
حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ ۚ
وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۚ
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ
قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ
فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

৩৫- فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۚ
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۚ
وَاللهُ مَعَكُمْ
وَلَنْ يَتْرِكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝

৩৬- إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ
وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝

১৬- قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ

سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بِأَيْسٍ شَدِيدٍ
تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ؕ
فَإِنْ طَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا
وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ
مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১৭- لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ؕ
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

ম

২২- فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ؕ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ؕ
قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ
وَإِنْ تُغَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ؕ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ

আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তিনি তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্মত-ওয়ালা।

সূরা নিসা, ৪ : ২,৩,৬,১০

২. তোমরা ইয়াতীমদের দেবে তাদের সম্পদ এবং বদল করবে না মন্দকে ভালোর সাথে, আর গ্রাস করবে না তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে, নিশ্চয় এ হলো মহাপাপ।
৩. আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার জনকে, আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে মাত্র একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীকে। এটাই পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী।
৬. আর তোমরা যাচাই করবে ইয়াতীমদের, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। যদি তোমরা তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পাও, তবে তাদের ফিরিয়ে দেবে তাদের সম্পদ। আর তারা সাবালক হয়ে যাবে এ আশংকায় তাদের সম্পদ অপচয় এবং তাড়াতাড়ি করে খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন বিরত থাকে, আর যে অভাবী সে যেন ভোগ করে বিধি মুতাবিক। আর যখন তোমরা তাদের ফিরিয়ে দিবে তাদের সম্পদ, তখন তোমরা তার জন্য সাক্ষী রাখবে। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

১০. যারা গ্রাস করে ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে, তারা তো ভক্ষণ করে নিজেদের উদের আগুন, অচিরেই তারা জ্বলবে জ্বলন্ত আগুন।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৪

৩৪. আর ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তার সম্পদের কাছেও যাবে না উত্তম উপায় ব্যতিরেকে আর তোমরা পূর্ণ করবে অংগীকার। নিশ্চয় অংগীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

۱۰- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

۳۴- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

মুবাহালা

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬১

৬১. যে কেউ আপনার সাথে তর্ক করে এ বিষয়ে আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, তাদের আপনি বলে দিন : এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদের, তারপর আমরা বিনীত আবেদন করি, আর আল্লাহর লা'নত দেই মিথ্যাবাদীদের উপর।

۶۱- فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاتَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝

কৃপণতা

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮০

১৮০. যারা কৃপণতা করে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, ইহা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তাতো অকল্যাণকর তাদের জন্য। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের মালিকানা একমাত্র

۱۸۰- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَلَهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ

আল্লাহরই। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে
আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

সূরা নিসা, ৪ : ৩৭

৩৭. আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না তাদের, যারা
কৃপণতা করে এবং আদেশ করে
মানুষকে কৃপণতা করতে, আর আল্লাহ্
নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা
গোপন করে। আমি প্রস্তুত করে
রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক
শাস্তি।

وَاللَّهُ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

৩৭-الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝

তাওবা

সূরা নিসা, ৪ : ১৭, ১৮

১৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সব লোকের তাওবা
কবুল করেন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ
কাজ করে, তারপর সত্বর তাওবা করে,
আল্লাহ্ এদেরই তাওবা কবুল করেন।
আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

১৮. আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা মন্দ
কাজ করে সারা জীবন। অবশেষে যখন
তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন
সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি,
আর তাদের জন্যও তাওবা নয়, যারা
মারা যায় কাফির অবস্থায়। এদেরই
জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি
যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৮

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা
আল্লাহর কাছে তাওবা কর খালিস
তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের
রব মোচন করে দেবেন তোমাদের
ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং তোমাদের দাখিল
করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার
পাদদেশে নহরসমূহ। সেদিন আল্লাহ্

১৭-إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১৮-وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ إِنِّي تُوبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ
يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ
أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

৮-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ

লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং নবীর মু'মিন সঙ্গীদেরকে। তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডানে চলতে থাকবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি পূর্ণতা দান করুন আমাদের নূরে এবং মাফ করুন আমাদের। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَى
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْفُ رُبَّنَا ۖ
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯

১৫৯. আর আল্লাহর রহমতে আপনি তো কোমল হৃদয় হয়েছেন তাদের প্রতি, কিন্তু যদি আপনি হতেন রুঢ় ও কঠোর চিত্ত, তবে তারা অবশ্যই সরে পড়ত আপনার আশপাশ থেকে। অতএব আপনি তাদের মাফ করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর তাদের সাথে পরামর্শ করুন কাজ-কর্মে। তারপর যখন আপনি কোন সংকল্প করবেন, তখন ভরসা করবেন আল্লাহর উপর। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন ভরসাকারীদের।

১৫৯- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

সূরা শূরা, ৪২ : ৩৮

৩৮. আর যারা সাড়া দেয় তাদের রবের আহবানে, সালাত কায়েম করে এবং পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের মাঝে কাজ সম্পন্ন করে, আর আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, আল্লাহর কাছে যা আছে তা তাদের জন্য উত্তম ও স্থায়ী।

৩৮- وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ ۚ
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۚ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

অপব্যয় না করা

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৬, ২৭, ২৯

২৬. আর দাও আত্মীয়-স্বজনকে তার হক এবং মিস্কীন ও পর্যটককেও আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না।

২৬- وَإِذْ أَوْفَىٰ أَصْحَابُ الْمِيثَاقِ
وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۝

২৭. নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা হলো শয়তানের ভাই। আর শয়তান হলো তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

২৯. আর তুমি তোমার হাত গর্দানে আবদ্ধ করে রাখবে না এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করবে না, এরূপ করলে তুমি হয়ে পড়বে তিরস্কৃত ও নিঃস্ব।

২৭- إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

২৯- وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝

করযে হাসানা

সূরা বাকারা ২ : ২৪৫

২৪৫. সে ব্যক্তি কে, যে করযে হাসানা দেয় আল্লাহকে? আল্লাহ তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন তার জন্য। আর আল্লাহ সংকুচিত করেন এবং সম্প্রসারিত করেন, তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

২৪৫- مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۝

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۝

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ۝

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১১, ১৮

১১. সে ব্যক্তি কে, যে করযে হাসানা দেয় আল্লাহকে? আল্লাহ তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন তার জন্য। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

১১- مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

১৮. নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা করযে হাসানা দেয় আল্লাহকে, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

১৮- إِنَّ الْمُسْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ

وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفَ لَهُمْ

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৭, ১৮

১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তবে তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের এবং তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের। আর আল্লাহ মহা গুণগ্রাহী, অতিশয় সহনশীল।

১৭- إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

يُضَعِّفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۝

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝

১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।

১৮- عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ : ২০

২০. আর তোমরা দাও আল্লাহকে করযে-
হাসানা।

وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

-২০

হিজরত

সূরা আনফাল, ৮ : ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জিহাদ করেছে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তোমাদের নেই তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা তোমাদের সাহায্য চায় দীনের ব্যাপারে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু যে কাওম ও তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। আর আল্লাহ, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

৭২- إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنْ اسْتَنْصَرْتُمْ وَكَمْ فِي الَّذِينَ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

৭৩. আর যারা কুফরী করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু, যদি তোমরা এরূপ না কর, তবে দেশে ফিতনা ও মহাবিপর্ষয় দেখা দেবে।

৭৩- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَصْمِهِمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই হলো প্রকৃত মু'মিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

৭৪- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে তোমাদের সাথে থেকে, তারাও তোমাদের

৭৫- وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجُهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُوا

অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মীয়রা একে অপরের চাইতে অধিক হকদার আল্লাহর বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা তাওবা, ৯ : ৪০

৪০. যদি তোমরা রাসূলুল্লাহকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয়, যখন তারা উভয়ের ছিলেন গুহার মাঝে। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন : চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন। এরপর আল্লাহ নাযিল করেন তার উপর স্বীয় প্রশান্তি এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক বাহিনী দিয়ে, যা তোমরা দেখনি। আর তিনি হয়ে করেন কাফিরদের কথা। বস্তুত আল্লাহর কথাই সবার উপরে এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।

সূরা হায্জ, ২২ : ৫৮, ৫৯

৫৮. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহর পথে, তারপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, অবশ্যই আল্লাহ তাদের রিয়ক দেবেন উত্তম রিয়ক। আর নিশ্চয় আল্লাহ তিনিই উৎকৃষ্ট রিয়কদাতা।

৫৯. অবশ্যই তিনি তাদের দাখিল করবেন এমন স্থানে, যা তারা পসন্দ করবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।

الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৫০- إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۚ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

৫৮- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝
৫৯- لِيَدْخِلْنَهُمْ مَّدْخَلَ رِزْوَنِهِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ না করা

সূরা বাকারা, ২ : ৪১, ১৭৪

৪১. আর তোমরা ঈমান আন তাতে, যা আমি নাযিল করেছি, যা সমর্থক

৫১- وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

তোমাদের কাছে যা আছে তার এবং তোমরা হয়ো না তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী। আর তোমরা গ্রহণ কর না আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য এবং কেবল আমাকেই ভয় কর।

১৭৪. নিশ্চয় যারা গোপন করে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন কিতাবে তা এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভর্তি করে না। আর আল্লাহ তাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সূরা নাহল, ১৬ : ৯৫

৯৫. আর তোমরা বিক্রি করবে না আল্লাহর সঙ্গে কৃত অংগীকার তুচ্ছ মূল্যে। আল্লাহর কাছে যা আছে কেবল তাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে!

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ س وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ وَإِنِّي فَإِنِّي قَاتِلُونَ ۝

১৭৪- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৯৫- وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

সত্য গোপন না করা

সূরা বাকারা, ২ : ৪২

৪২. আর তোমরা মিশ্রিত করো না সত্যকে অসত্যের সাথে এবং গোপন করো না সত্যকে জেনেও।

৪২- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

নিজে না করে অপরকে করতে বলা

সূরা বাকারা, ২ : ৪৪

৪৪. তোমরা কি নির্দেশ দাও লোকদের নেককাজের এবং ভুলে যাও নিজেদের কথা! অথচ তোমরা পাঠ কর কিতাব। তবে তোমরা বুঝ না?

৪৪- أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

সবর ও সালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা করা

সূরা বাকারা, ২ : ৪৫, ১৫৩

৪৫. আর তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে এবং ইহা অতিশয় কঠিন, কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য নয়।

১৫৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ রয়েছেন সবরকারীদের সাথে।

১৫-وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝

১৫৩-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

হালাল খাওয়া ও হারাম না খাওয়া

সূরা বাকারা, ২ : ১৬৮, ২৭২, ১৭৩

১৬৮. হে মানুষ! তোমরা খাও, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু রয়েছে তা থেকে এবং তোমরা অনুসরণ করবে না শয়তানের পদচিহ্ন। নিশ্চয় সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৭২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খাও আমি যে পবিত্র বস্তু তোমাদের দিয়েছি তা থেকে এবং শোকর কর আল্লাহর, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ হারাম করেছেন তোমাদের জন্য মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা। তবে যে নিরুপায় অথচ নাফরমান কিম্বা সীমালংঘনকারী নয়, তার জন্য কোন গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৬৮-يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

১৭২-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

১৭৩-إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

সূরা মায়িদা, ৫ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮৭, ৮৮

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পূর্ণ করবে অংগীকার। তোমাদের জন্য

১-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু, যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া, তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ করেন যা চান।

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবমাননা করবে না আল্লাহ্র নিদর্শনের, আর পবিত্র মাসের, আর না কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, আর না গলায় মালাপরানো পশুর, আর যারা নিজেদের রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র ঘর অভিমুখী যাত্রী তাদের। যখন তোমরা ইহরাম মুক্ত হবে, তখন শিকার করতে পারবে। তোমাদের যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ এ কারণে যে, তারা তোমাদের মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দিয়েছিল। আর তোমরা পরস্পরে সাহায্য করবে নেক্কাজ ও তাক্ওয়ায়র ব্যাপারে এবং একে অপরকে সাহায্য করবে না পাপ কাজ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, যে পশু যবাহু করা হয়েছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে, স্বাসরোধে মরা জন্তু, আঘাতের কারণে মরা জন্তু, পতনের কারণে মরা জন্তু, শিংয়ের আঘাতে মরা জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা যবাহু করতে পেরেছ তা ছাড়া। আর যে পশু বলি দেয়া হয় মূর্তিপূজার বেদীতে তা এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সবই পাপ কাজ। আজ নিরাশ হয়েছে কাফিররা তোমাদের

أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ○

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا
شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَسْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

۳- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ

দীনের ব্যাপারে, অতএব তোমরা তাদের ভয় করবে না, ভয় কল্প শুধু আমাকে। আজ আমি পূর্ণাঙ্গ করলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত ও মনোনীত করলাম তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসাবে। তবে কেউ পাপের প্রতি না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে, তখন আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪. লোকেরা আপনার কাছে জানতে চায়- কী কী হালাল করা হয়েছে তাদের জন্য তা? বলুনঃ হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম পবিত্র জিনিস, আর শিকারী পশু-পক্ষী যাদের তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তোমরা খাবে তারা যা ধরে আনে তা, তবে এতে আল্লাহর নাম নেবে এবং ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

৫. আজ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমস্ত ভাল পবিত্র জিনিস। আহ্লে কিতাবের খাদ্য হালাল তোমাদের জন্য এবং তোমাদের খাদ্য ও তাদের জন্য হালাল। মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বের আহ্লে কিতাবের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ, যদি তাদের বিবাহের জন্য মাহর প্রদান কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রনয়ণী গ্রহণের জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِّإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৪- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ
قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ
وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَإِذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

৫- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مَخْذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

৮৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হারাম করো না, যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তা, আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না সীমালংঘনকারীকে।

৮৮. আর তোমরা খাও, সে সব হালাল উৎকৃষ্ট জীবিকা থেকে, যা আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন। আর ভয় কর আল্লাহ্কে, যার প্রতি তোমাদের ঈমান রাখ।

সূরা আন'আম ৬ : ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫

১১৮. আর তোমরা খাও তা থেকে, যাতে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়েছে, যদি তোমরা তার নির্দেশে বিশ্বাসী হও।

১১৯. আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা খাও না তা থেকে যাতে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়েছে? আর তিনি তো বিশদভাবে বিবৃত করেছেন তোমাদের কাছে যা তিনি হারাম করেছেন তোমাদের জন্য তা, তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র। আর অনেকে অবশ্যই অপরকে গুমরাহ করে তাদের খেয়াল খুশীর বশবর্তী হয়ে অজ্ঞতা-বশত। নিশ্চয়ই তোমার রব সবিশেষ অবহিত সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে।

১২০. তোমরা বর্জন কর, প্রকাশ্য ও অপ্রচ্ছন্ন পাপ। নিশ্চয় যারা পাপ করে, অবশ্যই তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, তারা যে পাপ করতো সে জন্য।

১২১. তোমরা খাবে না তা থেকে কিছুই যাতে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়নি। নিশ্চয়ই তা তো পাপ। আর শয়তানেরা

৮৭-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

৮৮-وَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ○

১১৮-تَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ○

১১৯-وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ○

১২০-وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ○

১২১-وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ

তো প্ররোচনা দেয় তাদের বন্ধুদের
তোমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে।
আর যদি তোমরা তাদের কথা মত চল,
তবে তো তোমরা হয়ে পড়বে
মুশরিক।

১৪২. আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন চতুর্পদ
জন্তুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক
ক্ষুদ্রাকায় পশু। তোমরা খাও যে রিয়িক
আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন তা থেকে
এবং অনুসরণ করো না শয়তানের
পদাঙ্ক। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য
দুশমন।

১৪৩. আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও
মাদী : মেষের দু'টি ও ছাগলের দু'টি।
আপনি বলুন : তিনি কি নর দু'টি হারাম
করেছেন কিম্বা মাদী দু'টি, অথবা মাদী
দু'টির গর্ভে যা আছে তা? তোমরা
আমাকে অবহিত কর প্রমাণসহ, যদি
তোমরা সত্যবাদী হও।

১৪৪. আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন উটের দু'টি
এবং গরুর দু'টি। বলুন : তিনি কি
হারাম করেছেন নর দু'টি কিংবা মাদী
দু'টি অথবা মাদী দু'টির গর্ভে যা আছে
তা? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে,
যখন আল্লাহ তোমাদের এ সবার
নির্দেশ দেন? সুতরাং তার চাইতে
অধিক যালিম কে, যে মিথ্যা রচনা
করে আল্লাহ সন্ধকে, যাতে বিভ্রান্ত
করে মানুষকে অজ্ঞতাবশত? নিশ্চয়
আল্লাহ হিদায়েত দেন না যালিম
লোকদের।

১৪৫. আপনি বলুন : আমার প্রতি যা ওহী করা
হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে
তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না
মরা অথবা বহমান রক্ত বা শূকরের

وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ
لَيُؤْخَذُ إِلَىٰ أُولِيئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝

১৪২- وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ ۖ وَفَرَسٌ ۖ
كُلُوا مِنْهَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۖ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

১৪৩- ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۖ قُلْ آلَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ
أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৪৪- وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۖ قُلْ آلَ الذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ
أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ
إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهِدَاءٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ۝

১৪৫- قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ

মাংস ব্যতীত। কেননা, এসব অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে; তবে কেউ নিরুপায় হলে অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা আহার করলে, নিশ্চয় আপনার রব পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১

৩১. হে বনী আদম ! তোমরা পরিধান করবে সুন্দর পোষাক প্রত্যেক মসজিদে যাওয়ার সময়, আর খাবে ও পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি ভালবাসেন না অপচয়কারীদের।

সূরা নাহল, ১৬ : ১১৪, ১১৫, ১১৬

১১৪. আর তোমরা খাও তা থেকে, যা আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন হালাল ও পবিত্র উত্তম বস্তুরূপে এবং শোকর আদায় কর আল্লাহ্র নিয়ামতের, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।

১১৫. আল্লাহ্ তো হারাম করেছেন তোমাদের জন্য মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবাহ করা হয়েছে তা, তবে কেউ নিরুপায় হলে আল্লাহ্র অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘনকারী না করে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১৬. তোমাদের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলে, আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, “এটা হালাল এবং এটা হারাম”। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলকাম হবে না।

رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أِهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৩১-يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيْنَتَكَ عِنْدَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

১১৪-فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا
وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

১১৫-اِنَّمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اِهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ
فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১১৬-وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تُصِفُ الْمَسِيْنَةُ
الْكُذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَهٰذَا حَرَامٌ
لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكُذِبَ ؕ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۝

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৩০

অন্যায়ভাবে অন্যের মাল গ্রহণ না করা

সূরা বাকারা, ২ : ১৮৮

১৮৮. তোমরা গ্রহণ করবে না তোমাদের নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে এবং তোমরা মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অন্যায়ভাবে গ্রাস করার জন্য জেনেশুনে বিচারকদের কাছে পেশ করবে না।

সূরা নিসা, ৪ : ২৯, ৩০

২৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রাস করবে না পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে, তবে ব্যবসা করতে পার পরস্পর রাযী হয়ে, আর তোমরা হত্যা করবে না একে অপরকে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

৩০. আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে, অচিরেই আমি তাকে জ্বালাব জাহান্নামের আগুনে আর এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

১৮৮- وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا ذَرْيَقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

২৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

৩০- وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৩

১০৩. তোমরা সবাই একত্র হয়ে দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহর রজ্জুকে, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু তখন তিনি তোমাদের অন্তরে সঞ্চার করলেন প্রেম-প্রীতি, ফলে তোমরা হয়ে গেলে তাঁর অনুগ্রহে ভাইভাই, আর তোমরা তো ছিলে আগুনের কুণ্ডের কিনারে, তিনি তোমাদের বাঁচালেন তা থেকে। এভাবেই আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।

১০৩- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্ব

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৮, ১১৯, ১২০

১১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবে না অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তোমাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে। তারা ক্রটি করবে না তোমাদের অনিষ্ট করতে, আর তারা কামনা করে তা যা তোমাদের কষ্ট দেয়। বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে তাদের মুখে, তবে তাদের অন্তর যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর। আমি স্পষ্টরূপে বিবৃত করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ, যদি তোমরা বুঝ।

১১৯. হাঁ, তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না। অথচ তোমরা তো ঈমান রাখ সমস্ত কিতাবে। আর তারা যখন তোমাদের সাক্ষাত করে তখন তারা বলে, আমরা বিশ্বাস করি, আসলে যখন তারা একান্তে মিলিত হয়, তখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশের কারণে নিজেদের আগুলের অগ্রভাগ দাঁত দিয়ে কাঁটতে থাকে। বলুন, তোমরা মর তোমাদের আক্রোশেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

১২০. যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয় তবে তা তাদের কষ্ট দেয় আর যদি তোমাদের উপর আপত্তি হয় কোন অমঙ্গল তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা সবার কর আর তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না তাদের কোন ষড়যন্ত্র। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন তারা যা করে তা।

১১৮-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٍ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۖ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ○

১১৯-هَآأَنْتُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

১২০-إِن تَسْأَلُهُمْ تَسْأَلُهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِيبُوا وَتَقْتُلُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ○

সূরা নিসা, ৪ : ১৪৪

১৪৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবে না কাফিরদের বন্ধুরূপে মু'মিনদের পরিবর্তে। তোমরা কি চাও, তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহকে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে?

সূরা মায়িদা, ৫ : ৫১, ৫৭

৫১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবে না ইয়াহুদী ও নাসারাকে বন্ধুরূপে, তারা পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তো তাদেরই একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

৫৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না তাদের, যাদের তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দীনকে হাসি তামাশারূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এবং কাফিরদের। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যদি তোমরা মু'মিন হও।

সূরা মুমতাহানা ৬০ : ১, ২, ৮, ৯, ১৩

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের; তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা তো প্রত্যাখ্যান করেছে তোমাদের প্রতি যে সত্য এসেছে তা এবং বহিস্কার করেছে রাসূলকে ও তোমাদের এজন্য যে, তোমরা ঈমান রাখ তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি। যদি তোমরা বেরিয়ে থাক আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে

۱۴۴-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝

৫১-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

৫৭-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

১-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ۚ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالسُّودَةِ ۚ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ

এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তবে কেন তোমরা গোপনে বন্ধুত্ব করছ তাদের সাথে? আমি সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এরূপ করে, সে তো গুমরাহ হয় সরল সঠিক পথ থেকে।

২. যদি তারা তোমাদের কাবু করতে পারে, তবে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং অনিষ্ট করবে তোমাদের তাদের হাত ও জিহবা দিয়ে এবং তারা চাইবে যেন তোমরা কুফরী কর।

৮. যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং বহিষ্কার করেনি তোমাদের স্বদেশ থেকে, আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করতে ও ন্যায়বিচার করতে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ন্যায়-পরায়ণদের।

৯. আল্লাহ্ তো তোমাদের নিষেধ করেন কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, যারা যুদ্ধ করেছে তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের ব্যাপারে এবং বহিষ্কার করেছে তোমাদের স্বদেশ থেকে; আর সাহায্য করেছে তোমাদের বহিষ্কারে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো যালিম।

১৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুত্ব করো না ঐ কাওমের সাথে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ রুষ্ট হয়েছেন, তারা তো নিরাশ হয়েছে আখিরাত সম্পর্কে, যেমন নিরাশ হয়েছে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে।

تَسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْكَوْثَةِ
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ
وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

۲- إِنْ يَتَّقَوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
وَالسِّنَّةُ بِالشُّؤَىٰ وَدُّوْا لَوِ تَكْفُرُونَ ○

۸- لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَفْسِطُوا إِلَيْهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○

۹- إِنَّمَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ
الدِّينِ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا
عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَتَوَلَّوْهُمْ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

۱۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا
مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكَفَّارُ
مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ○

আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু ও অভিভাবক

সূরা বাকারা, ২ : ২৫৭

২৫৭. যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাদের বন্ধু। তাদের তিনি বের আনেন আঁধার থেকে আলোতে। আর যারা কুফরী করে তাগুত তাদের বন্ধু, তারা তাদের বের করে নিয়ে যায়, আলো থেকে আঁধারে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

২৫৭-اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلٰىيُّهُمْ الطَّاغُوْتُ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৮

৬৮. নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম তারাই, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও মু'মিনরা। আর আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু।

৬৮-اِنَّ اَوَّلٰى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ
لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

সূরা মাযিদা, ৫ : ৫৫, ৫৬

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারা রুকু'-কারীও।

৫৫-اِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رُكْعُوْنَ ۝

৫৬. আর যে কেউ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে এবং মু'মিনদের, তবে আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে।

৫৬-وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا
فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা

সূরা বাকারা, ২ : ২০৮

২০৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ কর ইসলামে পরিপূর্ণরূপে এবং অনুসরণ করো না শয়তানের পদচিহ্ন; সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৮-يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا
فِي السَّلٰمِ كٰفَّةً
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

অপরের উপাস্যকে গালি না দেওয়া

সূরা আন'আম, ৬ : ১০৮

১০৮. তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করে তোমরা তাদের গালি দিও না, কেননা তারা আল্লাহকে গালি দিবে সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত। এ ভাবেই আমি শোভন করে দিয়েছি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের কার্য-কলাপ। অবশেষে তাদের প্রত্যাবর্তন তাদের রবের কাছে। তখন তিনি তাদের অবহিত করবেন তারা যা করত সে সম্বন্ধে।

১০৮- وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

নবম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা এবং বিরুদ্ধাচরণ না করা

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১, ৩২

৩১. আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং মাফ করে দেবেন তোমাদের গুনাহ। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩২. বলুন : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও রাসূলের। তবে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ ভালবাসেন না কাফিরদের।

সূরা নিসা, ৪ : ৫৯, ৬৪, ৮০, ১১৫

৫৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের। আর যদি তোমরা মতভেদ কর কোন বিষয়ে, তবে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি। ইহাই কল্যাণকর এবং পরিণামে উত্তম।

৬৪. আর আমি প্রেরণ করিনি কোন রাসূল এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, তাকে অনুসরণ করা হবে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী। আর যদি তারা আপনার কাছে আসে নিজেদের প্রতি যুলুম করার পর, পরে

৩১- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৩২- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

৫৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

৬৪- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং তাদের জন্য রাসূলও ক্ষমা চাইলে, অবশ্যই তারা পাবে আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬৯. আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ ও রাসূলের, তারা সংগী হবে তাদের, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক্কারদের থেকে আর তারা কত উত্তম সঙ্গী!

৮০. যে কেউ আনুগত্য করে রাসূলের, সে তো আনুগত্য করলো আল্লাহরই। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, আমি তো পাঠাইনি আপনাকে তাদের জন্য নিগাহবান করে।

১১৫. আর যে বিরুদ্ধাচরণ করবে রাসূলের, তার কাছে হিদায়াত প্রকাশ হওয়ার পর এবং অনুসরণ করে মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ, আমি তাকে ফিরিয়ে দেব সে যে দিকে ফিরে যায় সে দিকে এবং তাকে জ্বলাব জাহান্নামে। আর তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৩, ৩৪

৩৩. যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি তো এই যে, তাদের হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে বিপরীত দিক থেকে, অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনা এ দুনিয়ায় আর তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে মহা-শাস্তি,

৩৪. তবে তাদের জন্য নয়, যারা তাওবা করবে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে আসার

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৩১

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

৬৯- وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝
৮০- مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ

وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۝

১১৫- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ
مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

৩৩- إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

৩৪- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۚ

পূর্বে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো
পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩, ১৫৭

৩. তোমরা অনুসরণ কর তা, যা নাখিল
করা হয়েছে তোমাদের প্রতি তোমাদের
রবের তরফ থেকে এবং অনুসরণ
করবে না তাঁকে ছাড়া অন্য
অভিভাবককে। তোমরা তো খুব কমই
উপদেশ গ্রহণ কর।

১৫৭. যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যিনি উম্মী
নবী, যার কথা তারা লিপিবদ্ধ পায়
তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের কাছে
আছে তাতে। তিনি তাদের নির্দেশ দেন
ভাল কাজের, নিষেধ করেন মন্দকাজ
থেকে। তাদের জন্য হালাল করেন
উত্তম পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন
ঘৃণ্য অপবিত্র বস্তু। আর তাদের মুক্ত
করেন গুরুভার ও শৃংখল থেকে, যা
তাদের উপর ছিল। অতএব যারা তাঁর
প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে শক্তি যোগায়
ও সাহায্য করে এবং অনুসরণ করে
সেই নূরের যা তাঁর সাথে নাখিল করা
হয়েছে, তারাই সফলকাম।

সূরা আনফাল, ৮ : ২০, ২১, ২৪, ২৭, ৪৩

২০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা
আনুগত্য কর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের
এবং মুখ ফিরিয়ে নেবে না তাঁর থেকে,
যখন তাঁর কথা শুনবে;

২১. আর তোমরা হয়ো না তাদের মত, যারা
বলে : আমরা শুনলাম, আসলে তারা
শোনে না!

২৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া
দেবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে,
যখন তিনি তোমাদের ডাকেন এমন

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৩- اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ○

১৫৭- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ ○

২১- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا
وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ○

২৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

কিছুর দিকে, যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে থাকেন। এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা জেনে শুনে বিশ্বাস ভংগ করবে না আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে এবং তোমাদের নিজেদের আমানতে খিয়ানত করবে না।

৪৬. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের এবং বিবাদ করবে না নিজেদের মাঝে, করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

সূরা তাওবা, ৯ : ৬৩

৩৬. তারা কি জানে না, যে কেউ বিরোধিতা করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। এ হলো চরম লাঞ্ছনা।

সূরা নূর, ২৪ : ৫২, ৫৪, ৫৬

৫২. আর যে কেউ আনুগত্য করে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের এবং ভয় করে আল্লাহকে, আর সাবধান থাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে, এরাই সফলকাম।

৫৪. বলুন : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের, তবে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তাহলে রাসূলের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

২৭-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَ
تَخُونُوا أَمْلَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

৪৬-وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
وَتَذْهَبَ رِيبُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

৬৩-أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا
فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ○

৫২-وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَحْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

৫৪-قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ

যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য কর, তাহলে হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসুলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া।

৫৬. আর তোমরা কয়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর রাসুলের, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ৩৩

৩৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসুলের, আর বিনষ্ট করো না তোমাদের আমল।

সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১০

১০. নিশ্চয় যারা আপনার সাথে অংগীকার করে, তারা তো অংগীকার করে আল্লাহর সাথে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। তারপর যে তা ভংগ করে, তা ভংগ করার পরিণাম তারই। আর যে পূর্ণ করে আল্লাহর সাথে যে অংগীকার সে করেছে তা, অবশ্যই আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কার দেবেন।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১২

১২. তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসুলের। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমার রাসুলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۖ
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝

৫৬- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

৩৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ
وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

১০- إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ
إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ
فَمَنْ تَكَلَّفَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَسِيؤُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

১২- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝

আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ভালবাসা

সূরা তাওবা, ৯ : ২৪

২৪. বলুন : যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই,

২৪- قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার চাইতে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্র হুকুম আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না ফাসিক লোকদের।

وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

আল্লাহ্র যিক্র ও তাসবীহ

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪১

৪১. আর তুমি যিক্র কর তোমার রবের বেশিবেশি এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে।

৪১-..... وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَ سَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০৫

২০৫. আর যিক্র কর তোমার রবের মনে মনে বিণয় ও ভয় সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায়। আর তুমি হয়ো না গাফিল।

২০৫-وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ○

সূরা রা'দ, ১৩ : ২৮

২৮. যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর প্রশান্ত হয় আল্লাহ্র যিক্রের। জেনে রাখ, আল্লাহ্র যিক্রেরই অন্তর প্রশান্ত হয়।

২৮-الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ○

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ১০

১০. আর যখন সালাত শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে এবং অনুসন্ধান করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও যিক্র করবে আল্লাহ্র বেশিবেশি, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

১০-فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের যেন উদাসীন না করে তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর যিক্র থেকে। আর যারা উদাসীন হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

۹-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ○

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে, সে বিষয়ে কোন মু'মিনের ভিন্ন সিদ্ধান্তের কোন অধিকার নেই

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬

৩৬. আর যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয় নির্দেশ দেন, তখন সে বিষয়ে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। আর কেউ অমান্য করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, সে তো গুমরাহ হবে স্পষ্টরূপে।

۳۶-وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ○

যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২, ১০৩, ১০৫, ১৩৩

১০২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে ভয় করার মত, আর কখনও মরবে না মুসলিম না হয়ে।
১০৩. তোমরা সবাই একত্র হয়ে দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহর রজ্জুকে, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামাতকে, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তখন তিনি তোমাদের অন্তরে সঞ্চার করলেন প্রেম-প্রীতি, ফলে তোমরা হয়ে গেলে তাঁর অনুগ্রহে ভাইভাই। আর তোমরা

۱۰۲-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

۱۰۳-وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

তো ছিলে আগুনের কুণ্ডের কিনারে, তিনি তোমাদের বাঁচালেন তা থেকে, এভাবেই আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী, যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।

১০৫. আর তোমরা হয়ো না তাদের মত, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ সৃষ্টি করেছে নিজেদের মাঝে, তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১০৩. তোমরা ধাবমান হও তোমাদের রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

সূরা তাওবা, ৯ : ১১৯

১১৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ১০, ১১, ১২

১০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদের সন্ধান দেব এমন এক তিজারতের, যা তোমাদের নাজাত দেবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে?

১১. তা হলো : তোমরা ঈমান আসবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে!

১২. আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, আর স্থায়ী জান্নাতের আবাসস্থলে। ইহাই মহাসাফল্য।

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১০৫- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
وَإِخْتَلَفُوا مِنۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১০৩- وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

১১৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكَوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

১০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

১১- تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১২- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

আল্লাহকে ডাকা

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৫, ৫৬

৫৫. তোমরা ডাক তোমাদের রবকে
বিনীতভাবে ও গোপনে, তিনি তো
ভালবাসেন না সীমালংঘনকারীদের।

৫৬. আর তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে
না পৃথিবীতে, সেখানে শান্তি স্থাপনের
পর, আর ডাক আল্লাহকে ভয় ও আশা
নিয়ে। আল্লাহর রহমত তো নেক-
কারদের নিকটবর্তী।

৫৫- اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

৫৬- وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْاَرْضِ
بَعْدَ اَصْلَاحِهَا وَاَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ○

শাফা'আত-সুপারিশ

সূরা বাকারা, ২ : ২৫৫

২৫৫. আল্লাহ্ তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ।
তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে
স্পর্শ করে না তন্দ্রা-আর না নিদ্রা।
তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা
কিছু আছে যমীনে। কে সে, যে
শাফা'আত করবে তাঁর কাছে, তাঁর
অনুমতি ব্যতীত? তিনি জানেন, যা কিছু
আছে তার সামনে এবং যা কিছু আছে
তাদের পেছনে তা। আর তারা কিছুই
আয়ত্ত করতে পারে না তাঁর জ্ঞানের,
তিনি যা চান তা ছাড়া। পরিব্যপ্ত করে
রেখেছে তাঁর কুরসী আসমান ও
যমীনকে, আর ক্লাস্ত করে না তাঁকে এ
দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ আর তিনি মহান,
শ্রেষ্ঠ।

২৫৫- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ۚ
لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ
مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا
بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○

সূরা নিসা, ৪ : ৮৫

৮৫. কেউ ভাল সুপারিশ করলে, তার
জন্য থাকবে তাতে তার অংশ আর
কেউ মন্দ সুপারিশ করলে তাতেও
থাকবে তার অংশ। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে
শক্তিমান।

৮৫- مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ
نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

তাহিয়া-অভিবাদন

সূরা নিসা, ৪ : ৮৬

৮৬. আর যখন তোমাদের অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তার চাইতেও উত্তমরূপে অভিবাদনের উত্তর দেবে, অথবা অনুরূপ উত্তর দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের হিসাব গ্রহণকারী।

১৬- وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

ওয়াসীলা

সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৫

৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ কর ও তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

৩৫- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৫৬, ৫৭

৫৬. বলুন : তোমরা ডাক তাদের, আল্লাহ্কে ছাড়া যাদের তোমরা ইলাহ মনে কর, তখন দেখবে তাদের কোন শক্তি নেই তোমাদের থেকে দুঃখ-দৈন্য দূর করার, আর না পরিবর্তন করার।

৫৬- قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

৫৭. যাদের তারা ডাকে, তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করে যে, তাদের মধ্যে কে কত তাঁর নিকটতর হতে পারে এবং তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করে, আর তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার রবের আযাব ভয়াবহ।

৫৭- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি নির্দেশ

সূরা মায়িদা, ৫ : ৬৭, ৯২, ৯৯

৬৭. হে রাসূল! আপনি প্রচার করুন, যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি,

৬৭- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৩২

আপনার রবের তরফ থেকে তা আর যদি না করেন, তবে তো আপনি প্রচার করলেন না আপনার রবের বাণী। আর আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না কাফির লোকদের।

৯২. তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্ট প্রচার করা।

৯৯. রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন রাখ।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৮, ১৮৮, ১৯৯, ২০০

১৫৮. বলুন : হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সবার জন্য সেই আল্লাহ্র রাসূল, যাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনে, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, যিনি উম্মী নবী, যিনি ঈমান রাখেন আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর বাণীতে আর তোমরা অনুসরণ কর তাঁর, যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।

১৮৮. আপনি বলুন : আমার অধিকার নেই, আমার নিজের কোন ভাল মন্দের, আল্লাহ্ যা চান তা ছাড়া। আর যদি আমি জানতাম গায়েবের খবর, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতামু এবং আমাকে স্পর্শ করতে পারত না কোন অকল্যাণ। আমি তো

مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ

فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ

وَاللَّهُ يُعَذِّبُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

৯২- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا

أَنَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ○

৯৯- مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

১৫৮- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১৮৮- قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا

مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِي

السُّوءُ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ۚ

মু'মিন লোকদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কিছুই নই।

১৯৯. আপনি অবলম্বন করুন ক্ষমাপরায়ণতা, নির্দেশ দিন ভাল কাজের এবং এড়িয়ে চলুন অজ্ঞদের।

২০০. আর যদি আপনাকে প্ররোচিত করে শয়তানের তরফ থেকে কোন প্ররোচনা, তবে আশ্রয় নিন আল্লাহর। তিনি তো সব শোনে, সব জানেন।

সূরা তাওবা, ৯ : ১২৯

১২৯. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন : আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি, আর তিনি হলেন অধিপতি মহান আরশের।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৬৫, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯

৬৫. আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের কথা। সমস্ত শক্তি ও সম্মান আল্লাহরই, তিনিই সব শোনে, সব জানেন।

১০৪. আপনি বলুন : হে মানুষ! তোমরা যদি সন্দেহে থাক আমার দীনের ব্যাপারে, তবে জেনে রাখ : আমি ইবাদত করি না তাদের, যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর পরিবর্তে, বরং আমি তো ইবাদত করি আল্লাহর, যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য।

১০৫. আর এ-ও যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন দীনে এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

১০৬. আর ডাকবেন না আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে, যে না পারে আপনার কোন

وَبَشِيرٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

১১৭- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ○

২০০- وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

১২৯- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

১০৫- وَلَا يَخْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ

لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১০৪- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ

فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّكُمْ

وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

১০৫- وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১০৬- وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

উপকার করতে, আর না পারে আপনার কোন অপকার করতে আর যদি আপনি এরূপ করেন, তাহলে অবশ্যই আপনি হয়ে পড়বেন যালিমদের শামিল।

১০৭. আর যদি আল্লাহ্ আপনার ক্রেশ দেন, তবে তা দূর করার কেউ নেই তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি চান আপনার মঙ্গল, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তিনি স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাকে। তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৮. বলুন : হে মানুষ! এসেছে তো তোমাদের কাছে সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব, যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করবে, সে তো সৎপথ অবলম্বন করবে নিজেরই কল্যাণের জন্য আর যে কেউ গুমরাহ হবে, সে তো গুমরাহ হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি নই তোমাদের কর্ম-নিয়ন্ত্রক।

১০৯. আর আপনি অনুসরণ করুন আপনার প্রতি যে ওহী করা হয় তা এবং সবার করুন আল্লাহ্র ফয়সালা পর্যন্ত আর আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

সূরা হূদ, ১১ : ১১২

১১২. আর আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন, তাতে দৃঢ়পদ থাকুন এবং যারা আপনার সাথে আল্লাহ্ অভিযুখী হয়েছে তারাও, আর তোমরা সীমালংঘন করবে না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৮

১০৮. আপনি বলুন : এই আমার পথ। আমি তো ডাকি আল্লাহ্র দিকে সজ্ঞানে

مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ

فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا

مِنَ الظَّالِمِينَ ○

১০৭- وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ

فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ

بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

১০৮- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ

فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ

وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ○

১০৯- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ

وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○

১১২- فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ

إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

১০৮- قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ

আমি এবং আমার অনুসারীরাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি নই মুশ্রিকদের শামিল।

সূরা রা'দ, ১৩ : ৩৬, ৪০

৩৬... বলুন! আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে শরীক না করতে। তাঁরই দিকে আমি আহ্বান করছি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

৪০. আর যদি আমি আপনাকে দেখাই যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দিয়েছি তার কিছু অথবা এর পূর্বে আপনার মৃত্যু দেই, তবে জেনে রাখুন আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। আর আমার দায়িত্ব হিসাব নিকাসের।

সূরা হিজর, ১৫ : ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

৯৪. আর আপনি প্রকাশ্যে প্রচার করুন, যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে তা, আর ক্রক্ষেপ করবেন না মুশ্রিকদের প্রতি।

৯৫. আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট, ঠাট্টা-বিদ্রোপকারীদের বিরুদ্ধে।

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ স্থির করেছে। অতএব অঁচিরেই তারা জানতে পারবে!

৯৭. আর আমি তো জানি অবশ্যই আপনার অন্তর সংকুচিত হয় তারা যা বলে তাতে,

৯৮. অতএব আপনি সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার রবের এবং সিজ্দাকারীদের শামিল হন।

৯৯. আর ইবাদত করতে থাকুন আপনার রবের আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ
وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

৩৬... قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۖ
إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابٍ ○

৪০. وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ
بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ○

৯৪. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ○

৯৫. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ○

৯৬. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ○

৯৭. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ
بِمَا يَقُولُونَ ○

৯৮. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ○

৯৯. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ
يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ○

সূরা নাহল, ১৬ : ৮২, ১২৫, ১২৭

৮২. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন, আপনার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া।

১২৫. আপনি ডাকুন আনাপার রবের পথে হিক্মত ও সদুপদেশ দিয়ে এবং আপনি লোকদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রব সবিশেষ অবহিত তার সম্বন্ধে, যে তার পথ ছেড়ে গুম্বাহ হয় এবং তিনি তাদের সম্বন্ধেও সবিশেষ অবহিত, যারা হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে।

১২৭. আর আপনি সবার করন এবং আপনার সবার করা তো আল্লাহরই সাহায্যে। আর আপনি তাদের কারণে দুঃখ করবেন না এবং আপনি সংকুচিত চিত্ত হবেন না, তারা যে ষড়যন্ত্র করে সে জন্য।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৯, ৮০, ৮১

৭৯. আর আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবেন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে উন্নীত করবেন 'মাকামে মাহমুদে'।

৮০. আর বলুন : হে আমার রব! আপনি আমাকে দাখিল করুন কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের করুন কল্যাণের সাথে, আর আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।

৮১. আর বলুন : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।

৮২-فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ○

১২৫-أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

১২৭-وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ
مِّمَّا يَمْكُرُونَ ○

৭৯-وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ○

৮০-وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ
صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ
وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا
تُصِيرًا ○

৮১-وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ○

সূরা কাহফ, ১৮ : ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯,
১১০

২৩. আর আপনি কখনো কোন বিষয়ে বলবেন না “অবশ্যই আমি তা করব আগামী কাল”—
২৪. ‘ইনশা আল্লাহ্’ না বলে। তবে যখন আপনি ভুলে যান, তখন স্মরণ করবেন আপনার রবকে এবং বলবেন, আশা করা যায়, আমার রব আমাকে এর চাইতে সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।
২৭. আপনি আপনার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আপনি কখনো পাবেন না তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয়।
২৮. আপনি ধৈর্যসহকারে নিজেকে রাখবেন তাদের সঙ্গে যারা ডাকে তাদের রবকে সকাল সন্ধ্যায় তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আপনি স্থায়ী দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না তাদের থেকে পার্থিব জীবনের শোভা কামনায়। আর আপনি আনুগত্য করবেন না তার, যার অন্তরকে আমি গাফিল করে দিয়েছি আমার স্মরণ থেকে এবং যে অনুসরণ করে তার খেয়াল খুশীর আর যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করেছে।
২৯. আর বলুন : ‘সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে; অতএব যে ইচ্ছা করে সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে কুফরী করুক। আমি প্রস্তুত করে রেখেছি যালিমদের জন্য আগুন, পরিবেষ্টন করে আছে যার বেটনী তাদের। তারা যদি পানি চায়, তবে তাদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর মত

২৩- وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ
ذَلِكَ غَدًا ۝

২৪- إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ زَوَاذِكُرْ رَبَّكَ
إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي
إِلَى قَرَبٍ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۝

২৭- وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ
رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ
وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

২৮- وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ
تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ
مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

২৯- وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ سَمِعْنَا
فَلْيُؤْمِنُوا مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۙ
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا
يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ

পানীয়, যা জ্বালিয়ে দিবে তাদের চেহারা, কত নিকৃষ্ট এ পানীয় আর কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল এ জাহান্নাম।

১১০. আপনি বলুন : আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মত, আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। সুতরাং যে কেউ আশা করে তার রবের সাক্ষাতের, সে যেন আমল করে এবং কাউকে শরীক না করে তার রবের।

সূরা তোহা, ২০ : ১১৪, ১৩০, ১৩১

১১৪. আর আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। আর আপনি জল্দী করবেন না কুরআন পাঠে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং বলুন : হে আমার রব! আমাকে সমৃদ্ধ করুন জ্ঞানে।

১৩০. আর আপনি সবার করুন, তারা যা বলে সে বিষয়ে এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার রবের সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে, আর রাতের কিছু অংশেও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।

১৩১. আর আপনি প্রসারিত করবেন না আপনার চক্ষুদ্বয় তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে উপভোগের জন্য দিয়েছি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যরূপে, তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করার জন্য। আর আপনার রবের দেয়া রিয়ক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০৮, ১০৯

১০৮. বলুন : আমার প্রতি তো ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্,

يُسَسِّ الشَّرَابُ ۖ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

১১০. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

১১৪. فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ

أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ

وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

১৩০. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ

وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ

لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

১৩১. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا

مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۖ

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

১০৮. قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا

إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ

অতএব তোমরা তাঁর প্রতি আত্ম-
সমর্পণকারী হয়ে যাও।

১০৯. কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে
আপনি বলুন : আমি তো তোমাদের
জানিয়ে দিয়েছি যথাযথভাবে। আর
আমি জানি না, যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি
তোমাদের দেয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী,
না দূরবর্তী।

সূরা হায্জ, ২২ : ৪৯, ৫০

৪৯. আপনি বলুন : হে মানুষ! আমি তো
তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট
সতর্ককারী।
৫০. অতএব যারা ঈমান আনে ও নেক-
আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা
ও সম্মানজনক রিয়ক।

সূরা মু'মিনুন ২৩ : ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১১৮

৯৬. আপনি মুকাবিলা করুন ভাল দিয়ে
মন্দের। আমি সবিশেষ অবহিত সে
সম্বন্ধে, যা তারা বলে।
৯৭. আর আপনি বলুন : হে আমার রব!
আমি আপনার আশ্রয় চাই শয়তানের
প্ররোচনা থেকে,
৯৮. আর আমি আপনার আশ্রয় চাই, হে
আমার রব! আমার কাছে তাদের
উপস্থিত হওয়া থেকে।
১১৮. আর আপনি বলুন : হে আমার রব!
আপনি ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন।
আর আপনি-ই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫২, ৫৬, ৫৭, ৫৮

৫২. আর আপনি আনুগত্য করবেন না
কাফিরদের এবং এ কুরআনের সাহায্যে
তাদের সাথে কঠোর জিহাদ করুন।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৩৩

○ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

১০৭- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْنَبْتُكُمْ
عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنِّي أَدْرِي أَقْرَبُ
○ أَمْرٍ بَعِيدٍ مَّا تُوْعَدُونَ

৪৭- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

৫০- قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

৯৬- اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۖ
○ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
৯৭- وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ
○ مِنْ هَزَبِ الشَّيْطَانِ

৯৮- وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ○

১১৮- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
○ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ

৫২- فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ
○ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

৫৬. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে।

৫৭. আপনি বলুন : আমি চাই না তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান, তবে যে ইচ্ছা করে, সে যেন গ্রহণ করে তার রবের দিকে পথ।

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর, যিনি মরবেন না আর আপনি তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। তিনি সবিশেষ অবহিত তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে।

সূরা ব'আরা, ২৬ : ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭

২১৩. আর আপনি ডাকবেন না আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে, এরূপ করলে আপনি হয়ে পড়বেন শাস্তি প্রাপ্তদের শামিল।

২১৪. আর আপনি সতর্ক করুন আপনার নিকট আত্মীয়-স্বজনকে।

২১৫. আর আপনি বিনয়ী হন সে সব মু'মিনদের প্রতি, যারা আপনার অনুসরণ করে।

২১৬. তবে তারা যদি আপনার অবাধ্য হয়, তাহলে বলে দিন : নিশ্চয় আমি দায়মুক্ত তা থেকে, যা তোমরা কর।

২১৭. আর আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর।

সূরা নামল, ২৭ : ৫৯, ৬৫, ৬৯, ৭৯, ৯১, ৯২, ৯৩

২৯. আপনি বলুন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং শাস্তি বর্ষিত হোক তাঁর মনোনীত বান্দাদের উপর। শ্রেষ্ঠ কি

৫৬- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○

৫৭- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ○

৫৮- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ
وَكَفَىٰ بِهِ يَدُنَا نُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا ○

২১৩- فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ
مِنَ السَّعْدِيقِينَ ○

২১৪- وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ○

২১৫- وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

২১৬- فَإِنْ عَصَوْكَ
فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ○

২১৭- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ○

২৯- قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَى ○

আল্লাহ্, না সে সব যাদের তারা শরীক করে ?

৬৫. আপনি বলুন : আসমান ও যমীনে কেউ-ই গায়েব জানে না আল্লাহ্ ছাড়া, আর তারা জানে না কখন তাদের জীবিত করে উঠানো হবে।

৬৯. বলুন : তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে এবং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল পরিণতি অপরাধীদের।

৭৯. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর, আপনি তো আছেন স্পষ্ট সত্যের উপর।

৯১. বলুন : আমি তো আদিষ্ট হয়েছি ইবাদত করতে এ নগরীর রবের, যিনি সম্মানিত করেছেন একে। আর সব কিছু তাঁরই। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি হই মুসলিমদের শামিল।

৯২. আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি তিলাওয়াত করি কুরআন। অতএব যে কেউ সৎপথ অনুসরণ করে, সে তো সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভ্রান্তপথে চললে, আপনি বলে দিন : আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

৯৩. আর আপনি বলুন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। অচিরেই তিনি তোমাদের দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তা জানতে পারবে। আর তোমাদের রব গাফিল নন, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৬, ৭১, ৭২, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮

৫৬. আপনি তো দিহায়েত দান করতে পারেন না তাকে, যাকে আপনি

○ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

৬৫- قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

○ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

৬৯- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

○ ৭৯- تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ

৯১- إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ

هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا

وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ

○ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৯২- وَإِنْ أَتَاكُمُ الْقُرْآنُ فَمِنْ أَهْتَدَى

فَاتِمًا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ

○ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ

৯৩- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ

آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا

○ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

৫৬- إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

ভালবাসেন। তবে আল্লাহই হিদায়েত দান করেন যাকে চান। আর তিনিই ভাল জানেন হিদায়েত প্রাপ্তদের।

৭১. বলুন : তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাতকে স্থায়ী করে দেন কিয়ামতের দিন পর্যন্ত, কোন্ ইলাহ আছে আল্লাহ ছাড়া, যিনি তোমাদের জন্য এনে দিবেন আলো? তবুও কি তোমরা শোনবে না!

৭২. বলুন : তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী করে দেন কিয়ামত পর্যন্ত, কোন্ ইলাহ আছে আল্লাহ ছাড়া, যিনি নিয়ে আসবেন তোমাদের জন্য রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

৮৫. নিশ্চয় তিনি বিধান করে দিয়েছেন আপনার জন্য কুরআনকে, অবশ্যই তিনি ফিরিয়ে আনবেন আপনাকে জন্মভূমিতে। বলুন : আমার রব ভাল জানেন কে নিয়ে এসেছে হিদায়েত এবং কে আছে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

৮৬. আর আপনি তো আশা করেন নি যে, আপনার উপর কিতাব নাযিল করা হবে। এটা তো আপনার রবের তরফ থেকে রহমত। অতএব আপনি হবেন না কখনো কাফিরদের সাহায্যকারী।

৮৭. আর তারা যেন আপনাকে কিছুতেই বিমুখ না করে আল্লাহর আয়াত থেকে তা আপনার উপর নাযিল হওয়ার পরে। আর আপনি আহ্বান করুন আপনার রবের দিকে এবং কখনো হবেন না মুশরিকদের শামিল।

৮৮. আর আপনি ডাকবেন না আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে। নেই কোন ইলাহ

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

৭১- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
الْيَتْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۖ
أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝

৭২- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ
عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ
تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

৮৫- إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لَرَأَدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۖ
قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ
وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

৮৬- وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُثَقِّلَ
إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ۝

৮৭- وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ
بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ
وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

৮৮- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংসশীল তাঁর সত্তা ছাড়া। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২০, ৪৫

২০. বলুন : তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে এবং লক্ষ্য কর, কিভাবে তিনি সূচনা করেছিলেন সৃষ্টির? এরপর আল্লাহ সৃষ্টি করেন পরবর্তী সৃষ্টি। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
৪৫. আপনি পাঠ করে শোনান যা আপনার প্রতি ওহী করা হয় কিতাব থেকে তা, আর কায়ম করুন সালাত। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে। আর আল্লাহর যিকিরই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন, যা তোমরা কর।

সূরা রুম, ৩০ : ৪২, ৪৩, ৬০

৪২. বলুন : তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে এবং লক্ষ্য কর, কেমন হয়েছিল পরিণাম তাদের, যারা আগে গত হয়ে গেছে। তাদের অনেকেই ছিল মুশরিক।
৪৩. আর আপনি কায়ম থাকুন সরল সঠিক দীনে, ঐ দিন আসার আগে, যেদিন আল্লাহর তরফ থেকে অনিবার্য, সেদিন মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।
৬০. আর আপনি সবর করুন, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর আপনাকে যেন বিচলিত না করে তারা যারা ইয়াকীন রাখে না।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ১, ২, ৩, ৪৮

১. হে নবী! আপনি ভয় করুন আল্লাহকে এবং আনুগত্য করবেন না কাফির ও

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

২. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○
 ৪৫. أَتُلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ○

৪২. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ○

৪৩. فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّقُونَ ○

৬০. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ○ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ○

১-يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ

মুনাফিকদের। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

২. আর অনুসরণ করুন আপনার প্রতি যে ওহী করা হয়, আপনার রবের তরফ থেকে তার। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

৩. আর ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর। আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট কর্মবিধায়করূপে।

৪৮. আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথা মেনে চলবেন না, উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতন এবং ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট কর্মবিধায়করূপে।

সূরা যুমার, ৩৯ : ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৬, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ৬৫, ৬৬

১০. আপনি একথা বলে দিন : হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা সাবধানতা অবলম্বন কর তোমাদের রবের ব্যাপারে। যারা ভালকাজ করে এ দুনিয়ায়, তাদের জন্য রয়েছে ভাল পরিণাম। আর আল্লাহ্র যমীন তো সুপ্রশস্ত। যারা সবার করে, তাদের পুরস্কার দেয়া হবে বিনা-হিসাবে।

১১. বলুন : আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্র ইবাদত করতে তাঁর জন্য আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে,

১২. আর আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি হই প্রথম মুসলিম।

১৩. বলুন : আমি তো ভয় করছি, যদি আমি অবাধ্য হই আমার রবের, মহা দিবসের শাস্তির।

وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

২- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

৩- وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

৪৮- وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

১০- قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ

الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ

أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

১১- قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ

مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

১২- وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ

أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

১৩- قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

১৪. বলুন : আমি তো ইবাদত করি আল্লাহর, তাঁর প্রতি আমার আনু-গত্যকে একনিষ্ঠ রেখে,

۱۴- قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ
مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۝

১৫. তবে তোমরা ইবাদত কর যার ইচ্ছা তার, আল্লাহর পরিবর্তে। বলুন : নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারা, যারা ক্ষতি করল নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনের কিয়ামতের দিন। জেনে রাখ, এটাই হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

۱۵- فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۝
قُلْ إِنَّ الْخُسْرَيْنَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝
الْأَذْلِكُ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

৩৮. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন : কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? অবশ্যই তারা বলবে : আল্লাহ। বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান, তবে তোমরা যাদের ডাক আল্লাহর পরিবর্তে, তারা কি বিদূরিত করতে পারবে সেই কষ্ট ? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি রহম করতে চান, তবে কি তারা তাঁর সে রহমত ঠেকাতে পারবে ? বলুন : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তাঁরই উপর ভরসা করে ভরসাকারীরা।

۳۸- وَلَيِّنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۝
قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ
هَلْ هُنَّ كُشِفَتْ ضَرَّةٌ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ
هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۝
قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۝
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

৩৯. বলুন : হে আমার কাওম! তোমরা কাজ করে যাও নিজ নিজ অবস্থানে থেকে, আমি তো কাজ করে যাচ্ছি। আর শিগ্গীরই তোমরা জানতে পারবে—

۳۹- قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۝
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৪০. কার উপর আসবে শাস্তি, যা তাকে লাঞ্চিত করবে এবং আপতিত হবে তার উপর স্থায়ী শাস্তি।

۴০- مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

৪১. আমি তো নাখিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব মানুষের জন্য সত্যসহ। অতএব যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করবে, সে তো তা করবে নিজেরই কল্যাণের জন্য আর যে কেউ গুমরাহ হবে, সে তো গুমরাহ হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর আপনি তাদের উপর কর্মবিধায়ক নন।

۴১- إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۝
فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۝
وَمَنْ ضَلَّٰ فَاتِّمَامًا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۝
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

৪৪. আপনি বলুন : আল্লাহ্‌রই ইচ্ছায় সন্তোষ প্রাপ্ত শাফা'আত। আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। অবশেষে তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

১১- قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

৪৬. বলুন : হে আল্লাহ্‌! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আপনি ফয়সালা করে দেবেন, আপনার বান্দাদের মাঝে, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত তার।

১২- قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

৫৩. আপনি একথা বলে দিন : হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে, তোমরা নিরাশ হবে না আল্লাহ্‌র রহমত থেকে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মাফ করে দিবেন সমস্ত গুনাহ। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৫৪. আর তোমরা অভিযুক্ত হও তোমাদের রবের এবং তাঁর কাছে তোমাদের সমর্পণ কর, তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে, তারপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

১৪- ۝۵۴ وَإِنِّيَبُوءُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ ○

৫৫. আর তোমরা অনুসরণ কর, তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ থেকে যে উত্তম জিনিস নাযিল করা হয়েছে তার, এর আগে যে, এসে পড়বে তোমাদের উপর আযাব হঠাৎ আর তোমরা তা টেরও পাবে না-

১৫- ۝۵۵ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَأنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ○

৫৬. যাতে কাউকে বলতে না হয় যে, হায়! আমি যে শৈথিল্য করেছে আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্য পালনে, সে জন্য আফসোস! আর আমি তো ছিলাম উপহাসকারীদের একজন,

১৬- ۝۵۬ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسِرُنِي
عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ
وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ○

৫৭. অথবা কাউকে যেন বলতে না হয় : যদি আল্লাহ্‌ আমাকে হিদায়েত দান করতেন, তবে আমি হতাম একজন মুত্তাকী,

১৭- ۝۵ۭ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي
لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ○

৫৮. অথবা কাউকে যেন, আযাব প্রত্যক্ষ করলে, বলতে না হয় : যদি আর একবার আমার পৃথিবীতে প্রত্যবর্তন ঘটত, তবে আমি হতাম একজন নেক্কার।

৬৪. আপনি বলুন : হে অজ্ঞ ব্যক্তির! তোমরা কি আমাকে বলছ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে ?

৬৫. অথচ ওহী করা হয়েছে তো আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি : যদি তুমি শরীক কর আল্লাহর, অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমার কর্ম এবং অবশ্যই তুমি হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

৬৬. বরং আল্লাহরই ইবাদত কর এবং হও শোকরগুয়ার।

সূরা মু'মিনুন ৪০ : ১৮, ৫৫, ৬৬

১৮. আর আপনি তাদের সতর্ক করুন, আসন্ন বিপদের দিন সম্পর্কে, যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ-কষ্টে। যালিমদের জন্য নেই কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর না এমন কোন সুপারিশকারী, যার সুপারিশ গৃহীত হবে।

৫৫. আর আপনি সবার করুন, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আর আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটি-বিচ্ছৃতির জন্য এবং সপ্রশংস তাস্বীহ পাঠ করুন আপনার রবের সন্ধ্যায় ও সকালে।

৬৬. আপনি বলুন : আমাকে তো নিষেধ করা হয়েছে ইবাদত করতে তাদের, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহর পরিবর্তে, যখন এসেছে আমার কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আমার রবের তরফ থেকে।

৫৮-أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ
لَوْ أَنِّي كُنتُ فَاكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ○

৬৪-قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ إِلَهَهَا
الْجَاهِلُونَ ○

৬৫-وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

৬৬-بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○

১৮-وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ
إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ
مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ
وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ○

৫৫-فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

৬৬-قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي

আর আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি নিজেকে সমর্পণ করি রাব্বুল আলামীনের কাছে।

সূরা হামীম আস্ সাজ্জদা, ৪১ : ৬, ৯, ১৩, ৪৪, ৫২

৬. বলুন : আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মত, ওহী করা হয় আমার প্রতি যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। অতএব দৃঢ়ভাবে তাঁর অভিমুখী হও এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা চাও; আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য।

৯. আপনি বলুন : তোমরা কি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেই, যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর জন্য সমকক্ষ দাঁড় করছ? তিনি তো সারা জাহানের রব।

১৩. তুবও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলুন : আমি সতর্ক করছি তোমাদের এক ভয়ংকর শাস্তির আদ ও সামুদের শাস্তির মত।

৪৪. আর যদি আমি নাযিল করতাম কুরআনকে অনারবী ভাষায়, তবে তারা অবশ্যই বলত : কেন এর আয়াত-গুলো বোধগম্য ভাষায় বিশদভাবে বিবৃত করা হয়নি? কি আশ্চর্য! এ কুরআন অনারবী ভাষায়, অথচ রাসূল আরবীয়! বলুন : এ কুরআন তো যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য হিদায়েত ও শিফা। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, তাদের যেন ডাকা হয় বহুদূর থেকে।

৫২. আপনি বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহর তরফ

○ وَأَمَرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৬- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۚ
○ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ○

৯- قُلْ أَبَيَّنْتُكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا
○ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

১৩- فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَبْعَةً مِّثْلَ صَبْعَةِ عَادٍ وَثُودَ ○

৪৪- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۚ
ءَأَعْجَبِيٍّ وَعَرَبِيٍّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۚ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْوَهُ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ ○

○ أُولَٰئِكَ يَنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ○

৫২- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ

থেকে হয়, তারপর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তবে তার চাইতে কে অধিক গুমরাহ, যে ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে ?

সূরা শূরা, ৪২ : ৭, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ৪৮

৭. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন মক্কা এবং এর চারদিকের লোকদের, আর সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। যে দিন একদল হবে জান্নাতী এবং একদল হবে জাহান্নামী।

১৩. আল্লাহ্ বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য দীন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে আর যা আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা কায়ম কর দীন এবং মতভেদ করো না তাতে। অতি দুর্বহ মুশরিকদের কাছে তা, যার প্রতি আপনি তাদের আহ্বান করেন। আল্লাহ্ তাঁর জন্য বেছে নেন যাকে চান এবং যে তাঁর অভিযুক্ত হয়, তাকে দীনের দিকে হিদায়েত দান করেন।

১৪. তারা তো নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায় তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত। যদি না থাকত এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আপনার রবের তরফ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত, তাহলে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়েই যেত। আর তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা তো রয়েছে, সে ব্যাপারে বিশ্রান্তিকর সন্দেহে।

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ○

৭- وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ
فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ○

১৩- شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ○

১৪- وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَرِيْبٍ ○

১৫. অতএব আপনি সেদিকেই দাওয়াত দিন এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন তাতে, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল-খুশির। আর বলুন : আমি ঈমান এনেছি, আল্লাহ্ যে কিতাব নাখিল করেছেন তাতে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি ন্যায়বিচার করতে তোমাদের মাঝে। আল্লাহ্ই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল তোমাদের। নেই কোন ঝড়ুগা-বিবাদ আমাদের ও তোমাদের মাঝে। আল্লাহ্ই একত্র করবেন আমাদের এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

২৩. আপনি বলুন : আমি তোমাদের কাছে দীনের ব্যাপারে কোন প্রতিদান চাই না আত্মীয়তার সৌহার্দ ছাড়া। যে কেউ কোন উত্তম কাজ করে, আমি বৃদ্ধি করি তার জন্য তাতে কল্যাণ। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী।

৪৮. আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তো পাঠাইনি আপনাকে তাদের উপর হিফাযতকারীরূপে। আপনার কাজ তো কেবল পৌছিয়ে দেয়া। আর আমি যখন আস্বাদন করাই মানুষকে আমার তরফ থেকে রহমত, তখন সে উৎফুল্ল হয় তাতে এবং যখন আপত্তিত হয় তাদের উপর কোন বিপদ তাদের কৃতকর্মের দরুন, তখন তো মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৩, ৪৪, ৪৫

৪৩. আর আপনি দৃঢ়ভাবে ধরুন যে ওহী আপনার কাছে করা হয় তা, আপনি তো আছেন সরল সঠিক পথে।

১৫- فَلْيَذْكِكَ فَادْعُ، وَاسْتَقِمْ
كَمَا أُمِرْتَ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنْ كِتَابٍ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ
اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
وَالْيَهُ الْمَصِيرُ ○

২৩- ... قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وَمَنْ يَقْتَرِفْ
حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ○

৪৮- فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ
وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
فَرِحَ بِهَا، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ○

৪৩- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ
إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৪৪. নিশ্চয় কুরআন তো আপনার ও আপনার কাওমের জন্য নসীহত আর অচিরেই তোমাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।

৪৫. আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলদের পাঠিয়েছিলাম তাদের। আমি কি স্থির করেছিলাম দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ যাদের ইবাদত করা যায়?

৮১. আপনি বলুন : যদি থাকত দয়াময় আল্লাহ্র কোন সন্তান তাহলে আমি হতাম তাঁর ইবাদতকারীদের মধ্যে প্রথম।

৮২. তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র মহান আসমান ও যমীনের অধিপতি ও আরশের অধিপতি।

৮৩. অতএব, আপনি ছেড়ে দিন তাদের বাকবিতণ্ডা ও খেল তামাশা করতে, সেদিনের সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত যেদিনের ওয়াদা তাদের দেয়া হয়েছে।

সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৪, ১৮, ২৬

১৪. বলুন মু'মিনদের : তারা যেন ক্ষমা করে দেয় তাদের, যারা আশা রাখে না আল্লাহ্র দিনগুলোর। কেননা, তিনি প্রতিদান দিবেন প্রত্যেক লোককে তার কৃতকর্মের।

১৮. আর আমি তো প্রতিষ্ঠিত করেছি আপনাকে দীনের সুপ্রশস্ত রাস্তায়, সুতরাং আপনি অনুসরণ করুন তাঁর। আর অনুসরণ করবেন না, যারা জানে না তাদের খেয়ালখুশীর।

২৬. আপনি বলুন : আল্লাহ্ই জীবন দান করেন তোমাদের তারপর মৃত্যু ঘটান তোমাদের, আর তিনিই তোমাদের

۞ وَإِنَّكَ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ ۝
وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ ۝

۞-۴۵ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ۝

۞-۸۱ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ۝
فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ۝

۞-۸۲ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

۞-۸۳ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا

حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي

يُوعَدُونَ ۝

۞-۱۴ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا

لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ

۞ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

۞-۱৪ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ

فَاتَّبِعْهَا

۞ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۞-২৬ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمٍ

একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, যাতে নেই কোন সন্দেহ। কিন্তু অনেক মানুষই তা জানে না।

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ : ৪, ৯, ১০, ৩৫

৪. বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ তাদের সম্বন্ধে, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহর পরিবর্তে? দেখাও আমাকে, তারা কি সৃষ্টি করেছে পৃথিবীতে, অথবা আছে কি তাদের কোন অংশীদারিত্ব আসমানে? উপস্থিত কর আমার কাছে এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরস্পরাগত কোন জ্ঞান যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৯. আপনি বলুন : আমি তো নই কোন নতুন রাসূল এবং আমি জানি না কী করা হবে আমার ব্যাপারে ও তোমাদের ব্যাপারে। আমি তো অনুসরণ করি কেবল আমার প্রতি যে ওহী করা হয় তার। আর আমি নই একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই।

১০. বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি হয় এ কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, আর সাক্ষ্য দিয়েছে একজন সাক্ষী বনু ইসরাঈল থেকে এর অনুরূপ, এরপর ঈমান এনেছে এ কুরআনের উপরও অথচ তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে! নিশ্চয় আল্লাহ হিদায়েত দান করেন না যালিম লোকদের।

৩৫. আর আপনি সবর করুন, যেমন সবর করেছিল দৃঢ়সংকল্প রাসূলগণ এবং আপনি জল্দি করবেন না কাফিরদের ব্যাপারে। তারা যেদিন প্রত্যক্ষ করবে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল

الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

۴- قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ
إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

۹- قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاءٍ مِنَ الرُّسُلِ
وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى
إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

۱۰- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَكُفْرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ
قَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

۳۵- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ
مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ

তা, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা পৃথিবীতে অবস্থান করেনি দিনের এক দণ্ডের বেশি। এ হল এক ঘোষণা। ফাসিক লোকদেরকে ধ্বংস করা হবে।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ১৯

১৯. আর জেনে রাখুন, নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ঋণ-বিচ্ছতির জন্য এবং মু'মিন নর-নারীর জন্য। আর আল্লাহ্ জানেন তোমাদের গতিবিধি এবং তোমাদের অবস্থান।

সূরা হজুরাত, ৪৯ : ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১৪. বলেছিল মরুবাসীরা : আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলে দিন : তোমরা ঈমান আননি, বরং বল : আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি আর এখনো প্রবেশ করেনি ঈমান তোমাদের অন্তরে। আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তবে আল্লাহ্ হ্রাস করবেন না তোমাদের আমল বিন্দু পরিমাণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তারপর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে, তারাই সত্যবাদী।

১৬. বলুন : তোমরা কি অবহিত করছ আল্লাহকে তোমাদের দীন সম্পর্কে ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয় সম্যক জ্ঞাত।

১৭. তারা তাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছে বলে মনে

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ
بَلَمَّ، فَهَلْ يَهْلِكُ
إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ○

১৭- فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ
لِذُنُوبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ○

১৪- قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا
قُلْ لَمْ تَوَفِّمُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَا يَكِلْتَكُمْ مِنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৫- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

১৬- قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهُ بِذُنُوبِكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১৭- يَسْتُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا

করে। আপনি বলুন : তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার প্রতি অনুগ্রহ বলে মনে করো না। বরং আল্লাহ্‌ই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ঈমানের প্রতি তোমাদের হিদায়েত দান করে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা কাফ্, ৫০ : ৩৯, ৪০, ৪৫

৩৯. আর আপনি সবর করুন, তারা যা বলে তাতে এবং সপ্রশংস তাস্বীহ পাঠ করুন আপনার রবের সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে,
৪০. এবং তাঁর তাস্বীহ পাঠ করুন রাতের কিছু অংশে এবং সালামের পরেও।
৪৫. আমি তো জানি, তারা যা বলে তা এবং আপনি তো নন তাদের উপর জবরদস্তিকারী। সুতরাং আপনি উপদেশ দান করুন কুরআন দিয়ে যে ভয় করে আমার সতর্কবাণীকে।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৫

৫৫. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা, উপদেশ উপকারে আসে মু'মিনদের।

সূরা ত্বর, ৫২ : ২৯, ৩০, ৩১, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

২৯. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো আপনার রবের অনুগ্রহে গণকও নন এবং পাগলও নন।
৩০. তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা প্রতীক্ষা করছি তার মৃত্যুর ?
৩১. আপনি বলে দিন : তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করতে থাকলাম।

قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ
بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدٰكُمْ
لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩৯- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝
৪০- وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَادْبَارَ السُّجُودِ ۝
৪৫- نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۝
فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۝

৫৫- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

২৯- فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ
بِمَكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝
৩০- أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ
تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ۝
৩১- قُلْ تَرَبَّصُوا
فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۝

৪৫. আর আপনি তাদের ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা বজ্রাঘাতে অচেতন হয়ে পড়বে।

৪৬. যেদিন কোন কাজে আসবে না তাদের কোন চক্রান্ত, আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

৪৭. নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে এ ছাড়া আরো শাস্তি, কিন্তু তাদের অনেকেই তা জানে না।

৪৮. আর আপনি সবার করুন, আপনার রবের তরফ থেকে নির্দেশের জন্য এবং আপনি তো আছেন আমার চোখের সামনে। আর আপনি সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন আপনার রবের, ঘুম থেকে উঠে,

৪৯. এবং রাতেও আর তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন, তারকারাজি ডুবে যাওয়ার পরও।

সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ২৯, ৩০

২৯. আর আপনি এড়িয়ে চলুন তাকে, যে বিমুখ আমার স্মরণ থেকে, সে তো চায় কেবল দুনিয়ার যিন্দেগী।

৩০. এটাই তাদের জ্ঞানের সীমানা। নিশ্চয় আপনার রব ভাল জানেন, কে গুমরাহ হয়েছে তার পথ থেকে এবং তিনি ভাল জানেন কে হেদায়েত লাভ করেছে।

সূরা ওয়াকিয়াহ, ৫৬ : ৪৯, ৫০, ৭৪

৪৯. আপনি বলুন : পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের-

৫০. অবশ্যই এদের সকলকে একত্র করা হবে, এক নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দিনে।

৭৪. অতএব আপনি তাসবীহ পাঠ করুন আপনার মহান রবের নামের।

৫৫- فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ○

৫৬- يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

৫৭- وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৫৮- وَأَصْبِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ○

৫৯- وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ○

২৯- فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ ۖ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○

৩০- ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۖ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ○

৫৯- قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ○

۝ لَمَجْمُوعُونَ ۖ إِلَىٰ مِيقَاتِ

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ○

৭৪- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ○

সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১২

১২. হে নবী! যখন আসে আপনার কাছে মু'মিন নারীরা এ মর্মে বায়'আত করার জন্য যে, তারা শরীক করবে না কোন কিছু আল্লাহর সাথে, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, জেনেশোনে কোন অপবাদ রটাবে না এবং আপনাকে অমান্য করবে না নেককাজে তখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং ক্ষমা চাইবেন তাদের জন্য আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৮, ১১

৮. আপনি বলুন : তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাও, অবশ্যই সে মৃত্যু তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছে, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন, যা তোমরা করতে।

১১. বলুন : আল্লাহর কাছে যা আছে, তা শ্রেয়, খেল-তামাশা ও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয়্যকদাতা।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৭, ৮

৭. কাফিররা মনে করে যে, মৃত্যুর পরে তাদের কখনো জীবিত করে উঠান হবে না। বলুন : হাঁ, কসম আমার রবের! অবশ্যই তোমাদের মৃত্যুর পরে জীবিত করে উঠান হবে। তারপর অবশ্যই তোমাদের অবহিত করা হবে, যা তোমরা করতে সে সম্বন্ধে। আর এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।

১২- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

৮- قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

১১- قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْآلِهَةِ وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

৭- زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ كُنَّا يُبْعَثُونَ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

৮. অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যে কুরআন আমি নাযিল করেছি তাতে। আর আল্লাহ যা তোমরা কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

সূরা কালাম, ৬৮ : ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৪৮

৮. আর আপনি অনুসরণ করবেন না সত্য অস্বীকারকারীদের।
৯. তারা চায় যে, যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।
১০. আর আপনি অনুসরণ করবে না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,
১১. যে পেছনে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়,
১২. যে কল্যাণের কাজে বাধা দেয়, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,
১৩. যে রুঢ় স্বভাবের, তদুপরি জারজ,
১৪. তার তো আছে অনেক সম্পদ ও সম্ভানসম্ভতি।
৪৮. আর আপনি সবর করুন আপনার রবের হুকুমের জন্য এবং আপনি হবেন না মাছের সাথীর মত, যখন সে কাতর প্রার্থনা করেছিল বিষাদ বিষণ্ণ অবস্থায়।

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ৫২

৫২. অতএব আপনি তাসবীহ পাঠ করুন আপনার মহান রবের নামের।

সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৫

৫. আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন পরম ধৈর্য।

৪-فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي
أَنْزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

৪-فَلَا تَطِعِ الْمَكْذِبِينَ ۝

৯-وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۝

১০-وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمِّينٍ ۝

১১-هَمَزٍ مَشَاءٍ بِمِثْلِهِ ۝

১২-مُنَّاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝

১৩-عُتِلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۝

১৪-أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝

৪৮-فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ
إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝

৫২-فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

৫-فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا ۝

সূরা জিন্, ৭২ : ২০, ২১, ২২, ২৩

২০. আপনি বলুন : আমি তো ডাকি কেবল আমার রবকে আর আমি শরীক করি না তাঁর সাথে কাউকে।
২১. বলুন : আমি ক্ষমতা রাখি না তোমাদের কোন অমংগলের আর না কোন মংগলের।
২২. বলুন : কেউ-ই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আর কখনো আমি কোন আশ্রয় পাব না আল্লাহ্ ছাড়া,
২৩. আমার কাজ তো কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পৌছান এবং তাঁর বাণী প্রচার করা। আর যে কেউ অমান্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ২০

১. হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী!
২. আপনি রাতে ইবাদত করুন, রাতের কিছু অংশ ছাড়া,
৩. অর্ধ রাত বা তার চাইতে কিছু কম-
৪. অথবা তার চাইতে কিছু বেশী এবং কুরআন তিলাওয়াত করুন সুস্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে,
৫. অবশ্যই আমি শিগ্গীরই নাযিল করছি আপনার উপর গুরুতর বাণী।
৬. নিশ্চয় রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তি দমনে প্রবলতর এবং কথার দিক দিয়ে অধিক কার্যকর।
৭. নিশ্চয় আপনার তো রয়েছে দিনে অনেক কাজ।

২০- قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي

○ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

২১- قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ

○ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

২২- قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ

○ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

২৩- إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ

○ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

১- يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ ○

২- قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ○

৩- نِصْفَةَ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ○

৪- أَوْ زِدْ عَلَيْهِ

○ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

৫- إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ○

৬- إِنَّ نَاشِئَةَ الْيَلِّ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً

○ وَأَقْوَمُ قِيلًا

৭- إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ○

৮. অতএব আপনি যিকির করুন আপনার রবের নাম এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠভাবে মগ্ন থাকুন।

৯. তিনি রব পূর্ব ও পশ্চিমের। নেই কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া, অতএব তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।

১০. আর সবার করুন, তারা যা বলে তাতে এবং পরিহার করে চলুন তাদের সৌজন্য সহকারে।

১১. আর ছেড়ে দিন আমাকে এবং সে সব সত্য অস্বীকারকারীদের যারা বিত্ত-বৈভবের অধিকারী, আর তাদের কিছুকাল অবকাশ দিন।

২০. নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি তো ইবাদত করেন কখন রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখন অর্ধাংশ এবং কখন এক-তৃতীয়াংশ এবং আপনার সাথে যারা আছে, তাদের একদলও। আর আল্লাহ্-ই পরিমাণ নির্ধারণ করেন রাত ও দিনের। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না, তাই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াপূর্বক হয়েছেন। অতএব তোমরা তিলাওয়াত কর কুরআন থেকে, যতটুকু তোমাদের পক্ষে সহজ। আল্লাহ্ জানেন যে, অবশ্যই তোমাদের মাঝে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, অপর কতক পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে, আর কেউ কেউ যুদ্ধ করবে আল্লাহ্র পথে। অতএব তোমরা তিলাওয়াত কর কুরআন থেকে, যতটুকু তোমাদের পক্ষে সহজ। আর কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দাও আল্লাহ্কে 'করয়ে হাসানা'। আর তোমরা যা কিছু ভাল অগ্রিম পাঠাবে

৮-وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ○

৯-رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ○

১০-وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ○

১১-وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ

وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا ○

২০-إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ

مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ

وَأُثُلُثَهُ وَطَافِقَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ،

وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، عِلْمٌ

أَنْ لَّنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

عِلْمٌ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ

وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ

يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا

وَمَا تَقْدِرُوا إِلَّا أَنْفُسَكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

তোমাদের কল্যাণের জন্য, তা তোমরা
পাবে আল্লাহর কাছে, তা-ই শ্রেয় এবং
পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা
ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে। নিশ্চয়
আল্লাহ্ পরম ক্ষমামীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুদাস্‌সির, ৭৪ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

১. হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী!
২. উঠুন এবং সতর্ক করুন,
৩. এবং আপনার রবেরই মহিমা ঘোষণা
করুন,
৪. আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন,
৫. এবং শির্ক পরিহার করুন,
৬. আর দান করবেন না বেশী পাওয়ার
আশায়,
৭. এবং আপনার রবের উদ্দেশ্যে সবার
করুন।

সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১৬. আপনি ওহীর ব্যাপারে আপনার জিহ্বা
সঞ্চালিত করবেন না, তা ত্বরিত আয়ত্ত
করার জন্য।
১৭. নিশ্চয় আমারই দায়িত্ব তা একত্র করণ
ও পাঠ করান।
১৮. অতএব, যখন আমি তা পাঠ করি,
তখন আপনি অনুসরণ করবেন সে
পাঠের,
১৯. তারপর আমারই দায়িত্ব তার বিশদ
বর্ণনার।

সূরা দাহর, ৭৬ : ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২৩. আমিই নাযিল করেছি আপনার প্রতি
কুরআন ক্রমেক্রমে।
২৪. অতএব আপনি সবার করুন আপনার
রবের হুকুমের জন্য, আর আপনি

هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১- يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

২- قُمْ فَأَنْذِرْ

৩- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

৪- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

৫- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

৬- وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

৭- وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

১৬- لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

১৭- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

১৮- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

১৯- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

২৩- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

تَنْزِيلًا

২৪- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

আনুগত্য করবেন না তাদের মধ্যে যে
পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তার।

২৫. আর আপনি স্মরণ করুন আপনার
রবের সকালে ও সন্ধ্যায়,
২৬. এবং রাতের কিছু অংশে সিজদাবনত
হন তাঁর প্রতি আর তাঁর তাসবীহ পাঠ
করুন রাতের দীর্ঘ সময়।

সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

৪২. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত
সম্পর্কে : কখন তা সংঘটিত হবে ?
৪৩. কি সম্পর্কে আপনার এর আলোচনার
সাথে ?
৪৪. আপনার রবেরই কাছে এর চূড়ান্ত
জ্ঞান।
৪৫. আপনি তো সতর্ককারী কেবল তার যে
এর ভয় রাখে।

সূরা আবাসা, ৮০ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭,
৮, ৯, ১০, ১১, ১২

১. তিনি ভ্রুকুণ্ঠিত করলেন এবং মুখ
ফিরিয়ে নিলেন,
২. কেননা, তাঁর কাছে এসেছিল অন্ধ
লোকটি।
৩. আর আপনি কেমন করে জানবেন হয়-
তো বা সে আত্মশুদ্ধি লাভ করত,
৪. অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে
তার উপকারে আসত উপদেশ।
৫. পক্ষান্তরে যে বেপরওয়া,
৬. আপনি তাঁরই প্রতি মনযোগ দিয়েছেন।
৭. আর আপনার কোন দায়িত্ব নেই যদি
সে নিজে পরিশুদ্ধ না হয়।
৮. অপর পক্ষে যে ছুটে এলো আপনার
কাছে,

○ وَلَا تَطْعَمُ مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كُفُورًا ○

২৫- ○ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيلاً ○

২৬- ○ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ○

৪২- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

اَيَّانَ مُرْسِهَا ○

৪৩- فَيَمَّ اَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ○

৪৪- اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَى ○

৪৫- اِثْمًا اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا ○

১- عَبَسَ وَتَوَلَّى ○

২- اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى ○

৩- وَمَا يَذْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ○

৪- اَوْ يَذْكُرُ فَنُفِّعَهُ الذِّكْرَى ○

৫- اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ○

৬- فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى ○

৭- وَمَا عَلَيْكَ اَلَا يَرْكُبُ ○

৮- وَاَمَّا مَنِ جَاءَكَ يَسْعَى ○

৯. এবং সে ভয়ও করে,
 ১০. আপনি তাকে উপেক্ষা করলেন!
 ১১. না, এরূপ করবেন না, এ ঘটনা তো উপদেশ।
 ১২. অতএব যে চায়, সে এ কুরআন স্মরণে রাখুক।

সূরা আ'লা, ৮৭ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

১. আপনি তাসবীহ পাঠ করুন আপনার সুমহান রবের নামের,
 ২. যিনি সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন,
 ৩. আর যিনি সব কিছু পরিমিত করেন এবং পথ নির্দেশ দেন,
 ৪. আর উৎপন্ন করেন তৃণ-লতাদি,
 ৫. পরে তা পরিণত করেন ধূসর আবর্জনায়,
 ৬. অবশ্যই আমি আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না,
 ৭. তবে আল্লাহ্ যা চান, তা ছাড়া। নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য এবং যা গোপনীয়।
 ৮. আর আমি সুগম করে দেব আপনার জন্য সহজ পথ।
 ৯. অতএব আপনি উপদেশ দিন, যদি উপদেশ উপকারে আসে।

সূরা গাশিয়া, ৮৮ : ২১, ২২, ২৩, ২৪

২১. আর আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা,
 ২২. আপনি তো নন তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক।
 ২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং কুফরী করলে,

১- وَهُوَ يَخْشَى ○

১০- فَأَنْتَ عَنْهُ تَكْفَى ○

১১- كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ○

১২- فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ○

১- سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ○

২- الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ○

৩- وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ○

৪- وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ○

৫- فَجَعَلَهُ غَنَاءً أَحْوَى ○

৬- سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى ○

৭- إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ○

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ○

৮- وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ○

৯- فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ○

২১- فَذَكِّرْ إِنَّهَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ○

২২- لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ ○

২৩- إِلَّا مَنِ تَوَلَّى وَكَفَرَ ○

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৩, ৫৫

৫২. আর যখন তোমরা নবী পত্নীদের কাছে কিছু চাইবে, তখন পর্দার আঁড়াল থেকে চাইবে। ইহা অধিকতর পবিত্র তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য। তোমাদের কারো আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া সমীচীন নয়। আর তোমাদের জন্য কখন বৈধ নয় যে, তোমরা বিবাহ করবে, তাঁর স্ত্রীদের তাঁর পরে। নিশ্চয় এ হলো ঘোরতর অপরাধ আল্লাহর দৃষ্টিতে।

৫৫. কোন অপরাধ নেই নবী পত্নীদের তাদের পিতা, তাদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের আপন নারীদের ও অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের ব্যাপারে পর্দা না করায়। হে নবী পত্নীগণ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৫

৫. (নবী পত্নীগণ!) যদি নবী তোমাদের তালাক দেন, তবে অচিরেই তাঁর রব আল্লাহ তাঁকে দিবেন তোমাদের স্থানে উৎকৃষ্ট স্ত্রী, যারা হবে নিবেদিত, ঈমানদার অনুগত তাওবাকারী ইবাদতকারী রোযাদার অকুমারী ও কুমারী।

৫৩-.....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ
إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝

৫৫-لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ
وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ
إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا
نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِينَ
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ অধিকার

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫০, ৫১, ৫২

৫০. হে নবী! আমি বৈধ করেছি আপনার জন্য আপনার সে সব স্ত্রীদের যাদের আপনি মাহর দিয়েছেন এবং যারা আপনার মালিকানাধীন রয়েছে, আল্লাহ আপনাকে যে 'ফায়' দিয়েছেন তা

৫০-يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ
أَرْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

থেকে, আর আপনার বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচার কন্যাদের, আপনার ফুফুর কন্যাদের, আপনার মামার কন্যাদের, আপনার খালার কন্যাদের, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে এবং কোন মু'মিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে বিনা-মাহরে বিবাহের জন্য নিবেদন করে আর নবীও যদি তাকে বিয়ে করতে চায়, তবে ইহা বিশেষ করে আপনার জন্য বৈধ। অন্যান্য মু'মিনদের জন্য নয়, যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়। আমি জানি যা আমি 'ফরয' করেছি মু'মিনদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্বন্ধে তা আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫১. আপনি আপনার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার কাছে রাখতে পারেন। তবে যাকে আপনি দূরে রেখেছেন তাকে কাছে রাখতে চাইলে আপনার কোন অপরাধ নেই। ইহা এই জন্য যে, এতে তাদের সন্তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না। আর আপনি তাদের যা দিবেন তাতে তারা প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ্ জানেন যা আছে তোমাদের অন্তরে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।

৫২. এরপর, আপনার জন্য অন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয়, যদিও আপনাকে মুগ্ধ করে তাদের সৌন্দর্য। তবে আপনার অধিকারভুক্ত দাসীদের কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ أُخْتِكَ
وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ
خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ
وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

৫১- تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ
وَتُؤْتِي إِيَّاكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
ذَلِكَ إِنْ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ
وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ
بِمَا أُتِيَتْهُنَّ كُلُّهُنَّ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ○

৫২- لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ
وَلَا أَنْ تُبَدِّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ○

সিরাতে মুস্তাকীম-সরল-সঠিক পথ

সূরা ফাতিহা, ১ : ৫, ৬, ৭

৫. আপনি আমাদের দেখান সরল সঠিক পথ,
 ৬. তাদের পথ, যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন,
 ৭. তাদের পথ নয় যারা গযবে নিঃপতিত এবং তাদের পথও নয় যারা গুমরাহ।

সূরা বাকারা, ২ : ১৪২, ২১৩

১৪২. অচিরেই বলবে নির্বোধ লোকেরা যে, কিসে ফিরাল তাদের সে কিব্লা থেকে, যা এ যাবৎ তারা অনুসরণ করে আসছিল? বলুন : পূর্ব ও পশ্চিম তো আল্লাহরই। তিনি যাকে চান পরিচালিত করেন সরল সঠিক পথে।
 ২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মাত। তারপর আল্লাহ প্রেরণ করেন নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তিনি নাখিল করেন তাদের সাথে কিতাব সত্যসহ। যে বিষয়ে মানুষ মতভেদ করত, সে বিষয়ে তাদের মাঝে মীমাংসার জন্য। যাদের সে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত তাতে মতভেদ করেছিল। তবে যারা ঈমান এনেছিল, আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে হেদায়েত দান করেন যে বিষয়ে তারা ভিন্নমত পোষণ করত তাতে। আল্লাহ যাকে চান, তাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

সূরা আলে ইমরান ৩ : ৫১, ১০১

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। অতএব তোমরা

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৩৭

৫- إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

৬- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

৭- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

১৪২- سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

২১৩- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأُنْزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

৫১- إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

ইবাদত কর তাঁরই। এটাই সরল সঠিক পথ।

১০১. আর কিরূপে তোমরা কুফরী করবে, যখন তিলাওয়াত করা হয় তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ, আর রয়েছেন তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল ? আর কেউ দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে আল্লাহকে, সে তো পরিচালিত হবে সরল সঠিক পথে।

সূরা নিসা, ৪ : ১৭৫

১৭৫. আর যারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তাঁকে, তিনি অবশ্যই তাদের দাখিল করবেন স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে এবং তাদের পরিচালিত করবেন তাঁর দিকে সরল সঠিক পথে।

সূরা আন'আম, ৬ : ৩৯, ১২৫, ১২৬, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৬১, ১৬২, ১৬৩

৩৯. আর যারা অস্বীকার করে আমার আয়াতসমূহ তারা তো বধির ও বোবা, তারা রয়েছে অন্ধকারে। আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করেন এবং যাকে চান সরল সঠিক পথে স্থাপন করেন।

১২৫. আর আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করতে চান, তিনি প্রশস্ত করে দেন তার বক্ষ ইসলামের জন্য এবং তিনি যাকে গুমরাহ করতে চান তিনি অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন তার বক্ষ, যেন সে অতিকষ্টে আসমানে আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ লাঞ্চিত করেন তাদের যারা ঈমান রাখে না।

১২৬. আর এটাই হলো আপনার রবের নির্দেশিত সরল সঠিক পথ। আমি তো বিশদভাবে বিবৃত করেছি নিদর্শনসমূহ যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য।

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ○

১০১- وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ
وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ
رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ
فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

১৭৫- فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَاعْتَصَمُوا بِهِ
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۖ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৩৯- وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبَكْمٌ فِي
الْظُلُمَاتِ ۚ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ ۚ وَمَنْ
يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

১২৫- فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ
يُشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَلِكَ يَجْعَلُ
اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১২৬- وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ ۚ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُدْكِرُونَ ○

১৫১. আপনি বলুন : এসো আমি পাঠ করে শোনাই যা তোমাদের রব হারাম করেছেন তোমাদের জন্য তা, তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, হত্যা করবে না নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে, আমিই রিয্ক দেই তোমাদের এবং তাদেরও। তোমরা অশ্লীল কাজের কাছেই যাবে না, তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে, আল্লাহ্ যা হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না। এ নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

১৫২. আর তোমরা কাছেও যাবে না ইয়াতীমের মালের উত্তম ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় আর পুরাপুরি দেবে পরিমাপে ও ওয়নে ন্যায্যভাবে, আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায্যভাবে বলবে, তা আপনজনদের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করবে। এ নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১৫৩. আর এই-ই আমার সরল সঠিক পথ, অতএব তোমরা তা অনুসরণ কর, আর অনুসরণ করবে না নানা পথ, করলে তা তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে তাঁর পথ থেকে। এ নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হও।

১৬১. আপনি বলুন : আমার রব তো আমাকে পরিচালিত করেছেন সরল-সঠিক পথে। সুপ্রতিষ্ঠিত দিনে, একনিষ্ঠ

১৫১- قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ مِّمَّنْ نَّرَزُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

১৫২- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْبِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكِلُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

১৫৩- وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

১৬১- قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

ইব্রাহীমের মিল্লাতে, আর সে মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৬২. নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে।

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি আর আমিই প্রথম মুসলিম।

সূরা ইউনুস, ১০ : ২৫

২৫. আর আল্লাহ্ আহবান করেন শান্তির আবাসের দিকে এবং তিনি পরিচালিত করেন যাকে চান সরল সঠিক পথে।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ১

১. আলিফ-লাম-রা। এ কিতাব আমি নাযিল করেছি তা আপনার প্রতি, যাতে আপনি বের করে নিয়ে আসতে পারেন মানুষকে অঁধার থেকে আলোতে, তাদের রবের নির্দেশক্রমে সে পথের দিকে যা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩৬

৩৬. আর নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা ইবাদত কর তাঁরই। এটাই সরল সঠিক পথ।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫৪

৫৪. ... নিশ্চয় আল্লাহ্ পরিচালিত করেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে সরল সঠিক পথে।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৭৩, ৭৪

৭৩. আর আপনি তো আহবান করেন তাদের সরল সঠিক পথের দিকে।

حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১৬২- قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৬৩- لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

২৫- وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

১- الرَّسُولُ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

৩৬- وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا اللَّهَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ○

৫৪- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৭৩- وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৭৪. কিন্তু যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, তারা তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত।

সূরা নূর, ২৪ : ৪৬

৪৬. আমি তো নাযিল করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। আর আল্লাহ্ পরিচালিত করেন, যাকে চান সরল সঠিক পথে।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৬

৬. আর যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা জানে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, আপনার রবের তরফ থেকে তা অবশ্যই সত্য এবং তা পরাক্রম-শালী, প্রশংসিত আল্লাহ্র দিকে পথ দেখায়।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৬০, ৬১

১. ইয়া-সী-ন,
২. কসম হিকমতপূর্ণ কুরআনের,
৩. নিশ্চয় আপনি তো রাসূলদের একজন,
৪. আপনি আছেন সরল সঠিক পথে।
৬০. হে বনু আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা দাসত্ব কর না শয়তানের, কারণ সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?
৬১. আর ইবাদত কর আমারই, এটাই সরল সঠিক পথ।

সূরা শূরা ৪২ : ৫২, ৫৩

৫২. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি আলকুরআন আমার নির্দেশে। আপনি তো জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী, পক্ষান্তরে আমি করেছি এ কুরআনকে আলো, পথনির্দেশ করি এ দিয়ে আমি যাকে চাই আমার বান্দাদের থেকে। আর

৭৫-وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَبُّونَ

৫৬-لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

৬-وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
الَّذِينَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ
وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

১-يَسٍ
২-وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
৩-إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
৪-عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
৬০-أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبْنَئِ أَدَمُ أَنْ لَا
تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
৬১-وَإِنْ أَعْبُدُونِي
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

৫২-وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا
نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

আপনি তো কেবল সরল সঠিক পথ দেখান-

৫৩. সেই আল্লাহর পথ, যিনি মালিক যা কিছু আছে আসমায়ে এবং যা কিছু আছে যমীনে তাঁর। জেনে রাখ, আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে সব বিষয়।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৩, ৬১, ৬৪

৪৩. আর আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন, আপনার প্রতি যা ওহী করা হয় তা। আপনি তো আছেন সরল সঠিক পথে।
৬১. আর নিশ্চয় ঈসা কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। অতএব তোমরা সন্দেহ করো না এতে এবং মেনে চল আমার কথা। এটাই সরল সঠিক পথ।
৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ-ই আমার রব এবং তোমাদের রব। অতএব তোমরা ইবাদত কর তাঁরই। এটাই সরল সঠিক পথ।

সূরা ফাত্হ, ৪৮ : ১, ২, ৩

১. নিশ্চয় আমি সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি আপনাকে-
২. যেন মাফ করেন আপনাকে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটি-বিচ্ছ্যতিসমূহ এবং পূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত আপনার প্রতি, আর পরিচালিত করেন আপনাকে সরল-সঠিক পথে,
৩. এবং সাহায্য দান করেন আপনাকে আল্লাহ বलिষ্ঠ সাহায্য।

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৫৩- صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝
○ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ○

৪৩- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۝
○ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৬১- وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ
○ بِهَا وَاتَّبِعُون ۝ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ○

৬৪- إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۝
○ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ○

১- إِنْ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ○

২- لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
○ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ○

৩- وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ○

আল্লাহর কতিপয় নির্দেশ

সূরা আন'আম, ৬ : ১৫১, ১৫২

১৫১. বলুন : এসো আমি পাঠ করে শোনাই যা তোমাদের রব হারাম করেছেন

১৫১- قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ

তোমাদের জন্য তা — তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, পিতামাতার সাথে সদ্‌যাহার করবে, হত্যা করবে না নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে, আমিই রিয্ক দেই তোমাদের এবং তাদেরও। তোমরা অশ্লীল কাজের কাছেই যাবে না, তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে, আল্লাহ্ যা হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবেনা। এ নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

১৫২. আর তোমরা কাছেও যাবে না ইয়াতীমের মালের উত্তম ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, আর পুরাপুরি দেবে পরিমাপে ও ওয়নে ন্যায্যভাবে, আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায্যভাবে বলবে, তা আপন জনদের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহ্কে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করবে। এ নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৩

৩৩. বলুন : নিশ্চয় হারাম করেছেন আমার রব অশ্লীলতা প্রকাশ্য ও গোপন আর পাপ ও অসঙ্গত বিরুদ্ধচারিতা। আরো হারাম করেছেন যে, তোমরা শরীক করবে আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু, যার প্রমাণ তিনি পাঠাননি এবং তোমরা বলবে না আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু, যা তোমরা জান না।

সূরা নাহল ১৬ : ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৫

৯০. নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্দেশ দেন ন্যায্য-বিচারের, সদাচরণের এবং আত্মীয়

مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ
وَحَنُنٌ نَّرَزَكُمُ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

১৫২- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ
لَا تَكِلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ
ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

৩৩- قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

৯০- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

স্বজনকে দানের, আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দকাজ ও সীমা-লংঘনকে, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৯১. আর তোমরা পূর্ণ করবে আল্লাহর অঙ্গীকার যখন পরস্পর অঙ্গীকারের আবদ্ধ হবে এবং তোমরা ভঙ্গ করবে না শপথ তা দৃঢ় করার পরে, অথচ তোমরা আল্লাহকে যামিন করে তা করেছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, যা তোমরা কর।

৯৪. আর তোমরা ব্যবহার করবে না তোমাদের শপথ একে অপরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য, এরূপ করলে পা পিছলিয়ে যাবে তা স্থির হওয়ার পর এবং ভোগ করবে কষ্ট, তোমরা আল্লাহর পথে যে বাধা দিতে সে কারণে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

৯৫. আর তোমরা বিক্রি করবে না আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছমূল্যে। আল্লাহর কাছে যা আছে কেবল তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

وَإِنِّي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ
يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

৯১- وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ
وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○

৯৪- وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ
دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا السُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

৯৫- وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

কুরআন তিলাওয়াত ও শবণ

সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০৪, ২০৫

২০৪. যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোনিবেশ সহকারে তা শোনবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

২০৫. আর স্মরণ করবে তোমার রবকে মনে মনে সবিনয় ও ভয় সহকারে, আর অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় এবং তুমি হবে না গাফিলদের শামিল।

২০৪- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَاصْبِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

২০৫- وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ
خِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ○

সূরা আনফাল, ৮ : ২

২. মু'মিন তো তারা, যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে যখন তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় আল্লাহকে এবং যখন তাদের পাঠ করে শোনানো হয় তাঁর আয়াতসমূহ, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা করে।

সূরা নাহল, ১৬ : ৯৮

৯৮. আর যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন, তখন আপনি আল্লাহর আশ্রয় চাইবেন অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

۲- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمًا ۝
وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

۹۸- فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

কাফির মুশরিকদের সাথে চুক্তি বাতিল সম্পর্কে

সূরা, তাওবা, ৯ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

১. এ হলো সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে, সে সব মুশরিকদের ব্যাপারে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ।
২. তারপর তোমরা চলাফেরা করবে দেশে চারমাস কাল এবং জেনে রাখ যে, তোমরা হীনবল করতে পারবে না আল্লাহকে, নিশ্চয় আল্লাহ লাঞ্চিত করন কাফিরদের।
৩. এ এক ঘোষণা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য মহান হজ্জের দিনে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দায়মুক্ত মুশরিকদের ব্যাপারে। তবে যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ, তোমরা কখনো হীনবল করতে পারবে না আল্লাহকে। আর কাফিরদের সংবাদ দিন মর্মভেদ শাস্তির।

۱- بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

۲- فَسَيَحْضُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةً اَشْهُرًا وَعَلِمُوْا اَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۝
وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكَافِرِيْنَ ○

۳- وَاِذَا نَ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَرَسُوْلُهُ ۝ فَاِنْ تَبَيَّنْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۝ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۝
وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৩৮

৪. কিন্তু মুশ্রিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ এবং পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তিপূর্ণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন মুত্তাকীদের।

৫. তারপর যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে নিষিদ্ধ মাসসমূহ, তখন হত্যা করবে মুশ্রিকদের যেখানেই তাদের পাবে এবং তাদের বন্দী করবে। অবরোধ করবে আর প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎপেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. যদি মুশ্রিকদের থেকে কেউ আপনার কাছে অশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আপনি তাকে অশ্রয় দিবেন, যাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পারে। তারপর তাকে পৌছে দিবেন তার নিরাপদ ঠিকানায়। ইহা এজন্য যে, তারা এমন লোক যারা জানে না।

৭. কি করে বলবৎ থাকবে মুশ্রিকদের চুক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাদের ছাড়া যাদের সাথে তোমরা পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে মসজিদে হারামের কাছে? যে পর্যন্ত তারা স্থির থাকবে তোমাদের সাথে চুক্তিতে এবং তোমরাও স্থির থাকবে তাদের সাথে চুক্তিতে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন মুত্তাকীদের।

আর কেমন করে বলবৎ থাকবে? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়,

৪- إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَيْتُمُ الْيَهُمَ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○

৫- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৬- وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ○

৭- كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○

৮- كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ

তবে তারা কোন মর্যাদা দেবে না তোমাদের আত্মীয়তার, আর না অংগীকারের। তারা তো কেবল মুখেই তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তা অস্বীকার করে তাদের অন্তর। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

৯. তারা বিক্রি করে আল্লাহর আয়াতসমূহ অতি তুচ্ছমূল্যে এবং বাধা দেয় লোকদের আল্লাহর পথ থেকে। নিশ্চয় তা অতিশয় নিকৃষ্ট, যা তারা করে।

১০. তারা মর্যাদা রক্ষা করে না কোন মু'মিনের আত্মীয়তার সম্পর্কের আর না অংগীকারের, তাই তো সীমা-লংঘনকারী।

১১. তবে তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়ম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তারা তো তোমাদের দীনী ভাই। আর আমি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি আয়াতসমূহকে লোকদের জন্য যারা জানে।

১২. কিন্তু যদি তারা তাদের অংগীকার ভংগ করে চুক্তি করার পরে এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে, তবে তোমরা যুদ্ধ করবে কাফির নেতাদের সাথে, কেননা তাদের অংগীকারের কোন মূল্য নেই। আশা করা যায়, তারা নিবৃত্ত হবে।

১৩. তোমরা কি যুদ্ধ করবে না সেই কাওমের বিরুদ্ধে, যারা ভংগ করেছে অঙ্গীকার এবং তারা সংকল্প করেছে রাসূলকে বহিস্কার করার? তাই প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন, যদি তোমরা মু'মিন হও।

لَا يَرْتَبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ ۚ
يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ
قُلُوبُهُمْ ۚ وَكَثَرُهُمْ فَنِسْقُونَ ۝

৯- اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ

سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১০- لَا يَرْتَبُونَ فِي مُؤْمِنٍ

إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝

১১- فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَآخَوْا بَيْنَهُمُ الْبَيْنَ

وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

১২- وَإِنْ كَثُرُوا أَيُّمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ

عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ

فَقَاتِلُوا أَمَّةَ الْكُفْرِ ۚ

إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝

১৩- أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا

أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا

بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ

أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَنْتَخَشَوْنَهُمْ ۚ وَاللَّهُ أَحَقُّ

أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

১৪. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন, তাদের লাজ্জিত করবেন এবং তোমাদের বিজয়ী করবেন তাদের উপরে, আর প্রশান্ত করবেন মু'মিন লোকদের হৃদয়,

১৫. আর তিনি বিদূরিত করবেন তাদের হৃদয়ের ক্ষোভ। আল্লাহ্ মাফ করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

۱۴- فَأَتَتْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيِّدٍ يَكُمُ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ○

۱۵- وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۖ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ

সূরা তাওবা, ৯ : ১৭, ১৮, ১৯, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০

১৭. এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা আবাদ করবে আল্লাহ্র মসজিদসমূহ, যখন তারা স্বীকার করে নিজেদের কুফরীর কথা। তারা তো এমন যাদের সব কর্ম ব্যর্থ হয়েছে, আর তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

১৮. আল্লাহ্র মসজিদসমূহ তো কেবল আবাদ করবে তারাই, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্র প্রতি ও আখিরাতে এবং কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত, আর ভয় করে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে। সুতরাং আশা করা যায়, তারাই হবে হিদায়াতপ্রাপ্তদের শামিল।

১৯. হাজীদের পানি পান করান ও মসজিদে হারামকে আবাদ রাখার সওয়াবকে কি তোমরা তাদের সাওয়াবের সমতুল্য মনে কর, যারা ঈমান রাখে আল্লাহতে ও আখিরাতে এবং জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে? না, তা সমতুল্য নয়

۱۷- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خُلَدُونَ ○

۱۸- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○

۱۹- أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۚ

আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

১০৭. আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন ও কুফরীর উদ্দেশ্যে, মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে : আমরা তো একরূপ করেছি কেবল সদুদ্দেশ্যেই আর আল্লাহ সাক্ষ্য দেন তারা তো মিথ্যাবাদী।

১০৮. আপনি সালাতের জন্য কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না। অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তিতে স্থাপিত, তা-ই আপনার সালাতের জন্য অধিকযোগ্য। সেখানে রয়েছে এমন অনেক লোক, যারা ভালবাসে পবিত্রতা অর্জন করাকে এবং আল্লাহ ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জন-কারীদের।

১০৯. যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর সে উত্তম না এই ব্যক্তি, যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে এক গর্তের পতোনুখ কিনারায়, ফলে তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

১১০. যে ঘর তারা নির্মাণ করেছে, তা তাদের অন্তরে সন্দেহ উদ্বেকের কারণ হয়ে থাকে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্-ভিন্ হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

১০৭- وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَيَخْلُقَنَّ إِنَّ أَرْدْنَا
إِلَّا الْخُسْنَى ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

১০৮- لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا
لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ
يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۖ
فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ○

১০৯- أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى
تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ
أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ
فَالْهَارِ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۖ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

১১০- لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي
بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ
قُلُوبُهُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন কুফরী করলে তাদের সাথে আচরণ

সূরা তাওবা, ৯ : ২৩

২৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবে না তোমাদের পিতা ও তোমাদের ভাইদের অন্তরঙ্গরূপে, যদি তারা ভালবাসে কুফরীকে ঈমানের মুকাবিলায়, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করবে, তারা তো যালিম।

۲۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৫

১৫. আর যদি তোমার পিতামাতা তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তা হলে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে তাদের সাথে দুনিয়াতে সদাচরণ করবে এবং অবলম্বন করবে তার পথ, যে আমার অভিমুখী, তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যোবর্তন, তখন আমি তোমাদের অবহিত করব সে বিষয়ে যা তোমরা করতে।

۱۵- وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩, ২৪

২৩. আর তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা ইবাদত করবে না তিনি ছাড়া অন্য কারো এবং পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের বলবে না ‘উহ্’ এবং তাদের ধমকও দিবে না এবং তাদের সাথে বলবে সম্মানসূচক কথা।

۲۳- وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأُولَٰئِكَ إِحْسَاءٌ ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ○

২৪. আর অবনমিত করবে তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিনয়ের সাথে এবং

۲۴- وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ

বলবে : হে আমার রব! দয়া করুন তাদের প্রতি যেভাবে তারা আমাকে লালন পালন করেছেন শৈশবে।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৮

৮. আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করতে, তবে যদি তারা তোমার উপর চাপ দেয় আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর আমিই তোমাদের জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে তা।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৪, ১৫

১৪. আর আমি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে এবং দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। সুতরাং তুমি কৃতজ্ঞ হও আমার প্রতি এবং তোমার মাতাপিতার প্রতি। আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।
১৫. আর যদি তোমার পিতামাতা তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে তাদের সাথে দুনিয়াতে সদাচরণ করবে এবং অবলম্বন করবে তার পথ যে আমার অভিমুখী। তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের অবহিত করব সে বিষয়ে যা তোমরা করতে।

الَّذِينَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا ○

৪- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا
وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمْهُمَا
إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْتُمْ كَرِيمٌ
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

১৪- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفِصْلُهُ فِي ثَمَرَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ○

১৫- وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطْعَمْهُمَا
وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ
ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ
فَأَنْتُمْ كَرِيمٌ تَعْمَلُونَ ○

সূরা আহযাব, ৪৬ : ১৫

১৫. আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদ্যবহার করতে। তার মা তাকে গর্ভধারণ করে কষ্টের সাথে এবং সে তাকে প্রসব করে কষ্টের সাথে। তার গর্ভধারণ এবং দুধ ছাড়ানোর সময় ত্রিশ মাস। তারপর যখন সে পূর্ণ শক্তি লাভ করে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে : হে আমার রব! আমাকে তাওফীক দিন, যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি আপনার নিয়ামতের, যা আপনি আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে দিয়েছেন, আর যেন আমি নেকআমল করতে পারি, যা আপনি পসন্দ করেন এবং আমার কণ্যাণের জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের নেক্কার বানান। আমি তো আপনারই অভিযুক্তী হলাম এবং আমি তো মুসলিমদের একজন।

১৫- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ
وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰكَ وَإِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিস্কীনের হক

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৬

২৬. আর দাও আত্মীয়-স্বজনকে তার হক এবং মিস্কীন ও পর্যটককেও আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না।

২৬- وَإِذِ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدُرْ تُبْدِيرًا ○

সূরা রুম, ৩০ : ৩৮

৩৮. আর দাও আত্মীয়কে তার হক এবং মিস্কীন ও পর্যটককেও। ইহা শ্রেয় তাদের জন্য, যারা আকঙ্ক্ষা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তারাই কামিয়াব।

৩৮- قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

হীনবল ও দুঃখিত না হওয়া

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৯

১৩৯. তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও।

১৩৯- وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

কাফিরদের আনুগত্যের পরিণতি

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪৯, ১৫০

১৪৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আনুগত্য কর কাফিরদের, তবে তারা তোমাদের ফিরিয়ে দেবে তোমাদের পেছনের দিকে, ফলে তোমরা হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত।

১৫০. বস্তুত আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

۱۴۹-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
فَتَقْلَبُوا خِسْرِينَ ۝

۱۵۰-بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ ۖ
وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِينَ ۝

নর ও নারী

সূরা নিসা, ৪ : ৩২, ৩৪, ৩৫, ১২৪, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০

৩২. তোমরা কামনা করো না তা, যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। পুরুষের জন্য রয়েছে তা, যা সে অর্জন করে এবং নারীর জন্য রয়েছে তা, যা সে অর্জন করে, আর তোমরা প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় সর্বজ্ঞ।

৩৪. পুরুষ নারীর উপর ক্ষমতাবান, কেননা আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তাদের এককে অপরের উপর এবং এ জন্য যে, পুরুষ ব্যয় করে তাদের সম্পদ। সুতরাং নেক্কার স্ত্রীরা অনুগত, তারা হিফায়ত করে স্বামীর অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হিফায়তে। আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে তোমরা আশংকা কর অবাধ্যতার, তাদের তোমরা সদুপদেশ দাও, আর বর্জন কর তাদের শয্যা এবং মৃদু প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের কথা মেনে চলে, তবে তোমরা তালাশ করবে না তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ। নিশ্চয় আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

۳۲-وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ
وَسَأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

۳۴-الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالضَّالِّحَاتُ
قُنْتُ حِفْظُ اللَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۚ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ
إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

৩৫. আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মাঝে বিরোধের আশংকা কর, তবে তোমরা স্বামীর পরিবারের একজন ও স্ত্রীর পরিবারের একজনকে সালিস নিযুক্ত করবে, তারা যদি নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মাঝে মীমাংসার তাওফীক দিবেন।

১২৪. আর কেউ নেকআমল করলে পুরুষ অথবা নারীদের থেকে এবং সে মু'মিনও তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না বিন্দু পরিমাণও।

১২৭. আর লোকেরা আপনার কাছে জানতে চায় নারীদের সম্পর্কে। বলুন : আল্লাহ্ তোমাদের ব্যবস্থা জানিয়ে দিচ্ছেন তাদের ব্যাপারে, আর তাও, যা তোমাদের পাঠ করে শোনানো হয় কিতাবে ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে, যাদের তোমরা দেও না যা তাদের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্য তা, অথচ তোমরা চাও তাদের বিয়ে করতে এবং অসহায় দুর্বল শিশুদের সম্পর্কে এবং ইয়াতীমদের প্রতি ন্যায়বিচার করা সম্পর্কে। আর যে কোন কল্যাণকর কাজ তোমরা কর, আল্লাহ্ তো সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

১২৮. আর যদি কোন নারী ভয় করে তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহারের অথবা উপেক্ষার, তবে তাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তারা নিজেদের মাঝে আপোষনিষ্পত্তি করে নেয়। আর আপোষ নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষ তো লোভের কারণে স্বভাবত কৃপণ। আর যদি তোমরা নেকআমল কর ও তাকওয়া কর, তবে আল্লাহ্ তো তোমরা যা কর তার পূর্ণ খবর রাখেন।

২৫- وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

১২৪- وَمَنْ يَعْمَلْ مِّنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝

১২৭- وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضَعْفَيْنِ مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ وَأَنْ تَقُولُوا لِيَأْتِي بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝

১২৮- وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১২৯. আর তোমরা কিছুতেই সক্ষম হবে না সমান ব্যবহার করতে তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি, যতই তোমরা ইচ্ছা কর না কেন। তবে তোমরা কোন এক জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়বে না এবং অপর জনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন করে নেও এবং সতর্কতা অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩০. কিন্তু যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন তাঁর প্রাচুর্য দিয়ে। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, হিকমতওয়ালা।

১২৯- وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا
أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

১৩০- وَإِنْ يَتَفَرَّقَا
يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ
وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

সদ্যবহার করা

সূরা নিসা, ৪ ৩৬

৩৬. তোমরা ইবাদত করবে আল্লাহর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না, আর সদ্যবহার করবে মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীন, মিস্কীন, নিকট প্রতিবেশী, দূরপ্রতিবেশী, সাথী-সঙ্গী, মুসাফির ও তোমাদের দাসদাসীদের প্রতি। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না দাষ্টিক, অহংকারীকে।

৩৬- وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا ۝

মৃত্যু

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর তোমাদের পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে তোমাদের কর্মফল কিয়ামতের দিন। যাকে দূরে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে এবং দাখিল করা হবে জান্নাতে, সে-ই হবে সফলকাম। আর দুনিয়ার যিন্দেগী ক্ষণিকের ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়!

১৮৫- كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ ۖ
وَأَنَّمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ
فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝

সূরা নিসা, ৪ : ৭৮, ১০০

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের ধরবেই, যদিও তোমরা থাক সুদূর উচ্চ দুর্গে। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ হয়, তবে তারা বলে : এতো আল্লাহর তরফ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে তারা বলে : এটা তো তোমার কারণে। আপনি বলুন : সব কিছুই আল্লাহর তরফ থেকে। এ কাওমের কী হলো যে, এরা কিছুই বুঝতে চায় না!

১০০. যে কেউ বের হবে নিজ ঘর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হিসাবে, তারপর তার মৃত্যু ঘটলে, অবশ্যই তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৩৫

৩৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমি তোমাদের পরীক্ষা করি ভাল ও মন্দ দিয়ে বিশেষভাবে এবং আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৫৭

৫৭. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, এরপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

সূরা সাজ্জাদা, ৩২ : ১১

১১. আপনি বলুন : তোমাদের জান কবয় করবে, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্তা, তারপর তোমাদের রবের কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৭৮- اَيُّنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝

১০০- وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَعَةً ۚ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا ۚ كَثِيرًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

৩৫- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَالْإِنَّا نُرْجِعُونَ ۝

৫৭- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ ثُمَّ الْإِنَّا نُرْجِعُونَ ۝

১১- قُلْ يَتَوَلَّيْكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

সূরা আহযাব, ৩৩ : ১৬

১৬. বলুন : তোমাদের কোনই লাভ হবে না পলায়ন করাতে, যদি তোমরা পালাও মৃত্যু কিংবা হত্যার ভয়ে আর এরূপ ক্ষেত্রে তোমাদের সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

সূরা দুখান, ৪৪ : ৫৬

৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তারা জান্নাত আর কোন মৃত্যু আশ্বাদন করবে না।

সূরা কাফ, ৫০ : ১৯

১৯. আর মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে, যা থেকে তোমরা নিষ্কৃতি চেয়ে আসছ।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৬০

৬০. আমিই নির্ধারিত করে দিয়েছি তোমাদের মাঝে মৃত্যু আর আমি অক্ষম নই।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৮

৮. বলুন : যে মৃত্যু ভয়ে তোমরা পালাও, সে মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারপর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছে এবং তোমাদের অবহিত করা হবে, তোমরা যা করতে তা।

১৬- قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ

إِنْ قَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ

وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ○

৫৬- لَا يَذُوقُونَ

فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ○

১৯- وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ○

ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيدُونَ ○

৬০- نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ○

৮- قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ

فَأِنَّهُ مُلَقِيكُمْ

ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

অহংকার না করা ও বিনয় প্রকাশ করা

সূরা লুকমান, ৩১ : ১৮, ১৯

১৮. আর হে আমার পুত্র! তুমি অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নেবে না মানুষ থেকে এবং বিচরণ করবে না পৃথিবীতে অহংকার ভরে, নিশ্চয় আল্লাহ পসন্দ করেন না কোন দাষ্টিক, অহংকারীকে।

১৯. আর তুমি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে তোমার চলনে এবং নিচু করবে তোমার

১৮- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ○

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ○

১৯- وَأَقِصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ

صَوْتِكَ ○ إِنَّ أَنْكَرَ

কণ্ঠস্বর। নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গাধার
স্বরই নিকৃষ্ট।

○ الْأَصَوَاتِ لَصَوْتُ الْحَيْرِ

আল্লাহকে ভয় করা এবং শয়তানের ধোঁকায় না পড়া

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ৩৩

১. হে মানুষ! তোমরা পালন কর তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের রবের প্রতি এবং ভয় কর সেদিনকে যেদিন কোন উপকারে আসবে না কোন পিতা তার পুত্রের আর না পুত্র কোন উপকারে আসবে তার পিতার। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব তোমাদের যেন কখনো প্রতারিত না করে দুনিয়ার যিন্দেগী, আর শয়তান যেন কখনো তোমাদের প্রতারিত না করে আল্লাহ সম্পর্কে।

۳۳- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ وَاحۡشَوۡاْ يَوْمًا لَا يَجۡزِيۡ وَالِدٌ عَنۡ وَلَدٍۭ وَلَا مَوْلُوۡدٌ هُوَ جَازٍ عَنۡ وَّالِدٍۭ شَيْۡئًاۚ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ�ۗ فَلَا تَغۡرِبۡكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۙ وَلَا يَغۡرِبۡكُمۡ بِاللّٰهِ الْغُرُوۡرُ ۝

সূরা আহযাব ৩৩ : ৭০, ৭১

৭০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন কর আল্লাহর প্রতি এবং বল সঠিক কথা,
৭১. আল্লাহ শুধরে দিবেন তোমাদের কর্মকে এবং মাফ করে দিবেন তোমাদের গুনাহ। আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, সে অবশ্যই অর্জন করবে মহাসাফল্য।

۷۰- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوۡا قَوْلًا سَدِيۡدًا ۝

۷۱- يُّصْلِحْ لَكُمۡ اَعۡمَالَكُمۡ وَيَغۡفِرْ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ۚ وَمَنۡ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ فَازَ فَوْزًا عَظِيۡمًا ۝

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৮

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং ঈমান আন তাঁর রাসূলের প্রতি, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং দিবেন তোমাদের এমন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۲۸- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوۡا بِرَسُوۡلِهٖ يُؤۡتِيۡكُمۡ كَفٰلِيۡنَ مِنۡ رَّحۡمَتِهٖ وَيَجۡعَلَ لَكُمۡ نُوۡرًا تَمۡشُوۡنَ بِهٖ وَيَغۡفِرْ لَكُمۡ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ۝

সূরা হাশ্ব, ৫৯ : ১৮, ১৯

১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে আগামী কালের জন্য। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক অবহিত তোমরা যা কর সে সম্পর্কে।

১৯. আর তোমরা হয়ো না তাদের মত, যারা ভুলে গিয়েছে আল্লাহকে, ফলে আল্লাহও আত্মবিশ্বস্ত করে দিয়েছেন তাদের। তারাই তো ফাসিক।

۱۸- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

۱۹- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاُنْسِيْهُمْ
اَنْفُسُهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার নির্দেশ

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে, যার জ্বালানী মানুষ ও পাথর, যেখানে নিয়োজিত রয়েছে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফিরিশ্তারা, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদের যে হুকুম করেন তা এবং তারা তা-ই করে, যা তাদের হুকুম করা হয়।

۶- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

দশম পরিচ্ছেদ

কারো ঘরে প্রবেশের আদব-শিষ্টাচার

সূরা নূর, ২৪ : ২৭, ২৮, ২৯, ৬১

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ করবে না, তোমাদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে, ঐ ঘরের অধিবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের প্রতি সালাম না করে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

২৮. আর যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তবে সেখানে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়, আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তবে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

২৯. তোমাদের কোন গুনাহ নেই সে ঘরে প্রবেশ করতে, যেখানে কেউ বাস করে না এবং সেখানে আছে তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর।

৬১..... তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা সালাম করবে আপন-জনদের অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহ্র তরফ থেকে কল্যাণকর ও পবিত্র। এভাবেই আল্লাহ্ বিশদভাবে বিবৃত

২৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

২৮- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

২৯- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝

৬১-..... فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

করেন তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ,
যাতে তোমরা বুঝতে পার।

لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥

কক্ষে প্রবেশের অনুমতি ও সেখানে আহার করা প্রসঙ্গে

সূরা নূর, ২৪ : ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১

৫৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে যেন তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা, তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে তিন সময়—ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা পোষাক খুলে রাখ তখন এবং এশার সালাতের পর—এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। কোন গুনাহ নেই তোমাদের জন্য, আর না তাদের জন্য, এ তিন সময় ছাড়া বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে। তোমাদের এককে তো অপরের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবেই স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

৫৯. আর যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তোমাদের শিশুরা, তখন তারাও যেন অনুমতি গ্রহণ করে, যেমন অনুমতি গ্রহণ করে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ। এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তার নির্দেশসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

৬০. আর বৃদ্ধানারী, যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বহিঃস্থ খুলে রাখায়, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সব শোনে, সব জানেন।

৬১. অন্ধের জন্য দোষ নেই, লেংড়ার জন্য দোষ নেই, রুগীর জন্য দোষ নেই এবং

৫৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ
طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

৫৯- وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

৬০- وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۚ وَأَن
يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥
৬১- لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى
الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

তোমাদের নিজেদের জন্য দোষ নেই
আহার করায় তোমাদের ঘরে, অথবা
তোমাদের পিতার ঘরে, তোমাদের
মায়ের ঘরে, ভাইয়ের ঘরে, বোনের
ঘরে, চাচার ঘরে, ফুফুর ঘরে, মামার
ঘরে, খালার ঘরে, অথবা সে সব ঘরে
যার চাবির মালিক তোমরা, অথবা
তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমাদের
কোন অপরাধ নেই একত্রে আহার
করায়, অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার
করায়। তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ
করবে, তখন তোমরা সালাম করবে
আপনজনদের অভিবাদন স্বরূপ, যা
আল্লাহর তরফ থেকে কল্যাণকর ও
পবিত্র। এভাবেই আল্লাহ বিশদভাবে
বিবৃত করেন তোমাদের জন্য নিদর্শন-
সমূহ, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ ؕ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا
أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥

আহলে কিতাবের সাথে আচরণ

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৬

৪৬. আর তোমরা বিতর্ক করবে না আহলে
কিতাবের সাথে উত্তম পন্থা ব্যতিরেকে,
তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী
তাদের ছাড়া। আর তোমরা বল :
আমরা ঈমান এনেছি তাতে, যা নাযিল
করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা
নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি,
আর আমাদের ইলাহ্ এবং তোমাদের
ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁরই
অনুগত।

٤٦- وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ
إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
وَالْهَذَا وَالْهُكْمُ وَاحِدٌ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥

হারাম শরীফ

সূরা বাকারা, ২ : ১২৬

১২৬. আর স্মরণ কর, যখন বলেছিল
ইব্রাহীম : হে আমার রব! আপনি

١٢٦- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ

করুন এ নগরীকে নিরাপদ শহর এবং রিয্ক দিন এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে তাদের ফলমূল থেকে। তিনি বললেন : যে কেউ কুফরী করবে তাকেও আমি কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেব। তারপর তাকে বাধ্য করব জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে। আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যা-বর্তনস্থল।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৫

৩৫. আর স্মরণ কর, বলেছিল ইব্রাহীম : হে আমার রব! আপনি করুন এ নগরীকে নিরাপদ শহর এবং দূরে রাখুন আমাকে এবং আমার পুত্রদের মূর্তিপূজা থেকে।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৭

৫৭. আর যারা বলে : আমরা যদি অনুসরণ করি সৎপথ আপনার সাথে, তবে আমাদের উৎখাত করা হবে আমাদের দেশ থেকে। আমি কি তাদের প্রতিষ্ঠিত করিনি এক নিরাপদ হারমে, যেখানে সব ধরনের ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া রিয্ক হিসাবে? কিন্তু তাদের অনেকেই তা জানে না।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৭

৬৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তো করেছি হারমকে নিরাপদ স্থান, অথচ এর আশপাশের লোকদের ছিনতাই করা হয়। তবুও কি তারা বাতিলের প্রতি ঈমান রাখবে এবং আল্লাহর নিয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করবে?

هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ أَمِنَ مِنْهُمْ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ
وَيُتْسَمِ الْمَصِيرُ ۝

৩৫- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

৫৭- وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ
تَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا
أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن
لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৬৭- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا
وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
أَفَبِلَا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۝

মুশরিকদের মসজিদে :

সূরা তাওবা, ৯ : ২৮

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন মসজিদে হারামের নিকট না আসে এ বছরের পর আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে অচিরেই তোমাদেরকে আল্লাহ্ অভাবমুক্ত করবেন স্বীয় অনুগ্রহে যদি তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

মাকামে

সূরা বাকারা, ২ : ১২৫

১২৫. আর আমি যখন কা'বা গ্রহকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম : তোমরা গ্রহণ কর 'মাকামে-ইব্রাহীম'কে সালাতের স্থানরূপে, আর আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে পবিত্র রাখতে আমার ঘরকে তাওয়াফ-কারী, ই'তিকাফকারী, রুকু' ও সিজ্দা-কারীদের জন্য।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৬, ৯৭

৯৬. নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা বানানো হয়েছিল মানুষের জন্য, তা মক্কায় অবস্থিত, উহা বরকতময় এবং সারা জাহানের জন্য হিদায়েত।

৯৭. উহাতে আছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন 'মাকামে-ইব্রাহীম' এবং যে কেউ তাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সামর্থ আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য কর্তব্য। আর যে কুফরী করে, সে জেনে রাখুক,

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○

ন হারাম

১১৮- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ
فَإِذَا أَنْفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۚ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لِنَالِينَ ○

হারাম, বায়তুল-আতীক, আল-কা'বা

১২৫- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۚ
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۚ
وَعَهْدًا نَّآ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ
أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ○

১২৬- وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১৫৮- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ

করে তার কোন গুনাহ নেই, যদি সে এ দু'টির মাঝে সাঈ করে। আর কেউ স্বেচ্ছায় কোন নেককাজ করলে। আল্লাহ তো গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞ।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৬, ৯৭

৯৬. নিশ্চয় প্রথম ঘর। যা বানানো হয়েছিল মানুষের জন্য, তা মক্কায় অবস্থিত। উহা বরকতময় এবং সারা জাহানের জন্য হিদায়েত।

৯৭. উহাতে আছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন 'মাকামে ইব্রাহীম' এবং যে কেউ তাতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য কর্তব্য। আর যে কুফরী করে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্ব জগত থেকে অমুখাপেক্ষী।

সূরা মায়িদা, ৫ : ২, ৯৭

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবমাননা করবে না আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, কুরবানীর জন্য গলায় চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় বায়তুল হারামের অভিমুখী যাত্রীদের। আর যখন তোমরা ইহ্রামমুক্ত হবে, তখন তোমরা শিকার করতে পারবে। আর তোমাদের যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ, এ কারণে যে, তারা তোমাদের বাধা দিয়েছে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে। আর তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে নেককাজে ও তাকওয়ার ব্যাপারে, কিন্তু একে অপরকে সাহায্য করবে না গুনাহের

কাজে ও সীমালংঘনের ব্যাপারে।
তোমরা ভয় করবে আল্লাহকে, নিশ্চয়
আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

৯৭. আল্লাহ করে দিয়েছেন কা'বা—
বায়তুল হারামকে স্থিতির কারণ স্বরূপ
মানুষের জন্য, আর পবিত্র মাস,
কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু
এবং কুরবানীর জন্য গলায় মালা
পরিহিত পশুকেও, ইহা এ জন্য যে,
তোমরা যেন জানতে পার, নিশ্চয়
আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আসমানে
এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর
আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৭

৩৭. হে আমাদের রব! আমি তো বসবাস
করলাম আমার বংশধরদের কতককে
অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র
ঘরের কাছে। হে আমাদের রব! ইহা
এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম
করে। অতএব আপনি করে দিন কিছু
মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী
এবং তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন
ফলফলাদি দিয়ে, যাতে তারা শোকর
করে।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৬, ২৯, ৩৩

২৬. আর যখন আমি নির্ধারিত করে
দিয়েছিলাম ইব্রাহীমের জন্য
বায়তুল্লাহর স্থান, তখন বলেছিলাম :
শরীক করো না আমার সাথে কোন কিছু
এবং পবিত্র রেখ আমার ঘরকে
তাওয়াফকারীদের জন্য আর সালাতে
যারা দাঁড়ায়, রুকু' করে এবং সিজদা
করে, তাদের জন্য।

২৯. তারপর তারা যেন বিদূরিত করে তাদের
অপরিচ্ছন্নতা এবং পূর্ণ করে তাদের

وَ اتَّقُوا اللَّهَ مَا نَ الْوَالِدُ الْعَقَابُ

১৭- جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

২৭- رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِيقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

২৬- وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
أَنْ لَا تَشْرِكَ بِى شَيْئًا
وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

২৯- ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ

মানত, আর তাওয়াফ করে বায়তুল আতীকের।

৩৩. তোমাদের জন্য রয়েছে চতুর্দশ জন্তুর মধ্যে নানা প্রকার উপকার এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, তারপর এদের কুরবানীর স্থান বায়তুল আতীকের কাছে।

সূরা কুরাইশ, ১০৬ : ৩, ৪

৩. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এ ঘরের মালিকের,
৪. যিনি তাদের আহার দেন ক্ষুধায় এবং নিরাপত্তা দেন ভয়-ভীতি থেকে।

মাসজিদ, আল-মাসজিদুল হারাম, আল মাসজিদুল আকসা, মাসজিদে দিরার

সূরা বাকারা, ২ : ১১৪, ১৪৪, ১৪৯, ১৫০, ১৮৭, ১৯১, ১৯৬, ২১৭

১১৪. আর কে অধিক যালিম তার চাইতে, যে বাঁধা প্রদান করে আল্লাহর মাসজিদ সমূহে তার নাম স্মরণ করতে এবং চেষ্টা করে মসজিদসমূহ বিনাশ করতে? অথচ তারা তো এমন যে তাদের জন্য সজ্জত ছিল না সেখানে প্রবেশ করা ভীত শঙ্কিত না হয়ে। তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে আছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।

১৪৪. আমি তো লক্ষ্য করেছি আপনার বারবার আসমনের দিকে তাকানোকে, অতএব আমি অবশ্যই আপনাকে এমন কিব্লার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা আপনি পসন্দ করেন। তাই আপনি আপনার মুখ ফিলান মসজিদে হারামের দিকে। আর যেখানেই তোমরা থাক না কেন, তোমরা মুখ ফিরাবে সেদিকেই। আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা তো অবশ্যই জানে যে, ইহাই সত্য তাদের

○ لِيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

৩৩- لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○

৩- فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ○

৪- الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ه

وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ○

১১৪- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

১৪৪- قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُؤَلِّيكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

রবের তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তারা করে।

১৪৯. আর যেখান থেকেই আপনি বের হন না কেন, আপনি মুখ ফিরাবেন 'মসজিদে হারামের' দিকে। ইহাই সত্য আপনার রবের তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে যা তোমরা কর।

১৫০. আর যেখান থেকেই আপনি বের হন না কেন, আপনি মুখ ফিরাবেন 'মসজিদে হারামের' দিকে। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মুখ ফিরাবে সেইদিকেই, যাতে লোকদের জন্য, তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কোন অবকাশ না থাকে। তবে তাদের ছাড়া, যারা তাদের মধ্যে যালিম। অতএব তোমরা ভয় করো না তাদের এবং ভয় কর কেবল আমাকেই, যাতে আমি পূর্ণরূপে দিতে পারি আমার নিয়ামত তোমাদের এবং যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।

১৮৭. বৈধ করা হয়েছে তোমাদের জন্য সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রী-সহবাস। তারা তোমাদের জন্য পোষাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোষাক স্বরূপ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হলেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করলেন। অতএব এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন, তা চাও। আর তোমরা খাও এবং পান কর, ভোরের সাদারেখা রাতের কালরেখা থেকে স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত। তারপর পূর্ণ কর সিয়াম রাত পর্যন্ত। আর তোমরা

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ○

১৪৯-وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

১৫০-وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْنَعِي عَيْنَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১৮৭-أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ قَالِئِنْ بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِ ۚ

মিলিত হবে না তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মসজিদে ইতিফাক করা অবস্থায়, এ সব আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তোমরা এ সবার কাছেও যেও না। এভাবেই আল্লাহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।

১৯১. যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা তাদের হত্যা করবে যেখানেই তাদের পাবে এবং তাদের বহিস্কৃত সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিস্কৃত করে দিয়েছিল। আর ফিতনা হত্যার চাইতে গুরুতর। তবে তোমরা যুদ্ধ করবে না তাদের সাথে ‘মসজিদে হারামের’ কাছে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদের হত্যা করবে। এটাই হলো পরিণাম কাফিরদের।

১৯৬. আর তোমরা পূর্ণ কর হজ্জ ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে, তোমাদের মাথা মুড়াবে না, যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে। তবে তোমাদের মাঝে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে, তাহলে সে ফিদয়া দিবে সিয়াম, অথবা সাদাকা বা কুরবানী দিয়ে। আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উপকৃত হতে চায়, হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দিয়ে, সে যেন সহজলভ্য কুরবানী করে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে সে যেন হজ্জের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফেরার পর সাতদিন পূর্ণ দশদিন

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۚ
فِي الْمَسْجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

১৯১-وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
وَآخِرُ جَوْهَرٍ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّى يُقَاتِلَوكُمْ فِيهِ ۚ
فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ
كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○

১৯৬-وَآتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ
فَإِنْ أَخْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ
أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فَمَنْ تَشَاءَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكِ

সিয়াম পালন করে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্য, যাদের পরিবারবর্গ 'মসজিদে-হারামের' বাসিন্দা নয়। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর।

২১৭. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। আপনি বলুন : এতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দেয়া, তাঁর সাথে কুফরী করা এবং মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর কাছে অধিক অন্যায়। আর ফিতনা গুরুতর অন্যায় হত্যার চাইতে। তারা সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা ফিরিয়ে দেয় তোমাদের তোমাদের দীন থেকে যদি তারা পারে। আর যে কেউ তোমাদের মাঝে তার দীন থেকে ফিরে যায় এবং মারা যায় কাফির অবস্থায়, ব্যর্থ হয়ে যায় তাদের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে। আর এরাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ২

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবনাননা করবে না আল্লাহর নিদর্শন সমূহের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, কুরবানীর জন্য গলায় চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় বায়তুল হারামের অভিযুক্তী যাত্রীদের। আর যখন তোমরা ইহ্রামমুক্ত হবে, তখন তোমরা শিকার করতে পারবে। আর তোমাদের যেন সীমালংঘনে

لَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

২১৭-يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ
وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ
عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا
شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

২৬- وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْدِبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ
يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا
كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ
إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ۝

৭- كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

১৭- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا
مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ

গেছে এবং তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।

১৮. আল্লাহর মসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ তো করবে তারা, যারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি, আর কায়ম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং ভয় করে না আল্লাহ ছাড়া কাউকে, অতএব আশা করা যায়, তারাই হবে হিদায়তপ্রাপ্তদের শামিল।

১৯. তোমরা কি হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের পুণ্যের সমান মনে কর, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে? তারা সমান নয় আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

২৮. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! মুশ্রিকরা তো অপবিত্র। অতএব তারা যেন মসজিদে হারামের কাছে না আসে এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন নিজ অনুগ্রহে, যদি তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

১০৭. আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতি সাধন, কুফরী এবং মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, যে ইতোপূর্বে যুদ্ধ করেছে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে। তারা তো কসম করে বলবে : আমরা তো এরূপ করেছি কেবল সদুদ্দেশ্যেই, কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা তো মিথ্যাবাদী।

وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ○

১৮- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○

১৯- أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ

২৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১০৭- وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَخْلُقَنَّ ۚ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

১০৮. আপনি সালাতের জন্য কখনো দাঁড়াবেন না সেখানে। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর, তাই আপনার সালাতের জন্য দাঁড়বার অধিক যোগ্য স্থান। সেখানে এমন লোক রয়েছে, যারা ভালবাসে উত্তম-রূপে পবিত্রতা অর্জন করতে, আর আল্লাহ্ ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জন-কারীদের।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১

১. পবিত্র মহান তিনি, যিনি রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলেন তাঁর বান্দাকে মাসজিদে-হারাম থেকে মাসজিদে-আকসা পর্যন্ত, বরকতময় করেছি আমি তার পরিমণ্ডলকে, তাকে দেখাবার জন্য আমার নিদর্শনসমূহ। নিশ্চয় তিনি সব শুনে, সব দেখেন।

সূরা হায্জ, ২২ : ২৫, ৪০

২৫. নিশ্চয় যারা কুফরি করে এবং বাঁধা দেয় আল্লাহ্র পথে মাসজিদে হারাম থেকে, যা আমি করেছি মানুষের জন্য সমান স্থানীয় ও বহিরাগত সবার জন্য, আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করে, সেখানে পাপ কাজ করতে, আমি তাকে আত্মদান করা বস্ত্রাদায়ক শাস্তি।

৪০.... আর যদি আল্লাহ্ প্রতিহত না করতেন মানুষের কতকে কতকের দ্বারা, তাহলে অবশ্যই বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টানদের আশ্রম ও গীর্জা, ইয়াহুদীদের সিনাগগ এবং মুসলিমদের মাসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হয় বেশী বেশী। আর আল্লাহ্ তো তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

১০৮- لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا
لَسَجْدُكَ عَلَيْكَ التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ
يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ○

১- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

২৫- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفِ
فِيهِ وَالْآبَادِ وَمَنْ يَرُدْ فِيهِ بِالْحَادِ
يُظْلِمُ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○

৪০-..... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَهَدَّتْ صَوَامِعُ
وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتُ وَ مَسْجِدُ
يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

সূরা ফাতহ, ৪৮ : ২৫, ২৭

২৫. তারা তো কুফরী করেছিল এবং তোমাদের বাঁধা দিয়েছিল মাসজিদে-হারাম থেকে, আর বাঁধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌছতে। যদি না থাকত এমন কতক মু'মিন নর ও মু'মিন নারী, যাদের তোমরা জান না, তোমরা তাদের পদদলিত করতে না জেনে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে তাদের কারণে তা হলে তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত। এ জন্য যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়নি যে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি মু'মিনরা পৃথক হয়ে যেত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তাদের যন্তুগাদায়ক শাস্তি দিতাম।

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন তাঁর রাসূলকে যথাযথভাবে, অবশ্যই তোমরা প্রবেশ করবে মসজিদে হারামে ইনশা আল্লাহ্ নিরাপদে, মাথা মুড়াবে তোমাদের কতক এবং কতক চুল ছোট করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা যা জান না। তিনি তোমাদের দিয়েছেন এ ছাড়াও এক সদ্য বিজয়।

সূরা নূহ, ৭২ : ১৮

১৮. আর মাসজিদসমূহ তো আল্লাহ্রই জন্য। অতএব তোমরা ডেকো না আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে।

۲۵- هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ
وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ
لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ
فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ
لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ
مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا
لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ۝

۲۷- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ
لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
أَمِينِينَ ۚ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
لَا تَخَافُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا
فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

۱۸- وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝

চান্দ্রমাসের হিসাব

সূরা তাওবা, ৯ : ৩৬, ৩৭

৩৬. নিশ্চয় মাসের সংখ্যা হচ্ছে আল্লাহ্র কাছে বার মাস আল্লাহ্র কিতাবে, সেদিন থেকে যেদিন তিনি সৃষ্টি করেছেন

۳۶- إِنْ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ
شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

আসমান ও যমীন, এর মাঝে চারটি মাস নিষিদ্ধ। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দিন। সুতরাং তোমরা যুলুম করবে না নিজেদের প্রতি এ সব মাসে এবং তোমরা যুদ্ধ করবে মুশরিকদের সাথে সর্বাঙ্গকভাবে, যেমন তারা যুদ্ধ করে তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গকভাবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সংগে আছেন।

৩৭. মাসকে পিছিয়ে দেয়া তো কোন কুফরী বৃদ্ধি করা, যা দিয়ে কাফিরদের বিভ্রান্ত করা হয়। তারা একে হালাল মনে করে কোন বছর এবং একে হারাম মনে করে কোন বছর, যাতে তারা পূর্ণ করতে পারে সংখ্যা সম্মানিত মাসের, তখন তারা হালাল মনে করে, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন। শোভন করা হয়েছে তাদের জন্য তাদের মন্দকাজগুলো। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না কাফির লোকদের।

وَالْأَرْضُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۚ
ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الْقِيَمِ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنفُسَكُمُ وَكَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَأَنَّهُ كَمَا يَقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

৩৭- إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ
يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُؤْطُوا
عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجِلُّوا
مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ رُبُّنَ لَهُمْ سُوءُ
أَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

দীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ

সূরা তাওবা, ৯ : ১২২

১২২. আর মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সবাই এক সংগে অভিযানে বের হবে। মু'মিনদের প্রত্যেক দল থেকে কেন এক অংশ বের হয় না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সতর্ক করতে পারে তাদের লোকদের, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে? আশা করা যায়, তারা সাবধান হবে।

১২২- وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ○

দারিদ্র ভয়ে সন্তান হত্যা না করা

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩১

৩১. আর তোমরা হত্যা করবে না তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র ভয়ে। আমি রিয়ক

৩১- وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۚ

দেই তাদের এবং তোমাদেরও। নিশ্চয়
তাদের হত্যা করা মহাপাপ।

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً

ওযন ও মাপ সম্পর্কে

সূরা আন'আম, ৬ : ১৫২

১৫২... আর তোমরা পুরোপুরি দেবে মাপে ও
ওযনে ন্যায্যভাবে....।

সূরা হূদ, ১১ : ৮৫

৮৫. হে আমার কাওম! তোমরা পুরোপুরি
দেবে মাপে ও ওযনে ন্যায্যসংগতভাবে
এবং কম দেবে না লোকদের তাদের
প্রাপ্য বস্তু আর ফাসাদ সৃষ্টি করে
বেড়াবে না পৃথিবীতে।

সূরা বনী ইসরাইল, ১৭ : ৩৫

৩৫. যখন মেপে দেবে, তখন পূর্ণ মেপে
দেবে এবং ওযন করবে সঠিক
দাঁড়িপাল্লায়। ইহাই উত্তম ও পরিণামে
উৎকৃষ্ট।

সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৯

৯. আর তোমরা কায়েম কর ওযন
ইনসাফের সাথে এবং কম দেবে না
ওযনে।

সূরা মুতাফ্ফিহীন, ৮৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

১. দুর্ভাগ্য তাদের, যারা মাপে কম দেয়,
২. যারা লোকদের থেকে যখন মেপে নেয়,
তখন পূর্ণমাত্রায় নেয়,
৩. এবং যখন তারেদকে মেপে অথবা
ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়,
৪. তারা কি ভেবে দেখে না যে, তাদের
তো মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠানো
হবে-
৫. মহাদিবসে?

১৫২... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ.....

৮৫- وَيَقُومِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

৩৫- وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

৯- وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ

- ১- وَيَلِلُ اللَّطِيفِينَ
- ২- الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ
- ৩- وَإِذَا كَالَهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
- ৪- أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
- ৫- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

৬. সেদিন সব মানুষ দাঁড়াবে রাক্বুল
আলামীনের সামনে।

১-يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

অজানা বিষয়ের অনুসরণ না করা

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৬

৩৬. আর তুমি অনুসরণ করবে না এমন
বিষয়ের যার জ্ঞান তোমার নেই। নিশ্চয়
কান, চোখ ও হৃদয়-এর প্রত্যেকটি
সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

৩৬-وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ○

কোন সংবাদ যাচাই না করে গ্রহণ না করা

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৬

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি আসে
তোমাদের কাছে কোন ফাসিক কোন
সংবাদ নিয়ে, তখন তোমরা তা ভাল
করে যাচাই করে দেখবে, পাছে
তোমরা বিপদে ফেল কোন কাওমকে
অজ্ঞতাবশত ফলে, তোমরা হয়ে পড়বে
তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত।

৬-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ○

দৃষ্টভরে বিচরণ না করা

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৭

৩৭. আর তুমি বিচরণ করবে না পৃথিবীতে
দৃষ্টভরে, কেননা তুমি ত কখনো বিদীর্ণ
করতে পারবে না যমীনকে আর না তুমি
হতে পারবে পর্বত সমতুল্য উচ্চতায়।

৩৭-وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ○

ভাল দিয়ে মন্দের প্রতিকার করা

সূরা হা-মীম-আস্ সাজ্জাদা, ৪১ : ৩৪, ৩৬

৩৪. সমান হতে পারবে না ভাল ও মন্দ।
অতএব প্রতিহত করুন মন্দকে ভাল
দিয়ে, ফলে আপনার সাথে যার শত্রুতা
রয়েছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর
মত।

৩৪-وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ○

৩৫. আর কেবল তাদেরই এ গুণের অধিকারী করা হয়, যারা সবর করে এবং কেবল তাঁদেরই এ গুণের অধিকারী হয়, যারা মহাভাগ্যবান।

۳۵- وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

৩৬. আর যদি তোমাকে প্ররোচিত করে শয়তানের প্ররোচনা, তবে আশ্রয় নেবে আল্লাহর। তিনি তো সব শোনেন, সব জানেন।

۳۶- وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

বিবাদমান মু'মিনদের মাঝে মীমাংসা করা

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৯, ১০

৯. আর যদি মু'মিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি করে তাদের একদল অন্য দলের উপর, তাহলে তোমরা যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে যারা বাড়াবাড়ি করে, আল্লাহর নির্দেশের প্রতি তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত। আর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে ন্যায়ের সাথে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন সুবিচারকারীদের।

۹- إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

১০. মু'মিনরা তো ভাই ভাই, অতএব তোমরা মীমাংসা করে দিও ভাইদের মাঝে এবং সতর্কতা অবলম্বন কর আল্লাহর ব্যাপারে যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

۱۰- إِنْهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

উপহাস ও দোষারূপ না করা এবং মন্দ নামে না ডাকা

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কোন পুরুষ যেন উপহাস না করে অন্য কোন পুরুষকে। কেননা, হতে পারে

۱۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ
مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا

যাদের উপহাস করা হয় তারা উত্তম, উপহাসকারীদের চাইতে, আর নারীরাও যেন উপহাস না করে নারীদের। কেননা, হতে পারে যাদের উপহাস করা হয় তারা উত্তম, উপহাসকারীদের চাইতে। আর তোমরা দোষারূপ করবে না একে অপরকে এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকবে না। কত নিকৃষ্ট মন্দনামে ডাকা ঈমানের পর! আর যারা তাওবা করল না, তারা তো যালিম।

خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ
عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ
وَلَا تَلْبِزُوا بِآلِ لُقَابٍ ۚ
يُسِّ إِلَاسُمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

অধিক অনুমান অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান ও গীবত না করা

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দূরে থেকে বেশিবেশি অনুমান করা থেকে, কেননা, কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করবে না, আর একে অপরের গীবত করবে না। কেউ কি তোমাদের মাঝে ভালবাসে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে? বস্তুত তা তোমরা অপসন্দ কর। আর তোমরা ভয় করবে আল্লাহকে, নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

۱۲-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ
يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكْرِهُهُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

মানুষের পরিচয়

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩

১৩. হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং করেছি তোমাদের নানা জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আল্লাহর কাছে

۱۳-يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

সেই অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মাঝে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সব জানেন, সব খবর রাখেন।

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِمُ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

মাগ্ফিরাত ও জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করা

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২১

২১. তোমরা ধাবিত হও, তোমাদের রবের তরফ থেকে মাগ্ফিরাতও সেই জান্নাত লাভের জন্য, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ মহা-অনুগ্রহশীল।

۲۱- سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ۚ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

গোপন পরামর্শ

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩

৮. আপনি কি লক্ষ্য করেননি তাদের প্রতি, যাদের নিষেধ করা হয়েছে গোপন পরামর্শ করতে, তারপর তারা পুনরাবৃত্তি করে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছে তা এবং গোপন পরামর্শ করে পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে? আর তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন তারা আপনাকে অভিবাদন করে যাদ্বারা আল্লাহ আপনাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে : কেন আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না, আমরা যা বলি সে জন্য? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, সেখানে তারা দগ্ধীভূত হবে, আর কত নিকৃষ্ট এ ঠিকানা!

۸- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ
وَيَتَنَجَّوْنَ بِاللَّيْلِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ۖ
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ۖ
وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ
حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ ۖ يَصَلُّونَهَا
فَيُتْسَلِّمُونَ ۝

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা গোপন পরামর্শ কর, তখন তোমরা তা করবে না পাপাচার, সীমালংঘন ও

۹- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا
تَتَنَجَّوْا بِاللَّيْلِ وَالْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ

রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে, বরং তোমরা তা করবে কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া সম্পর্কে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যার কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

১০. গোপন পরামর্শ তো হয় শয়তানের প্ররোচনায়, মু'মিনদের দুঃখ দেওয়ার জন্য, তবে শয়তান তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে। আর আল্লাহ্রই উপর যেন মু'মিনরা ভরসা করে।

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন গোপনে কথা বলতে চাইবে রাসূলের সাথে, তখন তোমাদের গোপন কথা বলার আগে সাদাকা প্রদান করবে। ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। আর যদি তোমরা সাদাকা দিতে অক্ষম হও, তবে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩. তোমরা কি কষ্টকর মনে কর, তোমাদের গোপনে কথা বলার আগে সাদাকা প্রদান করাকে! যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারলে না, আর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আর আল্লাহ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْأَيْمَنِ وَالتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

১০- إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ
لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيْسَ بِضَارٍّ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا تَاَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৩- أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

মজলিসের আদব

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ১১

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের বলা হয়, জায়গা করে দাও মজলিসে, তখন তোমরা জায়গা করে দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য জায়গা

১১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ
تَقَسَّعُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۝

করে দিবেন। আর যখন বলা হয় :
উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাও,
আল্লাহ্ মর্যাদায় উন্নত করবেন
তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে
এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে
তাদের। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর,
সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

কথা ও কাজে অসংগতি

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ২, ৩

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! কেন তোমরা
তা বল, যা তোমরা কর না?
৩. আল্লাহ্র কাছে ইহা অতিশয় অপসন্দনীয়
যে, তোমরা যা বল তা কর না।

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○
۳- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ
أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ○

আল্লাহ্র সাহায্যকারী হওয়ার নির্দেশ

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ১৪

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হয়ে
যাও আল্লাহ্র সাহায্যকারী, যেমন
বলেছিল ঈসা ইব্ন মারইয়াম
হাওয়ারীদের : কে আমার সাহায্যকারী
আল্লাহ্র পথে? বলেছিল হাওয়ারীরা :
আমরাই আল্লাহ্র সাহায্যকারী। তারপর
ঈমান এনেছিল বনু ইসরাঈলের একদল
এবং কুফরী করেছিল আর এক দল।
তখন আমি তাদের শক্তি যুগালাম, যারা
ঈমান এনেছিল তাদের শত্রুদের
বিরুদ্ধে, ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী।

۱۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ
قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ
طَائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ○

তাওয়াক্কুল

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১২২, ১৫৯, ১৬০

- ১২২... আর আল্লাহ্রই উপর যেন ভরসা করে
মু'মিনরা।

- ১৫৯... আর যখন আপনি কোন সংকল্প
করবেন, তখন ভরসা করবেন আল্লাহ্র

۱۲۲-...وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

۱۵۹-...فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ

উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন
ভরসাকারীদের।

১৬০. যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেন,
তবে কেউ নেই তোমাদের উপর বিজয়ী
হওয়ার। আর তিনি যদি তোমাদের
ছেড়ে দেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কে
আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে ?
অতএব আল্লাহ্রই উপর যেন ভরসা
করে মু'মিনরা।

সূরা, মায়িদা, ৫ : ১১

- ১১.....আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং
আল্লাহ্রই উপর ভরসা করে মু'মিনরা।

সূরা তাওবা, ৯ : ৫১

৫১. আপনি বলুন : আমাদের কিছুই হবে
না, আল্লাহ্ যা লিখে রেখেছেন তা
ছাড়া। তিনি আমাদের অভিভাবক।
আর আল্লাহ্রই উপর যেন ভরসা করে
মু'মিনরা।

সূরা হুদ, ১১ : ১২৩

১২৩. আসমান ও যমীনের গায়েবের মালিক
আল্লাহ্ এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত
হবে সব কিছু। অতএব আপনি ইবাদত
করুন তাঁরই এবং ভরসা করুন তাঁরই
উপর। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে
তোমাদের রব গাফেল নন।

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬৭

- ৬৭.....বিধান তো আল্লাহ্রই। আমি তাঁরই
উপর ভরসা করি এবং তাঁরই উপর যেন
ভরসা করে, যারা ভরসা করতে চায়।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ১১, ১২

১১. তাদের রাসূলগণ তাদের বলত :
আমরা তো তোমাদের মত মানুষ ছাড়া
আর কিছু নই, তবে আল্লাহ্ অনুগ্রহ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ○

- ১৬০- إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ
وَإِنْ يَخْذُكُمُ
فَسَنَ ذَٰلِ الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ ۖ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

১১-.....وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

৫১- قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَنَا ۖ هُوَ مَوْلَانَا ۖ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

১২৩- وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالِإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا ۖ فَاعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۖ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

৬৭-.....إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

১১- قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى

করেন, যাকে চান তার বান্দাদের থেকে। আর আমাদের কাজ নয় যে, আমরা উপস্থিত করব তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর আল্লাহরই উপর যেন ভরসা করে মু'মিনরা।

১২. আর আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করব না? তিনিই তো আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। আর অবশ্যই আমরা সবার করব, তোমরা যে কষ্ট আমাদের দেও, তাতে, এবং আল্লাহরই উপর যেন ভরসা করে ভরসাকারীরা।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৮

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন। আর তিনি যথেষ্ট অবহিত, তার বান্দাদের পাপ সম্পর্কে।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১৭

২১৭. আর আপনি ভরসা করুন পরা-ক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহরই উপর।

সূরা নামল ২৭ : ৭৯

৭৯. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহর উপর। আপনি তো আছেন স্পষ্ট সত্যের উপর।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩, ৪৮

৩. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহর উপর। আল্লাহই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক হিসাবে।

৪৮. আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথা অনুযায়ী চলবেন না এবং উপেক্ষা

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৪৩

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১২- وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

৫৮- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۖ وَكَفَى بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ۝

২১৭- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

৭৯- فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝

৩- وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

৪৮- وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ

করুন তাদের নির্যাতন, আর ভরসা
করুন আল্লাহর উপর। আল্লাহই যথেষ্ট
কর্মবিধায়ক হিসাবে।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৩

১৩. আল্লাহ, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া।
অতএব আল্লাহরই উপর যেন ভরসা
করে মু'মিনরা।

সূরা তালাক, ৬৫ : ৩

৩. আর যে কেউ আল্লাহর উপর
ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই
যথেষ্ট।

وَدَعَا أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

১২- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

২- وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ

সন্তান, সম্পদ ও স্ত্রী সম্পর্কে

সূরা আনফাল, ৮ : ২৮

২৮. আর তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের
সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো
এক পরীক্ষা। আর আল্লাহ, তাঁরই
কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

সূরা তাগাবুন ৬৪ : ১৪, ১৫

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয়
তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তানদের
মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু-
স্বরূপ। অতএব তোমরা তাদের
ব্যাপারে সতর্ক থেক। তবে যদি
তোমরা তাদের মার্জনা কর, তাদের
দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদের
ক্ষমা কর, তাহলে জেনে রাখ!
আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।

১৫. তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের
সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষার বিষয়।
আর আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে
মহাপুরস্কার।

২৮- وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

১৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَأَحْذَرُوهُمْ ۖ
وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১৫- إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۖ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখা

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৪, ১১০

১০৪. আর তোমাদের মধ্যে যেন এমন একদল থাকে যারা ডাকবে কল্যাণের দিকে, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দকাজ থেকে। তারাই সফলকাম।

১১০. তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত, তোমাদের আর্বিভাব মানব জাতীর জন্য, তোমরা নির্দেশ দাও ভাল কাজের, বারণ কর মন্দকাজ থেকে এবং ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি। কিতাবীরা যদি ঈমান আনত তবে তা কল্যাণকর হত তাদের জন্য। তাদের কতক ঈমানদার কিন্তু অধিকাংশই ফাসিক।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৭

১৭. হে আমার পুত্র! সালাত কয়েম কর, ভাল কাজের আদেশ দাও এবং নিষেধ কর মন্দকাজ থেকে আর সবার কর সে বিপদে যা তোমার উপর আপতিত হয়। নিশ্চয় এ তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

১০৪- وَ لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

১১০- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ○

১৭- يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا اَصَابَكَ ۚ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ ○

যিহার ও পোষ্যপুত্র

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪, ৫, ৩৭

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' কর, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের 'মা' করেননি, আর তিনি তোমাদের পোষ্য-পুত্রদেরও তোমাদের পুত্র করেননি। এসব তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ তো সত্য বলেন এবং তিনি-ই সঠিক পথের সন্ধান দেন।

৫. তোমরা তাদের ডাক তাদের পিতৃপরিচয়ে, ইহাই অধিক ন্যায়সংগত

৪- وَمَا جَعَلَ اَرْوَاجَكُمْ اِلٰى اٰلٍ تَنْظُرُونَ مِنْهُمْ اُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ○

৫- اَدْعُوهُمْ لِاَبَائِهِمْ ۚ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

আল্লাহর দৃষ্টিতে। তবে যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জান, তাহলে তারা তো তোমাদের দীনি-ভাই এবং তোমাদের বন্ধু। আর নেই তোমাদের কোন অপরাধ, যদি তোমরা এ ব্যাপারে কোন ভুল কর, তবে অপরাধ হবে তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৭. আর স্মরণ করুন, আপনি বলছিলেন তাকে, যার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও অনুগ্রহ করেছেন যার প্রতি : তুমি তোমার স্ত্রীকে বিবাহধীন রেখ এবং সাবধান হও আল্লাহর ব্যাপারে, আর আপনি অন্তরে যা গোপন করেছিলেন, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি তো লোক ভয় করছেন, অথচ আল্লাহ্-ই অধিক হকদার যে, আপনি তাঁকেই ভয় করুন। তারপর যখন যায়েদ বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ করল যয়নবের সাথে। তখন আমি তাকে আপনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেদিলাম, যাতে মু'মিনদের কোন কিয় না হয় তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদের বিবাহ করতে, যখন তারা তাদের সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ করে। আল্লাহর নির্দেশ তো কার্যকরী হয়েই থাকে।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ২, ৩, ৪

২. তোমাদের মধ্যে যারা যিহার করে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে, তারা জেনে রাখুক তাদের স্ত্রীরা তো তাদের মা নয়, তাদের মা তো তারা যারা তাদের জন্য দেয়। তারা তো বলে কেবল অসংগত ও মিথ্যা কথা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ
وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

২৭- وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ
وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۚ
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاهَا بِكَ لَا يَكُونَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

২- الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ
مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا الْآلُ
وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا
مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ

৩. যারা যিহার করে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে এবং পরে প্রত্যাহার করে নেয়, তারা যা বলেছে তা, তবে সে একটি দাসমুক্ত করবে, একে অপরকে স্পর্শ করার আগে। ইহা দিয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

৩- وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذُكُّكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

৪. কিন্তু যে একটি দাসমুক্ত করার সামর্থ রাখবে না। সে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে, একে অপরকে স্পর্শ করার আগে। আর যে এতেও অসমর্থ হবে, সে খাওয়াবে ষাটজন মিস্কীনকে। ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেন ঈমান রাখ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। এসব আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৪- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

রিবা-সুদ

সূরা বাকারা ২ : ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০

২৭৫. যারা সুদ খায়, তারা দাঁড়াবে সে ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। ইহা এজন্য যে, তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মত অথচ আল্লাহ্ হালাল করেছেন বেচাকেনাকে এবং হারাম করেছেন সুদকে। যার কাছে এসেছে তার রবের তরফ থেকে উপদেশ, তারপর সে বিরত হয়েছে, তার জন্য যা অতীত হয়েছে তা, আর তার ব্যাপার আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। তবে

২৭৫- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ فَلَهِ مَاسَلَفٌ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ

যে পুনরায় সুদে লিপ্ত হবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

২৭৬. আল্লাহ্ নিশ্চিহ্ন করে দেন সুদকে এবং বর্ধিত করেন দানকে। আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না কোন অকৃতজ্ঞ গুনাহগারকে।

২৭৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং ছেড়ে দাও যা কিছু বকেয়া আছে সুদের তা, যদি তোমরা মু'মিন হও।

২৭৯. আর যদি তোমরা না ছাড়, তবে শুনে রাখ যুদ্ধের ঘোষণা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না।

২৮০. আর যদি দেনাদার অভাবগ্রস্ত হয়, তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা মাফ করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩০

১৩০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সুদ খেয়ে না চক্রবৃদ্ধি হারে। আর ভয় কর আল্লাহকে, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

সূ. রুম, ৩০ : ৩৯

৩৯. আর যা তোমরা দাও সুদ হিসাবে, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে সে জন্যে, আসলে তা সম্পদ বৃদ্ধি করে না আল্লাহ্র দৃষ্টিতে। কিন্তু যা তোমরা দাও যাকাত হিসাবে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

২৭৬-يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○

২৭৮-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

২৭৯-فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ○

২৮০-وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

১৩০-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৩৯-وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

উদ্দেশ্যে, এরাই তারা যারা বহুগুণ
পাবে।

وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝

দায়েন, ঋণ-দেনা

সূরা বাকারা, ২ : ২৮২, ২৮৩

২৮২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন
এক অন্যের সাথে ঋণের কারবার কর
এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, তখন তা
লিখে রেখ। আর তা যেন লিখে দেয়,
তোমাদের মাঝে কোন লেখক
ন্যায়ভাবে, লেখক যেন অস্বীকার না
করে লিখে দিতে, যেভাবে আল্লাহ্
তাকে শিখিয়েছেন। অতএব সে যেন
অস্বীকার না করে লিখে দিতে, আর
ঋণগ্রহীতা যেন বলে দেয় লেখার
বিষয়বস্তু এবং ভয় করে তার রব
আল্লাহকে, আর তার কোন কিছুই যেন
সে না কমায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি
নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল হয় অথবা
লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে,
তবে যেন বলে দেয় তা তার অভিভাবক
ন্যায়ভাবে। আর সাক্ষীদের মধ্যে যাদের
উপর তোমরা রাযী, তাদের মধ্য থেকে
দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। তবে
যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তাহলে
একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে
সাক্ষী রাখবে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে
একজন ভুল করলে তাদের একজন
অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর
সাক্ষীরা যেন সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার না
করে, যখন তাদের ডাকা হবে। আর
তোমরা কোনরূপ বিরক্তবোধ করবে না
তা মিয়াদসহ লিখে রাখতে, তা ছোট
হোক বা বড় হোক। ইহা আল্লাহর
কাছে ন্যায্যতর এবং প্রমাণের জন্য
দৃঢ়তর, আর তোমাদের মাঝে সন্দেহ

۲۸۲- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ
بِذِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۝
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۝
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ
فَلْيَكْتُبْ ۝ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۝
فَاِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا
اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۝
وَاسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۝
فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَيْنِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰۤاءِ اَنْ تَضِلَّ
اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى ۝
وَلَا يَأْبَ الشّٰهَدٰۤاءُ اِذَا مَدُّوْۤا
وَلَا تَسْمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا وَّاَوْكَبِيْرًا

اِلٰى اَجَلِهٖ ۝ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ
وَ اَقْوَمُ لِلشّٰهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا
اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدَيِّرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

উদ্রেক না হওয়ার ব্যাপারে নিকটতর, কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর, তা যদি না লিখে রাখ তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, আর তোমরা সাক্ষী রেখ, যখন তোমরা পরস্পরে বেচাকেনা কর এবং ক্ষতিগ্রস্ত যেন না হয় লেখক আর না সাক্ষী, কিন্তু যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, তিনি তো তোমাদের শিক্ষা দেন আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে হস্তান্তরকৃত দ্রব্য বন্ধক রাখবে। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয় এবং ভয় করে তার রব আল্লাহকে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না, আর যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর তো পাপী। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَأِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

২৮৩- وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ
وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً ۚ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مَأْمَنَةً وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

মীরাস

সূরা নিসা, ৪ : ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৯, ৩৩, ১৭৬

৭. মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ রেখে যায়, তাতে অংশ রয়েছে পুরুষের এবং মেয়েদেরও অংশ রয়েছে তাতে, যা রেখে যায় মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজন, তা কম হোক বা বেশী হোক এক নির্দিষ্ট অংশ।

৮. আর যখন উপস্থিত থাকবে সম্পত্তি বন্টনকালে উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন, তখন

٧- لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

٨- وَإِذَا أَحْضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ

তাদের দেবে তা থেকে কিছু এবং তাদের সাথে বলবে ভালকথা।

৯. আর তারা যেন ভয় করে, যদি তারা অসহায় সন্তান পেছনে ছেড়ে যেত, তবে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্ভিগ্ন হত। অতএব তারা যেন ভয় করে আল্লাহকে এবং বলে সঠিক কথা।

১১. আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে : এক পুত্রের অংশ-দুই কন্যার সমান, তবে দু'য়ের অধিক শুধু কন্যা থাকলে তাদের জন্য রেখে যাওয়া সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার মাতাপিতা প্রত্যেকের জন্য রেখে যাওয়া সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ, যদি তার মাতাপিতাই উত্তরাধিকারী হয়, তবে মায়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু যদি তার ভাইবোন থাকে, তবে মায়ের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। এ সবই সে যে ওসীয়াত করবে, তা দেয়ার পরে এবং ঋণ পরিশোধের পরে। তোমরা জান না, তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের নিকটতর উপকারে। এ সব আল্লাহর বিধান নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

১২. তোমাদের জন্য অর্ধাংশ তোমাদের স্ত্রীরা যে সম্পদ রেখে যায় তার, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে তোমাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ, তারা যে সম্পদ রেখে যায় তার, তাদের ওসীয়াত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ তোমরা যে সম্পদ রেখে যাবে তার, আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে,

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝

১-وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۝

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

১১-يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۝

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي ۝

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝ وَلِأَبَوَيْهِ

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۝

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۝ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۝

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۝ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۝

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১২-وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۝

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ

وَلَدٌ ۝ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

তার এক-অষ্টমাংশ তাদের, তোমাদের ওসীয়াত ও ঋণ পর। যদি মাতাপিতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিত্র্যে ভাই অথবা বোন, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। কিন্তু তারা এর বেশী হলে সবাই সমান অংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশে, ওসীয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর, কারো কোন ক্ষতি না করে। এ হলো আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহা-সহনশীল।

১৩. এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ইহাই মহা-সাক্ষ্য।

১৪. আর যে কেউ অমান্য করবে আল্লাহ ও তার রাসূলকে এবং লংঘন করবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য হালাল নয় নারীদের উত্তরাধিকার গণ্য করা জবরদস্তিমূলকভাবে, আর তাদের অবরুদ্ধ করে রেখো না, তোমরা তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে, যদি না তারা স্পষ্ট ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। আর যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছু অপসন্দ

تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنًا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٍ
أَوْ أُخْتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ○

১৩- تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

১৪- وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

১৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
كِرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتْدَهُنَّ بَعْضُ
مَا أُتِيَتْهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

করছ, যাতে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।

৩৩. আর মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য উত্তরাধিকারী করছি। আর যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদের দিবে তাদের অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যকদৃষ্ট।

১৭৬. লোকেরা আপনার কাছে ব্যবস্থা জানতে চায়। আপনি বলুন : আল্লাহ তোমাদের ব্যবস্থা জানাচ্ছেন মাতাপিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে, যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং সে সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে, তবে সে বোন পাবে তার রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক। আর যদি মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হয় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই হবে উত্তরাধিকারী। আর যদি দুই বোন থাকে, তবে তাদের উভয়ের জন্য রেখে যাওয়া সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাইবোন উভয়ই থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান। আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, যাতে তোমরা গুমরাহ না হও এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে, সর্বজ্ঞ।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬

৬. ... আর আত্মীয়রা পরস্পর নিকটতর আল্লাহর বিধানের মু'মিন ও মুহাজিরদের চাইতে। তবে তোমরা বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করলে তা স্বতন্ত্র। ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

কসম বা শপথ

সূরা বাকারা, ২ : ২২৪, ২২৫

২২৪. তোমরা আল্লাহর নামকে তোমাদের কসমের জন্য অজুহাত হিসেবে দাঁড়

وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

২২- وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

১৭৬- يَسْتَفْتُونَكَ ۚ

قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ
إِنْ أَمْرٌ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ

فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ

فَلَهُمَا الثَّلَاثُونَ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَاكَ مِثْلُ

حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৬- ... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

২২৪- وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً

করাবে না এ মর্মে যে, তোমরা
সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মাঝে
শান্তি স্থাপন করা থেকে বিরত থাকবে।
আল্লাহ্ সব শোনে, সব জানেন।

২২৫. আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না
তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য, কিন্তু
তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন
তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য।
আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম
সহনশীল।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৮৯

৮৯. আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না,
তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য, কিন্তু
তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন সে
সব কসমের জন্য, যা তোমরা
ইচ্ছাকৃতভাবে কর। এ কসমের
কাফ্ফারা দশজন মিস্কীন মাঝারী
ধরনের আহাৰ্য দান, যা তোমরা
তোমাদের পরিবারকে দিয়ে থাক,
অথবা তাদের পরিধেয় বস্ত্রদান, অথবা
একজন দাসমুক্ত করা, তবে যার সামর্থ্য
নেই, সে এর জন্য তিন দিন সিয়াম
পালন করবে। এ হলো তোমাদের
কসমের কাফ্ফারা, যখন তোমরা কসম
করবে। তোমরা হিফায়ত করবে
তোমাদের কসম। এভাবেই আল্লাহ্
বিশদভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের
জন্য তাঁর বিধানসমূহ, যাতে তোমরা
শোকর কর।

ওয়াদা

সূরা বাকারা, ২ : ২৭, ৪০, ১৭৭

২৭. যারা ভংগ করে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত দৃঢ়
অঙ্গীকার এবং ছিন্তা করে সে সম্পর্ক যা
আল্লাহ্ অক্ষুণ্ণ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন,

আর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়
পৃথিবীতে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৪০. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর
আমার সে সব নিয়ামত, যা আমি
দিয়েছিলাম তোমাদের এবং পূর্ণ কর
আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার, আমিও
পূর্ণ করব তোমাদের সাথে আমার
অঙ্গীকার। আর তোমরা কেবল ভয়
কর আমাকেই।

১৭৭. কোন পুণ্য নেই তোমাদের মুখ
ফিরানোতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে, তবে
পুণ্য আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহ
আখিরাত, ফিরিশ্তা, কিতাব ও নবীদের
প্রতি এবং পুণ্য আছে অর্থ দান করলে
আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন,
ইয়াতীম, মিস্কীন, অভাবগ্রস্ত মুসাফির
ও সাহায্যপ্রার্থীকে এবং দাসমুক্তির জন্য
এবং পুণ্য আছে সালাত কয়েম করলে,
যাকাত দিলে, ওয়াদা দিয়ে তা পূর্ণ
করলে এবং সবর করলে অর্থ-সংকটে,
দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধকালে। এরাই প্রকৃত
সত্যবাদী এবং এরাই প্রকৃত মুত্তাকী।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পূর্ণ
করবে অঙ্গীকার।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৪

৩৪. ... আর তোমরা পূর্ণ করবে অঙ্গীকার।
নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা
হবে।

○ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

১-۴. يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اٰذْكُرُوْا نِعْمَتِیْ الَّتِیْ
اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ اَوْفِ
بِعَهْدِكُمْ
○ وَاِیَّایْ نَارُھِبُوْنَ

۱۷۷- لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْھَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِیْقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنْ الْبِرُّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَآئِکَةِ وَالْکِتٰبِ
وَالنَّبِیِّیْنَ ؕ وَاٰتٰی الْمَالَ عَلٰی حُبِّهِ ذَوٰی
الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنَ وَاٰتٰی
السَّبِیْلِ ۚ وَالسَّآئِلِیْنَ وَفِی الرِّقَابِ ؕ وَاَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتٰی الزَّکٰوةَ ؕ وَالْمُوَفُّونَ بِعَهْدِهِمْ
اِذَا عٰهَدُوْا ؕ وَالصَّٰبِرِیْنَ فِی الْبَآْسَآءِ
وَالضَّرَآءِ وَحِیْنَ الْبَآْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ
صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

۱- یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ ۝

۳-۴. وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ
اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ○

ওসীয়াত

সূরা বাকারা, ২ : ১৮০, ১৮১, ১৮২

১৮০. তোমাদের জন্য বিধান দেয়া হলো,
ন্যায়-সংগতভাবে ওসীয়াত করার মাতা-

۱-۸. كُتِبَ عَلَیْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে এবং সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়। এটা মুত্তাকীদের কর্তব্য।

১৮১. তবে কেউ তা পরিবর্তন করলে তা শোনার পরে, তাহলে যারা পরিবর্তন করবে, অপরাধ তাদেরই হবে। আল্লাহ তো সব শোনেন, সব জানেন।

১৮২. তবে যদি কেউ আশংকা করে ওসীয়াতকারীর তরফ থেকে পক্ষ-পাতিত্ব বা অন্যায়ের, তারপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলে, তবে তার কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং তারা রেখে যায় স্ত্রীদের, তারা যেন ওসীয়াত করে তাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের ভরণপোষণের নিজেদের আবাস থেকে বহিষ্কার না করে। কিন্তু তারা যদি নিজেরা বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের জন্য কোন গুনাহ নেই, তারা নিজেদের ব্যাপারে বিধিমত যা করবে তাতে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।*

সূরা মায়িদা, ৫ : ১০৬, ১০৭, ১০৮

১০৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, অথবা তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী মনোনীত করবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং তোমাদের মৃত্যুর

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ○

১৮১-فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ
قَالَ مِمَّا إِتَمَّ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

১৮২-فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا
أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

২৪০-وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

১০৬-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
أَوْ آخَرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ
إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ

* এ আয়াতটির হুকুম মানসূখ।

تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيَقْسِمْنَ بِاللَّهِ
إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةً
اللَّهُ إِنَّهَا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

১০৭- فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا
فَأَخْرَجَ يَقُومُونَ مَقَامَهُمَا
مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولٰٓئِينَ
فَيَقْسِمْنَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ
مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا
إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

১০৮- ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ
عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ
بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْبِعُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ ۝

৳ পথে ব্যয়

১৭৭- لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمِنَ

আখিরাত, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং পুণ্য আছে অর্থ দান করলে আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন, অভাবগ্রস্ত মুসাফির ও সাহায্যপ্রার্থীকে এবং দাসমুক্তির জন্য।...

২১৫. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে? বলুন : তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, তা মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিস্কীন ও অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যা কিছু ভাল কাজ কর, আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।
২১৯. লোকের আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তারা ব্যয় করবে? সে সম্পর্কে। আপনি বলুন : উদ্ভূত। এভাবেই আল্লাহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ, যাতে তোমরা চিন্তা কর।
২৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর, আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার আগে, যেদিন থাকবে না কোন ক্রয়-বিক্রয়, না কোন বন্ধুত্ব আর না কোন সুপারিশ। আর কাফিররাই যালিম।
২৬১. যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ যেন একটা শস্যবীজ, যা উৎপাদন করে সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে একশ' শস্যদানা। আল্লাহ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন যাকে চান। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।
২৬২. যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তারপর যা তারা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং ক্লেশ দেয় না, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে, আর

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

٢٦٣- قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
صَّدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

٢٦٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَىٰ
كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَاَصَابَهُ وَاِبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
لَّا يَقْدِرُوْنَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝

٢٦٥- وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
 فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا
 وَابِلٌ فَطُلَّ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

٢٦٦- اَيُّودُ اَحَدَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ
مِّنْ تَخْيِيلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهَارُ ۚ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ
وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۚ
فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ

উপর আপতিত হয় অগ্নিবরা ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা জ্বলে যায় ? এভাবে আল্লাহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তাঁর নির্দেশনাসমূহ তোমাদের জন্য, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

২৬৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর তোমাদের হালাল ও উত্তম উপার্জন থেকে এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন থেকে উৎপাদন করেছি তা থেকে। আর তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, কেননা, তোমরা তো তা গ্রহণ করার নও, যদি না তোমরা সে ব্যাপারে চোখ বুঁজে থাক। জেনে রাখ, আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।

২৭০. আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর। অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন, আর যালিমদের জন্য নেই কোন সাহায্যকারী।

২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তা তো ভাল, তবে যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং অভাবহস্তকে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য আরো ভাল। আর আল্লাহ বিদূরিত করবেন তোমাদের থেকে তোমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি। আর আল্লাহ তোমরা যা কর তা সম্যক অবহিত।

২৭২. তাদের হিদায়েতের দায়িত্ব আপনার নয়, বরং আল্লাহ হিদায়েত দান করেন যাকে চান। আর যা কিছু তোমাদের ধন-সম্পদ থেকে তোমরা ব্যয় কর, তা তো নিজেদের কল্যাণের জন্য কর। আর তোমরা ব্যয় করবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরি দেয়া হবে

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ○

২৬৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○

২৭০- وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ
أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُهَا ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○

২৭১- إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ
وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتَوْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
سَيِّئَاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

২৭২- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ○

এবং তোমাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

২৭৩. ইহা সে সব অভাবহীন লোকদের প্রাপ্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যস্ত যে, তারা জীবিকার জন্য পৃথিবীতে ঘোরা-ফেরা করতে পারে না। অজ্ঞ লোকেরা তাদের যাচনা না করার জন্য ধনী মনে করে, তোমরা তাদের চিনতে পারবে তাদের লক্ষণ দেখে। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচনা করে না। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ তা তা সবিশেষ জানেন।

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে। নেই তাদের কোন ভয় এবং তারা দুঃখ ও পাবে না।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯২, ১৩৪

৯২. তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, তা তো আল্লাহ সবিশেষ জানেন।

১৩৪. মুত্তাকী তারা যারা ব্যয় করে স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায়, ক্রোধ সম্বরণ করে এবং লোকদের মাফ করে। আল্লাহ ভালবাসেন নেককারদের।

সূরা নিসা, ৪:৩৮, ৩৯

৩৮. আর আল্লাহ ভালবাসেন না তাদের, যারা ব্যয় করে নিজেদের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য এবং ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি আর না আখিরাতের প্রতি। আর শয়তান যার সাথী হয়, সে কতই না মন্দ সাথী!

২৭৩- لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ
أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ○

২৭৪- الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِيلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৯২- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ هـ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ○

১৩৪- الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ الْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ط
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○

৩৮- وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ط وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ
لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ○

৩৯. আর তাদের কী ক্ষতি হত, যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি এবং ব্যয় করত তা থেকে যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন ? আর আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩১

৩১. আপনি বলুন, আমার বান্দাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে তাদের তারা যেন সালাত কয়েম করে এবং তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন থাকবে না কোন বেচাকেনা, আর না কোন বন্ধুত্ব।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ৩৮

৩৮. অবশ্যই তোমরাই তো তারা, যাদের আহবান করা হচ্ছে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে, কিন্তু তোমাদের মাঝে এমন লোকও আছে, যে বখিলী করে। আর যে বখিলী করে, সে তো বখিলী করে নিজেরই প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবমুক্ত। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন এবং তারা হবে না তোমাদের মত।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৭, ১০

৭. তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর তা থেকে যার উত্তরাধিকারী তিনি তোমাদের করেছেন। আর যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা-পুরস্কার।

১০. আর যেন তোমরা ব্যয় করবে না আল্লাহর পথে, অথচ আসমান ও

৩৭- وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝

৩১- قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يَخْلَى ۝

৩৮- هَآئِنْتُمْ هَؤُلَاءِ
تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
فَمِنكُمْ مَّن يَبْخُلُ ۚ وَمَن يَبْخُلْ فَإِنَّمَا
يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ
الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ ۖ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

৭- آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَانْفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

১০- وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

যমীনের মালিকানা আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা ব্যয় করেছে মক্কা বিজয়ের আগে এবং যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চাইতে, যারা ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে পরবর্তীকালে। তবে এদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেছেন উত্তম পুরস্কারের। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ১০

১০. আর তোমরা ব্যয় কর, আমি তোমাদের যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগে। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার রব! যদি আপনি আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিতেন, তা হলে আমি সাদাকা দিতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

وَاللَّهُ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ
مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۖ
أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

১০- وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ
مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ
فَأَصَّدَقَ وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

শিকারের জন্তু ও শিকার

সূরা মায়িদা, ৫ : ৯৪, ৯৫, ৯৬

৯৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন, তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শা যা শিকার করে সে বিষয়ে, যাতে আল্লাহ জেনে নেন কে তাকে না দেখে জয় করে। আর যে সীমালংঘন করবে এরপর, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৯৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হত্যা করবে না শিকারের জন্তু ইহরাম অবস্থায়, তবে তোমাদের মধ্যে কেউ তা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হল অনুরূপ

৯৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ
بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ
وَمِمَّا حُكِّمَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ الْغَيْبِ ۚ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৯৫- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَبِدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মাঝে দু'জন ন্যায্যবান লোক, কা'বাতে প্রেরিত কুরবানীরূপে, অথবা তার কাফ্ফারা হবে মিস্কীনকে আহাৰ্য দান। অথবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন যা গত হয়েছে তা। কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

৯৬. তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া, তোমাদের ভ্রমণকারীদের ভোগের জন্য, আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থলের শিকার, যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بِلِغَةِ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامَ مَسْكِينٍ
أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ
أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

৯৬- أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ ۚ
وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

তৃতীয় অধ্যায় : সৃষ্টি

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বসৃষ্টি

সূরা বাকারা, ২ : ২৯, ১১৭

২৯. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা আছে সব কিছু, তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তা সাত আকাশে বিন্যস্ত করেন। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

১১৭. আল্লাহ্‌ আসমান ও যমীনের অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী। তিনি যখন কিছু করতে চান, তখন সেটিকে বলেন : হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।

সূরা আন'আম, ৬ : ১, ৭৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১৪১, ১৪২

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন আঁধার ও আলো। এতদ-সত্ত্বেও যারা কুফরী করেছে, তারা তাদের রবের সাথে সমকক্ষ স্থির করে।

৭৩. আল্লাহ্‌-ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। আর যেদিন তিনি বলবেন : হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য। আর তাঁরই কর্তৃত্ব সেদিনের, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তিনি পরিজ্ঞাতা অদৃশ্য ও দৃশ্যের। আর তিনি মহাহিক্মতওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

২৯-هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

১১৭-بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ۝

১-الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

৭৩-وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ
فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ
يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ অঙ্কুরিত করেন শস্যবীজ ও আঁটি, তিনি বের করে আনেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে। তিনিই আল্লাহ, অতএব তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

৯৬. তিনিই ভোরের উন্মেষ ঘটান, তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্বামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাবের জন্য। এ সবই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।

৯৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজী, যাতে তোমরা পথের সন্ধান পাও তা দিয়ে স্থলে ও সমুদ্রের আঁধারে। অবশ্যই আমি বিশদভাবে বিবৃত করেছি প্রমাণসমূহ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

৯৮. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন ঠিকানা। আমি তো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি প্রমাণসমূহ সে লোকদের জন্য যারা বুঝে।

৯৯. আর তিনিই বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, তারপর আমি উৎপন্ন করি তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ, পরে উদ্গত করি তা থেকে সবুজ পাতা, তারপর উৎপন্ন করি তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা এবং নির্গত করি খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি, আর আংগুরের উদ্যান এবং যায়তুন ও ডালিম, যা পরস্পর সদৃশ এবং বিসদৃশও। লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং এর পরিপক্বতার প্রতিও। অবশ্যই এতে

৯৫- إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ۝
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۝
ذِكْرُكُمْ اللَّهُ فَإِنِّي تُوفِّكُون ۝

৯৬- فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۝ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۝
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

৯৭- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۝
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

৯৮- وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۝
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝

৯৯- وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ۝
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا ۝ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَانِيَةٌ وَجَذَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونِ وَالرَّمَّانِ مُشْتَبِهًا
وْغَيْرِ مُتَشَابِهٍ ۝ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ

নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।

১০০. আর যারা জিন্কে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে, অথচ তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন, আর তারা আল্লাহর জন্য পুত্র-কন্যা আবিষ্কার করেছে কোন প্রমাণ ছাড়া। তিনি পবিত্র মহিমাম্বিত এবং তারা যা বলে, তিনি তার অনেক উর্ধ্বে।

১০১. তিনি আদি স্রষ্টা আসমান ও যমীনের, কিরূপে তাঁর সন্তান হতে পারে? অথচ তাঁর তো কোন সঙ্গিনী নেই। তিনিই তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আর সব বস্তু সম্পর্কে তিনি সর্বজ্ঞ।

১০২. তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর আর তিনিই সব কিছুর কার্যনির্বাহক।

১৪১. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ, যার কতক মাচান অবলম্বী এবং কতক মাচান অবলম্বী নয় এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্য ক্ষেত্রে, যাতে বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়, আর যায়তুন ও ডালিম, যা পরস্পর সদৃশ এবং বিসদৃশও। এগুলো থেকে তোমরা ফল খাও, যখন তা ফলবান হয়। আর ফসল কাটার দিন তার হক প্রদান কর এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি ভালবাসেন না অপচয়কারীদের।

১৪২. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন গবাদি পশুর মধ্যে কিছু বোঝা বহনের জন্য এবং কতক ক্ষুদ্রকায়। তোমরা খাও তা থেকে, যা আল্লাহ তোমাদের রিয়ক হিসেবে দিয়েছেন এবং অনুসরণ করো

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ يُؤْمِنُونَ

১০০- وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ

১০১- بِدْيَعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۚ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

১০২- ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

১৪১- وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۚ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ۚ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

১৪২- وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ ۚ كُلُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

না শয়তানের পদাঙ্ক, সে তো তোমাদের
প্রকাশ্য শত্রু।

সূরা আরাফ, ৭ : ৫৪

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে, যাতে এদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে, যা তাঁরই হুকুমে নিয়ন্ত্রিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা ও আদেশ প্রদান করা তাঁরই কাজ। আল্লাহ্ বরকতময়, সারা জাহানের রব।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৩, ৪, ৫, ৬

৩. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি পরিচালনা করেন সব বিষয়। সুপারিশ করার কেউ নেই তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?
৪. তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। নিঃসন্দেহে তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি তা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, যেন ন্যায়বিচারের সাথে বিনিময় প্রদান করেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব, তারা যে কুফরী করতো, তার জন্য।

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

৫৪- إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

৩- إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذُكِّرَكُمْ اللَّهُ رَبَّكُمْ فَأَعْبَدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

৪- إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

৫. তিনি এমন সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে প্রচণ্ড দীপ্তিময় এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলোকময় এবং নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা ও হিসাব। আল্লাহ্ এ সব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি বিশদ-ভাবে বিবৃত করেন আয়াতসমূহ সে সব লোকের জন্য, যারা জ্ঞান রাখে।
৬. নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী লোকদের জন্য।

সূরা হূদ, ১১ : ৭

৭. আর তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, তখন তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? আর যদি আপনি বলেন : নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন যারা কাফির তারা অবশ্যই বলবে : এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।

সূরা রা'দ, ১৩ : ২, ৩, ৪

২. আল্লাহ্‌রই উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন আসমান স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা দেখছ। এরপর তিনি সমাসীন হন আরশে এবং তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সূর্য ও চন্দ্র, সব কিছু আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনি পরিচালনা করেন সব কিছু, বিশদভাবে বিবৃত করেন নিদর্শন-সমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।
৩. আর তিনিই বিস্তৃত করেছেন যমীনকে এবং তাতে সৃষ্টি করেছেন মজবুত

۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً
وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

۶- إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ○

۷- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ
قُلْتُمْ إِنَّا كُنتُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ○

۲- اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تُرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
يُدَبِّرُ الْأُمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ○

۳- وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا

পাহাড় ও নদ-নদী, আর তিনি সেখানে সৃষ্টি করেছেন সব ধরনের ফল-ফলাদি জোড়ায় জোড়ায়, তিনি আচ্ছাদিত করেন রাতকে দিয়ে দিনকে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

৪. আর পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন ভূখণ্ড, একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন। আর রয়েছে আংগুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র, খেজুরের গাছ, যার কতক একাধিক মাথা বিশিষ্ট এবং কতক এক-মাথা বিশিষ্ট, যা একই পানি দিয়ে সেচ করা হয়। আর ফলের স্বাদে আমি এদের একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

সূরা নাহল, ১৬ : ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৮০, ৮১

৩. আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। ওরা যে শরীক স্থির করে তিনি তার অনেক উর্ধ্বে।
৪. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে শুক্র থেকে, অথচ সে হয়েছে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।
৫. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু, তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য তাপের উপকরণ এবং বহুবিধ উপকার আর তার কতক তোমরা খাও।
৬. আর তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে শোভাও, যখন তোমরা সন্ধ্যাবেলা এদেরকে চারণভূমি থেকে নিয়ে এসো এবং প্রভাতে যখন চারণভূমিতে নিয়ে যাও।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ
اِثْنَيْنِ يُغِشَّى اَيْلَ النَّهَارِ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

৪- وَفِي الْاَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَةٌ وَجَدْتُ
مِنْ اَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ
صِنَوَانٍ يُسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ
وَنُفِضْلُ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاَكْلِ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ

৩- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ
৪- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ
৫- وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا
لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنْٰفِعُ
وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ
৬- وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ
حِيْنَ تُرْجَعُوْنَ
وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ

৭. আর এরা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এমন শহরে, যেখানে তোমরা পৌছতে পারতে না নিজেদেরকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করা ব্যতিরেকে। নিশ্চয় তোমাদের রব অতিশয় মমতাময়, পরম দয়ালু।

৮. তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তাতে তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা তোমরা জান না।

৯. আর সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে, তবে কোন পথ বক্রও আছে। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।

১০. তিনি বর্ষণ করেন পানি আসমান থেকে, তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে পানীয় এবং তা থেকে উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশু চারণ কর।

১১. তিনি উৎপন্ন করেন তোমাদের জন্য তা দিয়ে শস্য, যায়তুন, খেজুরের গাছ, আংগুর এবং নানা ধরনের ফল-ফলাদি। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

১২. আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে এবং নক্ষত্ররাজি নিয়ন্ত্রিত তাঁরই নির্দেশে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

১৩. আরো তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন বিভিন্ন ধরনের বস্তু, যা তোমাদের জন্য তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

۷- وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

۸- وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

۹- وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

۱۰- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝

۱۱- يَنْبُتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

۱۲- وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

۱۳- وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝

১৪. আর তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন সমুদ্রকে, যাতে তোমরা খেতে পার তা থেকে তাজা মাছ এবং আহরণ করতে পার তা থেকে মণিযুক্তা, যা তোমরা অলংকাররূপে ব্যবহার কর। আর তোমরা দেখতে পাও, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে, ইহা এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার আর তোমরা যেন শোকর আদায় কর।

১৫. আর তিনি স্থাপন করেছেন যমীনে সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তা তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন নদনদী ও নানা ধরনের পথ, যাতে তোমরা নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।

১৬. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন পথনির্ণায়ক বহু চিহ্ন। আর নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথের সন্ধান পায়।

১৭. অতএব তিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না, তবুও তি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৮. আর যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬৬. আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে গবাদি পশুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়। আমি তোমাদের পান করাই ওদের পেটে যে গোবর ও রক্ত রয়েছে তার মধ্যে থেকে খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

৬৭. আর তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আংগুর থেকে মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

১৪- وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

১৫- وَالْقُلُوبُ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১৬- وَ عَلَّمَتْهُمُ الْاَلْاَنجُمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ○

১৭- أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

১৮- وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৬৬- وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۚ فُتِّقْتُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِ بَيْنِ ○

৬৭- وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

৬৮. আর আপনার রব ইংগিতে বলেন
মৌমাছিকে যে, বানাও পাহাড়ে, গাছে
এবং মানুষ যা নির্মাণ করে তাতে।

৬৯. তারপর প্রত্যেক ফল থেকে খাও কিছু
কিছু, আর অনুসরণ কর তোমার রবের
পথসমূহ সহজভাবে, বের হয় তার পেট
থেকে পানীয় নানা বর্ণের, যাতে রয়েছে
শিফা মানুষের জন্য। অবশ্যই এতে
রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিত্তাশীল
লোকদের জন্য।

৮০. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের
ঘরসমূহকে করেছেন আবাসস্থল এবং
তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া
থেকে তাবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা
তোমরা সহজ ব্যবহারযোগ্য মনে কর
তোমাদের ভ্রমণকালে এবং তোমাদের
অবস্থানকালে আর এ সবের পশম,
লোম ও কেশ থেকে তিনি তোমাদের
জন্য ব্যবস্থা করেন আসবাবপত্র ও
ব্যবহার উপকরণের কিছু কালের জন্য।

৮১. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবস্থা
করেন ছায়ার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা
থেকে এবং তিনি তোমাদের জন্য
আবাসের ব্যবস্থা করেন পাহাড়ে, আর
তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন
পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদের রক্ষা
করে তাপ থেকে এবং তিনি ব্যবস্থা
করেন বর্মের, যা তোমাদের রক্ষা করে
যুদ্ধে। এভাবে তিনি পরিপূর্ণ করেন তাঁর
নিয়ামত তোমাদের জন্য, যাতে তোমরা
অনুগত হও।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

৩০. যারা কুফরী করে, তারা কি ভেবে
দেখেনি যে, আসমান ও যমীন
ওতঃপ্রোতভাবে মিশে ছিল, তারপর

৬৮- وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ

بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ○

৬৯- ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا

يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

৮০- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ

بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ

وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۚ وَمِنْ أَصْوَابِهَا

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاثًا

وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ○

৮১- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَاثًا وَجَعَلَ

لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ

الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ

يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ○

৩০- أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۚ

আমি উভয়কে পৃথক করে দেই। আর আমি সৃষ্টি করেছি পানি থেকে সব প্রাণবান বস্তু। তবুও তি তারা ঈমান আনবে না ?

৩১. আর আমি সৃষ্টি করেছি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী ওদের নিয়ে ঢলে না পড়ে আর আমি সেখানে স্থাপন করেছি নানা ধরনের প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যে পৌছতে পারে।

৩২. আর আমি করেছি আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ, অথচ তারা এর নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৩৩. আর আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র, সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

১৭. আর আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপর সাত আসমান এবং আমি নই সৃষ্টি সম্বন্ধে গাফিল।

১৮. আর আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি আসমান থেকে পরিমাণ মত, পরে তা আমি সংরক্ষণ করি যমীনে আর অবশ্যই তা অপসারিত করতেও আমি সক্ষম।

১৯. তারপর আমি সৃষ্টি করি তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল-ফলাদি এবং তোমরা তা থেকে খেয়ে থাক।

২০. আর সে পানির সাহায্যে আমি সৃষ্টি করি এক প্রকার বৃক্ষ, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং এতে উৎপন্ন হয় তেল ও ব্যঞ্জন ভক্ষণকারীদের জন্য।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ
أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

২১- وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ
أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۖ
وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا
لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

২২- وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ
وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝
২৩- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

১৭- وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝

১৮- وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ ۝

وَاِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۝
১৯- فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ
وَاعْنَابٍ ۖ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

২০- وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ
تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ۝

২১. আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে চতুর্দ জন্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়। আমি তোমাদের পান করাই, তাদের উদরে যা রয়েছে তা থেকে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে তাদের মাঝে অনেক উপকারিতা, আর তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর।

২২. আর তোমরা তাদের পিঠে ও নৌয়ানে আরোহণ করে চলাফেরা কর।

সূরা নূর, ২৪ : ৪৫

৪৫. আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সমস্ত জীব পানি থেকে, তাদের কতক চলে নিজের পেটে ভর দিয়ে, কতক চলে দুই পায়ে, আর কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৩, ৫৯, ৬১, ৬২

৫৩. আর তিনিই দু'দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, এর একটি মিষ্টি, সুপেয়, আর অপরটি লোনা, তিক্ত আর এ দু'য়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

৫৯. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনিই রহমান, অতএব জিজ্ঞাসা কর তাঁর সম্পর্কে, যে জানে তাকে।

৬১. কত মহান তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলী এবং স্থাপন করেছেন সেখানে প্রদীপ্ত সূর্য এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

৬২. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন একটি অপরটির অনুগামীরূপে তার

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৪৭

২১- وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ
نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

২২- وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

৫৫- وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۚ
فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ
مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ
مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৫৩- وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ۝

৫৯- الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَنُ فَسْأَلُ بِهِ خَبِيرًا ۝

৬১- تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝

৬২- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

জন্য, যে উপদেশ গ্রহণ করতে ও
কৃতজ্ঞ হতে চায়।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৪

৪৪. আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন
যথাযথভাবে। অবশ্যই এতে রয়েছে
নিশ্চিত নিদর্শন মু'মিনদের জন্য।

সূরা রুম, ৩০ : ১১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬,
২৭

১১. আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর
তিনিই তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন।
অবশেষে তাঁরই কাছে তোমাদের
ফিরিয়ে নেয়া হবে।

২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে
আসমান ও যমীনের সৃজন এবং
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র।
অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন
জ্ঞানবানদের জন্য।

২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে
তোমাদের নিদ্রা রাতে ও দিনে এবং
তোমাদের অন্বেষণ করা তাঁর অনুগ্রহ।
অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন
সে লোকদের জন্য, যারা মনোযোগ
সহকারে শোনে।

২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে,
তিনি তোমাদের দেখিয়ে থাকেন
বিদ্যুৎতের চমক, যাতে ভয়ও থাকে
এবং আশাও থাকে। আর তিনি
আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন,
তারপর তা দিয়ে ভূমিকে এর মৃত্যুর
পর পুনরায় জীবিত করেন, অবশ্যই
এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে
লোকদের জন্য, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

২৫. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে
যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও যমীন

لَسَنَ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ○

৪৪- خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

১১- اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

২২- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّاتِ
وَالْوَاكِنُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِّلْعَالَمِينَ ○

২৩- وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِّلْقَوْمِ يَسْمَعُونَ ○

২৪- وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لِّلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ○

২৫- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ

স্থির থাকে। আবার যখন তিনি তোমাদের ডাকবেন যমীন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, তখনই তোমরা বেরিয়ে আসবে।

২৬. আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা সবই তাঁর, সকলই তাঁর অনুগত।

২৭. আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ। আর তাঁরই মর্যাদা সর্বত্র আসমান ও যমীনে, তিনিই পরাক্রমশালী, মহা-হিকমতওয়ালা।

সূরা লুকমান, ৩১ : ১০, ১১

১০. আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আসমান স্তম্ভ ব্যতিরেকে, যা তোমরা দেখছ এবং তিনি স্থাপন করেছেন পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা, পাছে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং তিনি এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব ধরনের জীব-জন্তু। আর আমি বর্ষণ করি আসমান থেকে পানি, তারপর উৎপন্ন করি তাতে সবধরনের উত্তম উদ্ভিদ।

১১. এ হলো আল্লাহর সৃষ্টি। তোমরা আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া অন্যেরা কি কি সৃষ্টি করেছে? বরং যালিমরা তো রয়েছে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

সূরা সাজ্জাদা, ৩২ : ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ২৭

৪. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে সব কিছু ছয় দিনে। তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছাড়া তোমাদের নেই কোন বন্ধু, আর না কোন সাহায্যকারী। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهٖ ۝

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۝

مِّنَ الْأَرْضِ ۝ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝

২৬- وَلَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

كُلُّ لَهٗ قٰنُتُوْنَ ۝

২৭- وَهُوَ الَّذِي يَبْدُءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ

وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۝

وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১০- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوٰهَا

وَالْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي

اَنْ تُعِيْدَ بِكُمْ

وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۝

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا

فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝

১১- هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ

فَاَرَوْنٰى مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۝

بَلِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৪- اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۝

مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۝

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৫. তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন। অবশেষে তা তাঁর কাছে এমন একদিনে পৌঁছবে, যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুযায়ী হাজার বছরের সমান।
৬. তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,
৭. তিনি অতি সুন্দররূপে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং তিনি মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে।
৮. এরপর তিনি তাঁর বংশধর সৃষ্টি করেছেন নগণ্য পানির নির্যাস হতে।
৯. তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেন এবং তাতে নিজের তরফ থেকে 'রুহ' ফুঁকে দেন আর তোমাদের দান করেন কান, চোখ ও হৃদয়। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর কর।
২৭. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি পানি প্রবাহিত করি শুষ্ক ও পতিত যমীনে, তারপর এর সাহায্যে শস্য উৎপন্ন করি, যা থেকে খায় তাদের চতুষ্পদ জন্তুরা এবং তারা নিজেরাও। তবুও কি তারা দেখে না ?

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৯, ২৭, ৪১

৯. আর আল্লাহ্‌ই বায়ু প্রেরণ করেন, তারপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। এরপর আমি তা পরিচালিত করি মৃত ভূখণ্ডের দিকে, পরে আমি তা দিয়ে যমীনকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করে দেই। একপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।
২৭. তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্‌ই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন ? তারপর

৫- يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ
إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ○

৬- ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ
الرَّحِيمِ ○

৭- الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ○

৮- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ
مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ○

৯- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○

২৭- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ
إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ○

৯- وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ
فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَاحْيِيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ○

২৭- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ

আমি তা দিয়ে নানা বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করি। আর পর্বতমালায়ও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গিরিপথ সাদা, লাল ও ঘোর কাল।

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি এরা স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া কে এদের ধরে রাখবে? তিনি তো অতিশয় সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩,

৩৩. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন, আমি তাকে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, আর তা থেকে তারা খায়।

৩৪. আর আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আংগুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে প্রসবণ,

৩৫. যেন তারা এর ফলমূল থেকে খেতে পারে। অথচ তাদের হাত এসব সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা শোকর করবে না?

৩৬. পবিত্র মহান তিনি, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদের জানে না তাদের সবাইকে।

৩৭. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত, তা থেকে আমি দিনকে অপসারিত করি, ফলে তখনই তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

৩৮. আর সূর্য চলতে থাকে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এ হলো পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ন্ত্রণ।

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۚ
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝

৪১- اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
اَنْ تَزُوْلَا ۗ وَلَٰكِنْ زَالَتَا
اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهَا ۗ
اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৩৩- وَاٰیةٌ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيِّتَةُ ۚ
اَحْيٰیْنَهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا
فَمِنْهُ یَاْكُلُوْنَ ۝

৩৪- وَجَعَلْنَا فِیْهَا جَنَّٰتٍ مِّنْ نَّخِیْلِ
وَاعْنَابٍ ۖ وَفَجَّرْنَا فِیْهَا مِنَ الْعُیُوْنِ ۝

৩৫- لِّیَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهَا ۚ
وَمَا عَمِلَتْهُ اَیْدِیْهِمْ ۚ اَفَلَا یَشْكُرُوْنَ ۝

৩৬- سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا
مِمَّا تَنْثِیْتُ الْاَرْضُ وَمِنْۢ نَفْسِهِمْ
وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

৩৭- وَاٰیةٌ لَهُمُ الْیَلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ
فَاِذَا هُمْ مُّظْلَمُوْنَ ۝

৩৮- وَالشَّمْسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ
ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۝

৩৯. আর চাঁদ, আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি তার জন্য বিভিন্ন মনখিল, এমনকি তা ভ্রমণ শেষে ক্ষীণ হয়ে খেজুরের পুরাতন ডালের মত হয়ে যায়।

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদকে ধরে ফেলা, আর না রাত অতিক্রম করতে পারে দিনকে। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে সন্তরণ করে।

৮০. আল্লাহুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন, তারপর তোমরা তা থেকে আরো আগুন জ্বালাও।

৮১. যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সক্ষম নন এদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে? হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি সক্ষম। আর তিনি মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

৮২. বস্তুত তাঁর সৃষ্টি কার্য তো এরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে বলেন : 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

৮৩. অতএব পবিত্র মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্ববিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা। আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা সাফাত, ৩৭ : ৯৬

৯৬. আর আল্লাহুই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৫

৫. আল্লাহুই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে এবং আচ্ছাদিত করেন দিন দিয়ে রাতকে। আর তিনি নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই চলতে থাকবে

৩৭- وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ

حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

৪০- لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ

الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

৮০- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا

فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ

৮১- أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

৮২- إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ

شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

৮৩- فَسُبْحَنَ الَّذِي

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

৯৬- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

৫- خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارُ

عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫৭, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

৫৭. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চাইতে কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

৬১. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার তাতে আর দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না।

৬২. তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, সব কিছুর স্রষ্টা, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

৬৩. এভাবেই বিভ্রান্ত হয়, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

৬৪. আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। আর তিনি তোমাদের উত্তম পবিত্র রিয়ক দিয়েছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। আর কত মহান আল্লাহ! যিনি রব সারা জাহানের।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জাদা, ৪১ : ৯, ১০, ১১, ১২

৯. আপনি বলুন : তোমরা কি প্রত্যাখ্যান করছো তাঁকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী দু'দিনে এবং তোমরা কি স্থির করছ তাঁর জন্য সমকক্ষ? অথচ তিনি হলেন রব সারাজাহানের।

১০. আর তিনি স্থাপন করেছেন যমীনের এ উপরিভাগে সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং

○ لَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

৫৭- لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

৬১- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

৬২- ذُكِّمُكُمْ اللَّهُ رَبَّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ م

○ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تَوَفَّكُونَ

৬৩- كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

৬৪- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوْرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذُكِّمُكُمْ اللَّهُ رَبَّكُمْ

○ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

৯- قُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذُكِّمُكُمْ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

১০- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا

রেখেছেন সেখানে বরকত আর তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেখানে খাদ্যের তার অধিবাসীদের জন্য চারদিনে। যা পরিপূর্ণ প্রশংসাকারীদের জন্য।

১১. তারপর তিনি মনোনিবেশ করলেন আসমানের দিকে, যা ছিল তখন ধূমপুঞ্জ। তখন তিনি তাকেও পৃথিবীকে বললেন : আসো তোমরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল : আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।

১২. তারপর তিনি আকাশমণ্ডলকে পরিণত করলেন সাত আসমানে দুইদিনে এবং জারী করলেন প্রত্যেক আসমানে এর বিধান। আর আমি সুশোভিত করলাম নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত। এ হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

সূরা শূরা, ৪২ : ১১, ২৯

১১. আল্লাহই স্রষ্টা আসমান ও যমীনের। তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া এবং আন'আমের মধ্য থেকেও তাদের জোড়া। এভাবেই তিনি জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই নেই তাঁর সদৃশ আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২৯. আর তাঁর কুদ্রতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মাঝে যে সব জীবজন্তু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সে সব। আর তিনি যখনই ইচ্ছা এগুলোকে একত্র করতে সক্ষম।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৯, ১০, ১১, ১২

৯. আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন : কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ?

وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا
فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ○

۱۱- ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
وَهُيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ
اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ○

۱۲- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ
سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِمَصَافِيحَ ۚ وَحِفْظًا ۖ
ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

۱۱- فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ
يَذَرُوكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

۲۹- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِن دَابَّةٍ ۚ
وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ○

۹- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

তারা অবশ্যই বলবে : এ সব তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্,

১০. যিনি করেছেন তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং করেছেন তোমাদের জন্য তাতে বিভিন্ন চলার পথ, যাতে তোমরা পথের দিশা পাব।

১১. আর যিনি বর্ষণ করেন আসমান থেকে পরিমিতভাবে পানি। তারপর আমি সঞ্জীবিত করি তা দিয়ে মৃত জনপদকে। এভাবেই তোমাদের বের করা হবে।

১২. আর যিনি সৃষ্টি করেছেন সব ধরনের জোড়া এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর।

সূরা দুখান, ৪৪ : ৩৮, ৩৯

৩৮. আর আমি সৃষ্টি করিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে কোন কিছু ক্রীড়াচ্ছলে।

৩৯. আর আমি সৃষ্টি করিনি এটি যথাযথ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২২

২২. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদান দেয়া যায়, সে যা করেছে সে অনুযায়ী আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩, ৪

৩. আমি সৃষ্টি করেছি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যথাযথভাবে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৪৮

لَيَقُولُنَّ خَلَقْنَاهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

১- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا

وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

১১- وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا

كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

১২- وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ

مِنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

৩৮- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ

৩৯- مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

২২- وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بِالْحَقِّ وَلِيُتَجَزَّى كُلُّ نَفْسٍ

بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

৩- مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

وَاجِلٍ مُسَيِّءٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

عَمَّا أَنْذَرُوا مُعْرِضُونَ

৪. আপনি বলুন : তোমরা ভেবে দেখেছ কি তাদের সম্পর্কে, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহকে ছেড়ে? আমাকে দেখাও তারা কী সৃষ্টি করেছে পৃথিবীতে, অথবা আছে কী তাদের কোন অংশীদারিত্ব আসমানে? নিয়ে এসো আমার কাছে এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব, অথবা পরস্পরাগত কোন জ্ঞান যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা কাফ্, ৫০ : ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ৩৮

৬. তারা কি লক্ষ্য করেনি, তাদের উপরে স্থাপিত আসমানের দিকে, কিভাবে আমি তা তৈরী করেছি এবং তা সুশোভিত করেছি আর নেই তাতে কোন ছিদ্র!
৭. আর যমীন, তা তো আমি বিস্তৃত করেছি এবং স্থাপন করেছি তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা আর উৎপন্ন করেছি সেখানে নানা ধরনের নয়ন প্রীতিকর উদ্ভিদ,
৮. জ্ঞান আহরণ ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ স্বরূপ আল্লাহ্ অভিযুক্ত প্রত্যেক বান্দার জন্য।
৯. আর আমি বর্ষণ করি আসমান থেকে বরকতময় পানি আর উৎপন্ন করি তা দিয়ে বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য।
১০. আর লম্বালম্বা খেজুর গাছ, যাতে রয়েছে ঘনসন্নিবেশিত গুচ্ছ,
১১. আমার বান্দাদের রিয়িকের জন্য। আর আমি জীবিত করি তা দিয়ে মৃত জনপদকে। এভাবেই মৃতদের জীবিত করে উঠানো হবে।
৩৮. আর আমি অবশ্যই সৃষ্টি করেছি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের

۱- قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

۶- أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝

۷- وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

۸- تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ

۝ يَكُلُ عَبْدٌ مُّنِيبٌ ۝

۹- وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝

۱۰- وَالنَّخْلَ بُسْقًى لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝

۱۱- رَزَقًا لِلْعِبَادِ ۚ

وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا ۚ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝

۳۸- وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

মধ্যবর্তী সব কিছু ছয়দিনে আর আমাকে স্পর্শ করেনি কোন ক্রান্তি।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪৭, ৪৮, ৪৯

৪৭. আর আসমান, আর আমি সৃষ্টি করেছি তা নিজ ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা ক্ষমতালী।
৪৮. আর যমীন, আমি তা বিছিয়ে দিয়েছি, আর কত সুন্দরভাবে আমি বিছিয়েছি।
৪৯. আর আমি সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

সূরা কামার, ৫৪ : ৪৯

৪৯. নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।

সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ১০, ১১, ১২

১০. আর যমীন, আল্লাহ তা স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য,,
১১. সেখানে রয়েছে নানা ধরনের ফলমূল এবং খোসায়ুক্ত খেজুরের গাছ।
১২. আর খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধি গুল্ম।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৪, ৫, ৬

৪. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি জানেন যা কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছু বের হয়ে আসে সেখান থেকে, আর যা কিছু নেমে আসে আসমান থেকে এবং যা কিছু উত্থিত হয় সেখানে আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন, সেখানেই তোমরা থাক না কেন। আর আল্লাহ সম্যক দ্রষ্টা যা তোমরা কর।

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۝

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝

٤٧- وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

وَأَنَّا لَمُوسِعُونَ ۝

٤٨- وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا

فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ۝

٤٩- وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

٤٩- إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝

١٠- وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝

١١- فِيهَا فَاكِهَةٌ ۝

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝

١٢- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝

٤- هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ

وَمَا يَخْبِرُهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَنْزِلُ

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُبُ فِيهَا ۚ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

৫. তাঁরই সর্বময় কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনের আর আল্লাহরই কাছে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।
৬. তিনি প্রবেশ করান রাতকে দিনে এবং প্রবেশ করান দিনকে রাতে আর তিনি অন্তর্যামী।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৩

৩. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন আর তিনি সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

সূরা তালাক, ৬৫ : ১২

১২. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং যমীন ও এর অনুরূপ। নেমে আসে এদের মাঝে তাঁর নির্দেশ, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন স্বীয় জ্ঞানে।

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, কে তোমাদের মাঝে কর্মে উত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমশীল।
৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে। তুমি দেখতে পাবে না পরম দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন

৫-لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

৬-يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

৩-خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۖ
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

১২-اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

১-تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۚ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২-الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝

৩-الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ
مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۖ

খুঁত। তারপর তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, দেখতে পাও কি তুমি কোন ক্রটি ?

৪. তারপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সে দৃষ্টি ফিরে আসবে তোমার দিকে ব্যর্থ ও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে।

৫. আর অবশ্যই আমি সুশোভিত করেছি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

সূরা নূহ, ৭১ : ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

১৩. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর মহত্বের আশা করছ না!

১৪. অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।

১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে ?

১৬. আর তিনি সেথায় স্থাপন করেছেন চাঁদকে আলোরূপে এবং তিনি স্থাপন করেছেন সূর্যকে প্রদীপরূপে।

১৭. আর আল্লাহই তোমাদের উদ্গত করেন মাটি থেকে উত্তমরূপে,

১৮. তারপর তিনি তোমাদের ফিরিয়ে নিবেন সেখানে, এরপর তিনি তোমাদের বের করে আনবেন সেখান থেকে।

১৯. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন যমীনকে বিস্তৃত।

২০. যাতে তোমরা সেখানে চলাফেরা করতে পার বিভিন্ন প্রশস্ত পথে।

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ○

৫- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ
إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ○

৫- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِمِصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ○

১৩- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ○

১৪- وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ○

১৫- أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ○

১৬- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ○

১৭- وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ○

১৮- ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا
وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ○

১৯- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ○

২০- لِيَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ○

সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ২৫, ২৬, ২৭

২৫. আমি কি সৃষ্টি করিনি যমীনকে ধারণকারীরূপে,
২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য ?
২৭. আর আমি স্থাপন করেছি সেখানে সুদৃঢ় উঁচু পর্বতমালা এবং তোমাদের পান করার জন্য দিয়েছি সুপেয় পানি।

সূরা নাবা, ৭৮ : ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

৬. আমি কি করিনি যমীনকে বিছানাসদৃশ,
৭. এবং পাহাড়সমূহকে পেরেক স্বরূপ?
৮. আর আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়া-জোড়া,
৯. এবং আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি আরামদায়ক,
১০. আর রাতকে করেছি আবরণ,
১১. এবং আমি করে দিয়েছি দিনকে জীবিকা অর্জনের সময়,
১২. আর আমিই নির্মাণ করেছি তোমাদের উপর সাতটি মজবুত আসমান,
১৩. এবং আমিই সৃষ্টি করেছি একটি দীপ্তিমান প্রদীপ।
১৪. আর আমি বর্ষণ করি পানিপূর্ণ মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টির পানি,
১৫. যেন আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ,
১৬. এবং ঘনগাছপালায় পরিপূর্ণ বাগানসমূহ।

২৫- أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

২৬- أَحْيَاءٍ وَأَمْواتًا

২৭- وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شِخْتٍ

وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا

৬- أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا

৭- وَالْجِبَالِ أَوْتَادًا

৮- وَخَلَقْنَاهُ أَزْوَاجًا

৯- وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

১০- وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

১১- وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

১২- وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

১৩- وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

১৪- وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً

ثَجَّاجًا

১৫- لِنَخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا

১৬- وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

- ২৭- ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا
 أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ○
- ২৮- رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا ○
- ২৯- وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا
 وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ○
- ৩০- وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ○
- ৩১- أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ○
- ৩২- وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ○
- ৩৩- مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ○
- ২৪- فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ○
- ২৫- إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ○
- ২৬- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ○
- ২৭- فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ○
- ২৮- وَعَيْنًا وَقَضْبًا ○
- ২৯- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ○
- ৩০- وَحَدَائِقَ غُلْبًا ○
- ৩১- وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ○
- ৩২- مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ○

দ্বিতীয়

মানুষ ও

সূরা বাকারা, ২ : ২১, ২২, ৩০

২১. হে মানুষ! তোমরা ইবাদত কর তোমাদের রবের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব-বর্তীদের, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার!

২২. তিনিই করেছেন তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ এবং তিনি বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, আর তিনি উৎপন্ন করেন তা দিয়ে ফলমূল তোমাদের রিযিকের জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না জেনেশোনে।

৩০. আর স্মরণ কর, বলেছিলেন তোমার রব ফিরিশতাদের : আমি তো সৃষ্টি করতে যাচ্ছি পৃথিবীতে প্রতিনিধি। তারা বলেছিল : আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেখানে এমন কাউকে যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে সেথায় এবং রক্তপাত করবে ? অথচ আমরাই আপনার সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করছি ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ বললেন : নিশ্চয় আমি জানি, যা তোমরা জান না।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৯

৪৫. স্মরণ কর, যখন ফিরিশতাগণ বললেন : হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন তোমাকে তাঁর তরফ থেকে

একটি কালেমার, তার নাম মাসীহু ঈসা ইব্ন মারইয়াম। সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম।

৪৬. সে কথা বলবে মানুষের সাথে দোলনায় থাকাবস্থায় এবং প্রাপ্তবয়সেও আর সে হবে নেককারদের শামিল।

৪৭. মারইয়াম বলল : হে আমার রব! কেমন করে আমার সন্তান হবে, অথচ স্পর্শ করেনি আমাকে কোন মানুষ! আল্লাহ বললেন : এভাবেই, আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। তিনি যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তার উদ্দেশ্যে বলেন : হও, অমনি তা হয়ে যায়।

৫৯. নিশ্চয় আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মত। তিনি সৃষ্টি করেছেন আদমকে মাটি থেকে তারপর তিনি তার জন্য বললেন : হও, ফলে সে হয়ে গেল।

সূরা নিসা, ৪ : ১

১. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের উভয় থেকে অনেক নর-নারী। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে চাও এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

সূরা আন'আম, ৬ : ২

২. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাটি থেকে, তারপর তিনি নির্দিষ্ট করেছেন একটি নির্ধারিত সময়, এ

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৪৯

اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○

৪৬- وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَمِنَ الصَّالِحِينَ ○

৪৭- قَالَتْ رَبِّ اِنِّي يَكُوْنُ لِي وَلَدٌ
وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ
قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
اِذَا قَضَىٰ اَمْرًا
فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৫৯- اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللهِ
كَمَثَلِ اٰدَمَ ۚ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

১- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ
وَالْاَرْحَامَ
اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

২- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ
ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا

হাড়াও তাঁর কাছে আছে একটি নির্ধারিত সময়। এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১১, ১২, ১৮৯

১১. আর আমিই তোমাদের সৃষ্টি করি, তারপর আমি তোমাদের আকৃতি দান করি, পরে আমি ফিরিশ্বতাদের বলি : সিজ্জাদা কর আদমকে। তখন সিজ্জাদা করল সকলেই, ইবলীস ছাড়া। সে সিজ্জাদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১২. আল্লাহ বললেন : আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কী তোমাকে মানা করল যে, তুমি সিজ্জাদা করলে না? সে বলল : আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

১৮৯. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার স্ত্রীকে, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়, এরপর সে যখন তার সাথে সঙ্গম করে, তখন স্ত্রী লঘুভাবে গর্ভধারণ করে। তারপর সে তা নিয়ে অক্লেশে চলাফেরা করে। পরে গর্ভ যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়ে তাদের রব আল্লাহর কাছে দু'আ করল : যদি তুমি আমাদের নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান কর, তবে অবশ্যই আমরা শোকরগুয়ার হব।

সূরা হিজর, ১৫ : ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

২৬. আর অবশ্যই আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে পঁচা-কাদার গুচ্ছ ঠনঠনে মাটি থেকে,

২৭. আর জিন্ সৃষ্টি করেছি এর আগে অত্যাশ্চর্য আগুন থেকে।

وَاجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَنْتَرُونَ ○

১১- وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ○

১২- قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ○

১৮৯- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○

২৬- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ○
২৭- وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ○

২৮. স্মরণ করুন, আপনার রব ফিরিশ্বাদের বললেন : অবশ্যই আমি সৃষ্টি করতে চাই পঁচা-কাদার গুহ্ব ঠনঠনে মাটি থেকে।

২৯. তারপর আমি যখন তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দেব, তখন তার প্রতি সিজ্দাবনত হবে।

৩০. তখন ফিরিশ্বারা সবাই একত্রে সিজ্দা করল,

৩১. কিন্তু করল না ইবলীস, সে সিজ্দাকারীদের মধ্যে शामिल হতে অস্বীকার করল।

৩২. আল্লাহ বললেন : হে ইবলীস! তোমার কি হলো যে, তুমি সিজ্দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?

৩৩. ইবলীস বলল : আমি এমন নই যে, আমি সিজ্দা করব এমন এক মানুষকে, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন পঁচা-কাদার গুহ্ব ঠনঠনে মাটি থেকে।

৩৪. আল্লাহ বললেন : তবে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কারণ তুমি বিতাড়িত,

৩৫. আর অবশ্যই তোমার প্রতি রইল লা'নত কিয়ামত পর্যন্ত।

৩৬. ইবলীস বলল : হে আমার রব! তবে আমাকে অবকাশ দিন হাশ্বের দিন পর্যন্ত।

৩৭. আল্লাহ বললেন : অবশ্যই তোমাকে অবকাশ দেয়া হল,

৩৮. নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত।

৩৯. ইবলীস বলল : হে আমার রব! যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করলেন, তাই আমিও দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে পাপকার্যসমূহকে শোভন করে দেখার

২৮-وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ○

২৯-فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ○

৩০-فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ○

৩১-إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ○

৩২-قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ○

৩৩-قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ○

৩৪-قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ○

৩৫-وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○

৩৬-قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

৩৭-قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ○

৩৮-إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ○

৩৯-قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُو تَيْفٍ لَا زَيْنَ لَهُمْ

এবং তাদের সবাইকে গুমরাহ করে দিব,

৪০. তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার বাহাই করা বান্দাহ তাদের ছাড়া।

সূরা নাহল, ১৬ : ৭০, ৭৮

৭০. আর আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে উপনীত করা হবে অকর্মণ্য বয়সে, ফলে সে যা জানত সে সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৭৮. আর আল্লাহ তোমাদের বের করেছেন তোমাদের মায়ের পেট থেকে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয়, যাতে তোমরা শোকর কর।

সূরা মারয়াইম, ১৯ : ৬৭

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তো তাকে সৃষ্টি করেছি পূর্বে, যখন সে কিছুই ছিল না?

সূরা হায্জ, ২২ : ৫, ৬

৫. হে মানুষ! যদি তোমরা মৃত্যুর পরে জীবিত করে উঠান সম্পর্কে সন্দেহ কর, তবে জেনে রাখ! আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্রে থেকে, তারপর আলাক থেকে; তারপর মাংসপিণ্ড থেকে, যা পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি, যাতে আমি প্রকাশ করি তোমাদের কাছে আমার কুদ্রত। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির রাখি, যা আমি চাই, তারপর আমি তোমাদের বের করি শিশুরূপে, পরে তোমরা পরিণত বয়সে

فِي الْأَرْضِ وَلَا غُيُوبَهُمْ أَجْمَعِينَ ○

٤٠- إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ○

٧٠- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ تَذِّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ○

٧٨- وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

٦٧- أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ

أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ○

ه- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغُوهُنَّ أَشَدَّكُمْ ۚ

উপনীত হও। আর তোমাদের মাঝে কতক এমন আছে, যাদের মৃত্যু ঘটান হয় এবং কতক এমন আছে যাদের পৌছান হয় অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যে বিষয় তাদের জানা ছিল, তা তারা মনে রাখতে পারে না। তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক, তারপর আমি যখন তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে আন্দোলিত হয় এবং উৎপন্ন করে নানা রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।

৬. এসব এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ই সত্য এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করেন, আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্ব-শক্তিমান।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১২, ১৩, ১৪, ৭৮, ৭৯, ৮০

১২. আর আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে,
১৩. তারপর তাকে আমি স্থাপন করি শুকনুপে এক সুরক্ষিত স্থানে।
১৪. তারপর আমি শুকনুকে পরিণত করি আলাকে যা লেগে থাকে, তারপর আলাকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, তারপর সে মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করি অস্থি, পরে সে অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে, তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে। সুতরাং কত মহান বরকতময় আল্লাহ্‌, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।
৭৮. আর আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয়, খুব অল্পই তোমরা শোকর করে থাক।
৭৯. আর তিনিই তোমাদের বিস্তৃত করেছেন পৃথিবীতে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَقَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ
إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُصْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ
مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ
وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ
زَوْجٍ بَهِيْجٍ ۝

১- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ
وَ اَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتٰى
وَ اَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১২- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝
১৩- ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً
فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝
১৪- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظَمًا فَنُكَّسُوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا ثُمَّ اُنْشَاْنُهُ خَلْقًا
اٰخَرًا ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

৭৮- وَ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَ الْاَفْئِدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝
৭৯- وَ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ
وَ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

৮০. আর তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় রাতে ও দিনের পরিবর্তন। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৪

৫৪. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ পানি থেকে। তারপর তিনি স্থাপন করেছেন তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ। আর আপনার রব তো সর্বশক্তিমান।

সূরা রুম, ৩০ : ২০, ২১, ৪০, ৫৪

২০. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে আছ।

২১. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।

৪০. আল্লাহ্‌ই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন, আবার তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্য থেকে কোন একটিও করতে পারে ? আল্লাহ্‌ পবিত্র মহান তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

৫৪. আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, তারপর তিনি দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন, এরপর

৮- وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ
اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

৫- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

২০- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

২১- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

৪০- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
هَلْ مِنْ شَرِكٍ لَكُمْ
مَنْ يَفْعَلُ مِنْ دُونِهِ شَيْءٌ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

৫৪- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

তিনি শক্তির পরে দেন দুর্বলতা ও
বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং
তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা সাজদা, ৩২ : ৭, ৮, ৯

৭. আল্লাহ্ অতি সুন্দররূপে তাঁর প্রত্যেকটি
সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং তিনি মানব
সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে।
৮. এরপর তিনি তাঁর বংশধর সৃষ্টি করেছেন
নগন্য পানির নির্যাস থেকে।
৯. তারপর তিনি তাকে সূঠাম করেন এবং
তাতে নিজের তরফ থেকে 'রুহ' ফুঁকে
দেন আর তোমাদের দান করেন কান,
চোখ ও হৃদয়। কিন্তু তোমরা খুব কমই
শোকর কর।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ১১

১১. আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন
মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, এরপর
তোমাদের করেছেন জোড়াজোড়া।
কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং
সন্তান ও প্রসব করে না তাঁর অবগতি
ব্যতিরেকে। আর কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির
আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার আয়ু
হ্রাসও করা হয় না, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ
রয়েছে লাওহে মাহফুযে। নিশ্চয় এ কাজ
আল্লাহ্র পক্ষে অতি সহজ।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭৭

৭৭. মানুষ কি দেখেনি যে, আমি তাকে সৃষ্টি
করেছি শুক্র থেকে? তারপর সে হয়ে
পড়ল প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৬

৬. আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক
ব্যক্তি থেকে। তারপর তিনি সৃষ্টি
করেছেন তার থেকে তার জোড়া। আর
তিনি তোমাদের দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু
থেকে আট প্রকার এবং তিনি তোমাদের

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ تَوَّعُّظًا وَشِيبَةً ۖ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ○

৭- الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ○

৮- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ

مِنْ مَاءٍ مَّهِينٍ ○

৯- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○

১১- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ

وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ ۚ

إِلَّا فِي كِتَابٍ

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

৭৭- أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ○

৬- خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ ۚ

সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মায়ের গর্ভে পর্যায়ক্রমে ত্রিবিধ অঙ্ককারে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। অতএব কোথায় তোমরা ফিরে যাচ্ছ?

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬৭, ৬৮

৬৭. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর তিনি তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, পরে যেন তোমরা উপনীত হও পরিণত বয়সে। তারপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মাঝে কারো কারো মৃত্যু হয় এর আগেই। আর যেন তোমরা পৌছতে পার নির্দিষ্ট সময়ে এবং যেন তোমরা বুঝতে পার।

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। আর যখনই তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে বলেন : 'হও', আর অমনি তা হয়ে যায়।

সূরা শূরা, ৪২ : ৪৯, ৫০

৪৯. আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহরই। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান তা-ই। তিনি দান করেন যাকে চান, কন্যা সন্তান এবং তিনি দান করেন যাকে চান পুত্র সন্তান।

৫০. অথবা তিনি তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই আর তিনি করে দেন যাকে ইচ্ছা বক্ষ্যা। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা যারি যাত, ৫১ : ৫৬

৫৬. আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও ইনসান শুধু এ জন্য যে, যেন তারা আমারই ইবাদত করে।

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ ۖ
ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ
إِلَّا إِلَهُهُ إِلَّا هُوَ ۚ فَآلَيْ تَصْرَفُونَ ۝

৬৭-هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ
ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا
وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَدَّدًا
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

৬৮-هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ
فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا
فَأِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

৪৯-لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝

৫০-أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

৫৬-وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

সূরা নাজম, ৫৩ : ৪৫, ৪৬

৪৫. আর আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেন জোড়া নর ও নারী—

৪৬. শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়।

সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ১৪, ১৫

১৪. আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন মানুষ পোড়া মাটির পাত্রের মত শুষ্ক মাটি থেকে,

১৫. এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন জিন্ ধোয়াবিহীন আগুনের শিখা থেকে।

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ২৩, ২৪

২৩. আপনি বলুন : আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তঃ-করণ। খুব অল্পই তোমরা শোকর কর।

২৪. বলুন : তিনিই তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীময় এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

৩৭. মানুষ কি ছিল না এক বিন্দু শুক্র, যা মাতৃগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছিল?

৩৮. তারপর সে পরিণত হয় আলাকে, এরপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন এবং সূঠাম করেন।

৩৯. তারপর তিনি সৃষ্টি করেন তা থেকে জোড়া নর ও নারী।

৪০. 'তবে কি তিনি সক্ষম নন যে, তিনি জীবিত করবেন মৃতকে?

সূরা দাহ্র, ৭৬ : ২

২. নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে যে, আমি তাকে পরীক্ষা করব, এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

৫৫- وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝

৫৬- مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ۝

১৪- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

১৫- وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ۝

২৩- قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۝

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

২৪- قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

৩৭- أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٍ مِنْ مِّنِّي يُمْنَى ۝

৩৮- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۝

৩৯- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝

৪০- أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقْدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

২- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ

أَمْشَاجٍ ۖ تَبَتَّلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ২০, ২১, ২২, ২৩

২০. আমি কি তোমাদের সৃষ্টি করিনি তুচ্ছ পানি থেকে ?
২১. তারপর আমি তা রেখেছি সুরক্ষিত স্থানে,
২২. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,
২৩. তারপর আমি পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি, কত উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী আমি!

সূরা আবাসা, ৮০ : ১৭, ১৮, ১৯

১৭. মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ!
১৮. আল্লাহ্ তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন ?
১৯. শুক্রবিন্দু থেকে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে পরিমিত করেছেন।

সূরা তারিক, ৮৬ : ৫, ৬, ৭

৫. মানুষ লক্ষ্য করুক, কী বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!
৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নিঃসৃত পানি থেকে,
৭. যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে।

সূরা তীন, ৯৫ : ৪, ৫

৪. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতিশয় সুন্দর গঠনে,
৫. তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দেই হীন থেকে হীনতম অবস্থায়।

সূরা আলাক, ৯৬ : ১, ২

১. আপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,
২. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে।

২০- اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ

২১- فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

২২- اِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ

২৩- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ

১৭- قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ

১৮- مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

১৯- مِنْ نُّطْفَةٍ

خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ

৫- فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ

৬- خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ

৭- يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

৪- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

৫- ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

১- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

২- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

চতুর্থ অধ্যায় : ইতিহাস

১ম পরিচ্ছেদ

জাতি ও জনগোষ্ঠি

বনী ইসরাঈল

সূরা বাকারা, : ২ : ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪,
৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১,
৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮,
৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫,
৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২,
৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯,
৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬,
৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩,
৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০৫, ১০৯, ১১১,
১১৩, ১২০, ১২১, ১২২, ১৩৫, ১৪০,
১৪৫, ২১১, ২৪৬

৪০. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর
আমার সেই নিয়ামত, যা আমি
তোমাদের দান করেছিলাম এবং পূর্ণ
কর আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার,
আমিও পূর্ণ করব তোমাদের সাথে
আমার অঙ্গীকার আর তোমরা কেবল
আমাকেই ভয় কর।

৪১. আর তোমরা ঈমান আন আমি যা
নাখিল করেছি তাতে, যা প্রত্যয়নকারী
তোমাদের কাছে যা আছে তার, আর
তোমরাই হযো না তার প্রথম
প্রত্যাখ্যানকারী। আর তোমরা আমার
আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ
করো না এবং তোমরা কেবল
আমাকেই ভয় কর।

৫০- لَيَبْنِيَّ إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ
بِعَهْدِكُمْ
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

৫১- وَإِمْنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ سَوَاءٌ لَكُمْ تَشْتَرُوا
بِأَيِّ شَيْءٍ قَلِيلًا
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

৪২. আর তোমরা মিশ্রিত করো না সত্যকে মিথ্যার সাথে এবং সত্য গোপন করো না জেনেশোনে।
৪৩. আর তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং রুকু' কর রুকু'কারীদের সাথে।
৪৪. তোমরা কি লোকদের নির্দেশ দাও নেক্কাজের, আর ভুলে যাও নিজেদের? অথচ তোমরা পাঠ করছ কিতাব। তবে কি তোমরা বুঝ না?
৪৫. আর তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে, অবশ্য তা অত্যন্ত কঠিন, তবে সে সব লোকদের ছাড়া,
৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চিতভাবে তাদের রবের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাঁরই দিকে তাদের ফিরে যেতে হবে।
৪৭. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার সে নিয়ামত, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং আমিই তোমাদের উঁচু মর্যাদা দিয়েছিলাম সারাজাহানের উপর,
৪৮. আর তোমরা ভয় কর সেদিনের, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না আর কারো কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণও গৃহীত হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।
৪৯. আর স্মরণ কর! আমি তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম ফির'আওনের লোকদের হাত থেকে, যারা তোমাদের কঠিন শাস্তি দিত, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। অবশ্য তাতে ছিল তোমাদের রবের তরফ থেকে এক মহা-পরীক্ষা।

৴৲- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৴৳- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

৴৴- أَأَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৴৵- وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۝ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝

৴৶- الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

৴৷- يٰبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

৴৸- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

৴৹- وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدَّبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۝ وَفِي ذِكْرِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

৫০. স্বরণ কর! আমি তোমাদের জন্য দ্বি-
খণ্ডিত করেছিলাম সাগরকে এবং উদ্ধার
করেছিলাম তোমাদের, আর ডুবিয়ে
দিয়েছিলাম ফির'আওনের লোকদের
আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

৫১. আর স্বরণ কর! যখন আমি মূসার
সাথে চল্লিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম,
তারপর তোমরা তাঁর অনুপস্থিতিে বাছুর
বানিয়ে নিয়েছিলে, আর তোমরা তো
ছিলে যালিম!

৫২. এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি,
যাতে তোমরা শোকর কর।

৫৩. আর স্বরণ কর! আমি মূসাকে কিতাব
ও ফুরকান দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা
হিদায়েত লাভ কর।

৫৪. স্বরণ কর! মূসা তাঁর কাওমের
লোকদের বলেছিল : হে আমার
কাওম! তোমরা বাছুর বানিয়ে নিজেদের
উপর ঘোর অত্যাচার করেছ। সুতরাং
এখন তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে
ফিরে যাও এবং হত্যা কর নিজেদের।
এটাই কল্যাণকর তোমাদের জন্য
তোমাদের স্রষ্টার কাছে। তারপর তিনি
তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরাবশ হলেন।
তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে : হে
মূসা! আমরা কখনো তোমার প্রতি
ঈমান আনব না, আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে
না দেখা পর্যন্ত, তখন তোমাদের উপর
বজ্রপাত হল। আর তোমরা তা
দেখতেছিলে।

৫৬. তারপর আমি তোমাদের জীবিত
করলাম তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে
তোমরা শোকর কর।

৫০- وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

৫১- وَإِذْ وَعدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

৫২- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৫৩- وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

৫৪- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا
إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

৫৫- وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ
حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

৫৬- ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

৫৭. আর আমি তোমাদের ছায়া দিয়েছিলাম মেঘ দিয়ে এবং পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া। বলেছিলাম : তোমরা খাও, আমি তোমাদের উত্তম ও পবিত্র যা কিছু দান করেছি তা থেকে। আর তারা আমার প্রতি কোন যুলুম করেনি রবং তারা তো যুলুম করেছিল নিজেদের প্রতি।

৫৮. আর স্মরণ কর! আমি বলেছিলাম : তোমরা প্রবেশ কর এই জনপদে, আর খাও সেখানে, যেভাবে ইচ্ছা কর আনন্দের সাথে এবং প্রবেশ কর সদর দরজা দিয়ে নত শিরে আর বল : মাফ কর, মাফ কর, আমি মাফ করে দিব তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং অবশ্যই আমি অতিরিক্ত দান করব নেককারদের।

৫৯. কিন্তু যারা যুলুম করেছিল, তারা তাদের যা বলা হয়েছিল এর পরিবর্তে অন্য কথা বলল। অতএব আমি যারা যুলুম করেছিল তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করলাম আসমান থেকে, কেননা তারা হুকুম অমান্য করেছিল।

৬০. আর স্মরণ কর! মূসা তার কাওমের জন্য পানি প্রার্থনা করেছিল। তখন আমি বলেছিলাম : তুমি আঘাত কর তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে। ফলে প্রবাহিত হল সে পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ। প্রত্যেক গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ পানির ঘাট। আমি বললাম : তোমরা খাও এবং পান কর আল্লাহর দেয়া রিয়ক থেকে, আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।

৬১. আর যখন তোমরা বলেছিলে : হে মূসা! আমরা কখন ধৈর্যধারণ করব

৫৭- وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

৫৮- وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ
خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

৫৯- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي
قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

৬০- وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا
اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مَّشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ
وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ

৬১- وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ

না এক রকম খাদ্যে। অতএব তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার রবের কাছে, তিনি যেন আমাদের জন্য যমীতে উৎপন্ন করেন তরকারী, কাঁকুড়, মসুর ও পেঁয়াজ। মুসা বলল : তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও? তাহলে তোমরা কোন নগরীতে অবতরণ কর, সেখানে তোমরা যা চাও তা পাবে। আর তাদের উপর আরোপিত হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্র এবং তারা আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে ঘুরতে লাগল। এরূপ হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীদেরকে হত্যা করত অন্যায়ভাবে। তারা নাফরমানী ও সীমালংঘন করেছিল বলেই এমন পরিণতি হয়েছিল।

৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং যারা খ্রিস্টান ও সাবিসীন তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং নেক-আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের রবের কাছে, আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৬৩. আর স্মরণ কর, আমি তোমাদের কাছ থেকে অস্বীকার নিয়েছিলাম এবং 'তুর'কে তোমাদের উপর তুলে ধরে বলেছিলাম : আমি তোমাদের যা দিলাম, তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।

৬৪. এরপরও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। অতএব তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী না

طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۖ قَالَ اسْتَبْدِلُوا
الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ
إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآسَا لَكُمْ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

৬২- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّبِيَّانَ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৬৩- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّورَ
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

৬৪- ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ

থাকলে, অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

৬৫. আর তোমরা তাদের ভালভাবে জানতে, যারা তোমাদের মধ্যে থেকে শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছে, আমি তাদের বলেছিলাম : তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।

৬৬. তারপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করে দিয়েছি।

৬৭. স্মরণ কর, যখন মূসা তার কাওমকে বলেছিল : আল্লাহ্ তোমাদের একটি গরু যবাই করতে আদেশ দিয়েছেন। তখন তারা বলেছিল : তুমি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? মূসা বলল : আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে।

৬৮. তারা বলল : তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন সেটি কি, তা আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। মূসা বলল : আল্লাহ্ বলেছেন, 'সেটি হবে এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয়, এ দু'য়ের মধ্য বয়সী।' যা তোমাদের আদেশ করা হয়েছে, তা কর।

৬৯. তারা বলল : তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, সেটির রং কিরূপ? মূসা বলল : আল্লাহ্ বলেছেন, সেটি হবে হলুদ বর্ণের গাভী, এবং রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ দেবে।

৭০. তারা বলল : তুমি প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তিনি যেন

○ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِنَ الْخَسِرِينَ

৬৫- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ ○

৬৬- وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ○

৬৭- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○

৬৮- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ ○ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ ○

৬৯- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ○

৭০- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ○

আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন সেটি কিরূপ? কেননা, সেটি আমাদের কাছে সাদৃশ্য গীল মনে হচ্ছে। আর আল্লাহ চাইলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাব।

৭১. মূসা বলল : আল্লাহ বলছেন, 'এটি এমন গাভী, যা চাষে বা যমীনে পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়নি, এটি সুস্থ নিখুঁত। তারা বলল : এবার তুমি সঠিক তথ্য এনেছ। তারপর তারা সেটি যবাই করল, যদিও তারা তা করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

৭২. স্মরণ কর, তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং পরে সে ব্যাপারে একে অপরকে দোষারূপ করেছিলে। আর আল্লাহ প্রকাশ করছেন যা তোমরা গোপন করছিলে।

৭৩. তারপর আমি বললাম : তোমরা মৃতকে আঘাত কর, যবাইকৃত গাভীটির কোন অংশ দিয়ে। এভাবেই আল্লাহ জীবিত করেন মৃতকে এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

৭৪. এরপরও তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, তা পাথরের মত বা তার চেয়েও কঠিন। কতক পাথর এমনও আছে যে, তা থেকে নদীনালা প্রবাহিত হয়, আর কতক এমন আছে যে, তা বিদীর্ণ হয় এবং পরে তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কতক এরূপ আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ গাফিল নন।

৭৫. তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে তো একদল ছিল,

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৫১

إِنَّ الْبَقْرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا

وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ○

৭১- قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسْلِمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا قَالُوا الظَّنُّ جُئْتَ بِالْحَقِّ ○ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

৭২- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ○ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ○

৭৩- فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضُهَا ○ كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى ○ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

৭৪- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَرِئَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَإِن مِّنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ○ وَإِن مِّنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ ○ وَإِن مِّنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ○ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

৭৫- أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ

যারা আল্লাহর বাণী শোনত, তারপর তা হৃদয়ঙ্গম করে বিকৃত করত সজ্ঞানে।

৭৬. আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে : আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তারা নিভৃতে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে : আল্লাহ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন, তোমরা কি তা তাদের কাছে বলে দিচ্ছ ? তা হলে তারা এ নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের রবের সামনে যুক্তি পেশ করবে। তোমরা কি বুঝ না ?

৭৭. তারা কি এতটুকু জানে না যে, তারা যা গোপন করে কিংবা যা প্রকাশ করে, আল্লাহ তা নিশ্চিন্তভাবে জানেন।

৭৮. তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে, যারা মিথ্যা আশা ছাড়া কিতাবের কিছুই জানে না। তারা শুধু ধারণাই পোষণ করে।

৭৯. সুতরাং আফসোস তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে : এটা আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যাতে তারা এর বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য পেতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্যও তাদের প্রতি আক্ষেপ।

৮০. আর তারা বলে : আগুন কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না, কয়েক দিন ছাড়া। আপনি বলে দিন : তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়েছে, অতএব আল্লাহ তার অঙ্গীকার কখনো খিলাফ করবেন না ? অথবা

يُحَرِّقُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

৭৬-وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُّهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذَتُنَا مِنْهُمْ بِأَنزَعِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُخَاجِبَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৭৭-أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

৭৮-وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ○

৭৯-قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ○

৮০-وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا

তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না ?

৮১. হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ উপার্জন করে এবং তার পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে, এরূপ লোকেরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৮২. আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৮৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। তখন তোমরা অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলেই বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

৮৪. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং তোমাদের আপন জনদের নিজ দেশ থেকে বহিস্কার করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং এ বিষয়ে তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।

৮৫. কিন্তু তারপর তোমরাই নিজদের হত্যা করেছে এবং তোমাদের একদলকে তাদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছ এবং পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরের সহায়তা করছ। আর তারা বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তাহলে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিস্কার

○ تَعْلَمُونَ

৮১- بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ

خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

○ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

৮২- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ○

৮৩- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ

○ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

৮৪- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ

دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ

دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ○

৮৫- ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ

وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ

تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَإِنْ يَأْتُواكُمُ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ

وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

করাই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের কোন পথ নেই, আর কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতর শাস্তির দিকে নিষ্কেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে গাফিল নন।

৮৬. এরাই আখিরাতের বিনিমিয়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

৮৭. আর আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের পাঠিয়েছি, আর স্পষ্ট মু'জিযা দান করেছি ঈসা ইবন মারইয়ামকে এবং তাকে শক্তিশালী করেছি জিব্রাঈলের মাধ্যমে। তারপর যখন কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখন তোমরা অহংকার করেছ, আর তাদের কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ।

৮৮. আর তারা বলেছিল : আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত। না, বরং সত্য প্রত্যাখ্যানের দরুন আল্লাহ্ তাদের লান'ত করেছেন। ফলে তাদের খুব কম সংখ্যকই ঈমান আনে।

৮৯. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এলো, যা তাদের কাছে যা ছিল তার সমর্থক, যদিও তারা পূর্বে এর সাহায্যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও

أَفْتَوْا مُنُونٍ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ
إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

৮৬- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

৮৭- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَتَقَيَّنَا
مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى
أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ
فَفَرِّقُوا كَذِبُكُمْ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ○

৮৮- وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۖ
بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ
فَقَلِيلٌ مَّا يُؤْمِنُونَ ○

৮৯- وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ۖ
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

যখন তাদের কাছে তা পৌছল, যা তারা জ্ঞাত ছিল, তখন তারা অস্বীকার করে বসল। অতএব কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্‌র লান্নত।

৯০. কতই না মন্দ তা, যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রি করেছে, তা হল আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অস্বীকার করত জিদের বশবর্তী হয়ে শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছিল। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

৯১. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা ঈমান আন তাতে যা আল্লাহ্‌ নাযিল করেছেন. তখন তারা বলে : আমরা ঈমান রাখি তাতে, যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। অথচ তাছাড়া সব কিছুই তারা অস্বীকার করে, যদিও তা সত্য এবং যা তাদের কাছে তার সমর্থক। আপনি বলে দিন : যদি তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হবে, তবে ইতিপূর্বে কেন নবীদের হত্যা করলে ?

৯২. আর মূসা তো তোমাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট মু'জিয়া সহ, তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে বাছুর বানিয়ে নিলে, তোমরা তো সীমালংঘনকারী।

৯৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অস্বীকার নিয়েছিলাম এবং 'তুরকে' তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম, বলেছিলাম : দৃঢ়ভাবে ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং শোন। তারা বলেছিল : আমরা শোনলাম ও অমান্য করলাম। কুফরীর

مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ

۹- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ رَّبِّهِۦٓ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ
۱۰ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًاۙ اَنْ يُّنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۙ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۙ
۱۱ فَبَآءُۙ وَيَغْضِبُ عَلٰى غَضَبٍ
وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ

۹- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُوْمِنُۙ بِمَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْنَاۙ وَيَكْفُرُوْنَ بِمَاۤ وَّرَآءَہٗۙ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًاۙ لِّمَاۤ مَعَهُمْ

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُۙ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

۹۲- وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِہٖۙ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

۹۳- وَاِذْ اَخَذْنَا مِثْقَاكُمۡ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَاۤ اَتَيْنَکُمۡ بِقُوَّةٍ وَّاَسْمَعُوْاۙ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَاۙ

কারণে তাদের হৃদয়ে বাছুর-প্রীতি
সিঞ্চিত হয়েছিল। আপনি বলে দিন :
যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে
তোমাদের বিশ্বাস যে আদেশ দেয়, তা
কতই না মন্দ!

৯৪. আপনি বলুন : যদি অন্য লোকদের ছাড়া
শুধু তোমাদের জন্যই বিশেষভাবে
আখিরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে
বরাদ্দ হয়ে থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু
কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

৯৫. কিন্তু তারা কখন মৃত্যু কামনা করবে না
সে কারণে যা তাদের হাত পূর্বে
পাঠিয়েছে। আর আল্লাহ যালিমদের
সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

৯৬. আর আপনি অবশ্যই সবার চেয়ে,
এমনকি মুশরিকদের চেয়েও জীবনের
প্রতি তাদের অধিক লোভী দেখতে
পাবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে,
যেন হাজার বছর বাঁচতে পারে। কিন্তু
এ ধরনের দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি থেকে
রক্ষা করতে পারবে না। তারা যা করে,
আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

১০৫. আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী
করেছে তারা এবং মুশরিকরা চায় না
যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের
তরফ থেকে কোন কল্যাণ নাযিল হোক
অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে
নিজ অনুগ্রহের জন্য মনোনীত করেন
এবং আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

১০৯. আহলে কিতাবের কাছে সত্য প্রকাশিত
হওয়ার পরও তাদের অনেকেই
ঈর্ষাবশত তোমাদের ঈমান আনার পর
আবার তোমাদের কাফিররূপে ফিরে
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, অতঃপর
যতক্ষণ না আল্লাহর কোন নির্দেশ আসে।

وَأَشْرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
قُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

৯৪- قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৯৫- وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا
بِمَا قَدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

৯৬- وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
عَلَى حَيَوةٍ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ
وَمَا هُوَ بِزَحْزِحَةٍ مِنَ الْعَذَابِ
أَنْ يُعَمَّرَ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يُعْمَلُونَ

১০৫- مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
أَنْ يُزِيلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

১০৯- وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১১. আর তারা বলেন ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না, এটা তাদের অলীক কল্পনা। আপনি বলুন : তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১১৩. ইয়াহুদীরা বলে : খ্রিস্টানদের কোন ভিত্তি নেই এবং খ্রিস্টানরা বলে ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নেই, অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এভাবে যারা কিছুই জানেন না তারা অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে যে বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।

১২০. আপনার প্রতি কখনও সন্দেহ হবে না ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা যতক্ষণ না আপনি অনুসরণ করবেন তাদের ধর্ম আদর্শের। বলুন : আল্লাহ্ হিদায়েতই তো প্রকৃত হিদায়েত। আপনি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেন, আপনার কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন বন্ধু থাকবে না এবং না কোন সাহায্যকারী।

১২১. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, যারা যথাযথভাবে ইহা পাঠ করে, তারা এতে ঈমান আনে, যারা ইহা অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১২২. হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর আমার সেই অনুগ্রহের কথা, যা আমি দিয়েছিলাম তোমাদের এবং আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি সমগ্র বিশ্বের উপর।

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১১১- وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১১৩- وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

১২০- وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ آتِيتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ

مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

১২১- الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

১২২- يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

১৩৫. তারা বলে : ইয়াহুদী হও বা খ্রিস্টান হও হিদায়েত পাবে। আপনি বলুন : না, বরং আমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করি.....।

১৪০. তোমরা কি বল যে, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরগণ অবশ্যই ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টান ছিল? আপনি বলুন : তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ? তার চেয়ে অধিক যালিম কে হতে পারে, যে গোপন করে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে প্রমাণ আছে তা? আর আল্লাহ গাফিল নন, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

১৪৫. আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে আপনি সমস্ত প্রমাণ পেশ করলেও তারা আপনার কিব্লার অনুসরণ করবে না এবং আপনিও তাদের কিব্লার অনুসরণ করার নন, আর তারাও পরস্পরের কিব্লার অনুসারী নয়। আর আপনি যদি, আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেন, তবে নিশ্চয় আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন।

২১১. জিজ্ঞাসা কর বনী ইসরাঈলকে, আমি তাদের কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছিলাম! আর কেউ আল্লাহর নিয়ামত আসার পর তা পরিবর্তন করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।

২৪৬. তুমি কি মূসার পরে বনী ইসরাঈলের নেতাদের দেখনি? যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল : আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে

১৩৫- وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ۖ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ ...

১৪০- أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ۖ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ۖ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

১৪৫- وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبَلَتَكَ ۖ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ ۖ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَهُ بَعْضٌ ۖ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّكَ إِذًا لِنِ الظَّالِمِينَ ○

২১১- سَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

২৪৬- أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالَ لِبَنِيِّ

পারি। তখন নবী বলল, এমন তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তো তোমরা যুদ্ধ করবে না। তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি আমাদের আবাস ভূমি ও সম্ভান-সন্ততি থেকে। তারপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন অল্প সংখ্যক ছাড়া তাদের সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল, আর আল্লাহ্‌ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৯৩, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১৯৯

৬৪. আপনি বলে দিন : হে আহলে কিতাব! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তা হলো আমরা যেন এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে রবরূপে গ্রহণ না করে আল্লাহর পরিবর্তে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমরা বল : তোমরা সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম।

৬৫. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা ইব্রাহীম সম্পর্কে তর্কবিতর্ক কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তার অনেক পরে নাযিল করা হয়েছিল। তবুও কি তোমরা বুঝ না?

৬৬. হাঁ, তোমরা তো সে সব লোক, যারা ইতিপূর্বে তর্ক করেছ এমন বিষয়ে,

لَهُمْ اُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَا تُقَاتِلُوْا ۚ قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَقدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَاءِنَا ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ ۝

৬৫- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اِلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا ۚ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

৬৬- يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَاِلَّا تُجِيْلُ ۚ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهَا ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৬৬- هَآنَئِمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِیْمَا

যাতে তোমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আর আল্লাহ্ জানেন, কিন্তু তোমরা জান না।

৬৭. ইব্রাহীম ইয়াহুদীও ছিল না এবং নাসারাও ছিল না। সে ছিল একনিষ্ঠ সরল পন্থী মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৬৮. নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠ তারাই, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং নবী ও যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে আর আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু।

৬৯. আর আহলে কিতাবের এক দল মনে প্রাণে চায় যে, তারা যেন তোমাদের বিপথগামী করতে পারে। কিন্তু তারা কাউকে বিপথগামী করতে পারে না, নিজেদের ছাড়া। অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।

৭০. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করছ, অথচ তোমরাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছ?

৭১. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করছ এবং সত্য গোপন করছ। অথচ তোমরা জান।

৭২. আহলে কিতাবের এক দল বলল : মু'মিনদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা দিনের প্রথমভাগে তাতে ঈমান আন এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর। হয়ত এতে তারা ইসলাম থেকে ফিরে আসবে।

৭৩. আর তোমরা বিশ্বাস করবে না স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কাউকে। আপনি

لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيهَا
لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ط
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

৬৭- مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا
وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

৬৮- إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ
لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ○

৬৯- وَذَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ يَضِلُّوكُمْ ط
وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ○

৭০- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ○

৭১- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْسُونَهُ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

৭২- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ
آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ
وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

৭৩- وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ط

বলে দিন : নিশ্চয়ই প্রকৃত হিদায়েত হলো আল্লাহর হিদায়েত। আর এ সব এ জন্য যে, তোমরা যা পেয়ে ছিলে, অন্য কেউ কেন পাবে, কিংবা তারা কেন তোমাদের পরাভূত করবে যুক্তিতে তোমাদের রবের সামনে ? বলুন : নিশ্চয়ই সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, তিনি ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৭৪. তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন। আর আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।

৭৫. আর আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে, যদি তুমি তার কাছে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ আমানত রাখ, তা সে তোমাকে ফেরৎ দেবে। আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যদি তুমি তার কাছে একটি মাত্র দিনারও আমানত রাখ এবং তার পেছনে লেগে না থাক, তাহলে সে তা তোমাকে তা ফেরৎ দেবে না। এটা এ জন্য যে, তারা বলে : আমাদের উপর নিরক্ষরদের ব্যাপারে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। আর তারা জেনেশোনে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

৭৬. হাঁ, অবশ্যই সে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পালন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে, তবে তো এরূপ মুত্তাকীদের আল্লাহ ভালবাসেন।

৭৭. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার পরিবর্তে এবং নিজেদের কসমের পরিবর্তে সামান্যও বিনিময় গ্রহণ করে, তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই, আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না

قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ
أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ
أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ
قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

৭৪- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

৭৫- وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ
بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّي إِلَيْكَ
مِنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي
إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا
فِي الْأُمَمِينَ سَبِيلٌ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

৭৬- بَلَىٰ مَنْ أَوْتِيَ بِعَهْدٍ
وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○

৭৭- إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য নির্ধারিত আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭৮. আর তাদের মধ্যে তো এক দল লোক এমন আছে, যারা নিজেদের জিহ্বা বাঁকা করে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে তা কিতাবেরই অংশ, অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে : এসব আল্লাহর তরফ থেকে, আসলে তা আল্লাহর তরফ থেকে নয়, তারা জেনেশোনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।

৯৩. সব খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। তা ছাড়া যা ইয়াকুব নিজের জন্য হারাম করেছিল তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে। বলুন : তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৯৮. আপনি বলুন : হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান কর? আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তার সাক্ষী।

৯৯. বলুন : হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা তাদের আল্লাহর পথে বাধা দাও যারা ঈমান এনেছে। তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে? অথচ তোমরা এর সত্যতার সাক্ষ্য বহনকারী। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ গাফিল নন।

১০০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের কোন দলের কথা মনে চল, তবে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর, আবার কাফিরে পরিণত করে দিবে।

الْقِيمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৭৮- وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ السِّنْتَهِمْ

بِالْكِتَابِ لِيَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ
وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

৯৩- كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِبَنِي
إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى
نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا
بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৯৮- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ
৯৯- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عِوَجًا
وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

১০০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا
فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ

১১০. তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ভালকাজে আদেশ কর, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত, তবে তা তাদের জন্য মংগলকর হত। তাদের মধ্যে কতক মু'মিন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই হল ফাসিক-পাপাচারী।

১১১. তারা কখনো তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তবে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাবে। তারপর তাদের কোন সাহায্য করা হবে না।

১১২. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তারা থাকুক না কেন, সেখানেই তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, আর তারা আল্লাহর গযবের পাত্র হয়েছে এবং তাদের উপর ছাপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে হীনতার ও দীনতার। এসব এজন্য যে, তারা প্রত্যাখ্যান করত আল্লাহর আয়াত এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করত নবীদের, এ কারণে যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং সীমালংঘন করেছিল।

১১৩. তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে এক দল আছে অবিচলিত, তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে।

১১৪. তারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, তারা আদেশ করে ভালকাজের, নিষেধ করে মন্দকাজে

১১০- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ○

১১১- لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِنْ يُقَاتِلْكُمْ يَوْلُوكُمْ إِلَّا دُبَّارَةً ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ○

১১২- ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَغَضِبَ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

১১৩- لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءً الْبَيْنِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ○

১১৪- يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

এবং প্রতিযোগিতা করে নেককাজে।
তারা ই নেককারদের মধ্যে শামিল।

১১৫. তারা যে সব নেককাজ করে, তার
বিনিময় থেকে তাদের কখন বঞ্চিত
করা হবে না। আর আল্লাহ এ
মুত্তাকীদের ব্যাপারে খুব ভাল জানেন।

১১৯. আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে
এমন লোকও আছে, যারা বিনয়াবনত
হয়ে ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং যা
নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি
আর যা নাযিল করা হয়েছে তাদের প্রতি
তাতে, তারা বিক্রয় করে না আল্লাহর
আয়াত তুচ্ছমূল্যে। এরাই তারা, যাদের
জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে তাদের
পুরস্কার। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে
দ্রুত।

সূরা নিসা, ৪ : ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫২,
১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮,
১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৭১

৪৪. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি,
যাদের দেয়া হয়েছে কিতাবের এক
অংশ? যারা গুমরাহীকে ক্রয় করে এবং
তারা চায় যে, তোমরাও গুমরাহ হও।

৪৫. আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের খুব
ভালভাবেই জানেন। আল্লাহই যথেষ্ট
বন্ধু হিসাবে এবং আল্লাহই যথেষ্ট
সাহায্যকারী হিসাবে।

৪৬. ইয়াহুদীদের মধ্যে কিছু লোক আছে,
যারা কথার প্রকৃত অর্থ বিকৃত করে
এবং বলে : আমরা শুনলাম, কিন্তু
অমান্য করলাম এবং শোনে না শোনার
মত। আর তারা মুখ বাঁকিয়ে ও দীনের
প্রতি তচ্ছিল্য করে বলে : 'রাইনা'।
কিন্তু তারা যদি বলত : আমরা
শোনলাম এবং মান্য করলাম। আর

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ
وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ۝
۱۱۵- وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۖ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝

১১৯- وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَمَنْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ ۖ
لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

৪৪- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا
مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلٰلَةَ
وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۝

৪৫- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۖ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

৪৬- مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْفًا بِالسِّنْتِهِمْ
وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْنَا

যদি তারা বলত : শোনুন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, তবে তা-ই তাদের জন্য উত্তম ও সঙ্গত হত। কিন্তু আল্লাহ তাদের কুফরীর জন্য তাদের লা'নত করেছেন। তাই তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনবে।

৪৭. ওহে, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে! তোমরা ঈমান আন তাতে, যা আমি নাযিল করেছি, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে। এর পূর্বে যে, আমি বিকৃত করে দিব চেহারাসমূহ, তারপর তা ঘুরিয়ে দিব পেছনের দিকে, অথবা তাদের লা'নত করব, যেসকল লা'নত করেছিলাম 'আস্হাবুস সাব্বত'কে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

৫১. তুমি কি তাদের দেখনা, যাদের দেয়া হয়েছিল কিতাবের এব অংশ তারা ঈমান রাখে 'জিব্ত' ও 'তাগূতে'। আর তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে : এরাই মু'মিনদের চেয়ে অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।

৫২. এরাই তারা যাদের আল্লাহ লা'নত করেছেন, আর আল্লাহ যাকে লা'নত করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।

১৫৩. আহলে কিতাব আপনার কাছে আবেদন করে, তাদের উপর আসমান থেকে কিতাব নাযিল করিয়ে দিতে, কিন্তু তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল : প্রকাশ্যে আল্লাহকে আমাদের দেখিয়ে দাও। ফলে তাদের পাকড়াও করল বজ্রপাত, তাদের ধৃষ্টতার জন্য। তারপর তারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল,

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ
وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ○

৪৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
الْمُتَوَّ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
مَنْ قَبْلَ أَنْ نُنْظِرَ وَجُوهًا
فَنُرَدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا
أَوْ نُلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ
السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ○

৫১- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا
مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ
أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ○

৫২- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ○

১৫৩- يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ
أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ
ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও।
কিন্তু আমি তাও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম,
আর আমি মুসাকে দিয়েছিলাম স্পষ্ট
দলীল।

১৫৪. আর আমি তাদের উপরে ‘তূর’
পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম তাদের
থেকে অঙ্গীকার নেয়ার জন্য এবং
তাদের বলেছিলাম : প্রবেশ কর নগর-
দ্বারে অবনত মস্তকে এবং তাদের
আরো বলেছিলাম : ‘শনিবার সম্বন্ধে
সীমালংঘন করো না’। আর আমি
এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার
নিয়েছিলাম।

১৫৫. আর তারা অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের
অঙ্গীকার ভংগের জন্য, আল্লাহর
আয়াতসমূহের সাথে তাদের কুফরী
করার জন্য। অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা
করার জন্য এবং আমাদের অন্তর
সুরক্ষিত, তাদের এরূপ উক্তি জরুরী
বরণ আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহে মোহর
মেরে দিয়েছেন, তাদের কুফরীর
কারণে। ফলে, তারা খুব অল্প সংখ্যকই
ঈমান আনে।

১৫৬. আর তারা অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের
কুফরীর জন্য এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে
গুরুতর অপবাদের জন্য,

১৫৭. আর তাদের এই উক্তি জরুরী, আমরা
আল্লাহর রাসূল মাসীহ্ ঈসা ইবন
মারইয়ামকে হত্যা করেছি, অথচ তারা
তাকে হত্যা করেনি এবং জ্রুশবিদ্ধ ও
করেনি। কিন্তু তাদের এইরূপ বিভ্রম
হয়েছিল। যারা তা সম্বন্ধে মতভেদ
করেছিল তারা নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে
সংশয়যুক্ত ছিল, তাদের এ সম্পর্কে
কোন জ্ঞানই ছিল না অনুমানের অনুসরণ

الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۖ
وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝

১৫৪- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ
بَيِّنَاتٍ لَهُمْ
وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ
وَآخِذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

১৫৫- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ
وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغَيْرِ حَقٍّ
وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۖ
بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৫৬- وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝

১৫৭- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ
عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۖ
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۖ
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۖ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ

করা ছাড়া এবং নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি।

১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
১৫৯. আহলে কিতাবের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের প্রতি ঈমান আনবেই এবং কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।
১৬০. আমি ইয়াহুদীদের জন্য হারাম করে দিয়েছি, যা তাদের জন্য হালাল ছিল, আল্লাহ্র পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য,
১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, আর তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মসুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছি।
১৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং বলো না, আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া অন্য কথা। মাসীহ্ ঈসা ইব্ন মারইয়াম আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর বাণী ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল্লাহ্ তা মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে এক ‘রুহ্’। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি। আর বলো না : খোদা তিন জন। এরূপ বলা থেকে নিবৃত্ত থাক, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্ই এক মাত্র ইলাহ্। তিনি পবিত্র ও মহান তা থেকে যে তাঁর সন্তান হবে। তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু

إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝

১৫৮- بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৫৯- وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

১৬০- فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا

حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَهُمْ

وَبَصَدَّيْهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

১৬১- وَآخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

وَآكَلَهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১৭১- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ

أَنفُسَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۚ

فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ

إِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ

سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

আছে যমীনে। আর আল্লাহুই যথেষ্ট কর্মবিধায়করূপে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ৫১, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

১২. আর আল্লাহ তো বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আর আমি তাদের মধ্য থেকে বারজনকে নেতা নির্বাচিত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন : অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দাও। তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপ-মোচন করব এবং অবশ্যই আমি তোমাদের দাখিল করব জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। এরপরও যে তোমাদের মধ্য থেকে কুফরী করবে, সে সরল পথ হারাবে।

১৩. অতএব তাদের এ অঙ্গীকার ভংগের কারণে, আমি তাদের লানিত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। তারা আল্লাহর কালামকে যথাস্থান থেকে বিকৃত করে দেয় এবং তারা ভুলে গেছে তার এক অংশ, যার উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল। আপনি সর্বদা তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া সবাইকে দেখতে পাবেন কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতা করতে। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন ও উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন নেককারদের।

۱۲ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ إِن أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

۱۳-فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

১৪. আর যারা বলে : আমরা নাসারা, আমি তাদেরও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল যে উপদেশ তারা লাভ করেছিল তার এক অংশ। অতএব আমি তাদের মাঝে সঞ্চারিত করে দিয়েছি কিয়ামত পর্যন্ত পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ, আর অচিরেই আল্লাহ তাদের জানিয়ে দিবেন যা তারা করত।

১৫. হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছেন, তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করেন কিতাবের এমন অনেক কিছু, যা তোমরা গোপন করতে এবং উপেক্ষা করেন অনেক বিষয়। তোমাদের কাছে তো এসেছে আল্লাহর তরফ থেকে এক নূর ও একটি সমুজ্জল কিতাব।

১৬. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, এ কিতাব দিয়ে তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তাঁর অনুমতিক্রমে আর তাদের তিনি পরিচালিত করেন সরল সঠিক পথে।

১৭. নিশ্চয় তারা কান্নার যারা বলে : মাসীহ ইবন মারইয়াম-ই হলো আল্লাহ। আপনি বলুন : আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন মাসীহ ইবন মারইয়াম, তাঁর মা এবং দুনিয়ার সবাইকে ধ্বংস করতে, তবে তাঁকে বাধা দিবার বিন্দুমাত্র শক্তি কার আছে? আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে, তার মালিকানা আল্লাহরই। তিনি সৃষ্টি করেন, যা তিনি চান। আর আল্লাহ সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

۱۴- وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي
أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○

۱۵- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ ○

۱۶- يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمُ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

۱۷- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১৮. আর ইয়াহুদী ও নাসারারা বলে আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন : তবে তিনি কেন তোমাদের শাস্তি দেন. তোমাদের পাপের জন্য ? বরং তোমরা ও তাদেরই মত মানুষ, যাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ক্ষমা করেন যাকে চান এবং শাস্তি দেন যাকে চান। আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে, তার মালিকানা আল্লাহরই। আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই দিকে।

১৯. হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে এসেছেন আমার রাসূল, যিনি রাসূল আগমনের বিরতির পর তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা বলতে না পার যে, 'আসেনি আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।' এখন তো এসে গেছে তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না সীমালংঘনকারী লোকদের।

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্য থেকে যারা 'মুরতাদ' হয়ে যাবে, অচিরেই আল্লাহ তাদের স্থানে এমন এক কাওম নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে

১৮- وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ خَلْقٍ ۖ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

১৯- يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৫১- يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصْرَىٰ أَوْلِيَآءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُٗ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

৫৪- يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَؤَٓةٌ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ أَذِلَّةٌ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَٰهَدُونَ فِى سَبِيلِ

কঠোর। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিম্নকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৫৯. আপনি বলুন : হে আহলে কিতাব! তোমরা কি শুধু আমাদের প্রতি এ কারণেই শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি, আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং পূর্বেও যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও। আর তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক।

৬০. বলুন : আমি কি তোমাদের বলে দিব, এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণাম কার আল্লাহ্র কাছে? যাকে আল্লাহ্ লানত করেছেন, যার প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকরে পরিণত করে দিয়েছেন এবং তাগূতের উপাসনা করে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট এবং সঠিক পথ থেকেও বহুদূরে বিচ্যুত।

৬১. আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে : আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা এসেছিল কুফর নিয়ে। আর তারা বের হয়েও গেছে তা নিয়েই। আর আল্লাহ্ খুব ভাল জানেন তা, যা তারা গোপন করে।

৬২. আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন পাপে, সীমালংঘনে এবং হারাম ভক্ষণে অতি তৎপর। কতই না নিকৃষ্ট, তারা যা করছে!

৬৩. কেন তাদের নিষেধ করছে না রাক্বানী ও পন্ডিতরা পাপ কথা উচ্চারণ করতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে? অবশ্যই তারা গর্হিত কাজ করছে।

اللَّهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

৫৯- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ ۚ وَ أَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۝

৬০- قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

৬১- وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝

৬২- وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৬৩- لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

৬৪. আর ইয়াহূদীরা বলে : আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হয়েছে, আর তারা যা বলে, তার জন্য তাদের উপর লা'নত। বরং আল্লাহর উভয় হাতই উন্মুক্ত, প্রসারিত, তিনি দান করেন যেভাবে ইচ্ছা। আপনার প্রতি আপনার রবের থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের মধ্যে অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে। আর আমি সঞ্চারিত করে দিয়েছি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করে, তখনই আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন এবং তারা তো দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াই। আর আল্লাহ ভালবাসেন না ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের।

৬৫. আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত এবং তাকওয়া করত, তা হলে অবশ্যই আমি তাদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করতাম এবং অবশ্যই আমি তাদের দাখিল করতাম জান্নাতে নাস্তিমে।

৬৬. আর যদি তারা কায়েম করত তাওরাত, ইনজীল ও তাদের প্রতি তাদের রবের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা তাহলে তারা অবশ্যই আহাৰ্য লাভ করত তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে। তাদের মাঝের একদল মধ্যপন্থী। কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করছে তা কত নিকৃষ্ট!

৬৮. আপনি বলুন : হে আহলে কিতাব! তোমরা কোন কিছুর উপরই প্রতিষ্ঠিত নও, যতক্ষণ না তোমরা কায়েম কর তাওরাত ও ইনজীল এবং তোমাদের উপর তোমাদের রবের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা। আপনার প্রতি

৬৪- وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۖ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا ۖ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ۖ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

৬৫- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا ۖ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۖ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝

৬৬- وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ۖ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ ۖ مَا يَعْمَلُونَ ۝

৬৮- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ۚ حَتَّى تَقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

আপনার রবের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী অবশ্যই বৃদ্ধি করে। অতএব আপনি কাফির লোকদের জন্য দুঃখ করবে না।

৬৯. নিশ্চয় যারা মু'মিন, আর যারা ইয়াহুদী, সাবঈঈ ও নাসারা তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ও নেকআমল করেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৭০. আমি তো অঙ্গীকার নিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের কাছে থেকে এবং তাদের কাছে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে আসত, যা তাদের মনঃপুত নয়, তখনই তারা কতককে মিত্যাবাদী বলত এবং কতককে হত্যা করত।

৭১. আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের কোন ক্ষতি হবে না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। এরপরও তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েই রইল। আর তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৭২. অবশ্যই তারা কাফির, যারা বলে : মাসীহ ইব্ন মারইয়ামই আল্লাহ। অথচ মাসীহ বলেছিল : হে বনী ইসরাঈল! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, যিনি আমার রব এবং তোমাদের রব। কেউ আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করলে, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা দোযখ। আর নেই যালিমদের কোন সাহায্যকারী।

طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

৬৯- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالتَّصْرِيُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৭০- لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ○

৭১- وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَبُّوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

৭২- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○

৭৩. অবশ্যই তারা কাফির, যারা বলে :
আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন।
অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্
নেই। আর যদি তারা নিবৃত্ত না হয়, যা
তারা বলে তা থেকে, তাহলে তাদের
মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর
অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত
হবেই।

৭৪. তবে কি তারা আল্লাহর কাছে তাওবা
করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা
করবে না? আর আল্লাহ্ তো পরম
ক্ষমাশীল, পরশ দয়ালু।

৭৫. মাসীহ ইবন মারইয়াম একজন রাসূল
ছাড়া আর কিছু নন, তার আগে অনেক
রাসূল গত হয়েছে। আর তার মা ছিল
একজন সত্যনিষ্ঠ মহিলা। তারা উভয়ে
খাবার খেত। দেখ, তাদের জন্য কিরূপ
যুক্তি প্রমাণ বিশদভাবে বর্ণনা করি।
আরো দেখ, তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায়
যাচ্ছে!

৭৬. আপনি বলুন : তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া
এমন কিছুই ইবাদত করছ, যার কোন
ক্ষমতা নেই তোমাদের কোন উপকার
বা অপকার করার? আর আল্লাহ্ তিনি
সব শোনে, সব জানেন।

৭৭. বলুন : হে আহলে কিতাব! তোমরা
নিজেদের দীনের ব্যাপারে অন্যায়
বাড়াবাড়ি করো না আর সে লোকদের
খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা
পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে
পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে
বিচ্যুত হয়েছে।

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী
করেছিল, দাউদ ও ইসা ইবন
মারইয়ামের মুখে তাদের লা'নত করা

৭৩- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ
إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ
وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوا
عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৭৪- أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৭৫- مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَنِ
الطَّعَامَ ۖ أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ
ثُمَّ أَنْظِرْ أَتَى يُؤْفَكُونَ ○

৭৬- قُلْ اتَّعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৭৭- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا
مِنْ قَبْلُ وَآضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ○

৭৮- لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ

হয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং তারা সীমালংঘন ও করত।

৭৯. তারা যে সব অন্যায় কাজ করত তা থেকে তারা পরস্পরকে বারণ করত না। কতই না নিকৃষ্ট ছিল তা যা তারা করত।

৮০. আপনি তাদের অনেককে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখতে পাবেন। সে কাজ খুবই মন্দ, যা তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য করেছে, যে কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবের মধ্যে থাকবে।

৮১. আর যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহর প্রতি এবং নবীর প্রতি, আর তার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, তাহলে তারা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।

৮২. আপনি অবশ্যই সকল মানুষের মধ্যে মু'মিনদের প্রতি অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবেন ইয়াহুদী ও মুশ্রিকদের আর মানুষের মধ্যে মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী আপনি তাদের পাবেন, যারা বলে : 'আমরা নাসারা'। এটা এ জন্য যে, তাদের মধ্যে আছে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী দরবেশ, আর তারা অহংকারও করে না।

সূরা আন'আম, ৬ : ১৪৬, ১৪৭

১৪৬. আর আমি ইয়াহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম সব নখরযুক্ত পশু এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে যে চর্বি

ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

৭৭- كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

৭৮- تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ

لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خُلْدُونَ ○

৮১- وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ

وَلَكِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ○

৮২- لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ

آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُهُ ۚ ذَٰلِكَ

بِأَن مِّنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهَبَانًا

وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○

১৪৬- وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي

ظُفْرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ

এগুলোর পিঠের বা অস্ত্রের কিষা হাড়ের সাথে মিলিত থাকে তা ছাড়া। এ শাস্তি আমি তাদের দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার দরুন আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।

১৪৭. তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলে দিন : তোমাদের রব সর্বব্যাপী করুণার মালিক আর অপরাধী লোকদের থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না।

সূরা আ'রাফ ৭ : ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

৬৫. আর আমি আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল : হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। অতএব তোমরা কি সাবধান হবে না?

৬৬. তার কাওমের সর্দাররা যারা কুফরী করেছিল তারা বলল : আমরা তো তোমাদের নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের একজন মনে করি।

৬৭. সে বলল : হে আমার কাওম! আমি নির্বোধ নই বরং আমি তো রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে একজন রাসূল।

৬৮. আমি তোমাদের কাছে পৌছাই আমার রবের বাণী। আর আমি তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বস্ত।

৬৯. তোমরা কি বিশ্বয়বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের

شُحُومَهُمْ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ
أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ
○ ذَٰلِكَ جَزَايُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ

১৪৭- فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ
وَاسِعَةٍ ۖ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ ○

৬৫- وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
○ أَفَلَا تَتَّقُونَ

৬৬- قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ
وَإِنَّا لَنَنظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ○

৬৭- قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ○

৬৮- أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي
وَإِنَّا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ○

৬৯- أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ

তরফ থেকে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? আর তোমরা স্বরণ কর যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের কাওমের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং দৈহিক গঠনে তোমাদের অধিক হুস্তপুষ্ট, বলিষ্ঠ করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

৭০. তারা বলল : তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছ যে, আমরা যেন কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের বাপদাদারা যার ইবাদত করত তা ছেড়ে দেই? অতএব আমাদের কাছে নিয়ে এস, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৭১. সে বলল : এখন তোমাদের উপর অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে আযাব ও গযব। তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে এমন কতগুলো নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ, যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে? অথবা আল্লাহ এদের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাযিল করেননি, সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

৭২. অবশেষে আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে স্বীয় রহমতে। আমি নির্মূল করে দিলাম তাদের, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল, আর তারা তো মু'মিন ছিল না।

ذِكْرُ مَنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ ۖ
وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ
خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ
وَوَآدَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۚ
فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৭০- قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ
وَنَذَرَ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ
فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ○

৭১- قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
رَجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي
أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ
مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ
فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَظِرِينَ ○

৭২- فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○

৭৩. আর আমি প্রেরণ করেছিলাম সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে। সে বলেছিল : হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবূদ নেই। তোমাদের কাছে তো এসেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য প্রমাণ স্বরূপ। অতএব এটিকে ছেড়ে দাও, যেন খেয়ে বেড়ায় আল্লাহর যমীনে, এবং তোমরা মন্দ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না। করলে, তোমাদের পাকড়াও করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭৪. আর তোমরা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের আদ জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতলভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাসগৃহ তৈরী করছ। অতএব তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।

৭৫. তার কাওমের অহংকারী সর্দাররা, সে সব দুর্বল লোকদেরকে, যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছিল জিজ্ঞেস করল : তোমরা কি জান যে, সালিহ তাঁর রবের তরফ থেকে প্রেরিত রাসূল? তারা বলল : অবশ্যই আমরা তাঁর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে তাতে বিশ্বাসী।

৭৬. যারা অহংকার করেছিল, তারা বলল : তোমরা যাতে ঈমান এনেছ, আমরা তো তা অবিশ্বাস করি।

৭৩- وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ
لَكُمْ آيَةٌ ۖ فَذُرُونَهَا
تَأْكُلْ فِي بَرِّ أَرْضِ اللَّهِ
وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৭৪- وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ
مِّنْ بَعْدِ عَادٍ ۖ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا
قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ
فَادْكُرُوا الْآلَاءَ ۚ اللَّهُ وَلَا تَعْتُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

৭৫- قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا
لِمَنْ أَمِنَ مِنْهُمْ اتَّعَلَمُونَ أَلَّا
صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ
قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

৭৬- قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا بِالذِّينِ آمَنَّا بِهِمْ كُفْرًا ۝

৭৭. তারপর তারা উটটিকে হত্যা করল এবং তাদের রবের হুকুম অমান্য করল এবং বলল : হে সালিহ! তুমি নিয়ে এস তা, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ, যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক।

৭৮. এরপর তাদের পাকড়াও করল ভূমিকম্প, ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে প্রভাতে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

৭৯. তারপর সালিহ তাদের কাছে থেকে ফিরে গেল এবং বলল : হে আমার কাওম! আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌছিয়েছি এবং তোমাদের সদুপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা তো সদুপদেশ দানকারীদের পসন্দ কর না।

৮০. আর আমি পাঠিয়েছিলাম লূতকে, যখন সে তার কাওমকে বলেছিল : তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি?

৮১. তোমরা তো পুরুষদের কাছে গমন কর কামতৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে! বরং তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী কাওম।

৮২. তার কাওমের এ ছাড়া কোন উত্তর ছিল না, তারা বলল : এদেরকে ব্রের করে দাও তোমাদের জনপদ থেকে, এরা তো এমন লোক, যারা খুব পবিত্র থাকতে চায়।

৮৩. এরপর আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে, তার স্ত্রীকে ছাড়া, সে পেছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে রয়ে গেল।

৮৪. আর আমি তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং লক্ষ্য

৭৭- فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ ابْنُنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

৭৮- فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ○

৭৯- فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَهُ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِاحِينَ ○

৮০- وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ○

৮১- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ ○ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

৮২- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○

৮৩- فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○

৮৪- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ

কর, অপরাধীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল!

৮৫. আর আমি মাদইয়ানের অধিবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়ে-ছিলাম। সে বলেছিল : হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উলাহ নেই। তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে করবে এবং লোকদেরকে কম দেবে না তাদের প্রাপ্য জিনিস আর ফাসাদ সৃষ্টি করবে না পৃথিবীতে, সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা মু'মিন হও।

৮৬. আর তোমরা বসে থেক না কোন পথ-ঘাটে এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা ভীতি প্রদর্শন করবে এবং বাধা দিবে ঐ সব লোকদের যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং এ উদ্দেশ্যে যে, তাতে বক্রতা অব্বেষণ করবে। আর স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, তখন তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। আর লক্ষ্য কর কিরূপ হয়েছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণতি।

৮৭. আর যদি তোমাদের একদল তাতে ঈমান আন, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল ঈমান না আনে, তবে সবর কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

৮৮. তার কাওমের অহংকারী সর্দাররা বলল : হে শু'আইব! আমরা তোমাকে এবং

○ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

৮৫-وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

৮৬-وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُم مَّ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

৮৭-وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

৮৮-قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

তোমার প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে, আমাদের জনপদ থেকে অবশ্যই বের করে দিব, অথবা তোমাদের অবশ্যই ফিরে আসতে হবে আমাদের মিল্লাতে। শু'আইব বলল : যদিও আমরা তা ঘণিত মনে করি তবুও ?

৮৯. অবশ্যই আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব, যদি আমরা ফিরে যাই তোমাদের মিল্লাতে, বিশেষ করে এরপর, যখন আল্লাহ আমাদের মুক্ত করেছেন তা থেকে। আর আমাদের জন্য সম্ভব নয় তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাওয়া, তবে আমাদের রব আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। আমাদের রব সব কিছুকে তাঁর জ্ঞানায়ত্ত করে আছেন। আমরা ভরসা করি আল্লাহরই উপর। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কাওমের মাঝে ফয়সালা করে দিন ন্যায্যভাবে আর আপনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

৯০. আর তার কাওমের কাফির সর্দাররা বলল : তোমরা যদি শু'আইবকে অনুসরণ কর, তবে তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

৯১. তারপর তাদের পাকড়াও করল ভূমিকম্প, ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

৯২. যারা শু'আইবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, মনে হল তারা যেন কোনদিন সেখানে বসবাস করেনি। যারা শু'আইবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল।

৯৩. শু'আইব তাদের কাছ থেকে ফিরে গেল এবং বলল : হে আমার কাওম!

مِنْ قَوْمِهِ لَخَرَجَتْكَ يَشْعِيبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ
مِنْ قَرِيْبَتِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا
قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَرِهِيْنَ ○

১৯- قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ
بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللّٰهَ مِنْهَا
وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا
اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ○

১০- وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ
لِيْنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَا الْخُسُوفُ ○

১১- فَاَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوْا
فِيْ دَارِهِمْ جُثِيْمِيْنَ ○
১২- الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا
كَانَ لَمْ يَخْنُوْا فِيْهَا
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا
كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ○
১৩- فَنَوَلٰى عَنْهُمْ

আমি তো তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের হিতোপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আমি কাফির লোকদের জন্য কি করে আক্ষেপ করি।

সূরা তাওবা, ৯ : ৯০, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১১৭, ১২০

৯০. আর বেদুঈনদের মধ্য থেকে কিছু ওয়রপেশকারী লোক এলো, যেন তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়। আর একেবারেই বসে রইল সে সব লোক, যারা মিথ্যা বলেছিল আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর অচিরেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।

৯৭. মরুবাসীরা কুফরী ও মুনাফিকীতে অত্যন্ত কঠোর এবং তারা সে সব হুকুম আহকাম না জানারই যোগ্য, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

৯৮. আর মরুবাসীদের মাঝে কেউ কেউ তারা যা ব্যয় করে তাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি দুর্দিনের প্রতীক্ষায় থাকে। দুর্দিন তাদেরই উপর আসুক! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৯৯. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, আর তারা যা ব্যয় করে, তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এবং রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় তা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়। অচিরেই আল্লাহ দাখিল করবেন তাদেরকে নিজ রহমতের মাঝে। আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَقَالَ يَقَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَتِي رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ○

৯-১০. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ
لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৯৭-১১. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا
وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৯৮-১২. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ
دَآبِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

৯৯-১৩. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
قُرْبَةً عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ
أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ
فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১০১. আর তোমাদের আশপাশের মরু-বাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোক মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্য থেকেও কিছু লোক, তারা মুনাফিকীতে চরমে পৌছেছে, আপনি তাদের পরিচয় জানেন না। তাদের কেবল আমিই জানি। তাদের আমি দু'বার শাস্তি দিব, পরে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিন আযাবের দিকে।

১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই কৃপাদৃষ্টি করলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতিও, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল অতি কঠিন সময়ে, এরপরও যখন তাদের এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের প্রতি পরম ক্ষমাময়, পরম দয়ালু।

১২০. মদীনাবাসী এবং তাদের পাশ্চবর্তী মরুবাসীদের পক্ষে সমীচীন নয় আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা। এ কারণে যে, আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা ক্লিষ্ট করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধের উদ্রেক করে, আর শত্রুপক্ষ থেকে যা কিছু তারা প্রাপ্ত হয়, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেকআমল লিখিত হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৩

৯৩. আর আমি তো বনী ইসরাঈলকে থাকার জন্য দান করলাম উৎকৃষ্ট বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৫৫

১০১- وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ذُو مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَثَرْدُوا عَلَى الْإِنْفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ○

১১৭- لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

১২০- مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغَوْنَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

৯৩- وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا

বাসস্থান এবং আমি তাদের রিয়ক দিলাম উত্তম বস্তু থেকে। তারা মতভেদ করেনি, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে জ্ঞান এসে পৌঁছল। নিশ্চয় আপনার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ের মীমাংসা করে দিবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।

সূরা হূদ, ১১ : ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

২৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে রাসূলরূপে তার কাওমের কাছে। সে বলেছিল : নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী।

২৬. তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। আমি তো তোমাদের ব্যাপারে ভয় করছি এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির।

২৭. তারপর তার কাওমের যে সব প্রধানরা কুফরী করেছিল, তারা বলল : আমরা তো তোমাকে আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে করি না, আর আমাদের মাঝে যারা নিতান্ত নিম্নস্তরের, তাও আবার স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন, তাদের ছাড়া অন্য কাউকে তোমার অনুসরণ করতে দেখি না। আর আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখি না, বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।

২৮. নূহ বলল : হে আমার কাওম! আচ্ছা বল তো আমি যদি আমার রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তারপরও তোমরা যে বিষয়ে অন্ধ থাক, তবে কি আমি তা তোমাদের উপর

صَدِّقْ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ
فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

২৫- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

২৬- أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ۝

২৭- فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ
مَا نُرِيدُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نُرِيدُ
أَتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا
بِادْيِ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا
مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ۝

২৮- قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ
إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي
وَأُتِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ
فَعَبَيْتُمْ عَلَيَّكُمْ ۚ أَنْزِلْزَمْكُمْوهَا وَ أَنْتُمْ

চাপিয়ে দিতে পারি! অথচ তোমরা তা
অপসন্দ কর ?

২৯. হে আমার কাওম! আমি তো এর
বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন ধন-
সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো
রয়েছে আল্লাহর কাছে আর আমি তো
তাড়িয়ে দিতে পারি না তাদের যারা
ঈমান এনেছে। তারা অবশ্যই তাদের
রবের সাক্ষাৎ লাভ করবে। কিন্তু আমি
তো তোমাদের দেখছি এক জাহিল
কাওম।

৩০. হে আমার কাওম! কে আমাকে বাঁচাবে
আল্লাহ্ থেকে, যদি আমি তাদের
তাড়িয়ে দেই ? তবুও কি তোমরা
উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

৩১. আর আমি তো তোমাদের বলি না যে,
আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার এবং
আমি গায়েব জানি এ দাবীও করি না,
আর এ কথাও বলি না যে, আমি
ফিরিশ্তা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা
হেয়, আমি তাদের সম্বন্ধে বলি না যে,
আল্লাহ্ তাদের কখনো কল্যাণ দান
করবেন না। আল্লাহ্ ভাল জানেন যা
আছে তাদের অন্তরে। অতএব এরূপ
কথা বললে আমি হয়ে পড়ব যালিমদের
শামিল।

৩২. তারা বলল : হে নূহ! তুমি আমাদের
সাথে বিতর্ক করেছ এবং আমাদের
সাথে অনেক বেশী বিতর্ক করে
ফেলেছ, অতএব এখন তা নিয়ে
এসো, যে ব্যাপারে তুমি আমাদের
ভয় দেখাচ্ছ; যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে
থাক।

৩৩. নূহ বলল : আল্লাহ্ই তা তোমাদের
কাছে আনবেন, যদি তিনি চান আর

لَهَا كَرِهُونَ ○

২৯- وَيَقُولُ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّهُمْ مُلْقَاوَرِيهِمْ وَلِكِنِّي أَرَكُمُ
قَوْمًا تَجْهَلُونَ ○

৩০- وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ
إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

৩১- وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ
وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ
لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ
إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ○

৩২- قَالُوا يَتُوحُّ قَدْ جَدَلْتَنَا
فَاكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

৩৩- قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ

তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না।

৩৪. আর তোমাদের কোন উপকারে আসবে না আমার হিতোপদেশ, আমি তোমাদের হিতোপদেশ দিতে চাইলেও যদি আল্লাহ তোমাদের গুমরাহ করতে চান, তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

৯৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ,

৯৭. ফির'আওন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা ফির'আওনের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে রইল, অথচ ফির'আওনের নির্দেশ মোটেও সঠিক ছিল না।

৯৮. সে কিয়ামতের দিন তার কাওমের আগে আগে থাকবে এবং সে তাদের নিয়ে দোষখে প্রবেশ করবে। যেখানে তাদের প্রবেশ করান হবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান!

৯৯. এই দুনিয়াতেও তাদের সাথে লানত এবং কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট প্রতিফল যা তাদের দেয়া হবে!

সূরা হিজর, ১৫ : ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪

৭৮. আর অবশ্যই আয়কাবাসীরাও ছিল যালিম,

৭৯. সুতরাং লূতের ও শু'আইবের কাওমের জনপদ ছিল প্রকাশ্য রাজপথের পাশে।

৮০. আর হিজরের অধিবাসীরাও রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল,

৮১. আর আমি তাদের দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে নিদর্শনাবলী, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ○

৩৪- وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي
إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ
إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ
هُوَ سَرُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

৭৬- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا

وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ○

৭৭- إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ

وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ○

৭৮- يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيُسَّ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ○

৭৯- وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ وَيَوْمَ

الْقِيَمَةِ ۖ يُلَسَّ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ○

৭৮- وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ○

৭৯- فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا

لِيَا مِائِمٍ مُبِينِينَ ○

৮০- وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ

الْمُرْسَلِينَ ○

৮১- وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا

مُعْرِضِينَ ○

৮২. আর তারা নিরাপদ বাসের জন্য পাহাড় কেটে নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ করত।

৮৩. তারপর তাদের পাকড়াও করল এক বিকট আওয়াজ প্রভাতকালে।

৮৪. তখন তাদের কোন উপকারে আসেনি, যা তারা উপার্জন করেছিল তা।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪

৪. আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা অবশ্যই দুনিয়ার বুকে দু'বার ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং অতিশয় অবাধ্য, স্বৈরাচারী হবে।

৫. তারপর যখন এ দু'বারের মধ্যে প্রথম বারের সময় এলো, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার অতিশয় শক্তিশালী যোদ্ধা বান্দাদের, যারা ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ে ধ্বংস করেছিল সব কিছু। আর এ ওয়াদা কার্যকরী হওয়ারই ছিল।

৬. তারপর আমি আবার তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পালা বদলে দিলাম এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্মতি দিয়ে সাহায্য করলাম, আর তোমাদের গরিষ্ঠ করলাম জনসংখ্যার দিক দিয়ে।

৭. যদি তোমরা ভালকাজ কর, তবে তা নিজেদের জন্য করবে, আর যদি মন্দকাজ কর, তবে তাও নিজেদের জন্য করবে। এরপর যখন দু'বারের মধ্যে দ্বিতীয় বারের প্রতিশ্রুত সময় এলো, তখন আমি অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং মসজিদে

৮২- وَكَانُوا يَنْجِتُونَ

○ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينًا

৮৩- فَأَخَذَتْهُمْ الصَّبْحَةُ مُصْبِحِينَ ○

৮৪- فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

৪- وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ

فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ

مَرَّتَيْنِ وَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا ○

৫- فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ

عِبَادًا ثَنَاءً أُولَىٰ بِأَيِّ شَيْءٍ

فَجَاسُوا خِلَالِ الدِّيَارِ

وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ○

৬- ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ

وَأَمَدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ○

৭- إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ

وَإِنْ أَسَاءْتُمْ فَلَهَا

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ أَوْجُوهَكُمْ

وَلِيَذَّخِلُوا الْمَسْجِدَ

দুকে পড়ে, যেমন প্রথমবারে ঢুকেছিল, আর যা কিছু তারা করতলগত করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

৮. হয়ত তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু যদি তোমরা পুনরায় তাই কর, যা পূর্বে করতে, তবে আমিও আবার তাই করব। আর আমি জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য করেছি কারাগার।

১০১. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিয়া, আপনি এ সম্পর্কে বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। যখন মূসা তাদের কাছে এসেছিল, তখন ফির'আওন তাকে বলেছিল : হে মূসা! আমি তো তোমাকে অবশ্যই এক যাদুগ্রন্থ মনে করি।

১০২. মূসা বলল : তুমি তো জান যে, এ সব মু'জিয়া আসমান ও যমীনের রবই প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফির'আওন! আমি তো মনে করি, তুমি নিশ্চিত দুর্দশাগ্রস্ত।

১০৩. তারপর ফির'আওন বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে নির্মূল করার সংকল্প করল, তখন আমি তাকে ও তার সংগীদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

১০৪. এরপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম : তোমরা এদেশে বসবাস করতে থাক, আর যখন আখিরাতের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন আমি তোমাদের সবাইকে একত্র করে উপস্থিত করব।

সূরা কাহফ, ১৮ : ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৬, ৯৩, ৯৪

كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَلِيُتَبَرَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ○

৮- عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمۥ ۖ وَإِنْ عُدتُّمْ
عُدْنَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ○

১০১- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ
فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ
إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ○

১০২- قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ
هُوَ إِلَّا الرَّبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعُونَ مُثْبُورًا ○

১০৩- فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ
فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ○

১০৪- وَقُلْنَا مَنۢ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ
اَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ○

৯. আপনি কি মনে করেন যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনা-বলীর মধ্যে আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল ?
১০. স্মরণ করুন, যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল, এরপর প্রার্থনা করল : হে আমাদের রব! আমাদের দান করুন আপনার তরফ থেকে রহমত এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে করার ব্যবস্থা করে দিন।
১১. তারপর আমি তাদেরকে সে গুহায় বহু বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিলাম।
১২. পরে আমি তাদের জাগরিত করলাম প্রকাশ করার জন্য যে, দু'দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।
১৩. আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা সঠিকরূপে বর্ণনা করছি : তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।
১৪. আর আমি তাদের অন্তর দৃঢ় করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়াল এবং বলতে লাগল : আমাদের রব আসমান ও যমীনের রব। আমরা কখনো তাঁকে ছেড়ে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করব না, যদি করি তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ।
১৫. এরা তো আমাদেরই স্বজাতি, এরা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। কেন তারা এদের সম্পর্কে কোন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না ? তবে তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ সস্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে ?

৯- أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝

১০- إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

১১- فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝
১২- ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝

১৩- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝

১৪- وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ ۖ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۝

১৫- هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

১৬. যখন তোমরা তাদের থেকে পৃথক হয়েছ এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকেও, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের রব তোমাদের প্রতি তাঁর রহমত বিস্তার করে দিবেন এবং তিনি তোমাদের কাজকর্মকে তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করে দিবেন।

১৭. আর তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন তা উদিত হয়, তখন তা তাদের গুহা থেকে ডান দিকে সরে যায় এবং যখন তা অস্ত যায় তখন তা তাদের বাম দিক থেকে অতিক্রম করে। অথচ তারা সে গুহার প্রশস্ত চত্তরে ছিল। এটা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর শামিল। আল্লাহ্ যাকে হিদায়েত দান করেন, সে হিদায়েত পায় এবং যাকে তিনি গুমরাহ করেন, আপনি কখনো তার জন্য কোন সাহায্যকারী পথ প্রদর্শক পাবেন না।

১৮. তুমি তাদের দেখলে জাগ্রত মনে করতে, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আর আমি তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম কখনো ডান দিকে, কখনো বাম দিকে এবং তাদের কুকুরটি ছিল সামনের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। তুমি যদি তাদের উঁকি দিয়ে দেখতে, তবে পেছনে ফিরে পালাতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

১৯. আর এভাবেই আমি তাদের জাগ্রত করে দিলাম, যেন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল : তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ ? তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলল : আমরা একদিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল : তোমাদের

১৬- وَإِذَا عَاتَرْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْجُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝

১৭- وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرِّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۚ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝

১৮- وَتَحْسَبُهُمْ آيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۚ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَكَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝

১৯- وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ۖ قَالُوا سَرَبْتُمْ أَعْلَمَ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ

রবই ভাল জানেন, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ। এখন তোমরা তোমাদের একজনকে এ মুদাসহ শহরে প্রেরণ কর, সে যেন যাচাই করে দেখে যে, কোন খাদ্য উত্তম এবং তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসে। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কাউকে যেন তোমাদের সম্বন্ধে জানতে না দেয়।

২০. তারা যদি তোমাদের সন্ধান পেয়ে যায়, তবে হয় তোমাদের প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলবে, নয়ত তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে। আর এরূপ ঘটলে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না।

২১. আর এরূপেই আমি তাদের ব্যাপার প্রকাশ করে দিলাম, যেন তারা জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল : তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করে দাও। তাদের রব তাদের ব্যাপারে ভাল জানেন। অবশেষে তাদের ব্যাপারে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল : অবশ্যই আমরা তাদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করব।

২২. অচিরেই তাদের কেউ কেউ বলবে : তারা ছিল তিন জন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। আর কেউ কেউ বলবে : তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। এ ছিল অদৃশ্য বিষয় অনুমান নির্ভর কথা। আবার তাদের কেউ কেউ বলবে : তারা ছিল সাত জন, তাদের অষ্টম ছিল তাদের কুকুর। আপনি বলুন : আমার

إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَ
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝

২০- إِنْهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
يَرْجُبُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۝

২১- وَكَذَلِكَ أَغَثَرْنَا عَلَيْهِمْ
لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ
لَآ رَيْبَ فِيهَا
إِذِ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ
فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ
أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ
لَنَنْخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۝

২২- سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْبُهُمْ
كَلْبُهُمْ، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
وَأُولَٰئِكَ مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ
قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ ۚ

রবই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন, তাদের সঠিক সংখ্যা অতি অল্প লোকই জানে। আপনি সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের বিষয়ে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে এদের কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

২৫. আর তারা অবস্থান করেছিল তাদের গুহায় তিন শ' বছর এবং আরোও নয় বছর।

২৬. আপনি বলুন : আল্লাহই ভাল জানেন, তারা কতকাল অবস্থান করেছিল। আসমান ও যমীনের গায়েবের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা, কত সুন্দর শ্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। আর তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।

৯৩. যুল্-কারনাইন চলতে চলতে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সে সেখানে এক কাওমকে পেল, যারা একেবারে কোন কথা বুঝত না।

৯৪. তারা বলল : হে যুল্-কারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ তো পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে কিছু খরচের ব্যবস্থা করে দেব, যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেন?

সূরা তো-হা, ২০ : ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭

৭৭. আর আমি তো মূসার প্রতি এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলা বেরিয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে গুরুপথ করে দাও। পেছন থেকে এসে

مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ
فَلَا تُنَارِفِهِمْ إِلَّا مَرَاءً ظَاهِرًا
وَلَا تُسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

২৫- وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ
سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝

২৬- قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ
لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ
وَأَسْمِعْ ۖ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ۚ
وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

৯৩- حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ
وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا
لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝

৯৪- قَالُوا يَا بَنِيَّ الْقُرْنَيْنِ
إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ
مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

৭৭- وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۙ
أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ
لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۚ لَا تَخَفْ

ধরে নেয়ার আশংকা করো না এবং
অন্য কোন ভয়ও করো না।

৭৮. তারপর ফির'আওন তার সেনাবাহিনী
নিয়ে তাদের পশুধাবন করল, পরে
সমুদ্র তাদের সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করে
ফেলল।

৭৯. আর ফির'আওন তার লোকদের গুমরাহ
করেছিল এবং সে তাদের সুপথে
দেখায়নি।

৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তো
তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের
শত্রুদের কবল থেকে এবং আমি
তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তুর
পাহাড়ের ডানপার্শ্বে এবং প্রেরণ
করেছিলাম তোমাদের কাছে মান্না ও
সালওয়া,

৮১. বলেছিলাম : আমি তোমাদের যা দান
করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু তোমরা
খাও, কিন্তু এতে সীমালংঘন করো না,
করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ
নেমে আসবে, আর যার উপর আমার
ক্রোধ নেমে আসে, সে অবশ্যই ধ্বংস
হয়ে যায়।

৮৫. আল্লাহ মূসাকে বললেন : আমি তো
পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার কাওমকে
তোমার চলে আসার পরে, আর সামিরী
তাদের গুমরাহ করেছে।

৮৬. তারপর মূসা তার কাওমের কাছে ফিরে
গেল ক্রোধান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়।
সে বলল : হে আমার কাওম!
তোমাদের রব কি তোমাদের একটি
উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি
প্রতিশ্রুতির সময় কাল তোমাদের কাছে
দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা ভেবেছ যে,
তোমাদের উপর তোমাদের রবের

○ دُرَّكَ وَلَا تَخْشَى

৭৮- فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ

○ غَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

৭৯- وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ

৮০- يٰبَنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَم

مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ

جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

○ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَٰى

৮১- كُلُوا مِمَّنْ طَيَّبَتْ

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ

فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

○ وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

৮৫- قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ

مِّنْ بَعْدِكَ

○ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ

৮৬- فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ

أَسِفًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ

أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۚ

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ

أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ

তরফ থেকে গযব আপতিত হোক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে ?

৮৭. তারা বলল : আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, বরং আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল লোকদের অলঙ্কারের বোঝা এবং আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করেছি, তারপর সামিরীও অনুরূপভাবে নিক্ষেপ করেছে।

৮৮. আর সামিরী তাদের জন্য একটি গো-শাবক বানিয়ে বের করল, যা হায্য রবকারী একটি আকৃতি ছিল। কাওমের লোকেরা বলল, এটাই তোমাদের মাবূদ এবং মূসার মাবূদ, কিন্তু মূসা তা ভুলে গেছে।

৮৯. তবে কি তারা এতটুকুও দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না।

৯০. আর হারুন তো পূর্বেই তাদের বলেছিল : হে আমার কাওম! তোমাদের তো এ বাছুরের কারণে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের রব পরম দয়ালু। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর ও আমার আদেশ মেনে চল।

৯১. তারা বলল : আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তো এর পূজা থেকে কিছুতেই বিরত হব না।

৯২. মূসা বলল : হে হারুন! তুমি যখন দেখলে তারা গুমরাহ হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল

৯৩. আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে ? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে ?

غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي

৮৭- قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا
أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا
فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ

৮৮- فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَهُ خُورًا
فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ
وَالِلَّهِ مُوسَىٰ هٰ فَنَسِيَ

৮৯- أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا
وَلَا يَبْلُغُ
لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

৯০- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ
يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي

৯১- قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ
حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ

৯২- قَالَ يَاهَرُونَ مَا مَنَعَكَ
إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا

৯৩- أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي

৯৪. হারুন বলল : হে আমার সহোদর! তুমি আমার দাড়ী ও চুল ধরে টেনো না, আমি তো আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে : তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা রক্ষা করনি।

৯৫. মূসা বলল : হে সামিরী! তোমার বক্তব্য কি?

৯৬. সামিরী বলল : আমি এমন কিছু দেখেছিলাম, যা অন্যরা দেখেনি, তারপর আমি নিয়েছিলাম প্রেরিত দূতের পদচিহ্ন থেকে একমুষ্টি মাটি এবং তা আমি নিক্ষেপ করে দিলাম, আমার মন আমাকে এরূপ করতে প্ররোচিত করেছিল।

৯৭. মূসা বলল : দূর হয়ে যা, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তি রইল যে, তুই কেবল বলে বেড়াবি : আমাকে কেউ স্পর্শ করো না এবং তোর জন্য আরো একটা ওয়াদা আছে, যা তোর বেলায় টলবার নয়, আর তুই তোর ঐ মাবুদের প্রতি লক্ষ্য কর, যার পূজায় তুই লেগে-ছিলি। আমরা তা এখনই জ্বালিয়ে দিচ্ছি, তারপর তা সাগরে নিক্ষেপ করব।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৯৫, ৯৬

৯৫. আর সে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে অবধারিত যে, তার অধিবাসীরা ফিরে আসবে না,

৯৬. এমন কি যখন ইয়াজ্জ ও মাজ্জকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে দ্রুত ছুটে আসে।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ১৭

১৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে যারা সাবীয়ী, যারা খ্রিস্টান, যারা

৯৫- قَالَ يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ
بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ
أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ○

৯৬- قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِرِي ○

৯৬- قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ○

৯৭- قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ
أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ سَوَّانَ لَكَ
مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفُهُ
وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي
ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا
لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ○

৯৮- وَحَرَّمْ عَلَى قَرْيَةٍ

أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ○

৯৯- حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ

وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ○

১০০- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

অগ্নিপূজক এবং যারা মূশরিক ক্রিয়া-
মতের দিন আল্লাহ অবশ্যই তাদের
মাঝে ফয়সালা করে দিবেন। নিশ্চয়
আল্লাহ সব কিছুর সম্যকদ্রষ্টা।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

৪৫. এরপর আমি পাঠিয়েছিলাম মূসা ও তার
ভাই হারুনকে আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট
প্রমাণসহ,
৪৬. ফির'আওন ও তার আমত্যবর্গের
কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করল এবং
তারা ছিল উদ্যত সম্প্রদায়।
৪৭. তারা বলল : আমরা কি এমন দু'
ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনব, যারা
আমাদেরই মত এবং যাদের সম্প্রদায়
আমাদের দাস?
৪৮. পরে তারা তাদের উভয়কে অস্বীকার
করল, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪,
১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২,
২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯,
৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬,
৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩,
৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০,
৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭,
৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪,
৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

১০. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব
মূসাকে ডেকে বললেন : তুমি যাও
যালিম কাওমের কাছে,
১১. ফির'আওনের কাওমের কাছে! তারা কি
ভয় করে না?
১২. মূসা বলল : হে আমার রব! আমি ভয়
করছি যে, তারা আমাকে অস্বীকার
করবে,

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّامِتِينَ وَالْمُجْتَسِبِينَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

১০- ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○

১১- إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ○

১২- فَقَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِيدُونَ ○

১৩- فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ○

১০- وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ

○ أَنْ أَتِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

১১- قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَتَّقُونَ ○

১২- قَالَ رَبِّ

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ○

১৩. আর আমার অন্তর সংকুচিত হয়ে গেছে এবং আমার জিহ্বা তো ভালরূপে সঞ্চালিত হয় না। সুতরাং হারুনের প্রতিও ওহী প্রেরণ করুন।
১৪. আর আমার বিরুদ্ধে তো রয়েছে তাদের এক অভিযোগ, অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।
১৫. আল্লাহ বললেন : না, কখনই নয়। সুতরাং তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি, সব কিছু শ্রবণকারী।
১৬. অতএব তোমরা উভয়ে ফির'আওনের কাছে যাও এবং বল : আমরা উভয়ে রাব্বুল আলামীনের রাসূল।
১৭. তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।
১৮. ফির'আওন বলল : আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে আমাদের মাঝে প্রতিপালন করিনি! আর তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মাঝেই কাটিয়েছ!
১৯. আর তুমি তো তোমার অপকর্ম যা করার তা করেছ এবং তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।
২০. মূসা বলল : আমি তো তা তখন করেছিলাম, যখন আমি ছিলাম ভুলের মধ্যে।
২১. তারপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম। তারপর আমার রব আমাকে বিশেষ জ্ঞান দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের শামিল করলেন।

১৩- وَيُضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ

১৪- وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

১৫- قَالَ كَلَّا ۖ فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا
إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ

১৬- فَاتَّبِعَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا
إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১৭- أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

১৮- قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلِئِشْتِ
فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

১৯- وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ
وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

২০- قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا
مِنَ الضَّالِّينَ

২১- فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ
فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي
مِنَ الْمُرْسَلِينَ

২২. আর আমার প্রতি তোমার যে সব অনুগ্রহের কথা বলছ তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছ।

২৩. ফির'আওন বলল : রাক্বুল আলামীন আবার কী ?

২৪. মূসা বলল : তিনি হলেন আসমান ও যমীন এবং দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

২৫. ফির'আওন তার পারিষদবর্গকে বলল : তোমরা কি শোন্ছ না!

২৬. মূসা বলল : তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও রব।

২৭. ফির'আওন বলল : তোমাদের রাসূল, যে তোমাদের কাছে প্রেরিত সে তো বদ্ধ পাগল।

২৮. মূসা বলল : তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা বুঝতে।

২৯. ফির'আওন বলল : তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্য মাবুদ গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব।

৩০. মূসা বলল : আমি যদি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসি, তবুও কি ?

৩১. ফির'আওন বলল : আচ্ছা! তবে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩২. তারপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করল, তৎক্ষণাৎ তা একটা সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হল।

২২- وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَّتْهَا عَلَيَّ
أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

২৩- قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

২৪- قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

২৫- قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ

২৬- قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

২৭- قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي
أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

২৮- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

২৯- قَالَ لِمَنِ اتَّخَذَتِ الْهَٰؤُلَاءِ بَنِي
لَا جَعَلْنَاكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ

৩০- قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ

৩১- قَالَ فَأْتِ بِهِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ

৩২- فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

৩৩. আর সে তার হাত বের করল, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে শুভ্র-উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

৩৪. ফির'আওন তার আশপাশের আমাত্য-বর্গকে বলল : নিশ্চয় এতো এক বড় অভিজাত যাদুকর!

৩৫. সে তার যাদু বলে তোমাদের দেশ থেকে, তোমাদের বহিস্কার করতে চায়। অতএব এখন তোমরা কী পরামর্শ দিচ্ছ?

৩৬. তারা বলল : আপনি তাকে ও তার ভাইকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিন এবং নগরে শহরে সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করুন,

৩৭. তারা যেন আপনার কাছে সমস্ত অভিজ্ঞ যাদুকরদের নিয়ে আসে।

৩৮. তারপর যাদুকরদের একত্র করা হল নির্দিষ্ট সময়ে, কোন এক নির্দিষ্ট দিনে,

৩৯. আর লোকদের বলা হল : তোমরা কি সমবেত হবে?

৪০. যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা জয়লাভ করতে পারে।

৪১. তারপর যখন যাদুকররা এলো, তখন তারা ফির'আওনকে বলল : যদি আমরা জয়লাভ করি, তবে আমাদের জন্য কোন বড় পুরস্কার থাকবে তো?

৪২. ফির'আওন বলল : হাঁ, আর অবশ্যই তোমরা তখন আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪৩. মূসা যাদুকরদের বলল : তোমাদের যা কিছু নিষ্ফেপ করার আছে, তা নিষ্ফেপ কর।

২৩- وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ○

২৪- قَالَ لِلْمَلَاحِقَةِ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ○

২৫- يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ○

২৬- قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ○

২৭- يَا تُؤُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ○

২৮- فَجَمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ○

২৯- وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ○

৪০- لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ

○ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ○

৪১- فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَا أَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ○

৪২- قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَكِنَّ الْمُقَرَّبِينَ ○

৪৩- قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ○

৪৪. তারপর তারা নিষ্ক্ষেপ করল তাদের রশি ও লাঠি এবং বলতে লাগল : ফির-
'আওনের ইজ্জতের কসম! আমরাই
জয়ী হব।

৪৫. তারপর মূসা তার লাঠি নিষ্ক্ষেপ করল,
আর সাথে সাথেই তা তাদের অলীক
ভেল্কিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।

৪৬. তখন যাদুকররা সিজ্জাদয় পড়ে গেল,

৪৭. আর বলল : আমরা ঈমান আনলাম
রাব্বুল আ'লামীনের প্রতি

৪৮. যিনি রব মূসা ও হারুনের।

৪৯. ফির'আওন বলল : আমি তোমাদের
অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মূসার
প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় সেই
তোমাদের মধ্যে প্রধান, যে তোমাদের
যাদু শিখিয়েছে। সুতরাং শিগ্গীরই
তোমরা এর পরিণাম জানতে পারবে।
আমি অবশ্যই কেটে ফেলব তোমাদের
একদিকের হাত এবং অপরদিকের পা।
আর অবশ্যই আমি তোমাদের
সবাইকে ফাঁসিতে ঝুলাব।

৫০. তারা বলল : কোন ক্ষতি নেই, আমরা
তো আমাদের রবের কাছে ফিরে যাব।

৫১. অবশ্যই আমরা আশা করি যে,
আমাদের রব আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি
মার্জনা করবেন। কেননা, আমরা সবার
আগে ঈমান এনেছি।

৫২. আর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে
নির্দেশ দিলাম যে, আমার বান্দাদের
নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে যাও,
অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা
হবে।

৫৩. তারপর ফির'আওন নগরে শহরে লোক
সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করল এই বলে :

৫৫- فَأَلْقُوا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ
وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ

৫৬- فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ

فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

৫৭- فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودَيْنِ

৫৮- قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

৫৯- رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

৬০- قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

مِّنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ

৬১- قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

৬২- إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا

رَبُّنَا خَطِيئَاتَنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

৬৩- وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ

بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ

৬৪- فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

৫৪. নিশ্চয় এরা তো একটা ক্ষুদ্রদল,
 ৫৫. আর তারা তো আমাদের উত্তেজিত করেছে,
 ৫৬. আর আমরা তো অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সদাসতর্ক একটি দল।
 ৫৭. অবশেষে আমি ফির'আওনের দলকে বের করলাম তাদের বাগ-বাগিচা ও বার্গাসমূহ থেকে,
 ৫৮. এবং ধন-ভাণ্ডারসমূহ ও সুরমা প্রাসাদ-সমূহ থেকে।
 ৫৯. এরূপই করেছিলাম, আর বনী ইসরা-ঈলকে করেছিলাম সে সবার অধিকারী।
 ৬০. ফির'আওনের লোকেরা সূর্যোদয়কালে তাদের পেছনে এসে উপস্থিত হল।
 ৬১. তারপর যখন উভয়দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সংগীরা বলল : আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।
 ৬২. মূসা বলল : কখনই নয়। আমার রব তো আমার সাথেই আছেন, এখনই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।
 ৬৩. তারপর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ করলাম : তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর। ফলে তৎক্ষণাৎ সাগর বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগই বিরাটকায় পর্বতের মত ছিল।
 ৬৪. আর সেখানে আমি পৌঁছিয়ে দিলাম অপর দলটিকে,
 ৬৫. এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসাকে ও তার সব সংগীদের,
 ৬৬. তারপর আমি নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে।
 ৬৭. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

- ৫৫- ۞ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
 ৫৬- ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
 ৫৭- ۞ وَإِنَّا لَجَمِيْعٌ حَذِرُونَ
 ৫৮- ۞ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
 ৫৯- ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
 ৬০- ۞ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
 ৬১- ۞ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ
 ৬২- ۞ فَلَمَّا تَرَأَّى الْجَمْعَيْنِ
 ۞ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ
 ৬৩- ۞ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ
 ৬৪- ۞ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
 ۞ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
 ۞ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ
 ৬৫- ۞ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ
 ৬৬- ۞ وَانْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ
 ৬৭- ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
 ৬৮- ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
 ۞ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

৬৮. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ৬

৬. স্মরণ কর, ঈসা ইব্ন মারইয়াম বলেছিল : হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদনকারী, আর আমি সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে 'আহ্মাদ'। আর যখন সে তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসল, তখন তারা বলল : এতো এক স্পষ্ট যাদু।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ১৪

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন ঈসা ইব্ন মারইয়াম হাওয়ারীদেরকে বলেছিল : আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? তখন হাওয়ারীরা বলেছিল : আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। এরপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। পরিশেষে আমি, যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হল।

কাও

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২,

১০৫. অস্বীকার করেছিল নূহের কাওম রাসূলদের।

১০৬. স্মরণ করুন, তাদের বলেছিল তাদের ভাই নূহ : তোমরা কি সাবধান হবে না!
১০৭. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল,
১০৮. অতএব ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।
১০৯. আর এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো রাসূল আ'লামীনের কাছে।
১১০. অতএব ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।
১১১. তারা বলল : আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ তোমার অনুসরণ করেছে ইতর শ্রেণীর লোকেরা ?
১১২. নূহ, বলল : আমার জানা নেই তারা কি করত তা।
১১৩. তাদের হিসাব নেয়ার কাজ তো আমার রবের, যদি তোমরা তা বুঝতে!
১১৪. আর আমি তো মু'মিনদের তাড়িয়ে দিতে পারি না।
১১৫. আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।
১১৬. তারা বলল : হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই হয়ে যাবে প্রস্তরাঘাতে নিহতদের শামিল।
১১৭. নূহ বলল : হে আমার রব! আমার কাওম তো আমাকে অস্বীকার করছে।
১১৮. অতএব, আপনি আমার ও তাদের মাঝে স্পষ্ট মীমাংসা করে দেন এবং আমাকে ও আমার সাথী মু'মিনদের রক্ষা করুন।

۱۰۶- اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

۱۰۷- اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ۝

۱۰৮- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ۝

۱۰৯- وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۝ اِنْ اَجْرِىْ اِلَّا عَلَى رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১১০- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ۝

১১১- قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاَتَّبِعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۝

১১২- قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوْۤا يَعْمَلُوْنَ ۝

১১৩- اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلَى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝

১১৪- وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১৫- اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

১১৬- قَالُوْۤا لَیْن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْوُحْ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۝

১১৭- قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ۝

১১৮- فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১৯. তারপর আমি তাকে এবং তার সাথে যারা বোঝাই নৌকায় ছিল, তাদের রক্ষা করলাম।

১২০. এরপর আমি ডুবিয়ে দিলাম বাকি সবাইকে।

১২১. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

১২২. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪৬

৪৬. আর তাদের পূর্বে কাওমে নূহের এরূপ অবস্থাই হয়েছিল। তারা তো ছিল খুবই অবাধ্য কাওম।

সূরা কামার, ৫৪ : ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

৯. তাদের পূর্বে নূহের কাওম ও অস্বীকার করেছিল; তারা আমার বান্দাকে অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল : এতো এক পাগল! আর তাকে হুমকি দেয়া হয়েছিল।

১০. তখন তিনি তার রবকে আহ্বান করে বলেছিলেন : আমি তো পরাভূত। অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন।

১১. এরপর আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজাসমূহ মুঘলধারে বারিবর্ষণের মাধ্যমে,

১২. এবং যমীন থেকে জারি করে দিলাম ফোয়ারাসমূহ, তারপর আসমান ও যমীনের পানি মিলিত হলো এক অবধারিত ব্যাপারের জন্য।

১৩. আর আমি নূহকে আরোহণ করলাম তক্তা ও পেরেকযুক্ত নৌযানে,

১১৭-فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ

فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ○

১২০-ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ○

১২১-إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ○

১২২-وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

৪৬-وَكَوْمٌ نُّوحٌ مِنْ قَبْلُ

إِثْمٌ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ○

৯-كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا

عِبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُونَ ○ وَازْدَجَرَ

১০-فَدَعَا رَبَّهُ

إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِر ○

১১-فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ

مُنْهَرٍ ○

১২-وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدِيرٍ ○

১৩-وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاجِ ○ وَدُسِرَ

১৪. যা চলত আমার চোখের সামনে। এটা ছিল তার জন্য পুরস্কার, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
১৫. আর আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি, অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?
১৬. আর কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৬, ২৭

২৬. আর আমি তো প্রেরণ করেছিলাম নূহ ও ইব্রাহীমকে রাসূলরূপে এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছিলাম। কিন্তু তাদের কতক লোক সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং অধিকাংশই ছিল ফাসিক।
২৭. আর আমি তাদের পরে ক্রমান্বয়ে পাঠিয়েছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছিলাম ঈসা ইবন মারইয়ামকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইন্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম মমতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, তারা তো তা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল। আমি এর বিধান তাদের দেয়নি, কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা অবলম্বন করেছিল, কিন্তু তাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদের পুরস্কার দিয়েছিলাম। আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

সূরা নূহ, ৭১ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

- ১৫- تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا
جَزَاءً لِمَن كَانَ كَفِرًا
১৬- وَلَقَدْ ثَرَكْنَهَا آيَةً
فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ
১৭- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ

২৬- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

২৭- ثُمَّ تَقَيَّنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا
وَقَيَّنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا
مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

১. আমি তো নূহকে তার কাওমের কাছে প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি তোমার কাওমকে সতর্ক কর, তাদের প্রতি যত্নগাদায়ক আযাব আসার আগে।
২. সে বলেছিল : হে আমার কাওম! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী
৩. এ বিষয়ে যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁকে ভয় কর এবং আনুগত্য কর আমার,
৪. তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপ-সমূহ মার্জনা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন আসবে, তখন তা বিলম্বিত হবে না। কি উত্তম হত যদি তোমরা জানতে!
৫. নূহ বলেছিল : হে আমার রব! আমি আমার কাওমকে দাওয়াত দিয়েছি রাত ও দিনে,
৬. কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।
৭. আর আমি যখনই তাদের দাওয়াত দেই, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তখনই তারা তাদের কানে আংগুল ঢুকিয়ে দেয়, নিজেদের বস্ত্রাবৃত করে এবং অতিশয় গুহৃত্য প্রকাশ করে।
৮. এরপর আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে দাওয়াত দিয়েছি,
৯. পরে আমি প্রচার করেছি প্রকাশ্যে এবং গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি।
১০. আর বলেছি : তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল।

۱- إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

۲- قَالَ يٰقَوْمِ

إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

۳- أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ

وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا

۴- يَعِزُّ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

وَيُخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ

لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

۵- قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي

لَيْلًا وَنَهَارًا ○

۶- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ○

۷- وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا

أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

وَاصْرَوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ○

۸- ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ○

۹- ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ

وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ○

۱০- فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ○

১১. তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন,
১২. আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের দিবেন অনেক বাগান ও তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নহরসমূহ।
১৩. তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব স্বীকার করছ না ?
১৪. অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে,
১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করনি. আল্লাহ কি ভাবে সাত আসমানকে স্তরেস্তরে সৃষ্টি করেছেন ?
১৬. আর সেখানে চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতি এবং সূর্যকে করেছেন প্রদীপস্বরূপ।
১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্গত করেছেন,
১৮. অবশেষে তিনি তোমাদের তাতেই ফিরিয়ে নিবেন এবং পুনরায় তিনি তোমাদেরকে বের করে আনবেন।
১৯. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে বিস্তৃত করেছেন,
২০. যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথসমূহে চলাফেরা করতে পার।
২১. নূহ বলেছিল : হে আমার রব! আমার কাওম তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের, যার ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।
২২. আর তারা ভয়ানক মড়যন্ত্র করেছিল।
২৩. আর তারা বলেছিল : তোমরা তোমাদের দেবতাদের কখনো পরিত্যাগ

- ১১- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ○
- ১২- وَيُيَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ○
- ১৩- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ○
- ১৪- وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ○
- ১৫- أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ○
- ১৬- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○
- ১৭- وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ○
- ১৮- ثُمَّ يُعِيدْكُمْ فِيهَا
وَيُخْرِجْكُمْ إِخْرَاجًا ○
- ১৯- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ○
- ২০- لِيَتَسَكَّوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ○
- ২১- قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي
وَاتَّبَعُوا مَنْ كَمْ يَزِدُّهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ
إِلَّا خَسَارًا ○
- ২২- وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ○
- ২৩- وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ○

করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদা,
সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়া'উক ও
নাসরকে।

২৪. তারা তো অনেককে বিভ্রান্ত করেছে।
সুতরাং এ সব যালিমদের গুমরাহী
আরো বাড়িয়ে দিন।

২৫. তাদের পাপের কারণে তাদেরকে
নিমিজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে
তাদেরকে দোষখে দাখিল করা
হয়েছিল। এরপর তারা আল্লাহর
মুকাবিলায় কাউকে সাহায্যকারী পায়নি।

২৬. আর নূহ আরো বলেছিল : হে আমার
রব! আপনি কাফিরদের মধ্য থেকে
কাউকে এ যমীনে অবশিষ্ট রাখবেন না।

২৭. যদি আপনি তাদের অবশিষ্ট রাখেন,
তবে তারা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট
করবে এবং জন্ম দেবে কেবল পাপাচারী
ও কাফির।

২৮. হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন
আমাদের, আমার মাতাপিতা এবং যারা
মু'মিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে
তাদেরকে, আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন
নারীদেরকে। আর যালিমদের কেবল
ধ্বংসই বাড়িয়ে দিন।

○ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

২৪- وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۚ

○ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا

২৫- مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا
فَادْخُلُوا نَارًا ۚ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ○

২৬- وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ

○ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

২৭- إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَفْسُدُوا عِبَادَكَ
وَلَا يَبْلُدُوا إِلَّا فَاكِرًا ○

২৮- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ
○ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

কাওমে আদ

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১২৩, ১২৪, ১২৫,
১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১,
১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭,
১৩৮, ১৩৯, ১৪০,

১২৩. কাওমে আদ অস্বীকার করেছিল
রাসূলদের।

১২৪. স্মরণ করুন, তাদের বলেছিল তাদের
ভাই হুদ : তোমরা কি সাবধান হবে না?

○ ১২৩- كَذَّبَتْ عَادٌ الرُّسُلِينَ

১২৪- إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ
○ أَلَا تَتَّقُونَ

১২৫. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।
১২৬. অতএব ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।
১২৭. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়। আমার বিনিময় তো রাক্বুল আ'লামীনের কাছে।
১২৮. তোমরা কি অনর্থক শ্রুতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ প্রত্যেক উঁচু স্থানে?
১২৯. আর তোমরা বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা অনন্তকাল বাস করবে!
১৩০. আর যখন তোমরা আঘাত কর, তখন আঘাত কর নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মত।
১৩১. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।
১৩২. আর তোমরা ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদের দান করেছেন সে সব বস্তু, যা তোমরা জান।
১৩৩. তিনি তোমাদের দান করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি,
১৩৪. বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ।
১৩৫. তারা বলল : তুমি উপদেশ দাও, আর উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।
১৩৬. তুমি যা বলছ, তা তো পূর্ববর্তীদের স্বভাব।
১৩৭. আর আমরা কখনো শাস্তিপ্রাপ্ত হব না।
১৩৮. তারপর তারা তাকে অস্বীকার করল এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

১২৫-إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○

১২৬-فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ○

১২৭-وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ○

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১২৮-أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ○

১২৯-وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ

تَخْلُدُونَ ○

১৩০-وَإِذَا بَطِشْتُمْ

بَطِشْتُمْ جَبًّا رَائِينَ ○

১৩১-فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ○

১৩২-وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ

بِمَا تَعْلَمُونَ ○

১৩৩-أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ○

১৩৪-وَجَنَّتٍ وَعُيُونٍ ○

১৩৫-إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

১৩৬-إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ○

১৩৭-وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ○

১৩৮-فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ○ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَآيَةً ○ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ○

১৪০. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা হা-মীম আস সাজ্জদা, ৪১ : ১৫, ১৬

১৫. আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করত এবং বলত : আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিদর কে আছে ? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিদর ? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত।

১৬. এরপর আমি প্রেরণ করলাম তাদের উপর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে, যাতে আমি পার্থিব জীবনে তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আশ্বাদন করাই আর আখিরাতের আযাব তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪১, ৪২

৪১. আর নিদর্শন রয়েছে 'কাওমে আদের' ঘটনার মধ্যেও, যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ ঝঞ্ঝা বায়ু,

৪২. এ বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হত, তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত।

সূরা কামার, ৫৪ : ১৮, ১৯, ২০, ২১

১৮. কাওমে আদও নবীকে অস্বীকার করেছিল; অতএব আমার আযাব ও ভীতি প্রদর্শন কেমন কঠোর হয়েছিল!

১৯. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম তাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু এক চির অশুভ দিনে,

২০. যা মানুষকে এমনভাবে উপড়িয়ে ফেলছিল, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড।

১৪০- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

১৫- فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

১৬- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَنْذِرَهُمْ عَذَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۝

৪১- وَفِي عَادٍ

إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝

৪২- مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ

إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۝

১৮- كَذَّبَتْ عَادُ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۝

১৯- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا

فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسَمَّرٍ ۝

২০- تَنْزِعُ النَّاسَ ۖ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعٍ ۖ

২১. আর কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

২১- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۝

কাওমে সামুদ

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯

১৪১. কাওমে সামুদ অস্বীকার করেছিল রাসূলদের।

১৪১- كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝

১৪২. স্মরণ করুন, তাদের বলেছিল তাদের ভাই সালিহ : তোমরা কি সাবধান হবে না ?

১৪২- إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ۝
أَلَا تَتَّقُونَ ۝

১৪৩. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিষ্ণু রাসূল।

১৪৩- إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

১৪৪. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।

১৪৪- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

১৪৫. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়, আমার বিনিময় তো রাসূল আ'লামীনের কাছে।

১৪৫- وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৪৬. তোমাদের কি ছেড়ে রাখা হবে নিরাপদে পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে,

১৪৬- أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ ۝

১৪৭. বাগ-বাগিচা ও ঝরণাসমূহের মধ্যে,

১৪৭- فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

১৪৮. শস্যক্ষেত্র ও মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মাঝে ?

১৪৮- وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۝

১৪৯. আর তোমরা তো পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ নৈপুণ্যের সাথে।

১৪৯- وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۝

১৫০. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।

১৫০- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

১৫১. আর সীমালংঘনকারীদের আদেশ মেনে চলো না,

১৫১- وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝

১৫২. যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, কিন্তু শাস্তি স্থাপন করে না,

১৫২- الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُصْلِحُونَ ۝

১৫৩. তারা বলল : তুমি তো যাদুগ্রন্থদের একজন।

১৫৪. তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও, সুতরাং নিয়ে এসো কোন নিদর্শন, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

১৫৫. সালিহ বলল : এটি একটি উটনী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের পালা আর তোমাদের জন্যও রয়েছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে।

১৫৬. আর তোমরা একে স্পর্শ করো না, কোন অনিষ্ট সাধনের জন্য, তাহলে তোমাদের পাকড়াও করবে মহাদিবসের আযাব।

১৫৭. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করল, ফলে তারা অনুতপ্ত হয়ে পড়ল।

১৫৮. তারপর আযাব তাদের পাকড়াও করল। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

১৫৯. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা নাম্বল, ২৭ : ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

৪৫. আর আমি অবশ্যই কাওমে সামূদের কাছে তাদের ভাই সালিহকে রাসূলরূপে এ আদেশসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর।' কিন্তু তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিবাদ করতে লাগল।

৪৬. সালিহ বলল : হে আমার কাওম! তোমরা কেন তাড়াতাড়ি অকল্যাণ চাও কল্যাণের পূর্বে? কেন তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আশা করা যেতে পারে?

১৫৩- قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ○

১৫৪- مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ

قَاتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

১৫৫- قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لِهَآ شَرْبٌ وَلَكُمْ

شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ○

১৫৬- وَلَا تَسْوَهَا بِسَوْءٍ

فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

১৫৭- فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيبِينَ ○

১৫৮- فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ○

১৫৯- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

৪৫- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ

طَلْحًا ابْنِ عَبْدِ وَٱللَّهِ

فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ○

৪৬- قَالَ يُقَوْمٍ لِّمَ تَسْتَعْجِلُونَ

بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

৪৭. তারা বলল : আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে কুলক্ষণের কারণ মনে করি। সালিহ বলল : তোমাদের কুলক্ষণের কারণ আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। বস্তুত তোমরা তো এমন এক কাওম, যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

৪৮. আর উক্ত জনপদে এমন নয় ব্যক্তি ছিল, যারা সারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াতে এবং একটুও শান্তি স্থাপন করত না।

৪৯. তারা বলল : তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে কসম কর যে, আমরা রাজিকালে তাকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে অবশ্যই হত্যা করব। তারপর তার অভিভাবককে অবশ্যই বলে দেব যে, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিনি এবং আমরা তো সত্যবাদী।

৫০. তারা এক গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা তা টেরও পেল না।

৫১. অতএব দেখ, তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কেমন হয়েছিল। আমি তো ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের এবং তাদের কাওমের সবাইকে।

৫২. আর এই তো তাদের ঘরবাড়ী, যা বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের সীমালংঘনের দরুন। অবশ্য এতে রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন।

৫৩. আর আমি রক্ষা করলাম তাদের, যারা ঈমান এনেছিল এবং তাকওয়া করত।

৫৭- قَالُوا أَظْهَرْنَا بِكَ وَبَيْنَ مَعَكَ ۖ
قَالَ ظَهَرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ○

৫৮- وَكَانَ فِي الْمَدْيَنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ○

৫৯- قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ
وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ
مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ
أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

৬০- وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرُؤًا
مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

৬১- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۚ
إِنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৬২- فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

৬৩- وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

সূরা হা-মীম আস সাজ্জদা, ৪১ : ১৭, ১৮

১৭. আর সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এরূপ যে, আমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পসন্দ করেছিল। ফলে তাদেরকে পাকড়াও করেছিল অপমানকর আযাব, তাদের কৃত অপকর্মের দরুন।

১৮. আর আমি রক্ষা করেছিলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং তারা তাকওয়া করত।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪৩, ৪৪, ৪৫

৪৩. আর নিদর্শন রয়েছে কাওমে সামূদের ঘটনার মধ্যেও, যখন তাদের বলা হয়েছিল : তোমরা আরো কিছুকাল উপভোগ করে নাও।

৪৪. কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করল, ফলে তাদেরকে পাকড়াও করল বজ্রাঘাত এবং তারা তা দেখছিল।

৪৫. ফলে তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না এবং কোন প্রতিকারও করতে পারল না।

সূরা কামার, ৫৪ : ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

২৩. সামূদ সম্প্রদায় ও সতর্ককারীদের অস্বীকার করেছিল।

২৪. তারা বলেছিল : আমরা কি আমাদেরই মধ্যের একজন মানুষের অনুসরণ করব? এমতাবস্থায় আমরা নিতান্ত গুমরাহী ও পাগলামীর মধ্যে পতিত হব।

২৫. তবে কি আমাদের মধ্য থেকে কেবল তারই উপর ওহী নাযিল করা হয়েছে ?

১৭- وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
فَأَسْتَجَبُوا لِعَمَلِي عَلَى الْهُدَى
فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

১৮- وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

৪৩- وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ
تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ○

৪৪- فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ○

৪৫- فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ
وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ○

২৩- كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ○

২৪- فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ
إِنَّا إِذَا لَفِئَتٌ ضَلِيلٍ وَسُعْرٍ ○

২৫- أَلَمْ يَأْتِ الْذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا

বরং সে তো একজন ডাहा মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক।

২৬. আগামীকালই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক।
২৭. আমি তাদের পরীক্ষার জন্য একটা উষ্ট্রী পাঠাব, অতএব তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবার কর।
২৮. আর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পালা ভাগ করে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেকে পানির অংশের জন্য পালাক্রমে উপস্থিত হবে।
২৯. এরপর তারা তাদের এক সাথীকে ডাকল, সে উষ্ট্রীকে ধরে হত্যা করল।
৩০. আর কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।
৩১. আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের উপর এক মহানাদ ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড় নির্মাণকারীর খণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার মত।

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

৪. অস্বীকার করেছিল আদ ও সামুদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয়কে।
৫. এরপর সামুদ সম্প্রদায়, তাদের তো ধ্বংস করা হয়েছিল এক বিকট শব্দ দিয়ে।
৬. আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে।
৭. আল্লাহ সে বায়ুকে তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছিল একাধারে সাত রাত ও আট দিন। আর তুমি তাদেরকে সেথায় দেখতে পেতে, যেন তারা খেজুর গাছের কাণ্ডের ন্যায় বিক্ষিপ্তভাবে ভূপাতিত হয়ে রয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২য় খণ্ড)—৫৯

بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ

২৬- سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ

২৭- إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ
فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

২৮- وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ
كُلُّ شَرِبٍ مَّحْضَرٌ

২৯- فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ

৩০- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ

৩১- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً
فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ

৪- كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ

৫- فَاَمَّا ثَمُودُ فَاهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ

৬- وَاَمَّا عَادٌ فَاهْلِكُوا بِرِيحٍ
صَّرَصَ عَلَيْهِ

৭- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً

أَيَّامٍ ۚ خُسُوفًا ۖ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

৮. সুতরাং তুমি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি ?

৮- فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ○

কাওমে লূত

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫,

১৬০. কাওমে লূত অস্বীকার করেছিল রাসূলদের ।

১৬১. স্মরণ করুন, তাদের বলেছিল তাদের ভাই লূত : তোমরা কি সাবধান হবে না ?

১৬২. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিষ্ণু রাসূল ।

১৬৩. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার ।

১৬৪. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময় । আমার বিনিময় তো রাসূল আ'লামীনের কাছে ।

১৬৫. সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরা কি পুরুষদের সাথে উপগত হও ?

১৬৬. আর তোমরা বর্জন করছ তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোকদের সৃষ্টি করেছেন তাদের ? বরং তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ।

১৬৭. তারা বলল : হে লূত! তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তুমি বহিষ্কৃত হবে ।

১৬৮. লূত বলল : আমি তোমাদের একাজকে অত্যন্ত ঘৃণা করি!

১৬৯. হে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর ।

১৭০. তারপর আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে-

১৬০- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ○

১৬১- إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ○

১৬২- إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○

১৬৩- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ○

১৬৪- وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ○

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৬৫- أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ○

১৬৬- وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ

مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ○

১৬৭- قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُ يَلُوطُ

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ○

১৬৮- قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ○

১৬৯- رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ○

১৭০- فَنَجَّيْنَاهُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِينَ ○

১৭১. এক বুড়ি ছাড়া, সে ছিল আযাবে নিঃপতিত লোকদের শামিল।
১৭২. তারপর আমি অপর সকলকে ধ্বংস করে দিলাম।
১৭৩. তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল অতি নিকৃষ্ট।
১৭৪. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।
১৭৫. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
- সূরা কামার, ৫৪ : ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯
৩৩. লূতের কাওম ও সতর্ককারীদের অস্বীকার করেছিল।
৩৪. আমি তো তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঝড়িকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষভাগে রক্ষা করেছিলাম।
৩৫. আমার তরফ থেকে বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ। এভাবেই আমি পুরস্কৃত করি তাকে, যে শোকর করে।
৩৬. আর লূত তো তাদেরকে আমার পাকড়াও করার ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু তারা ভীতি প্রদর্শন সম্বন্ধে বিতণ্ডা করেছিল।
৩৭. তারা তো লূতের কাছ থেকে তার মেহমানদের নিয়ে যেতে চাইল, তখন আমি তাদের চোখ নষ্ট করে দিলাম এবং বললাম : আত্মদান কর আমার আযাব এবং আমার সতর্কবাণীর মজা।

○ ۱۷۱- إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرَيْنِ

○ ۱۷۲- ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ

○ ۱۷৩- وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

○ ۱۷৪- فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

○ ۱۷৫- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

○ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

○ ۱۷৬- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

○ ۳۳- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِي

○ ۳৪- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ

○ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ

○ ۳৫- نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

○ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ

○ ৳৬- وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا

○ فَتَكَارَوْا بِاللَّذِي

○ ৳৭- وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَسَنَّا

○ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرٍ

৩৮. আর অতি ভোরে তাদের উপর আঘাত হানল বিরামহীন শাস্তি।
৩৯. বলা হল : আশ্বাদন কর আমার আযাব এবং আমার সতর্কবাণীর মজা।

۳۸- وَلَقَدْ صَبَّحَهُم
بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ

۳۹- فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرٍ

আয়কাবাসী

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮,
১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪,
১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০,
১৯১

১৭৬. আয়কাবাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল,
১৭৭. স্মরণ করুন, যখন তাদের শু'আইব বলেছিল : তোমরা কি সাবধান হবে না?
১৭৮. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।
১৭৯. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।
১৮০. আর আমি চাই না এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময়, আমার বিনিময় তো রাব্বুল আলামীনের কাছে।
১৮১. তোমরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে, আর যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।
১৮২. এবং ওয়ন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।
১৮৩. আর মানুষকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দিবে না এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না।
১৮৪. আর ভয় কর তাঁকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের জনগোষ্ঠিকে।
১৮৫. তারা বলল : তুমি তো যাদুগ্রন্থদের একজন,

۱۷۶- كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمِرْثَلِ

۱۷۷- إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ

۱۷۸- إِيَّايَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

۱۷۹- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

۱۸۰- وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

۱۸۱- إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

۱۸۱- أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ

الْمُخْسِرِينَ

۱۸۲- وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

۱۸۳- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

۱۸৪- وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ

وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ

۱۸৫- قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

১৮৬. আর তুমি তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও এবং আমরা মনে করি অবশ্যই তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন।
১৮৭. অতএব আসমানের কোন একখণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও।
১৮৮. ও'আইব বলল : তোমরা যা কর, আমার রব তা খুবই ভাল জানেন।
১৮৯. তারপর তারা তাকে অস্বীকার করল, ফলে তাদের পাকড়াও করল মেঘাচ্ছন্ন দিনের আযাব। অবশ্য তা ছিল এক মহাদিবসের আযাব।
১৯০. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।
১৯১. আর অবশ্যই আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১৮৬- وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
وَإِنْ تُظُنُّكَ لَيِّنَ الْكَاذِبِينَ

১৮৭- فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

১৮৮- قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

১৮৯- فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ
الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
১৯০- إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

১৯১- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

রাণী বিল্কীস

- সূরা নাম্বল, ২৭ : ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪
২০. আর সুলায়মান পাখীদের খোঁজ-খবর নিল এবং বলল : ব্যাপার কি, হৃদহৃদকে দেখছি না কেন ? না কি সে গায়েব হলো ?
২১. অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব, অথবা তাকে যবাই করব বা সে আমার কাছে উপযুক্ত কারণ পেশ করবে।
২২. একটু পরই হৃদহৃদ এসে বলল : এমন বিষয় আমি অবগত হয়েছি, যা আপনি অবগত নন এবং আমি আপনার কাছে

২০- وَتَقَفَّذَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
الْهُدُودَ أَأَمْرًا كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

২১- لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْجِبَنَّكَ
أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ

২২- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ
أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ

সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

২৩. আমি তো একজন স্ত্রীলোককে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি এবং তাকে দেয়া হয়েছে সব কিছু, আর তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।

২৪. আমি তাকে ও তার কাওমকে দেখেছি, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে পূজা করছে এবং শয়তান তাদের কাজ-কর্মকে তাদের কাছে শোভন করে রেখেছে আর তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না,

২৫. যেন তারা আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আসমান ও যমীনের সব গোপন বস্তুকে বের করে আনেন। আর তিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।

২৬. আল্লাহই এমন সত্তা, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনিই মহা আরশের অধিপতি।

২৭. সুলায়মান বলল : এখন আমি দেখব, তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন ?

২৮. তুমি যাও আমার এ পত্র নিয়ে এবং তা তাদের কাছে নিক্ষেপ কর। তারপর তাদের থেকে একটু দূরে সরে থেক এবং লক্ষ্য কর তারা পরস্পর কি বলে।

২৯. সে নারী বলল : হে সভাসদবৃন্দ! আমার কাছে একটি সম্মানিত পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে,

৩০. এ পত্র সুলায়মানের তরফ থেকে এবং তাতে রয়েছে : “বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম”।

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ○

২৩- إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

২৪- وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ○

২৫- أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ○

২৬- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

২৭- قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○

২৮- إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ○

২৯- قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ

إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ ○

৩০- إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

৩১. তোমরা আমার মুকাবিলায় অহংকার
করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে
আমার কাছে চলে এসো।

৩১- أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ
وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ○

৩২. সে নারী বলল : হে পারিষদবর্গ!
তোমরা আমাকে আমার এ ব্যাপারে
পরামর্শ দাও। আমি তো কোন ব্যাপারে
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, যে পর্যন্ত
না তোমরা আমার সামনে উপস্থিত
হও।

৩২- قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً
أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ○

৩৩. তারা বলল : আমরা তো খুব শক্তিশালী
এবং যুদ্ধে খুব পারদর্শী, তবে সিদ্ধান্ত
তো আপনারই। অতএব আপনি স্থির
করুন, কি আদেশ করবেন।

৩৩- قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا
بِأَسْ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ
فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ○

৩৪. সে বলল : রাজা-বাদশারা যখন কোন
জনপদে প্রবেশ করে, তখন তারা
জনপদকে ধ্বংস করে দেয় এবং
সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদের
অপদস্থ করে আর এরাও এরূপই
করবে।

৩৪- قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَ أَهْلِهَا آذِلَّةً
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ○

৩৫. এখন আমি তাদের কাছে কিছু
উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তারপর দেখব
দূতেরা সেখান থেকে কি উত্তর নিয়ে
আসে।

৩৫- وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
فَنَنْظُرُهُمْ يَوْمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ○

৩৬. যখন দূত সুলায়মানের কাছে উপস্থিত
হলো, তখন সে বলল : তোমরা কি
অর্থ সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য
করতে চাও? অথচ আল্লাহ আমাকে
যা দিয়েছেন তা তোমাদের যা
দিয়েছেন তার চাইতে উত্তম। বরং
তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে
খুশী থাক।

৩৬- فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ
قَالَ أَتُمِدُّوُنِي بِبَالٍ
فَمَا آتَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ○

৩৭. ফিরে যাও তাদের কাছে, আমি অবশ্যই
তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাবাহিনী
নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার
ক্ষমতা তাদের নেই। আর আমি

৩৭- ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ
بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا

অবশ্যই তাদের সেখান থেকে অপদস্থ করে বের করে দিব এবং তারা হয়ে পড়বে অধীন।

৩৮. সুলায়মান আরো বলল : হে সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে তার সিংহাসনটি আমার কাছে নিয়ে আসবে তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার আগে ?

৩৯. মহাবলিষ্ঠ এক জিন্ বলল : আমি তা আপনার কাছে এনে দিব, আপনি আপনার আসন ত্যাগ করার পূর্বেই এবং একাজ করতে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।

৪০. যার মাঝে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল : আমি তা আপনার কাছে এনে দিব, আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই। তারপর সুলায়মান যখন তা তার সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখল, তখন বলল : এতো আমার রবের একটি অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শোক্র করি, না না-শোক্রী করি। আর যে শোক্র করে, সে তো শোক্র করে নিজের কল্যাণের জন্য। আর যে না-শোক্রী করে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, মহিমাময়।

৪১. সুলায়মান বলল : তার জন্য তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখি সে চিনতে পারে, নাকি যারা চিনতে পারে না তাদের শামিল হয় ?

৪২. তারপর যখন সে আসল ; তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল : এক্ষপই কি তোমার সিংহাসন ? সে বলল : হ্যাঁ, মনে হয় এটিই সেটি। আর আমরা তো পূর্বেই

أَزَلَّةٌ وَهُمْ صُغُرُونَ ○

৩৮- قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ○

৩৯- قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ○

৪০- قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ○

৪১- قَالَ تَبَكَّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدُونَ ○

৪২- فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ، قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ

সব কিছু জেনে গেছি এবং আমরা
আত্মসমর্পণও করেছি।

৪৩. আর আল্লাহ্ ছাড়া যার পূজা সে করত,
তাই তাকে ঈমান আনা থেকে বিরত
রেখেছিল। অতএব সে ছিল কাফির
কাওমের শামিল।

৪৪. তাকে বলা হল : এ প্রাসাদে প্রবেশ
কর। যখন সে তা দেখল, তখন সে
তাকে একটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয় মনে
করল এবং সে তার পায়ের উভয় গোছা
খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল : এটা
তো একটা প্রাসাদ, যা স্বচ্ছ স্ফটিকে
নির্মিত। বিল্কীস বলল : হে আমার
রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি
যুলুম করেছি। আর আমি সুলায়মানের
সাথে রাক্সুল আ'লামীনের কাছে
আত্মসমর্পণ করলাম।

○ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

৪৩- وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ
مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ○

৪৪- قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ
فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ
لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا
قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ
قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

দাঔতুল আরদ

সূরা নাম্বল, ২৭ : ৮২

৮২. আর যখন তাদের কাছে কিয়ামতের
ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার সময় সমাগত হবে,
তখন আমি তাদের জন্য যমীন থেকে
একটি জীব 'দাঔতুল আরদ' বের
করব, সে তাদের সাথে কথা বলবে।
কারণ লোকেরা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস
করত না।

৮২- وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ
تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ○

মাদইয়ানবাসী

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৩৬, ৩৭, ৩৮

৩৬. আর আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে
তাদের ভাই শু'আইবকে নবী করে
পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল : হে
আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর
আল্লাহর এবং ভয় কর শেষ দিনকে,

৩৬- وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
فَقَالَ يَقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ
الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا

আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।

৩৭. কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল, ফলে ভূমি তাদের পাকড়াও করল। আর তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

৩৮. আর আমি আদ ও সামুদকেও ধ্বংস করেছিলাম। তাদের বাড়ীঘর থেকেই তোমাদের কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদের বিরত রেখেছিল সৎপথ থেকে, অথচ তারা ছিল জ্ঞানবান বিচক্ষণ লোক।

○ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

২৭- فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

○ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيِّينَ

৩৮- وَعَادًا وَثَوْدًا

وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ تَدْرِيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ

○ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

রোম জাতি

সূরা রুম, ৩০ : ২, ৩, ৪, ৫

২. রোমকরা পরাজিত হয়েছে,
৩. এক নিকটবর্তী এলাকায়, কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অতিসন্তর জয়লাভ করবে,
৪. তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে। পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। আর সে দিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে,
৫. আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

২- غَلِبَتِ الرُّومُ

৩- فِي أَدْنَى الْأَرْضِ

○ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

৪- فِي بَضْعِ سِنِينَ

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ

○ وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِغُ الْمُؤْمِنُونَ

৫- يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ

○ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

সাবাবাসী

সূরা সাবা, ৩৪ : ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

১৫. সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন দু'টি উদ্যান : একটি ডানদিকে, অপরটি বামদিকে। তাদের বলা হয়েছিল : তোমরা খাও তোমাদের

১৫- لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ

جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ

রবের প্রদত্ত রিযিক এবং তাঁর শোকর আদায় কর। উত্তম এ শহর এবং পরম ক্ষমালীল রব।

১৬. পরে তারা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা প্লাবন প্রবাহিত করলাম এবং তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম, এমন দু'টি উদ্যানে যাতে রয়ে গেল বিশ্বাদযুক্ত ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।

১৭. আমি এ শাস্তি তাদের দিয়েছিলাম, তাদের না-শোকরীর দরুণ। আর আমি এমন শাস্তি কেবল অতি অকৃতজ্ঞ লোকদের দিয়ে থাকি।

১৮. তাদের জনপদ এবং সে সব জনপদ যেথায় আমি বরকত দিয়ে রেখেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে বহু দৃশ্যমান জনপদ আবাদ করে রেখেছিলাম এবং সে সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। তাদের বলেছিলাম : তোমরা এ সব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।

১৯. কিন্তু তারা বলল : হে আমাদের রব! আমাদের সফরের পরিসর বাড়িয়ে দিন। আর তারা তো নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদের কাহিনীতে পরিণত করে দিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন প্রত্যেক ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য।

২০. আর ইবলীস বাস্তবিকই তাদের ব্যাপারে তার অনুমান সত্য প্রমাণ করল, ফলে মু'মিনদের একটি দল ছাড়া তাদের সবাই তার অনুসরণ করল।

بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَ رَبُّ غَفُورٌ

১৬- فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَطْبٍ وَ أَثْلٍ وَ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ

১৭- ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَ هَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ

১৮- وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَ قَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا لَيْالِي وَ أَيَّامًا آمِنِينَ

১৯- فَقَالُوا رَبَّنَا بُعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَ مَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَرْقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

২০- وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

২১. আর তাদের উপর ইবলীসের কোন প্রভাব ছিল না। তবে কে আখিরাতে ঈমান রাখে এবং কে তাতে সন্দেহ পোষণ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আপনার রব সর্ববিষয়ে হিফায়তকারী।

২১- وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۚ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝

ফির'আওন

- সূরা মু'মিন, ৪০ : ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

২৩. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রকাশ্য প্রমাণসহ,

২৪. ফির'আওন, হামান ও কার্বনের কাছে। কিন্তু তারা বলেছিল : এ লোকটি তো যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

২৫. তারপর মূসা যখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে গেল, তখন তারা বলল : যারা মূসার প্রতি ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদের হত্যা কর এবং তাদের নারীদের জীবিত রেখে দাও। কিন্তু কাফিরদের চক্রান্ত তো ব্যর্থ হবারই।

২৬. আর ফির'আওন বলল : তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব আর সে তার রবকে ডাকুক। আমি তো আশংকা করি যে, পাছে সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করে দেয়, কিম্বা দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করে।

২৭. আর মূসা বলল : আমি তো শরণাপন্ন হয়েছি আমার রবের ও তোমাদের রবের এমন সব অহংকারী লোকদের

২৩- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝

২৪- إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ۝

২৫- فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

২৬- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ۝

২৭- وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

থেকে, যারা হিসাব-নিকাসের দিবসে ঈমান রাখে না।

২৮. আর ফির'আওনের বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজের ঈমান গোপন রেখেছিল, সে বলল, তোমরা কি একজন লোককে শুধু এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার রব আল্লাহ্। অথচ সে তো তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে। যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে তার মিথ্যার জন্য দায়ী হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার কিছু না কিছু অবশ্যই তোমাদের উপর আপতিত হবে, যার ওয়াদা সে তোমাদের দিচ্ছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন করেন না সীমা-লংঘনকারী, অতিশয় মিথ্যাবাদীকে।

২৯. হে আমার কাওম! আজ তোমাদেরই রাজত্ব, এদেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু কে আমাদের সাহায্য করবে, যদি আমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব এসে পড়ে? ফির'আওন বলল : আমি তো তোমাদের সে কথাই বলি যা আমি বুঝি, আর আমি তোমাদের কেবল মংগলের পথই দেখাই।

৩০. তারপর মু'মিন লোকটি বলল : হে আমার কাওম! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মত বিপজ্জনক দিনের,

৩১. যেমন কাওমে নূহ, আদ, সামূদ ও তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল। আর আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না।

৩২. হে আমার কাওম! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি কিয়ামতের দিনের,

لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

২৮- وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَإِنْ يَكْذِبْكَ فَاعْلَمِ كَذِبُكَ ۚ وَإِنْ يَكْذِبْكَ فَاعْلَمِ كَذِبُكَ ۚ وَإِنْ يَكْذِبْكَ فَاعْلَمِ كَذِبُكَ ۚ وَإِنْ يَكْذِبْكَ فَاعْلَمِ كَذِبُكَ ۚ وَإِنْ يَكْذِبْكَ فَاعْلَمِ كَذِبُكَ ۚ

২৯- يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرْنَا فِي الْأَرْضِ ۚ

فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝

৩০- وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَئِذٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۝

৩১- مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝

৩২- وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝

৩৩. যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পালাবে, কিন্তু আল্লাহ্ থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।
৩৪. আর ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে তো এসেছিল ইউসুফ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল, তোমরা তাতে সন্দেহপোষণ করে যাচ্ছিলে। এমনকি যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বলতে লাগলে : তারপরে আল্লাহ্ আর কখনো কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না। এরূপে আল্লাহ্ ড্রাস্তির মধ্যে ফেলে রাখেন তাকে, যে সীমালংঘনকারী, সন্ধিগ্ধমনা,
৩৫. যারা আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের কাছে কোন প্রমাণ না থাকলেও। তাদের এ কাজ আল্লাহ্ ও যারা ঈমান এনেছে, তাদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। এরূপেই আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরের উপর।
৩৬. ফির'আওন বলল : হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, হয়ত আমি পেয়ে যাব অবলম্বন,
৩৭. আসমা'নে আরোহনের অবলম্বন, তারপর আমি সেখান থেকে মূসার খোদার দিকে অবশ্যই উঁকি মেরে দেখব। আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। আর এভাবেই ফির'আওনের কাছে তার অপকর্ম-গুলোকে শোভনীয় করা হয়েছিল এবং তাকে বিরত রাখা হয়েছিল সরল সঠিক পথ থেকে। আর ফির'আওনের চক্রান্ত তো ব্যর্থ হওয়ারই ছিল।

২২-يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ
مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

২৪-وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ
مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۖ

حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ
لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَلِكَ
يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ۝

২৫-الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ
بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كُتُبٌ مُقَاتِلًا
عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

২৬-وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَأْأَمْنُ ابْنِي لِي
صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۝

২৭-أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ

فَاطْلِعْ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ
وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ
وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝

৩৮. আর সে মু'মিন ব্যক্তিটি বলল : হে আমার কাওম! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করব।

৩৯. হে আমার কাওম! এ পার্থিব জীবন তো অল্প দিনের উপভোগ মাত্র, আর আখিরাতই হচ্ছে অনন্তকাল অবস্থানের জায়গা।

৪০. যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, সে কেবল অনুরূপ প্রতিফল পাবে। আর যে ব্যক্তি নেককাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মু'মিন হয়, তবে এরূপ লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সেখানে দেয়া হবে বে-হিসাব রিযিক।

৪১. হে আমার কাওম! এ কেমন কথা যে, আমি তোমাদের মুক্তির পথে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ!

৪২. তোমরা আমাকে ডাকছ যেন আমি আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং এমন বস্তুকে তাঁর শরীক করি, যার সম্পর্কে আমার কাছে কোন জ্ঞান নেই। আর আমি তোমাদের ডাকছি প্রবল পরাক্রম-শালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে।

৪৩. নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও সে দাওয়াতের যোগ্য নয়। নিশ্চয় আমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। আর সীমালংঘনকারীরা অবশ্যই দোষখবাসী হবে।

৪৪. অতএব আমি তোমাদের যা বলছি, ভবিষ্যতে তোমরা তা স্বরণ করবে এবং

২৮- وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يٰقَوْمِ
تَّبِعُونِ اهْدِيْكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝

২৯- يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ
وَ اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

৪০- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ
يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৪১- وَيٰقَوْمِ مَا لِيَ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجْوٰى
وَتَدْعُوْنِىْ اِلَى النَّارِ ۝

৪২- تَدْعُوْنِىْ اِلٰى كُفْرٍ بِاللّٰهِ وَ
اَشْرَكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ
وَ اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى
الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝

৪৩- لَا جَرَمَ اِنَّمَا تَدْعُوْنِىْ اِلَيْهِ
لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا
وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنْ مَّرَدُّنَا اِلَى اللّٰهِ
وَ اَنْ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ ۝

৪৪- فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ ۝

আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

৪৫. তারপর আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে, আর ফির'আওনের লোকদেরকে পরিবেষ্টন করল কঠিন আযাব।

৪৬. তাদেরকে সকালে ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে আর যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন বলা হবে : ফির'আওনের লোকদেরকে দাখিল কর কঠিন আযাবে।

৪৭. স্মরণ কর, যখন তারা দোযখে পরস্পর ঝগড়া করবে, তখন নিচুস্তরের লোকেরা উঁচুস্তরের লোকদের বলবে : আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা আমাদের থেকে দোযখের আগুনের কিছু অংশ দূর করতে পার কি?

৪৮. উঁচুস্তরের লোকেরা বলবে : আমরা তো সবাই দোযখে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন।

৪৯. যারা দোযখে থাকবে, তারা দোযখের প্রহরীদের বলবে : তোমরা তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের থেকে একদিনের আযাব কমিয়ে দেন।

৫০. তারা বলবে : তোমাদের কাছে কি স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তোমাদের রাসূলগণ আসতেন না? তারা বলবে : হ্যাঁ, অবশ্যই আসতেন। তখন প্রহরীরা বলবে : তবে এখন তোমরাই প্রার্থনা কর। আর কাফিরদের প্রার্থনা তো একেবারেই নিষ্ফল।

وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِصِغِيرِ الْعِبَادِ

৫৫-فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا
وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ

৫৬-النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

৫৭-وَ إِذِ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ
فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ
مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ

৫৮-قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا
إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

৫৯-وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا
مِّنَ الْعَذَابِ

৫০-قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ
رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ
قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاؤُ
الْكٰفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ

সূরা কামার, ৫৪ : ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫,
৪৬, ৪৭

৪১. আর ফির'আওন সম্প্রদায়ের কাছেও
সতর্ককারীগণ এসেছিল,

৪২. কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শন
প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং আমি তাদের
পাকড়াও করলাম পরাক্রমশালী, মহা-
শক্তিধরের পাকড়াও করার মত।

৪৩. তোমাদের যুগের কাফিররা কি
পূর্বযুগের কফিরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? না
কি রয়েছে তোমাদের জন্য কোন মুক্তির
সনদ আসমানী কিতাবে?

৪৪. নাকি এরা বলে : আমরা এক
অপরাজেয় দল?

৪৫. অচিরেই এ দল পরাভূত হবে এবং পৃষ্ঠ
প্রদর্শন করবে।

৪৬. অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির
নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত বড়
কঠোর ও তিক্ততর।

৪৭. নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ৯, ১০, ১১, ১২

৯. আর ফির'আওন, তার পূর্ববর্তীরা এবং
উল্টে দেয়া জনপদ গুরুতর পাপে লিপ্ত
ছিল।

১০. তারা তাদের রবের রাসূলকে অস্বীকার
করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদেরকে
পাকড়াও করেন অতি কঠোরভাবে।

১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি
তোমাদের নৌকায় আরোহন করিয়ে-
ছিলাম,

১২. যেন এ ঘটনাকে আমি তোমাদের জন্য
একটি স্মরণীয় ব্যাপার করি এবং
স্মরণকারীরা যেন তা স্মরণ রাখে।

৫১- وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ○

৫২- كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَآخَذْنَاهُمْ أَخَذَ
عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ○

৫৩- أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوَّلِكُمْ
أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ○

৫৪- أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ○

৫৫- سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ○

৫৬- بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ
وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ○

৫৭- إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ○

৯- وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ

وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ ○

১০- فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ

فَآخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً ○

১১- إِنَّا لَنَّا طَعَا الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ

فِي الْجَارِيَةِ ○

১২- لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً

وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ○

বিভিন্ন কাওম

সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

৫০. আর আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন প্রাচীন আদ সম্প্রদায়কে,
৫১. এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও, কাউকেই তিনি ছাড়েননি।
৫২. আর তাদের পূর্বে নূহের কাওমকেও, তারা তো ছিল বড় যালিম ও অতিশয় অবাধ্য।
৫৩. আর তিনিই লূতের সম্প্রদায়ের উপড়ানো জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিষ্ক্ষেপ করেছেন,
৫৪. এপর সে জনপদকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যা আচ্ছন্ন করার।

৫০-وَإِنَّكَ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ

৫১-وَنُوحًا فَمَا أَبْقَىٰ

৫২-وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ

إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ

৫৩-وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ

৫৪-فَغَشَّاهَا مَا عَشَّىٰ

ইয়াহুদী

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৬, ৭, ৮

৬. বলুন : হে ইয়াহুদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু, অন্যান্য মানুষ ব্যতিরেকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
৭. কিন্তু তারা কখন তা কামনা করবে না, যা তাদের হাত আগে প্রেরণ করেছে তার কারণে। আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।
৮. বলুন : নিশ্চয় মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, একদিন তা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেই। এরপর তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্র নিকট, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন, যা তোমরা করতে তা।

৬-قُلْ يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৭-وَلَا يَتَمَتُّونَ أَبَدًا

بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

৮-قُلْ إِن الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ

ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

নূহ, লূত ও ফির'আওনের স্ত্রী এবং মারইয়াম

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ১০, ১১, ১২

১০. আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন নূহের স্ত্রীর ও লূতের স্ত্রীর। তারা ছিল আমার নেকবান্দাদের মধ্যে দুই বান্দার অধীনে। কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে একটুও বাঁচাতে পারেনি, তাদেরকে বলা হল : জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর।

১১. আর আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ফির'আওনের স্ত্রীর, যখন সে প্রার্থনা করেছিল : হে আমার রব! আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একখানা ঘর নির্মাণ করুন, আমাকে রক্ষা করুন ফির'আওন ও তার দুষ্কর্ম থেকে এবং আমাকে নাজাত দিন যালিম থেকে।

১২. আল্লাহ্ আরো দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ইমরানের কন্যা মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে আমার তরফ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। আর সে ছিল বিনয়ী ইবাদতকারীর অন্তর্ভুক্ত।

সূরা জিন্, ৭২ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১. আপনি বলুন : আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, জিন্দের একটি দল মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করেছে এবং বলেছে : আমরা তো শ্রবণ করেছি এক বিস্ময়কর কুরআন,

১-ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۚ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝

১১-وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ۖ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

১২-وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَانُتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَصَدَّقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِذْ وَقَعْتَ عَلَى مَرْيَمَ بِمَا نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَوَكَّلْنَاهَا بِرَبِّهَا وَقَدَّمْنَاهَا عَلَيْهِمْ لِقَاءً أُولَٰئِكَ الَّيْنَ كَانَتْ تُسَكِّنُ عَنْهُمُ إِذْ وَكَّلْنَاهَا بِرَبِّهَا وَقَدَّمْنَاهَا عَلَيْهِمْ لِقَاءً أُولَٰئِكَ الَّيْنَ كَانَتْ تُسَكِّنُ عَنْهُمُ إِذْ وَكَّلْنَاهَا بِرَبِّهَا وَقَدَّمْنَاهَا عَلَيْهِمْ لِقَاءً أُولَٰئِكَ الَّيْنَ كَانَتْ تُسَكِّنُ عَنْهُمُ إِذْ وَكَّلْنَاهَا بِرَبِّهَا ۝

১-قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝

২. যা সঠিক পথ দেখায়, অতএব আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না।
৩. আর অবশ্যই আমাদের রবের মর্যাদা অতিউচ্চ। তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি, আর না কোন সন্তান।
৪. আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অতি অবাস্তব কথা বলত।
৫. আর আমরা মনে করতাম যে, মানুষ ও জিন্ কখন আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলবে না।
৬. আর অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত।
৭. আর তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা ধারণা কর যে, আল্লাহ্ কখন কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না।
৮. আর আমরা আসমানের সংবাদ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম তা পরিপূর্ণ কঠোর প্রহরী ও উচ্চাপিণ্ড দিয়ে,
৯. আর পূর্বে আমরা সংবাদ শোনার জন্য আসমানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে গিয়ে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ আসমানের সংবাদ শোনতে চাইলে, সে তার জন্য প্রস্তুত পায় এক জ্বলন্ত উচ্চাপিণ্ড।
১০. আর আমরা জানি না যে, পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল কি উদ্দেশ্যে, না তাদের রব তাদের হিদায়েত চান।
১১. আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে নেক্কার এবং কতক এর ব্যতিক্রমও। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী।

- ২- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝
- ৩- وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝
- ৪- وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝
- ৫- وَ إِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝
- ৬- وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝
- ৭- وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَنْبُعْثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝
- ৮- وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتٍ حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهْبًا ۝
- ৯- وَ إِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَسَنُ يَسْمِعُ الْإِنَّ يَجِدُ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا ۝
- ১০- وَ إِنَّا لَا نَذَرُكَ أَشَرُّ أَرِيدَ بَيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝
- ১১- وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ۖ كُنَّا طَرِيقَ قَدَدًا ۝

১২- وَأَنَا ظَنَنْتَ أَنَّ لَنُتَعِزَّ اللَّهُ
فِي الْأَرْضِ وَلَنُتَعِزَّهُ هَرَبًا ○

১৩- وَأَنَا لَمَّا سَبَعْنَا الْهُدَى
أَمْنًا بِهِ ۚ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ
فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ○

১৪- وَأَنَا مِنَّا السُّلُوبُونَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ ۚ
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ○

১৫- وَأَمَّا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ
حَطَبًا ○

১৬- وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ
لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ○

১৭- لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ
وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ○

ও সামুদ ইত্যাদি

৬- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ○

৭- إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ○

৮- الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ○

৯. আর সামুদের প্রতি যারা পাহাড়ের উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?
১০. আর ফির'আওনের প্রতি, যে বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি?
১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল,
১২. আর সেখানে বহু ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল।
১৩. এরপর আপনার রব তাদের প্রতি শাস্তির কশাঘাত হানলেন।

কুরা

সূরা কুরাইশ, ১০৬ : ১, ২, ৩, ৪

১. যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে,
২. তাদের আসক্তি রয়েছে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের,
৩. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের মালিকের,
৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

আবু লাহাব

সূরা লাহাব, ১১১ : ১, ২, ৩, ৪, ৫,

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং সে ধ্বংস হোক নিজেও।
২. তার ধন-সম্পদ এবং সে যা উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজে আসেনি।
৩. অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে,
৪. এবং তার স্ত্রীও, যে কাঠের বোঝা বহন করে,
৫. তার গলায় থাকবে উত্তমরূপে পাকানো একটি রশি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেব-দেবী

গো-বৎস

সূরা বাকারা : ২ : ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৯২,
৯৩

৫১. আর যখন আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার সাথে চল্লিশ রাতের, তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে, আর তোমরা তো ছিলে যালিম।
৫২. এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা শোক্র কর।
৫৩. আর স্মরণ কর, আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব ও ফুরকান, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।
৫৪. আর মূসা যখন তার কাওমের লোকদের বলেছিল : হে আমার কাওম! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের উপর যুলুম করেছ গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও এবং নিজেদের হত্যা কর। এটাই কল্যাণকর তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার কাছে। এরপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৯২. আর এসেছিল মূসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে, এরপর তোমরা তার

৫১-وَإِذْ وُعِدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ

وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ○

৫২-ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৫৩-وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

৫৪-وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنكُمْ

ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا

إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ ۖ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

৯২-وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ

অনুপস্থিতিতে গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। আর তোমরা তো যালিম।

৯৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম এবং ত্বরকে তোমাদের উপর তুলে ধরে-ছিলাম, বলেছিলাম : দৃঢ়ভাবে ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং শোন। তারা বলেছিল : আমরা শোনলাম ও অমান্য কারলাম। কুফরীর কারণে তাদের হৃদয়ে গো-বৎস প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। আপনি বলে দিন : যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস যার আদেশ করে, তা কতই না মন্দ!

সূরা নিসা, ৪ : ১৫৩

১৫৩. আহ্লে কিতাব আপনার কাছে আবেদন করে, তাদের উপর আসমান থেকে কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে দিতে। কিন্তু তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবি করেছিল। আর তারা বলেছিল : আমাদের দেখাও আল্লাহকে প্রকাশ্যে। ফলে তাদের পাকড়াও করল বজ্রপাত তাদের যুলুমের কারণে। এরপর তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও। আর আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৪৮, ১৫২

১৪৮. আর মূসার কাওম তার অনুপস্থিতির সময় তাদের অলংকার দিয়ে বানিয়ে নিল একটি গো-বৎস, যার একটা দেহ ছিল, যা 'হাযা' রব করত। তারা কি দেখল না যে, সে গো-বৎস না তাদের

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ○

১৩- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا
قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَأَشْرَيْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
قُلْ بِسْمَايَا مُرْكُم بِهِ إِيْمَانُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

১৫৩- يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى
أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ
ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ
وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ○

১৪৮- وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى
مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ
عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ

সাথে কথা বলে, আর না তাদের পথ দেখায়? তারা সেটিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল। আর তারা ছিল যালিম।

১৫২. অবশ্য যারা গো-বৎসকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর অচিরেই এ পার্থিব জীবনে তাদের রবের তরফ থেকে গযব ও অবমাননা আপতিত হবে। আর এভাবেই আমি শাস্তি দিয়ে থাকি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে।

সূরা তো-হা, ২০ : ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭

৮৭. মূসার কাওমের লোকেরা বলল : আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, বরং আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকদের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করেছি, তারপর সামিরী ও অনুরূপভাবে নিক্ষেপ করেছে।

৮৮. এরপর সামিরী তাদের জন্য একটি গো-বৎস বানালে, যার একটা দেহ ছিল এবং যা 'হান্বা' রব করত। কাওমের লোকেরা বলল : এটাই তোমাদের মা'বুদ এবং মূসারও মা'বুদ। কিন্তু মূসা তা ভুলে গেছে।

৮৯. তবে কি তারা এতটুকুও দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতা রাখে না?

৯০. আর হারুন তো পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল : হে আমার কাওম! তোমাদের তো এ গো-বৎস দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের রব পরম দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।

وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا
اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ○

১৫২- إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ
سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ○

৮৭- قَالُوا مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا
وَلَكِنَّا حُمِلْنَا
أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَفَنَّا
فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ○

৮৮- فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَهُ خُورًا
فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ
وَإِلَهُ مُوسَىٰ ه فَتَنَى ○

৮৯- أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا
وَلَا يَمْلِكُ
لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ○

৯০- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ
يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي
وَاطِيعُوا أَمْرِي ○

৯১. তারা বলল : আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তো এরই উপাসনায় লেগে থাকব।
৯২. মূসা বলল হে হারুন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল,
৯৩. আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?
৯৪. হারুন বলল : হে আমার সহোদর! তুমি আমার দাড়ি ও আমার চুল ধরে টেনো না। আমি তো আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে : তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা রক্ষা করনি।
৯৫. মূসা বলল : হে সামিরী! তোমার বক্তব্য কি?
৯৬. সে বলল : আমি দেখেছিলাম এমন কিছু, যা অন্যেরা দেখেনি। তারপর আমি নিয়ে ছিলাম প্রেরিত দূতের পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি মাটি এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম। আমার মন আমাকে এরূপ করতে প্ররোচিত করেছিল।
৯৭. মূসা বলল : দূর হয়ে যা, তোর জন্য সারাজীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি : কেউ আমাকে স্পর্শ করো না এবং তোর জন্য আরো একটি ওয়াদা আছে, যা তোর বেলায় ব্যতিক্রম হবার নয়। আর তুই তোর ঐ মা'বুদের প্রতি লক্ষ্য কর, যার পূজায় তুই লেগে ছিলি। আমরা তা এখনই জ্বালিয়ে দিচ্ছি, তারপর তা সাগরে নিক্ষেপ করব।

লাত, উয্যা ও মানাত

সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

১৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উয্যা সম্বন্ধে,
২০. এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে ?
২১. তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং তোমাদের রবের জন্য কন্যা সন্তান ?
২২. এ ধরনের বণ্টন তো খুবই অসংগত ।
২৩. এগুলো তো নিছক নাম মাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছ, এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা তো কেবল অনুসরণ করেছে ভিত্তিহীন অনুমানের এবং স্বীয় প্রবৃত্তির। অথচ তাদের কাছে তো এসেছে, তাদের রবের তরফ থেকে হিদায়েত।

১৯-أَفَرَأَيْتُ

২০-وَمَنَؤُا

২১-الْكُتُمُ

২২-تِلْكَ إِذْ أَسْمَعُ ضِيزِي

২৩-إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ

سَمِيئُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

বা'আল

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

১২৩. ইলিয়াসও ছিল রাসূলদের একজন।
১২৪. স্মরণ কর, সে তার কাওমকে বলেছিল : তোমরা কি সাবধান হবে না ?
১২৫. তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা করবে, আর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ করবে ?
১২৬. যিনি আল্লাহ তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও রব ?
১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য হাযির করা হবে।

১২৩-وَإِنْ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

১২৪-إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِلَّا تَتَّقُونَ

১২৫-أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ

أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

১২৬-اللَّهُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

১২৭-فَكَذَّبُوهُ فَأْتَهُمُ لَحِضْرُونَ

ওয়াদ, সূওয়া'আ, ইয়া'উক, ইয়াগুস ও নাস্র

সূরা নূহ, ৭১ : ২৩, ২৪, ২৫

২৩. আর নূহের কাওম বলেছিল : তোমরা তোমাদের দেবতাদের কখনো ত্যাগ করো না এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাস্রকে।
২৪. তারা তো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং এ সব যালিমদের গুমরাহী আরো বাড়িয়ে দিন।
২৫. তাদের পাপের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়েছিল এবং পরে দোষখে দাখিল করা হয়েছিল। এরপর তারা কাউকে তাদের জন্য আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি।

২৩- وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا
وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ○

২৪- وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا
وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ○

২৫- مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا
فَادْخُلُوا نَارًا ۚ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ○